

শ্রীশ্রীপ্রেরোভক্তিরসার্ণব
শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব
ও
শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদর

শ্রীহরিদাসদাস



Śrīmad-Bhāgavata
Vidyāpīṭham

01D / 092A ~~11B~~

শ্রীশ্রীসুন্দরানন্দ গোপাল-বংশীয়

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীশ্রীপ্রেরোভক্তি-রসার্ণব

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব

তথা

শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর-রচিত

শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়

ত্রীধাম নবদ্বীপ, ত্রীহরিবোল কুটার হইতে

ত্রীহরিদাস দাস-কর্তৃক প্রকাশিত

৪৬৩ ত্রীচৈতন্যদ্ব

to be had of
SANSKRIT PUSTAK BHANDAR
38, Bidhan Sarani, Cal-6.

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

ভিক্ষা-২১০৬

শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীহরিবোল দুটর

শ্রীধাম নবদ্বীপ

মুদ্রাকর

শ্রীহরিপদ পাত্র

সত্যনারায়ণ প্রেস

১৬০, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট

কলিকাতা

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান সিউড়ি (বীরভূম) হইতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাঁচ ক্রোশ দূরে মঙ্গলডিহি গ্রাম। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বদেয় শ্রীমন্নারায়ণ গোপালের শিষ্য শ্রীপণি (পান্ডু) গোপালই তত্রত্য ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ। পান্ডুর পিতার নাম মনুস্বথ। নিজের প্রকৃত নাম গোপালচন্দ্র হইলেও তিনি পান বিক্রয় করিতেন বলিয়া নাম হইয়াছিল—পান্ডুঠাকুর। কাম্যাবনবাসী শ্রীধর গোস্বামী নামক জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীশ্রামচাঁদ ও শ্রীশ্রীবলরাম বিগ্রহদ্বয় মন্তকে করিয়া মঙ্গলডিহিতে উপস্থিত হন। * মুসলমান অত্যাচারে পলায়ন করত এই ধর গোস্বামী দ্বাদশ গোপাল সমভিব্যবহারে বঙ্গদেশে আসিয়া ভাগীরবন গ্রামে কিছুদিনের জন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন। তত্রত্য দোলমঞ্চ অবস্থানকালে এক নিদারুণ ঘটনার তিনি সেই স্থানও ত্যাগ করেন। ভাগীর বনের নিকটবর্তী খটকা গ্রামের অধীশ্বরের পরিবারস্থ কোন বিধবা যুবতীর সহিত তাঁহার পাচক ব্রাহ্মণের অবৈধ প্রণয় হইলে রাজা ক্রোধে ব্রাহ্মণের মন্তক দ্বিধাশ্রিত করিতে আজ্ঞা করেন। ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইয়া ভাগীরবনের ধর গোস্বামিজির আশ্রমে পলায়ন করেন এবং গোস্বামিজি তাঁহাকে অভয়দান করেন। কিছুক্ষণ পরে রাজপুরুষগণ তাঁহাকে ধরিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত করে। এই ঘটনার পরে গোস্বামিজি স্থানান্তরিত হইতে ইচ্ছা করিয়া দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে করিয়া ময়ূরাক্ষীতটে উপস্থিত হন। চৈত্র মাস হইলেও প্রচুর বর্ষার ময়ূরাক্ষী তখন দুই কূল প্রাবিত করিয়া চলিয়াছে—গোস্বামিজি একে একে একাদশ বিগ্রহ পর্য্যন্ত নৌকায় স্থাপন করিলেন, কিন্তু দ্বাদশ মূর্তি অস্ত্রযাইতে অনিচ্ছুক হইয়া বিশ্বস্তর হইলে জনৈক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের হস্তে ঐ গোস্বামিজি গোপালট দিয়া প্রস্থান করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি ঐ গোপাল মূর্তি বক্ষে ধরিয়া নোয়াডিহি গ্রামের শ্রীনন্দহুলাল ঘোষাল মহাশয়ের বাটীতে

* ভাগীরবনকাহিনী (বীরভূম-বিবরণ ১১৪৬-১১৭ পৃষ্ঠা)

রাখিয়া প্রস্থান করেন। বহুদিন পরে রামনাথ ভাড়াই নামক জনৈক বদাচ্চ ব্রাহ্মণ ভাণ্ডারবনে মন্দির নির্মাণ করাইয়া ত্রীগোপালজীউকে ঘোষাল বংশের সহিত ভাণ্ডারবনে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত কুব্জগোস্বামী মঙ্গলডিহিতে শুভ বিজয় করত তত্রতা জনৈক পণ্ডিতের গৃহে প্রবেশ করেন। কথা-প্রসঙ্গে গোস্বামিজি জানিলেন যে মঙ্গলডিহি নিবাসী মনুজের পুত্র গোপাল নিষ্ঠাবান ও দেবপরায়ণ বৈষ্ণব। গোপালের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইলে গোপাল আসিয়া সন্ন্যাসীর মুখে ত্রীশ্রীশ্রামচাঁদের অপূর্ব কাহিনী ও তাঁহার পূর্ববংশের পরিচয়াদি পাইয়া সন্ন্যাসীর সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। সন্ন্যাসীঠাকুর গোপালের গুণে মুগ্ধ হইয়া ত্রীশ্রীশ্রামচাঁদ ও ত্রীবলরামকে তাঁহার গৃহে রাখিয়া ত্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে গমন করিয়া চারি বৎসর পরে প্রত্যাগত হন। গোপাল স্বীয় পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া ও ভগিনী মাধবীলতার সহিত পরমানন্দে ত্রীশ্রামচাঁদের সেবায় দিনাতিবাহিত করিতে-ছিলেন—কিন্তু সন্ন্যাসী আসিয়া বিগ্রহ লইয়া গেলে বিরহে, দুঃখে ও শোকে তাঁহারা স্রিয়মাণ হইলেন। এদিকে সন্ন্যাসী গ্রাম হইতে অনতিদূর বাইতে না যাইতেই ত্রীবিগ্রহ পান্ডুর প্রেমরজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্তর মূর্তি ধারণ করিলেন এবং পুনরায় স্বপ্নাদেশ দিয়া মঙ্গলডিহিতে আগমন করেন। এই প্রসঙ্গ ত্রিজগদানন্দের 'ত্রীশ্রামচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে ত্রিপদীছন্দে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবাদ আছে যে পান্ডুরা ঠাকুর প্রত্যাহ পঞ্চকোটে পান বিক্রয় ও কাটোয়ার গঙ্গাস্নান করিয়া মঙ্গলডিহিতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অভীষ্টদেবের সেবাদি করিতেন। পানের বোঝাটি কিন্তু ভগবানই বহন করিতেন। পান্ডুরা ঠাকুরের এক গাভীকে ব্যাঘ্রে লইয়া গেলে তিনি ব্যাঘ্র-মুখ হইতে গাভীকে রক্ষা করত ব্যাঘ্রকে রক্তমস্ত্র দান করেন এবং ঘোষটিকুরী গ্রামের সিদ্ধ ফকির সাহ আবহুন্নার বজ্রাবৃত অমেধ্য খাণ্ডসামগ্রীকে পুষ্পরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। পণিগোপাল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়াই ধর্তব্য, যেহেতু তিনি শ্রীহুন্দরানন্দ গোপালের শিষ্য। ঠাকুর হুন্দরানন্দ মঙ্গলডিহির পূর্বদিকস্থিত

পুরিয়া পুষ্করিণীর কদম্বখণ্ডীর যে ঘাটে পণিগোপালকে দীক্ষা দেন এবং যেখানে তৎকালে দ্বাদশ দিনব্যাপী মহোৎসব সংঘটিত হয়, সেই স্থানে সেই স্মৃতিরক্ষার্থে অত্য়পি নন্দোৎসবের দিন বহু নরনারী সমবেত করেন এবং পুরিয়ার স্নান করিয়া ঘাটে চিঁড়া, দধি, মিষ্টান্নাদির ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

পণিগোপালের সন্তান ছিল না বলিয়া তিনি গড়গড়ে গ্রামবাসী কাশীনাথ নামক জনৈক ব্রাহ্মণের পঞ্চপুত্রকে (অনন্ত, কিশোর, হরিচরণ, লক্ষণ ও কান্ধুরামকে) পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দীক্ষিত করেন। পান্ডুর অস্ত্রধানে ইহারাই তাঁহার সকল সম্পত্তিতে ও বিগ্রহ-সেবায় অধিকারী হন। অনন্তের বংশধরগণ মঙ্গলডিহি হইতে ত্রীবলরামসহ খররাশোলে বসতি স্থাপন করেন। কিশোরের একমাত্র কন্যা হীরামুণির বংশধরগণ শ্রীমদনগোপালের সেবা করেন। ত্রীবিনোদরায়জীউ পান্ডুর ঠাকুরের কুলদেবতা বলিয়াই প্রবাদ শুনা যায়। হরিচরণ অপুত্রক। লক্ষণ ও কান্ধুরামের পুত্রগণই ত্রীশ্রীশ্রামচাঁদের সেবাধিকারী।

কান্ধুরামের পুত্র—গোপালচরণ। ইহার দুই পুত্র গোবুলানন্দ (গোকুলচন্দ্র) ও নয়নানন্দ। জ্যেষ্ঠ পরম প্রেমিক ও সুগায়ক ছিলেন, কীর্তন-পদরচনায় সবিশেষ কৃতিত্ব ছিল বলিয়া তিনি কাশীপুরাধিপের নিকট হইতে গোস্বামিডিহি ও মোতাবেগ নামক দুইটি গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হন। সেই সম্পত্তির আয়ে ত্রীশ্রামচাঁদের সেবা হয়। কনিষ্ঠ শ্রীনয়নানন্দ ত্রীশ্রীশ্রামগোস্বামিপ্রভু-বিরচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আলগতো ১৬৫২ শাকে ত্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব ও ১৬৫৩ সালে ত্রীপ্রয়োভক্তিরসার্ণব রচনা করিয়াছেন। গোবুলানন্দের পুত্র জগদানন্দ সংস্কৃতজ্ঞ হইলেও বঙ্গভাষায় ত্রিপদীছন্দে ত্রীশ্রামচন্দ্রোদয় এবং কীর্তন-পদাবলী রচনা করিয়াছেন।

জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর 'ত্রীশ্রীগোবিন্দবল্লভ' নামক সঙ্গীতনাটক রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়াছেন। মঙ্গলডিহির ঠাকুরগণ

সকলেই সখ্যভাবের উপাসক। প্রতি গ্রহেই তাহা স্থপরিষ্কৃত। শ্রীবিনোদ রায়ের রাসোৎসব, আশ্বিনী শুক্লাসপ্তমীতে শ্রীপাহুয়া গোপালের তিরোধান-উৎসব, দেওয়ালীর উৎসব এবং পুরিয়াকূলে নন্দোৎসবাদি মঙ্গলডিহির প্রধান পর্ব।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাংলা পুঁথি ৩৫৬ সংখ্যায় যে খণ্ডিত 'ভক্তি-মাক্ষবীকণা' পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহোলীলার বর্ণনা থাকায় মঙ্গলডিহির কবি নয়নানন্দ-বিরচিত হইতে পারে না; যেহেতু এই বংশগণ সখ্যরসেরই উপাসক। শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর শ্রীগোবিন্দবল্লভে মধুর রস বর্ণনা করিলেও তাহাতে প্রেয়ারসই অঙ্গী।

সবিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত নিবেদন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন-কর্তৃক প্রদত্ত পুঁথি সাহায্যে [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে অত্রত্য ষষ্ঠ প্রকরণমাত্র] 'শ্রীশ্রীপ্রেনোভক্তিরসার্ণব, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬৭-সংখ্যক খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে 'শ্রীশ্রীশ্যাম-চন্দ্রোদয়', ১৩২০—১৩২২ সাল পর্য্যন্ত বীরভূম পত্রিকা হইতে দশম প্রকরণ পর্য্যন্ত এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রদত্ত খণ্ডিত পুঁথি হইতে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব' প্রকাশিত হইয়া ভক্তগণের করকমলে সমর্পিত হইল, ইহাদের আলোচনার কাহারও বিন্দুমাত্র আনন্দ হইলেও আমি কৃতার্থ হইব—ইতি ১৩৫৬ শন অন্তকূটঘাটা।

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীপ্রেনোভক্তিরসার্ণব—

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম—	মঙ্গলাচরণ—সাধনভক্তি—চতুষ্টয় ভক্ত্যঙ্গ—রাগভক্তি—ভাবভক্তি—প্রেমভক্তি—	১
দ্বিতীয়—	শাস্তাদি দ্বাদশরতি—বিভাব—সখ্যরতি-সম্বন্ধে বিশেষ—বয়স্গগণ—ঠাঁহাদের বিভেদ—রূপ ও সেবাদি—বিদূষক—বিট—	১৩
তৃতীয়—	উদীপন—বয়স—শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ—অনুভাব—সাম্বিক—ব্যভিচারী—স্থায়ী—	২৭
চতুর্থ—	অযোগ—সংযোগ—তাপাদি দশ দশা—যোগে ভুটি—স্থিতি—	৩৯
পঞ্চম—	স্বদাম সখ্যর চতুষ্টয় উপসখা-গণন—ঠাঁহাদের পরিচয়াদি—	৪৮
ষষ্ঠ—	স্বদামচন্দ্রের স্বগণসহিত বাসস্থান, বেশভূষা আভরণাদি—বুধভানুপুর-বর্ণনা—নন্দীশ্বর-শোভা-বর্ণনা—	৬০
সপ্তম—	সখ্যরসে প্রাতঃকালীয় সেবাবিধান	৭০
অষ্টম—	... পূর্বাহ্নকালীয়	৭৭
নবম—	... মধ্যাহ্নকালীয় ও অপরাহ্নকালীয়	৮৪
দশম—	... সায়াহ্ন ও রাত্রিকালীয়	৯১

শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়—

... ৯৭

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসকদম্বের

শ্রীগ্রন্থকারকৃত সূচাপত্র

প্রকরণ	বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম—	মঙ্গলাচরণ	১১১
দ্বিতীয়—	সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণসাধন	১২৫
তৃতীয়—	শ্রীকৃষ্ণ-পূজায় সকল কালে সকলের অধিকার— ভক্তবাৎসল্য—ত্ৰিহরি বিনা অহুগতি নাই—সাত্বিকাদি ত্রিবিধ পুরাণ—শ্রীকৃষ্ণ - বিমুখনিন্দা—বিষয়ি-নিন্দা— আয়ুব্যর্থতা—ইন্দ্রিয়হীনতা—ভক্তির শ্রেষ্ঠতা—সকামা ও নিকামা ভক্তি—	১৩৭
চতুর্থ—	সাধনভক্তি-লক্ষণ—বৈধীরাগ-কথন—ক্লেশব্রী ইত্যাদি ভক্তিফল—বৈধীভক্তির অধিকারী—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ-বিচার—সঙগ ও নিঙগ-কথন—মহুয়াদি সর্ব- বর্ণাদি ভক্ত্যধিকারী—	১৫১
পঞ্চম—	চতুষ্টয় ভক্তির অঙ্গ—একাদশ-কথন—	১৬২
ষষ্ঠ—	সেবাপরাধ—নাম-মাহাত্ম্য—নামাপরাধ—হরিনাম	১৮০
সপ্তম—	রাগানুগা-সাধনা—সাধকসিদ্ধদেহ-কথন—কামানুগা- সধকানুগাদি—প্রকটাপ্রকট লীলা	১৯২
অষ্টম—	ভাবভক্তি-কথন—ভাবানুগ-লক্ষণ; প্রেমভক্তি-লক্ষণ	২০৬
নবম—	বিভাবাদি-লক্ষণ—আলম্বনাদি—চতুষ্টয় গুণাদি— ধীরোদাত্তাদি চতুবিধ নায়ক—অষ্টাদশ দোষ—ভক্ত- সাধক সিদ্ধাদি—উদ্দীপনাদি—কৌমারাদি বয়স-বিচার —রূপ-সৌন্দর্যাদি—বংশিকাশৃঙ্গাদি-লক্ষণ—	২১৪

প্রকরণ	বিষয়	পত্রাঙ্ক
দশম—	অমুভাব—সাত্বিক	২২৯
*একাদশ—	ব্যভিচারিভাব—ভাবশাবল্যাদি—গরিষ্ঠ-লঘিষ্ঠাদি—	২৩৫
*দ্বাদশ—	স্থায়িভাব—কেবলা সকলাদি—দাস্তাদিরতি—	২৩৬
ত্রয়োদশ—	শাস্তভক্তিরস—প্রীতভক্তিরস—যোগাযোগভেদ	২৩৯
চতুর্দশ—	সখ্যভক্তিরস	২৪৭
পঞ্চদশ—	বৎসলভক্তিরস	২৬৬
ষোড়শ—	মধুর ভক্তিরস	২৭২
সপ্তদশ—	শ্রীমতী রাধিকার স্বগণ-কথন—মধুর রসে উদ্দীপন— অমুভাবাদি—সাধারণী-সমঞ্জসাদি রতি-লক্ষণ—রতি- প্রেমাদিকথন—শৃঙ্গারভেদ—বিপ্রলম্ব—সন্তোষ—দশ দশা—হাসাদি সপ্ত গৌণ রস—	২৮৬
অষ্টাদশ—	অনুক্রমণিকাদি—নিজেগুণকথন +	২৯৮

* একাদশ ও দ্বাদশ প্রকরণের খণ্ডিত।

+ স্থটীপত্রের পরে লিখিত আছে—“শ্রীনয়নানন্দ শর্মণঃ পুস্তকং স্বাক্ষরকং
—ইতি। তারিখ ৩০ পৌষ, সন ১১৫০ (?) সাল।”

সাক্ষেতিক চিহ্নাদি

উ	...	শ্রীউজ্জলনীলমণি
গো লী	...	শ্রীগোবিন্দলীলামৃত
ভ, ভ র সি	...	শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধ
ভা, ভাগ	...	শ্রীমদভাগবত
রা কৃ গ	...	শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ
রা কৃ গ প	...	শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-পরিশিষ্ট

শ্রী শ্রীগোড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—৪৮

শ্রীশ্রীপ্রয়োভক্তিরসার্গব

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভ্যাং নমঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রণম্য পরমানন্দং রামেণ বনমালিনম্ ।
প্রত্যাতে ময়া যত্নাং প্রয়োভক্তিরসার্গবঃ ॥
প্রতপ্ত-কাঞ্চনাভং তং কক্ষুগ্রীবং শচীসুতম্ ।
ন্যগ্রোধমণ্ডলাকারং সাবধুতং নমাম্যহম্ ॥
বন্দে শ্রীসুন্দরানন্দং সাভিরামং রূপাম্পদম্ ।
তথা শ্রীপর্ণিগোপালং সগণং সুন্দর-প্রিয়ম্ ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন । ভব-বিধি-স্বর-নর-বন্দিত-চরণ ॥
জয় জয় সেই প্রভু নিতাই চৈতন্য । কলিয়ুগে অবতরি সংসার কৈল ধন্য ॥
শ্রীদাম সুদাম জয় জয় গোপগণ । কৃষ্ণপ্রিয়-প্রিয়া জয় গিরি গোবর্দ্ধন ॥
জয় জয় ব্রজবাসী যমুনার তীর । দ্বাদশ কানন জয় ধীরসমীর ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচান্দ গৌর-প্রেমানন্দ । গদাধর অভিরাম শ্রীসুন্দরানন্দ ॥
সুন্দরের প্রিয় অতি পালুঙা গোপাল । কুল-নাথ বন্দ সেই ঠাকুর দয়াল ॥
ভজ মন রামকৃষ্ণ, চিন্ত বৃন্দাবন । স্মর কৃষ্ণলীলাগুণ ব্রজ-বিলসন ॥

ক—শ্রীমুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন-কর্তৃক প্রদত্ত পুঁথি ।

খ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংখ্যা ২৬২৫ (খণ্ডিত) । অত্রতা ষষ্ঠ প্রকরণই
খণ্ডিত পুঁথিতে চতুর্থ প্রকরণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ।

ভজ হরি, ভক্তি করি' বিষয় ছাড়িঞা । প্রেমানন্দে মহাস্থখে সাধুসঙ্গ লঞা ॥
বতি ধর্মী কর্মী জ্ঞানী সিদ্ধ আদি যত । যোগ-বাগ-জ্ঞানমার্গ ছাড়ি অবিরত ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি করি তাগ । চতুর্বর্গ স্বর্গপদে ছাড়ি অমুরাগ ॥
পাপপুণ্য ধর্মার্থ কার্য-বাসনা । সকল ছাড়িঞা কর' গোবিন্দ-অর্চনা ॥
যোগ-বাগ-কর্ম-জ্ঞান-তপস্বাদি করি । দান-ধর্মে' বিধিমেতে যোবা ভজে হরি ॥
তাহে অতিতুষ্ট নন ভক্তিভাব বিনে । উদ্ধবে ত ভগবান্ কহিলা আপনে ॥

ন সাধয়াত মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোজিতা ॥

[ভাঃ ১১।১৪।২০]

সাংখ্য যোগ জ্ঞান কর্ম ধর্ম নিষ্ঠমতি । কেহো নাহে সম কৃষ্ণভক্তিভাব প্রতি ॥
ভক্তি ছাড়ি' মুক্তি লাগি জ্ঞান উপাসনা । রূপা নাহে, তার মাত্র ক্রোধানি বস্তগা ॥

শ্রেয়ঃস্বতিং ভক্তির্মত্যাতি.....[ভাঃ ১০।১৪।৪] ‡

সেই কৃষ্ণভক্তি যজে দুইবিধ জন । কেহো সাকাম, নিকাম কেহো হন ॥
স্বর্গ মোক্ষ আদি করি' যে জনা বাঞ্ছয় । কামী ভক্ত গতায়ত জন্মমৃত্যু হয় ॥
নিকাম ভক্তগণ সদা কৃষ্ণাশ্রয়, ॥
অতএব নিকামা ভক্তি করি কর সেবা । কৃষ্ণভক্তি সম কেহো নাহে দেবীদেবা ॥
কারে ভক্তি বলি, গুন মুনির বচন । কৃষ্ণ-সেবা' পরিচর্যা ভক্তির লক্ষণ ॥
কৃষ্ণোদ্দেশে যেই কর্ম সাধারণ ক্রিয়া । শ্রবণ কীর্তন আদি সশুদ্ধিত হইয়া ॥

পঞ্চরাত্র—সূর্যে । বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্दिष्टা যা ক্রিয়া ।

সেই ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥

শ্রীলভাগবতে কন ভক্তির লক্ষণ । বাসুদেবে স্বাভাবিকী যে কৃতি সাধন ॥
শ্রবণ কীর্তনাদিরূপে কৃষ্ণে নিষ্ঠাবৃত্তি । হেতুশূণ্য অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি ॥

‡ ইতঃপরে শ্রীমদ্ভাগবতাদির মোকগুলির প্রতীকসহ সংখ্যাই নির্দিষ্ট হইবে ।

দেবানাং গুণলিঙ্গানাম.....[ভাঃ ৩২।৫।৩২]

পরম ভক্তির স্বরূপ সংক্ষেপে কহিয়ে । সর্বেন্দ্রিয়ে বায় সেবা সন্তত দেখিয়ে ॥
ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা-রহিত নিজ কর্ম । আনুকূল্যে কৃষ্ণসেবা সদা বার ধর্ম ॥
কৃষ্ণে নিমল মতি তদনুশীলন । উত্তম ভক্তের ভক্তি কহিল লক্ষণ ॥

অন্যাত্মাভিলাষিতাশূন্য.....[ভ র সি ১।১।১১]

সেই কৃষ্ণভক্তি পুন ত্রিবিধ বর্ণন । সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি কন ॥

সা ভক্তিঃ সাধনং.....[ভ র সি ১।২।১]

তত্র সাধনভক্তিঃ—

দেহেন্দ্রিয়ে সাধি যেবা পরিচর্যা আদি । গৃহমার্জন পুষ্পাহরণাদি প্রসিক্তি ॥
তারে কৃতিসাধ্যা সাধনভক্তি নাম । তাহাতে সন্দেহ-ভঙ্গ কর অবধান ॥

সাধনভক্তি হৈলে হয়ে ভাবভক্তি জানি ।

প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাবভক্তি মানি ॥

ইন্দ্রিয় সাধন হৈলে অনিত্যতা হয় । 'নিত্যসিদ্ধান্ত ভাবশূ'—ভাঙ্গিলা সংশয় ॥
ভাব নিত্যসিদ্ধ হন, সাধ্য কভু নাহে । স্বদয়ে প্রকট হৈলে 'সাধন' নাম কহে ॥

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ.....[ভ র সি ১।২।২]

সেই ত সাধন ভক্তি দ্বিবিধ বর্ণন । বৈধীভক্তি এক, আর রাগানুগা সাধন ॥

তত্র বৈধী—

রাগে অনবাপ্ত হঞা শাস্ত্র-অনুসারে । পরমাশ্রয়-জ্ঞানে ভজে সেইত দ্বৈধরে ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে হয় নরকে গমন । পাপপুণ্য ভরে ভজে বৈধীর লক্ষণ ॥

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ.....[ভ র সি ১।২।৬]

তত্র অধিকারী ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ :—

সর্বভূতে সম দয়্য, লাভালাভে সম । শাস্ত্রমুক্তি-নিপুণ যে সেই সে উত্তম ॥
কৃষ্ণ পূজে, ভক্তি করি বৈষ্ণবে সম্মান । অহুগতে অহুগত, সমস্তে সমান ॥
দেখির করয়ে দেব শাস্ত্রে শ্রদ্ধা সম । তাহাকে কহিএ মাত্র তত্র মধ্যম ॥

শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে, কোমল শ্রদ্ধা যার। কৃষ্ণ পূজে, নাহি পূজে ভক্ত আর।
তদীয় না সেবে, মাত্র সেবে ভগবান্। কেবল কনিষ্ঠকর ভক্ত তার নাম।
পুরাণান্তরে কহে ভক্তের লক্ষণ। অক্ৰোধ বৈরাগ্য আদি দশধা বর্ণনা।

‘অক্ৰোধ-বৈরাগ্য-জিতেন্দ্রিয়ত্বং, ক্রমা দয়া সর্বজন-প্রিয়ত্বম্।

নির্লোভদানং ভয়শোকহীনং, ভক্তস্য চিহ্নং দশলক্ষণঞ্চ॥’ ইতি
ব্রাহ্মণ অবধি নীচ চণ্ডাল পর্যন্ত। সেই হয় অধিকারী যে ভজে একান্ত।

অর্ন্ত হৈঞ কেহো সেবে কেহো বা জিজ্ঞাস্ত।

অথার্থী জ্ঞানী ভজিলে পায়ে আঙ।

গজেন্দ্র, শৌনক, ধ্রুব, সনকাদিগণ। অর্ন্ত আদি চতুর্বিধ এইত লক্ষণ।

সাধন ভক্তির অঙ্গ আছে বহুমত। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় আদি চতুষ্টয় জ্ঞাত।

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ.....শ্রীমদ্ভূতামণ্ডলে স্থিতিঃ॥

[ভ র সি : ১২।৭৪—৯২]

(১) আদৌ শ্রীগুরুচরণাশ্রয়, (২) কৃষ্ণদীক্ষানুশিক্ষণ, (৩) বিশ্বাস-
সহকারে শ্রীগুরুসেবা। (৪) সাধুব্যাহ্নিবর্তন, (৫) সঙ্কম-জিজ্ঞাসা, (৬)
কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ। (৭) দ্বারকা-গঙ্গাতীরে বাস। (৮) যাবদর্থীভূবর্তিতা,
(৯) শ্রীহরিরাস-সন্মান, একাদশী-ব্রতকরণ, (১০) অস্থখ ধাত্রী আদির
গৌরব। (১১) অভক্ত-সঙ্গত্যাগ, (১২) শিষ্যাত্মনুবন্ধিত্ব—বহু শিষ্যকবণ-
ত্যাগ, (১৩) এককালে বহু কমত্যাগ, (১৪) অভক্তি গ্রন্থপাঠ-ত্যাগ,
(১৫) ব্যবহারে কার্পণ্যত্যাগ, (১৬) শোকরোষাদির ত্যাগ, (১৭) দেবতা
নিন্দা ত্যাগ, (১৮) সর্বভূতে উদ্বেগ ত্যাগ, (১৯) সেবাপরাধ-নামাপরাধ
ত্যাগ, (২০) কৃষ্ণকৃষ্ণভক্ত-নিন্দাশ্রবণ-ত্যাগ, (২১) বৈষ্ণবচিহ্ন শঙ্খচক্র-
তিলকাদি-ধারণ, (২২) নামাক্ষর-ধারণ, (২৩) নির্মালা-ধারণ, (২৪)
অগ্রে তাণ্ডব, (২৫) দণ্ডবৎ প্রণাম, (২৬) দর্শনে অভ্যুত্থান, (২৭) পশ্চাদ-
গমন, (২৮) স্থানে গতি, (২৯) স্থান-পরিক্রমা, (৩০) অর্চন, (৩১)

পরিচর্যা, (৩২) গীত, (৩৩) সঙ্কীর্্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞাপন,
(৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্য-প্রসাদগ্রহণ, (৩৮) চরণোদক-পান,
(৩৯) ধূপমালাদি-সৌরভগ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্তি-স্পর্শন, (৪১) তদর্শন,
(৪২) আরাট্রিক-দর্শন, মহোৎসব-দর্শন, (৪৩) নামাদি-শ্রবণ, (৪৪) রূপা-
পেক্ষণ, (৪৫) স্মৃতি, (৪৬) ধ্যান, (৪৭) দাস্ত্র, (৪৮) সখা, (৪৯) আত্ম-
নিবেদন, (৫০) নিজপ্রিয়-বস্ত্র-উপহরণ (৫১) কৃষ্ণার্থে অগ্নি চেষ্টা,
(৫২) কৃষ্ণে সদা শরণাপত্তি, (৫৩) তদীয়-সেবন, (৫৪—৫৬) তুলসী,
শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্র, মথুরা, বৈষ্ণবাদির সেবা, (৫৭) সামর্থ্য থাকিলে বৈষ্ণবগণ
সহ মহোৎসব, (৫৮) কান্তিক ব্রত, (৫৯) জন্মষাট্রাদি (৬০) শ্রীমূর্তি-সেবা,
(৬১) ভক্ত সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থাশ্রয়ান, (৬২) সজাতিয়াশ্রয়ভক্ত-সঙ্গ, (৬৩)
নাম-সংকীর্্তন, (৬৪) শ্রীমথুরা বাস :—

ভক্তি-অঙ্গ চতুষ্টয় সাধনভক্তি ক্রমে। নবাস্ত ভক্তির হৃত প্রহ্লাদ-বচনে।
শ্রবণ, কীর্্তন, কৃষ্ণের শ্রবণাদি করি। পাদসেবন অর্চন, বন্দন মুরারি।
দাস্ত্র, সখা, কৃষ্ণে আত্মনিবেদন। এক অঙ্গ সাধে, কেহো বহু অঙ্গ-লক্ষণ।
সাধন-ভক্তির অঙ্গ সংক্ষেপে কহিল। সেই ত সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ বর্ণিল।
বৈধী ভক্তি সংক্ষেপে কহিলাম আগে। এবে কহি রাগভক্তির বিভাগে।
বিধি মার্গে ভজে কেহো সর্বেশ্বর-জ্ঞানে। অন্তে বিষ্ণুগতি হয় সাধনাত্মক্রেম।
মাধুর্য-আস্বাদ তার না হয় কখন। তাহে নন্দমুত ব্রজে হরারাম হন।
প্রেমের অধীন ব্রজে শ্রীনন্দনন্দন। রাগাত্মগ-গণের কত হরারাম হন।
ব্রজেন্দ্রনন্দন পদে ববে অভিলাষ। তবে রাগাত্মগ-মার্গে করহ প্রয়াস।
রাগাত্মগ-অনুসারে যে ভজে মুরারি। তাহার বিহরে সঙ্গে হঞা সহচরী।

রাগবন্ধন কেমাপি.....[ভ র সি ১২।২৮১]

রাগাত্মগা কহিতে কহি আগে রাগাত্মিকা। রাগাত্মিকা নিষ্ঠা ব্রজে গোপগোপিকা।
রাগাত্মিকা কহিলেন গোপগোপীগণ। সেইভাবে অনুগত রাগাত্মগা হন।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তঃ.....[ভ র সি ১২।২৭০]

স্বাভাবিকী কৃষ্ণে প্রেমভূষণা সদা যার। পরমাবিষ্টতা রূপ, রাগ নাম তার ॥

সে রাগ বৎসলামিরূপে সদা থাকে যাথে।

রাগাঙ্ঘ্রিকা নিষ্ঠা বলিয়া কহি তাথে ॥

তন্ময়ী যে নিষ্ঠা ভক্তি রাগাঙ্ঘ্রিকা সেই। ইষ্টে স্বারসিকী রাগ—কহিলেন এই ॥

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ.....[ভ র সি ১২।২৭২]

রাগাঙ্ঘ্রিকা পুন হয় দ্বিবিধ বিচার। কামাঙ্ঘ্রিকা, সঙ্ঘাঙ্ঘ্রিকা বলিয়া আর ॥

পুন কামরূপা ইতি দেখি ছই মত। কেহো কৃষ্ণস্থখে সুখী, কেহো নিজের রত ॥

কৃষ্ণস্থখে সদা সুখী শ্রীমতাদিগণ। তাঁহা সত্যের কামশব্দে প্রেমরূপ কন ॥

যথা তন্ত্বে—প্রেমৈব গোপরামাণঃ.....[ভ র সি ১২।২৮৫]

সন্তোগেচ্ছা কামরূপা কুজা আদি করি। কামরূপে বিলসন মথুরাদি পুরী ॥

যথা—কামপ্রায়া রতিঃ.....[ভ র সি ১২।২৮৭]

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দের পিতামাতাগণ। বুষ্ণিবংশ যছকুল সম্বন্ধে গণন।

নন্দগোপ সখাগণে সম্বন্ধ উপলব্ধ। প্রেমমাত্র নিরূপণ কহিলা বিশেষ ॥

যথা—কাম-সম্বন্ধরূপে তে.....[ভ র সি ১২।২৮৯]

রাগাঙ্ঘ্রিকা নিষ্ঠা ব্রজে গোপগোপীগণ। সেইসব ভাবে লুপ্ত হয়ে যার মন ॥

সেই হয় রাগানুগ, আনুগত্য লৈঞা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-মাধুরী শুনিয়া ॥

শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা না করে বিচার। কৃষ্ণলীলা আনন্দনে চিত্তে লোভ যার ॥

সেই হয়ে অধিকারী তাহার সাধনে। বিধি অবিধি বলি কিছু নাহি জানে।

যথা—রাগাঙ্ঘ্রিকৈকনিষ্ঠাঃ.....[ভ র সি ১২।২৯১]

কৃষ্ণলীলা মাধুরী-শ্রবণে হইয়ে লোভ। সেই লীলা আনন্দনে যার বাড়ে ক্ষোভ ॥

সেই হয়ে অধিকারী তাহার সাধনে। শাস্ত্রযুক্তি অনুকূল কিছু নাহি মানে ॥

বৈধীভক্তি-অধিকারী রহে তদবধি। ভাবোদগম নাহি হয় দেহে যদবধি ॥

তদবধি তর্কাপেক্ষা বৈধা-আচরণ। ভাবভক্তি দেহে হৈলে যুচয়ে তখন ॥

বৈধভক্ত্যাধিকারী তু.....[ভ র সি ১২।২৯৩]

সাধন ভক্তির কৈল ছই বিবরণ। বৈধী আর রাগভক্তি হৈল স্থচন ॥

অথ ভাবভক্তিঃ—

শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপাত্মা যার বিশেষণ। শুদ্ধ সত্ত্ব ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি হন ॥

শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপভাব প্রেমের প্রথম। রুচিক্রমে চিত্তদ্রব বাহ্যতে সে হন ॥

প্রেম বিনে চিত্তদ্রব আনে নাহি হয়। অতএব প্রেমের প্রথম ভাব কন ॥

প্রেমের প্রথম চিহ্ন ভাব সে বলিল। প্রেমস্বর্ঘ্যঃশুসাম্যভাক্ গ্রহেতে বর্ণিল ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাঙ্ঘ্রী.....[ভ র সি ১৩।১]

সেই ত ভাবের চিহ্ন কর অবধান। ভাবানুর-চিহ্ন কহি শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

যথা—ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিমানশূন্যতা।

আশাবন্ধঃ সমুৎকর্ষী নামগানে সদারুচিঃ ॥

আসক্তিস্তদুগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।

ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্ব্যজাতভাবানুরের জনে ॥

[ভ র সি ১৩।২৫-২৬]

ভাবানুর-চিহ্ন এই যার দেহে হয়। তার কাছে ব্রহ্মস্থত তুচ্ছ অতিশয় ॥

প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাবরূপ হন। কৃষ্ণে গাঢ় ভাব হৈলে উপজে প্রেমধন ॥

হ্লাদিনী স্বরূপশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব নাম। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাঙ্ঘ্রী ভাবভক্ত্যাখ্যান ॥

সেই ভাব কৃষ্ণে যবে অনন্ত মমতা। স্বরূপ লক্ষণ প্রেম পুরুষার্থদাতা ॥

সাক্ষাৎ—নিবিড়াত্মা এই স্বরূপ লক্ষণ। ভীষ্ম উদ্ধবাদি কহে প্রেমনিরূপণ ॥

সম্যজ্জম্শ্চিত্তস্বাস্ত্যঃ.....[ভ র সি ১৪।১]

সেই প্রেম সাধনক্রম আছে বহুমত। তাহা কহি পরিপাটী শাস্ত্র-অভিমত ॥

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিরন্তঃ স্যান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি ॥

সাধকানাময়ং শ্রেয়ঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

ধন্যস্যাং.....[ভ র সি ১৪১৫-১৭]

এই কৃষ্ণমহাপ্রেম জন্মে যে হৃদয়ে । অলৌকিক ক্রিয়া তার বিজ্ঞে না বুঝে ॥

সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে বাড়ি আস্বাদনে ।

স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ হয় বাড়ি প্রেমে ॥

তারপর ভাব, মহাভাব এই পর্যন্ত । বিষয়-আস্বাদনে বাড়ি কহিল নিতান্ত ॥

এইত কহিল ভাব-প্রেমের লক্ষণ । সংক্ষেপ করিয়া ইথি করিল ঘোষণা ॥

ভক্তি করি সেব হরি রাগানুগ হৈঞ । নিজাভীষ্ট রাগাঙ্ঘিকার অনুগতি লঞা ॥

তত্ত্ব যত্ন হোম যাগ যজ্ঞ কর্মবিধি । ছাড়ি নন্দনুতে ভজ ব্রজে জন্মাবধি ॥

ব্রজপুরে করি বাস ব্রজেন্দ্রনন্দন । রাগাঙ্ঘিকার আনুগত্যে করহ সেবন ॥

যথা তথা করি বাস জানিহ আপনে । ত্রীকৃষ্ণ স্মরণ করি থাকি বৃন্দাবনে ॥

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-অনুগত হৈঞ । কৃষ্ণ কথায় রত হইব ব্রজেতে বসিয়া ॥

কৃষ্ণ স্মরন জনকাস্য.....[ভ র সি ১২১২৯৪]

ছই দেহে সেব কৃষ্ণ ব্রজ অনুসারে । ছই দেহ করে কহি, শুনহ বিচারে ॥

এক সিদ্ধ দেহ আর সাধক যে দেহ । ছই দেহে ব্রজবাসির অনুগত লেহ ॥

সাধারণ দেহ যে পিতা মাতাতে উৎপন্ন । সিদ্ধদেহ হয় জানি তাহা হৈতে ভিন্ন ॥

অন্তশ্চিন্তনীয়ভীষ্ট-প্রাপ্তি দেহ যেই । ব্রজে বাস গোপ-বেশ সিদ্ধ জানি সেই ॥

এইরূপ ছই দেহে ভজ নন্দনুত । ব্রজবাসি-নিত্যসিদ্ধের হৈঞ অনুগত ॥

সাধক দেহেতে সেবা শ্রবণ কীর্তন । স্মরণ, অর্চন আদি এই বিবরণ ॥

সিদ্ধ দেহে মানসিক গোপ-দেহ পাঞ । ব্রজলোকের অনুসারে ব্রজেতে বসিয়া ॥

যথা—সেবা সাধকরূপে.....[ভ র সি ১২১২৯৫]

এই শ্লোক বুঝিতে নারি, সন্দেহ জন্মিল । টিপ্পনীকারের অর্থে সন্দেহ থাণ্ডিল ॥

কহে ব্রজলোক হন দ্বিবিধ প্রকার । এক ব্রজস্থগণ, মহান্তগণ আর ॥

সিদ্ধ মহান্তগণ ব্রজলোকে হন । সাধক দেহেতে তৈছে করিবে সেবন ॥

ব্রজানুসার আর লোকানুসার ক্রমে । লোক-শব্দে মহান্ত কহিলা বচনে ॥

ব্রজ-শব্দে ব্রজবাসী গোপ গোপী যত । বুঝি দেব অহুতব শাস্ত অতিমত ॥

সিদ্ধ দেহে মানসিক ব্রজেতে বসিঞ । সেবহ গোপালগণের অনুগত হৈঞ ॥

এই ত শাস্তের মর্ম অজ্ঞে না বুঝিলা । সাধকে করিতে চার সিদ্ধদেহ-ক্রিয়া ॥

কৃষ্ণ-সেবা জপ অর্চা করয়ে যে জন । সাধক দেহে করিতে চার ব্রজ আচরণ ॥

না বুঝিঞ সেবাসধে করে অভ্যাপাত ।

আপনি আপন আপন সুখে করে বজ্রাঘাত ॥

যথা টিপ্পনীকার:—‘ব্রজলোকান্ত দ্বিবিধান্ত ব্রজে যে গোপা গোপাশ্চ, তথা তদনুগত-মহান্তভাবপ্রবরাঃ মহান্তশ্চ ব্রজলোকে তয়োরনুসারতঃ সেবা কার্য্যা । সিদ্ধদেহেন গোপ-গোপীনাং অনুসারতঃ, সাধকদেহেন মহান্তানামনুসারতঃ । এবমজ্ঞানো কেচিৎ স্মরিসি মহাবজ্রনিপাতং মনস্তে ইতি ।’

অতএব রাগাঙ্ঘিকার অনুগত হৈঞ । ব্রজে রামকৃষ্ণ ভজ গোপ-দেহ পাঞ ॥

গুরুজাতীয় ভাবে নিষ্ঠা মতি করি । সখ্যভাবে সখ্যাসঙ্গে ভজ ব্রজে হরি ॥

পরম হুল্লভ প্রেম হয় যার ভাব । যতন করিহ তাহা পাইবারে লাভ ॥

রামকৃষ্ণ ভজ সদা অকৈতব মনে । ব্রজের নিগূঢ় প্রেম সখাগণ সনে ॥

সখো মুখ্য সখাগণ প্রধান আশ্রিয়া । ভজ রামকৃষ্ণ নিজ যথকে লইঞ ॥

সখ্যরূপং সংবিধায় সখ্যভাবেন সর্বদা ।

প্রধানানুগতো ভূত্বা সখ্যোনাপি চ মানসে ॥

বড়ই হৃদয়—সখ্যরস-আস্বাদন । হৃদয় হইতে বিরল তেঞি শাস্তে কন ॥

হৃদয়ত্বেন বিরলে.....[ভ র সি ১২১২৯৬]

ঐখর্য্য-জ্ঞানে কভু সখ্যতা নাহি হয় । কেবল মাধুর্য্য রসে সখ্যতা নিশ্চয় ॥

বড় ছোট জ্ঞানে নহে এইত সাধন । ছোট বড় জ্ঞান হৈলে মৈত্রতা না রন ॥

অতএব তাহা কহে নাবদী পুরাণে । শ্রীনারদ মুনিপ্রতি ত্রীকৃষ্ণ আপনে ॥

সখারস পরম রস কৃষ্ণপ্রিয় অতি । সখ্য রসে কৃষ্ণচন্দ্র বশীভূত ইতি ॥

সখ্যভাবঃ পরং ভাবো মম প্রীতিকরঃ সদা ।

সখ্যাৎ পরতরং নাত্মং তস্ম্যাং সখ্যেন মাং যজ ॥ ইতি

অতঃ রস হৈতে প্রিয় সখ্যরস জানি ।

প্রিয় হৈতে প্রিয়রস প্রেয়ান্ তেঞি মানি ॥

প্রেয়ানেব ভবেৎ..... [ভ র সি ৩৩/১৩৬]

শ্রীকৃষ্ণের অবতारे যেই সব লীলা । সকল অভূত কৃষ্ণের বাহা যে করিলা ॥

গোপাল সহিত তাহে যে লীলাকরণ । সর্বলীলা হৈতে সে মনোহর হন ॥

পাদ্মে—চরিতং কৃষ্ণদেবস্ত সর্বমেবাদভূতং ভবেৎ ।

গোপাললীলা তত্রাপি সর্বতোহতিমনোহরা ॥ ইতি

মনোহর কৃষ্ণ-লীলা গোপাল বিহার । গোপীগণ গায় গীতে লঞা অনুসার ॥

অতএব কৃষ্ণলীলা শ্রবণ-মঙ্গল । গোপীগণ গান করে বিহার সকল ॥

‘ইতি বেণুরবং রাজন্’ (ভা ১০২১৬) ইত্যাদি বচনে ।

সখ্যরসে মগ্ন হৈয়া গায় কৃষ্ণগুণে ॥

কহে গোপীগণ নিজ নিজ সখী প্রতি । আপনাকে করে তারা শোচ্যজ্ঞান অতি ॥

কহে—চক্ষুস্থান জনের শ্লাঘাতম এই । রামকৃষ্ণ-লীলা দেখে সখা সঙ্গে বেই ॥

সখার সহিত কৃষ্ণ লঞা বৎস ধেমু । প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে পুরি শিক্ষা বেণু ॥

ব্রজরাজহৃত রামকৃষ্ণ দুই ভাই । বেণুরঞ্জিত মুখ সদা দেখে যেই ॥

‘স্বৈত নীলপদ্মমুখ’ ঋ সদা দেখে বারা । ভাগ্যবান্ সেইজন কহে গোপিকারা ॥

অক্ষপ্ততাং ফলমিদং..... [ভা ১০২১৭]

কোন গোপী কহে—সখি ! গুন মন দিয়া ।

দেখে আঁহু রামকৃষ্ণ আজি বনে গিয়া ॥

অতিরঞ্জে নটবর কৃষ্ণবলরাম । আশ্র মুকুল বহী-প্রবালে অনুপাম ॥

† সেতপদ্মবুগলমুখ.....

নানাপুষ্পগুচ্ছমালা বিবিধ ভূষণ । রামকৃষ্ণ দুই ভাই জগত-মোহন ॥

সখাগণমধ্যে বিরাজিত দুই ভাই । বেণুরবে ফিরাইছে নিজ বৎস গাই ॥

কেহো নাচে, কেহো গায় বাজ করতালি । সখা সনে দুই ভাই করে নানা কেলি ॥

কেলিশান্ত সখা সনে ঘণ্টা বিন্দু বিন্দু । মলিন হৈঞাছে রবি-তাপে মুখ-ইন্দু ॥

কুসুমাবলিতে সখার পুলকিত অঙ্গ । এইরূপ দেখি মেঘ বলরাম-সঙ্গ ॥

তাপিত রবিতাপে দুই ভাই দেখিয়া । ছত্রপ্রায় হৈঞা মেঘ ছায়া কৈল যাঞা ॥

ঐছন বিহার কৃষ্ণের সখাগণ লঞা । প্রেমানন্দে মগ্ন সখা হরি সঙ্গ পাঞা ॥

সখার সৌভাগ্য গান করে গোপীগণ । গোপী-গীতা ভাগবতে দশমে বর্ণন ॥

চূতপ্রবালবরহস্তবকোৎপলাজ্ঞ..... [ভা ১০২১৮, ১৬] ইতি

ইত্যাদি বিবিধ লীলা গোকুল-বিহার । গোপীগণ করে গান দশমে প্রচার ॥

এবং ব্রজস্থিয়ে রাজন্ ! [ভা ১০৩৫১৬]

সখ্যের বাসনা ব্রজে দেখি এসভার । কি পুরুষ, নারী কিবা ব্রজে জন্ম যার ॥

হেতুশূন্য সখ্য প্রেমে রহিত কামনা । ব্রজবাসী সভাকার সখ্যেত বাসনা ॥

অতএব ব্যাসদেব করিলা বর্ণন । ভাগ্যবান্ ব্রজবাসী এই—নিরুপণ ॥

কৃষ্ণমিত্র ব্রজবাসির কি কব মহিমা । অতএব ব্যাস কৈল যশের ঘোষণা ॥

‘অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য’বস্ত ব্রজবাসী । পূর্ণব্রজ ভগবান্ যার প্রেমে বশী ॥

অহো ভাগ্যং..... [ভা ১০১৪১২]

সখ্য-উক্তি গোপীগণের রাসলীলা কালে । অহে কৃষ্ণ সখা তুমি বলি’ সবে বলে ॥

বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ..... [ভা ১০৩১৪]

পুনশ্চ শ্রীমতির উক্তি দশমে লিখন ! যবে কৃষ্ণ গোপীগণের হৈলা অদর্শন ॥

হা নাথ রমণ কান্ত ! কোথা গেলে তুমি ।

দেখা দেহ প্রাণসখা ! তোর দাসী আমি ॥

দাস্যাস্তে কুপণায়া মে সখে..... [ভা ১০৩০৪০]

সখ্যে মুখ্যসখাগণের অনুগত হৈঞা । ভজ রামকৃষ্ণ সদা ব্রজেতে বসিয়া ॥

সথ্যরতি ক্রমে হয় রস-অভিধান। সামগ্রী-সংযোগে স্বাহ্ রস করে পান ॥
শান্তাদি স্থায়ী পঞ্চরতি আগে লিখি। সেই রতি সামগ্রীযোগে রস বলি দেখি ॥
বিভাব, অনুভাব, সাঙ্গিক, ব্যক্তিচারীগণ। রস উপযুক্ত এ সামগ্রী চারি হন ॥
গুড় যেন পাকভেদে সুস্বাদু বাঢ়য়ে। কপূঁরাদি নবনীযোগে অমৃতখণ্ড হয়ে ॥
তৈছে পঞ্চ স্থায়ী রতি ভক্তিরস হন। রসের সামগ্রী আগে করহ শ্রবণ ॥

বিভাবেরনুভাবৈশ্চ.....[ভ র সি ২।১।৫]

পূর্ণীপের প্রাক্তনিক সদভক্তিবাসনা। ভক্তিরস-আস্থাদান পায় সেইজন্য ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ শ্রীমুত সুন্দর। শ্রীপর্ণিগোপাল হন আমার ঠাকুর ॥
গোপালচরণ-প্রভুপদে অভিলাষ। কাতরে বর্ণিল এ নয়নানন্দ দাস ॥

ইতি প্রয়োভক্তিরসার্ণবে প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ত্বং বিশ্বরূপান্বজ-গৌরচন্দ্রং, বিশ্বস্তুরং সর্বগুণৈরুপেতম্।
প্রতপ্ত-হেমাচল-গৌরদেহং, বন্দে শচীপুত্র ! জগন্নিবাসম্ ॥

অথ শান্তাদি দ্বাদশ রতি :—

শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, প্রিয়তা। পঞ্চ এই স্থায়ী রতি দেখিয়ে সুখ্যতা ॥
হাস আদি সপ্তরতি গোণ-বিবরণ। এতেকে হইল রতি দ্বাদশ-লক্ষণ ॥

অথ শান্তাদিরতি :—

বিষয় করিয়া ত্যাগ নিজানন্দে স্থিতি। কৃষ্ণে পরমায়-জ্ঞান শমভাবে মতি ॥
গবাহঙ্কার-রহিত অগ্ৰভাবহীন। শান্ত রতি বলি কহি তারে সমীচীন ॥

অথ দাস্তরতি :—

কৃষ্ণে প্রভুজ্ঞান আপনে অধীন। সেব্য-সেবকতা বাহে আপনাকে হীন ॥
দাস্তরতি বলি হয় তাহার আখ্যান। প্রীতভাক্ত যারে বলি দাস্তভাব নাম ॥

অথ সখ্যরতি :—

কৃষ্ণতুল্য অভিমান, বিশ্বাস কৃষ্ণে অতি। শঙ্কাহীন সম ভাব সতত সঙ্গতি ॥
ঐশ্বর্য-রহিত ভাব মাধুর্যের ক্রমে। সখ্যরতি বলিঞা হয় তার নামে ॥

অথ বাৎসল্যরতি :—

কৃষ্ণ প্রতিপাল্য হয়, আমিত বালক। লালন পালন স্নেহ যৈছন বালক ॥
অকৈতবে অনুগ্রহ স্নেহরূপ অতি। বাৎসল্য রতি বলিয়া তাহার খেয়াতি ॥
দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য—এই তিন রতি। কেবলা, সঙ্কলা বলি হয়ে ছুই খ্যাতি ॥

কেবলা সঙ্কলা চেতি.....[ভ র সি ২।৫।২৪]

অন্তরতি-অসম্পর্ক নিজভাব সদা। 'কেবলা' বলিঞা রতি কহিয়ে সবদা ॥

রত্যন্তরস্য গন্ধেন[ভ র সি ২।৫।২৫]

রসালাদি দাসগণের সদা বৃন্দাবনে। দাস্তরতি বিনে তার কভু নয় আনে ॥

শ্রীদামাদি সখা যত শুদ্ধ সখা বিনে । অল্প রতি স্পর্শ কভু না করে স্বপনে ॥
নন্দনশোমতীর সদা বৎসল্যাত্ম রতি । ঐশ্বর্যাদি দর্শনে না হয় অল্পমতি ॥
অতএব কেবলা রতি সদা বৃন্দাবনে । পুরবাসী জনে হয় 'সঙ্কলা'-দর্শনে ॥

সঙ্কলা যথা—

অল্প রতি ছই তিন হয়েত মিলন । সঙ্কলা বলিয়া রতি তাহারে কহেন ॥
কৃষ্ণে উদ্ধব কভু প্রভুগণে মানে । কভু সখা হই বলি কৃষ্ণচন্দ্রে জানে ॥
ভীম প্রভৃতি বলে কৃষ্ণে সখা ভাই । দ্বৈধর-জ্ঞানে কভু সঙ্কোচিত পাই ॥
মুখরাতে বাৎসল্য মিছিল হইতে । সঙ্কলা বলিয়া রতি বলিলাম তাথে ॥

এষাং দ্বয়োপনয়নাং.....[ভ র সি ২।৫ ২৬]

অথ প্রিয়তা রতি :—

পরস্পর অঙ্গ আদি-সন্তোগ কারণ । কৃষ্ণ আর শ্রীমতীর যেবা প্রেম হন ॥
তারে কহি প্রিয়তা রতি অভিধান । মধুর উজ্জল বলি হয়ে যার নাম ॥
মুখ্য পঞ্চস্থায়ী রতি-বর্ণন সংক্ষেপে । সপ্ত গৌণরতি কহি গুনহ তোমাকে ॥

হাসরতি, বিস্ময়রতি, উৎসাহরতি আর ।

শোকরতি, ক্রোধ, ভয়, রতি, জুগুপ্সা প্রচার ॥

এই সাত ভক্তদেহে নিত্য স্থায়ী নয় । এই হেতু হাসাদিক রতি গৌণ হয় ॥
পঞ্চরতি স্থায়ী নিত্য ভক্তগণে দেখি । সপ্তের আধার পঞ্চ মুখ্যরতি লেখি ॥

তস্মাদনিয়তাস্থাঃ.....[ভ র সি ২।৫।৪৫]

এই পঞ্চ স্থায়ী রতি বিভাবাদি-সনে । রসরূপ হয় জানি স্বাচ্ছ বাঢ়ে ক্রমে ॥

তত্র বিভাব :—

বিভাব তাহাতে হয় রতি-আস্বাদনে । আলম্বন, উদ্দীপন ছই অভিধানে ॥
যে করণে বদধিকরণে জ্ঞাত হয় রতি । আলম্বন উদ্দীপন দ্বিবিধ খেয়াতি ॥

যথাপ্রপূরণে—বিভাব্যতে হি রত্যাদিঃ [ভ র সি ২।১।১৫]
আলম্বন উদ্দীপন বিভাবে কহিল । সেই আলম্বন পুন দ্বিবিধ বলিল ॥

বিষয়ালম্বন আর আশ্রয়ালম্বন । কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত—এই নিরূপণ ॥

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ.....[ভ র সি ২।১।১৬]

বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ পঞ্চরসে কন । আশ্রয়ালম্বন তত্ত্ব পঞ্চবিধ হন ॥
নায়কের শিরোমণি ব্রজেন্দ্রনন্দন । যাঁহে সর্ব মহাশুণ রহে অনুকণ ॥
চতুষ্টয় মহাশুণ পূর্ণ ভগবানে । নাহি রয় সর্ব শুণ অবতার-অন্তে ॥
এবে কহিয়ে সখ্যরসের আলম্বন । তাহে কহি সখ্যরতি আগে নিরূপণ ॥

অথ সখ্যরতি :—

সমভাবে যে দৌহার দেখিয়ে পিরীতি । সখ্যরতি বলি হয় তাহার খেয়াতি ॥
কৃষ্ণসম অভিমান সম আচরণ । হৃৎহতে বিশস্ত অতি, নাহিক সম্বন্ধ ॥
পরিহাস করিব প্রেম অকৈতবে অতি । সখ্যরতি বলি হয় তাহার খেয়াতি ॥

যে শ্যুস্তল্যা মুকুন্দস্য[ভ র সি ২।৫।৩০]

সখ্যরতি বিভাবাদি-সামগ্রী মিলনে । প্রয়োভক্তিরস নাম হয় তার ক্রমে ॥

স্থায়ী ভাবো বিভাবাত্তেঃ.....[ভ র সি ৩।৩।১]

বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ সখ্যরসে হন । আশ্রয়ালম্বন সখা বয়স্তের গণ ॥

হারশ্চ তদ্ব্যস্যাশ্চ.....[ভ র সি ৩।৩।২]

তাহে হরি আলম্বন সর্বশুণযুত । ব্রজপুরে ভগবান দ্বিভূজ খেয়াত ॥
যেন নবধনগ্রাম ইন্দ্রনীলমণি । বরণ রমণ অতি সুমোহন জানি ॥
মুখে মুহ হাস অতি কুন্দধবল । নয়নকটাক্ষযুক্ত শোভিত কজ্জল ॥
স্বর্ণকেতকী জ্বিত বসন অতিশোভা । বনমালা বনধাতু মুনিমনোলোভা ॥
বেগ-রঞ্জিত মুখ, করে গোষ্ঠ-পয়ান । হরয়ে সখার মন দিয়া বেগু-শান ॥

মহেন্দ্রমণিমঞ্জুল[ভ র সি ৩।৩।৫]

সখ্যে কৃষ্ণ আলম্বন—এইরূপে হন । মথুরা-দ্বারকাপুরে গুন বিবরণ ॥
নবজলধর-বর্ণ পাঞ্চজন্ম ধরে । শঙ্খচক্র গদা পদ্ম নানায়ুধ করে ॥
চতুভুজ, দ্বিভূজ-রূপে হয়ে আলম্বন । পীতবাসা কৌস্তভধারী ভূধনমোহন ॥

সর্বগুণ-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ । সখে কৃষ্ণগুণ কহি, কর অবধান ॥

সুবেষঃ সর্বসম্পন্নঃ.....[ভ র সি ৩৩৬—৭]

অথ শ্রীকৃষ্ণ-বয়স্যঃ—

রূপ-বেশ-গুণ ক্রমে সমান সকল । অসঙ্কোচ কৃষ্ণসঙ্গে বিশ্বাস কেবল ।
বিশ্রুত-সমুত্ত আশ্রয় বয়স্কের গণ । ভয়শূন্য সমজ্ঞান—এই নিরূপণ ॥

রূপ-বেশ-গুণাত্মকঃ.....[ভ র সি ৩৩৮]

সেই ত বয়স্কগণ দেখি দুই স্থলে । ব্রজপুরী, মধুপুরী, দ্বারকা নগরে ।
মথুরা দ্বারকাদি পুরসম্বন্ধিগণ । ব্রজসম্বন্ধীয় সখা গোষ্ঠে যত জন ।

তত্র পুরসম্বন্ধীয় বয়স্যঃ—

শ্রীঅর্জুন, ভীমসেন-জগদ-হুহিতা । শ্রীদাম ব্রাহ্মণাদি বয়স্ক বিখ্যাতা ॥
তাহাতে অর্জুন অতি প্রিয়তম হন । শাস্ত্রমতে শুনহ তাহার বর্ণন ॥

গাণ্ডীবপাণিঃ.....[ভ র সি ৩৩৮]

অস্ত্র সখ্যং যথা—

এক পালকে শয়ন, নম্র আচরণ । নিঃশঙ্ক অর্জুন করে কৃষ্ণে জ্ঞান সম ॥

অথ ব্রজসম্বন্ধিনঃ বয়স্যঃ—

সতত বিহার যার শ্রীকৃষ্ণের সনে । বিচ্ছেদ হইলে ক্ষণে যুগ কোটি মানে ॥

কৃষ্ণ সে জীবন সখা কৃষ্ণ প্রাণধন । শ্রীকৃষ্ণ-জীবিত এই বয়স্কের গণ ॥

দৃশ্যদর্শনতো দীনাঃ.....[ভ র সি ৩৩৯]

শ্রীকৃষ্ণ-বয়স্ক ব্রজে হয় অগণিত । কল্পকোটি শত অঙ্গে না হয় নিরুত ॥

রূপ বেশ গুণ কর্ম স্বরূপ লক্ষণ । কাহার আছয়ে শক্তি করিতে বর্ণন ॥

যথা শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনে—(১১৪৯—১৫০)

‘অযুতায়ুত-গোপালাঃ সখ্যায়ো রামকৃষ্ণয়োঃ ।

তেষাং রূপং স্বরূপঞ্চ গুণকর্মাদয়োহপি চ ।

নহি বর্ণয়িতুং শক্যা কল্পকোটি-শতৈরপি ॥ ইতি

অতএব ব্রজে সখা অসংখ্য গণনা । তাহা মধ্যে মুখ্য যুগের করিব বর্ণনা ॥

কৃষ্ণ-সম বেশ বয়স-সম যারা । শিক্ষা বেণু গান বাজে হয় প্রিয়ঙ্করা ॥

মহা ইন্দ্রনীলমণি কেহো স্বর্ণবর্ণ । কেহো রূপা মরকত স্ফটিক পদ্মাণ ॥

নানা জাতি আভরণ বিবিধ বিলাস । শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়শালী ব্রজপুরে বাস ॥

বলানুজসদৃগ[ভ র সি ৩৩৯]

কৃষ্ণ সঙ্গে সখার সখা অগণিত । ইন্দ্র-যজ্ঞভঙ্গ কালে পুরাণে বেকত ॥

ববে যজ্ঞভঙ্গ করি গিরি গোবর্দ্ধন । সপ্তাহে সে বামহস্তে করিলা ধারণ ॥

কৃষ্ণ-করে গিরি দেখি ভাবে সখাগণ । নিজ হৃৎ হইতে কৃষ্ণহৃৎ হৃৎখী হন ॥

আপনা অধিক প্রেম কৃষ্ণেতে বিহিত । কৃষ্ণ এক প্রাণ সখার—এই ত বিহিত ॥

কহে গোপসুত কোন নিকটে আসিয়া । মধুর বিনয় বাক্য হৃদয়ে চিস্তিয়া ॥

‘শুন শুন প্রাণসখা নন্দের নন্দন ! সপ্তাহ তোমার হস্তে গিরি গোবর্দ্ধন ।

দক্ষ হইছে চিত্তে তোমার প্রিয়সখা । তোমার বিশ্রান্তি আর নাহি যায় দেখা ॥

তোমার হাতের গিরি শ্রীদামের করে । ক্ষণেক ইহারে দিয়া শ্রম কর দূরে ॥

নতুবা দক্ষিণ করে লহ আপনার । বামহস্তে সম্বাদন করিয়ে তোমার ॥

নাহি জানি কত হয়ে হস্তের বেদন । অত্যধিক হৃৎ ভাবে সর্ব সখাগণ ।

সখার সখাতা কৃষ্ণ কে বলিবে কত ? আগম পুরাণ তত্ত্ব সকল বিদিত ॥

উল্লিঙ্গস্যা যযুস্তব.....[ভ র সি ৩৩৮]

সখাপ্রতি সখাতা কৃষ্ণের যত হন । সম্যক তাহার কথা কে করে বর্ণন ॥

অঘাস্তর মায়াবাদী কংসের কিঙ্কর । বৃন্দাবনে প্রবেশিল সপ্নরূপধর ॥

কৃষ্ণের করিতে হিংসা আলা বৃন্দাবনে । অলক্ষিতরূপে রহে কেহো নাহি জানে ॥

উদ্ধ গুপ্ত ঠেকাইল আকাশ-মণ্ডলে । অধ গুপ্ত স্থাপিয়াছে ঝাঁপি ভূমিতলে ॥

সখাসঙ্গে সেই পথে ব্রজেন্দ্রনন্দন । বিপিন-বিহার করে লক্ষা বৎসগণ ॥

অঘের অধর অতি রমণীয় শোভা । দেখিরা বালকগণের মন কৈল লোভা ॥

কেহো বলে গোবর্দ্ধনের দেখেছি সৌন্দর্য্য । আজি দেখি বৃন্দাবনে পরম আশ্চর্য্য ॥

কক্ষবাচ্য করতালি 'আবা আবা' দিয়া । অঘতুণ্ডে প্রবেশিলা জয় জয় দিয়া ॥
তাহা দেখি অঘাসুর মনেতে বিচারে । মোর ভ্রাতৃবৈরি সে রহিল অতিদূরে ॥
কৃষ্ণের অপেক্ষা করি রহে দুরাচার । সখা না দেখিয়া কৃষ্ণ হৈল চমৎকার ॥
চঞ্চল নয়নে হরি করে নিরীক্ষণ । অঘতুণ্ডে প্রবেশিল সহচরগণ ॥
অন্তরে চিন্তিত হইলা নন্দের নন্দন । অঘাসুরে গ্রাস কৈল মোর সখাগণ ॥
আকুল হইলা কৃষ্ণ সখা নাহি দেখি । অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হৈল দুই আঁখি ॥
কাঁদিয়া আকুল কৃষ্ণ সখা না দেখিঞা । শ্রীদাম সুদাম দাম ভাই ভাই বলিয়া ॥
স্বল অর্জুন মোর প্রিয় বসুদাম । লবঙ্গ উজ্জল কোথা শ্রীকঙ্কিনী নাম ॥
কি লাগি আইল আজ কানন-ভিতরে । বলরাম নাহি সঙ্গে, তিহঁই রৈলা ঘরে ॥
ক্ষণেক বিলাপ করি মনে বিচারিলা । সেহ পুন অঘতুণ্ডে হরি প্রবেশিলা ॥
বাড়িতে লাগিলা অঘতুণ্ডে প্রবেশিঞা । নির্গত হইলা তার মস্তক ভেদিঞা ॥
সেই পথে সব সখা বাহির হইল । পরানন্দে কৃষ্ণসঙ্গে আলিঙ্গন কৈল ॥
অঘ-বিমোচন কৃষ্ণ করিলেন যদি । তথাপি না হৈল সখার ঈশ্বরত্ববুদ্ধি ॥

সহচর-নিকুরং.....[ভ র সি ৩৩২০]

কৃষ্ণের বয়স্ত ব্রজে অসংখ্য গণন । তাহে মুখ্য চতুর্বিধ, গৌণ দুই হন ॥
সুহৃৎ সখা আর সখারূপ জানি । প্রিয়সখা, প্রিয়নন্দ্য—চারি এই গনি ॥

সুহৃদশ সখ্যাস্ত.....[ভ র সি ৩৩২১]

অথ সুহৃৎসখা :—

বাৎসল্য-মিশ্রিত সখ্য যাহা সভাকার । কৃষ্ণের বয়স্ত সুহৃৎ বলিঞা প্রচার ॥
কৃষ্ণ হৈতে বয়োধিক বাৎসল্য-মিশ্রিত । ছুটভয় হৈতে রক্ষাকারী অবিরত ॥

বাৎসল্যগন্ধি-সখ্যাস্ত.....কার্ত্তিতাঃ [ভ র সি ৩৩২২-২৩]

যদিও বলরাম হন কৃষ্ণেতে অভিন্ন । তথাপি মাধুর্য্যক্রমে সুহৃদগ্রগণ্য ॥
বলভদ্র ধ্যানপূজা বিবরণ করি । পশ্চাতে লিখন হবে পরিপাটি করি ॥
সুহৃদদের মধ্যে দুই শ্রেষ্ঠ অতিশয় । বলভদ্র মণ্ডলীভদ্র এই ত নিশ্চয় ॥

অথ সখ্যায়:—

কহিয়ে লক্ষণ এবে কেবল সখার । বয়সে শ্রীকৃষ্ণ হৈতে নান দেখি যার ॥
কনিষ্ঠকল্প সখাগণ প্রীতিগন্ধযুত । সেবানিষ্ঠ সেই সখা—কহিল বিদিত ॥
কনিষ্ঠকল্পাঃ.....সেবাসৌখ্যৈকরাগিণঃ [ভ র সি ৩৩৩০-৩১]
ইহামধ্যে দেবপ্রস্থ শ্রেষ্ঠ অতিশয় । তারপর শুন প্রিয়সখার নির্ণয় ॥

অথ প্রিয়সখা :—

প্রিয়সখাগণ ব্রজে হয় অগণিত । তাহে যুথেশ্বর হয় দ্বাদশ বিখ্যাত ॥
কৃষ্ণসম বেশ বয়স আভরণ । সম-অভিমান সদা প্রিয়সখাগণ ॥
কেবলা পিরীতি কৃষ্ণে শুদ্ধ সখ্যরতি । অগ্ররসগন্ধহীন প্রিয়সখার প্রীতি ॥
বয়স্তল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাস্রিতাঃ [ভ র সি ৩৩৩৬]
কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গ কেলি প্রিয়গণ করে । বাহুযুদ্ধ দণ্ডাদি বাহু বাহু ঘরে ॥
লক্ষ গর্ব কক্ষাকক্ষি উদ্ভট বিলাস । হস্তাহতি নানা ক্রোড়া লাবণ্য-প্রকাশ ॥
শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম কঙ্কিনি । স্তোককৃষ্ণ অংশুক ভদ্রসেন জানি ॥
বিলাসী পুণ্ডরীক বিটঙ্ক প্রিয়ঙ্কর । গণোদ্দেশ-মতে এই একাদশ সহচর ॥
রসামৃতসিদ্ধ-মতে দামের সহিতে । দ্বাদশ গোপাল সংখ্যা কহিল বিহিতে ॥
শ্রীদামা চ সুদামা চকেশবম্ [ভ র সি ৩৩৩৬—৩৮]

এষাং সখ্যম্—

প্রিয়সখার সখ্য যত শ্রীকৃষ্ণের সাথে । গোপীগণ কহে তাহা শ্রীমতী-সাক্ষাতে ॥
কিবা অপরূপ আজি যমুনার কূলে । প্রিয়সখা-সঙ্গে হরি দেখিল বিকালে ॥
কেহো হাসে নাচে কেহো বিবিধ বিলাস ।
সদগদগ্দ বাক্যে কৃষ্ণের কেহো করায় হাস ॥
বক্র উক্তি করি করে পরিহাস নম । কেবল সখ্যতা হয় প্রিয়সখার ধর্ম্ম ॥
বাহু পসারিয়া করে পথ-নিবারণ । পুলকিত-অঙ্গ হৈঞা করে আলিঙ্গন ॥
প্রিয়সখার এইরূপ নম আচরণ । দিগুমাত্র প্রচারিয়া করিল বর্ণন ॥

সগদগদপদৈঃ... [ভ র সি ৩৩৩২]

কৃষ্ণ পরাণ হয়ে সখার নিশ্চয় । কৃষ্ণ বিহু প্রিয়জন জীবন সংশয় ॥
যমুনীর উপবনে প্রিয়সখা লঞা । গোচারণ-ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈঞা ॥
হেনকালে অকস্মাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন । দেখু-অদর্শন ছলে হৈলা অদর্শন ॥
কৃষ্ণ না দেখিঞা শ্রীদাম মনে চমকিত । কোথা গেলা ভাই ওরে কহনা বিহিত ॥
ভূমিতে পড়িলা শ্রীদাম কৃষ্ণ না দেখিঞা । ধুলায় ধূসর অঙ্গ-সঙ্গ না পাইঞা ॥
যমুনীর উপবন-কানন-কুটরে । হা কৃষ্ণ হা প্রিয় বলি বুলে তীরে তীরে ॥
তাহা দেখি ভগবান্ স্মরিত করিঞা । সখার জীবন দিল মুরলী পুরিয়া ॥
মুরলীর নাদ শুনি শ্রীদাম সুদাম । মৃতদেহে হয় যেন জীবের আধান ॥
কাঁহা কৃষ্ণ বলি শ্রীদাম উর্দ্ধমুখে চায় । সম্মুখে মুরলীধরে দেখিবারে পায় ॥

কৃষ্ণকে দেখিঞা শ্রীদাম গদগদ বোলে ।

হের আস্য অরে ভাই আগে করি কোলে ॥

আমা সভা ছাড়ি আজি গিয়াছিলে কোথা ।

তোমা না দেখিয়া মোরা হৈয়াছি অনাথা ॥

আছিল ভাগ্যের ফল—পাইল মিলন । একাকী কোথাকৈ ভাই কানন-গমন ?
তোমা বিনে আমা সভার কেবা ধন জন । কিবা ইষ্ট গোষ্ঠ কিবা দেখু প্রিয়গণ ॥
কিবা আমি কিবা করি সব বিপর্যয় । তোমা অদর্শন যদি ক্ষণমাত্র হয় ॥
এইরূপ প্রিয়সখা করে আচরণ । দণ্ডে যুগশত মানে হৈলে অদর্শন ॥

অং নঃ প্রোজ্জ্বল্য কঠোর... [ভ র সি ৩৩৪২]

প্রিয়গণের কৃষ্ণে সদা আত্মসমর্পণ । কৃষ্ণ-প্রাণ বলি হয় প্রিয়সখাগণ ॥
তাহা দেখ ভাগবতে দশমে বর্ণন । আত্মা আত্মীয় সখার কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
তাহা দেখ যবে করে কালিদ-দমন । হৃদগত কৃষ্ণে দেখি কাঁদে সখাগণ ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে সখা ভাবে মনে মনে । কি হৈল কি হৈল ভাবে, করয়ে রোদন ॥
বিষ-জলে প্রবেশিল, কি হবে উপায় ? কৃষ্ণ-বিহবে সখা মরিবারে চায় ॥

ভূমিতে পড়িল শ্রীদাম হরিল চেতনে । যমুনীর জল যেন করে ছনননে ॥
কৃষ্ণে যার সমর্পণ আত্মা আত্মীয় । সুখ দুঃখ সুহৃৎ নারী ধন জন প্রিয় ॥
কৃষ্ণাঙ্গিতাত্মা সখা প্রিয়বর্গগণ । করিল গোবিন্দে যারা আত্মসমর্পণ ॥
কৃষ্ণ সে পরাণ হয় সখার নিশ্চয় । মৌনের পরাণ যেন জলবিনে নয় ॥
প্রাণ থাকিতে মীন জলবিনে মরে । তৈছে সখা কৃষ্ণবিনে প্রাণ নাহি ধরে ॥
সামান্য বান্ধববৃন্দো সুখ দুঃখ মানে । কৃষ্ণ পরমাত্মা বলি তারা নাহি জানে ॥
কৃষ্ণ সখা কৃষ্ণ বন্ধু কৃষ্ণ সে জীবন । কৃষ্ণবিনে সখাগণ জীবনে মরণ ॥

তন্নাগভোগ-পরিবীত.....[ভা ১০।১৬।১০]

সদা কৃষ্ণ-সনে সখার মাধুর্য্য-পিরীতি । ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ নহে ঈশ্বর-প্রতীতি ॥
তুমি আমি সমজ্ঞান সম আচরণ । সমভাবে ক্রীড়া দেখ দশমে বর্ণন ॥
ভাণ্ডীর-তলেতে কৃষ্ণ সখাগণ লঞা । বিবিধ বিহার করে দেখু বাপায়িঞা ॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাগ হৈল দুই বাণী । রামপক্ষ হৈল শ্রীদাম বুঝতাদি জানি ॥
সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র আদি কথোগণ । শ্রীকৃষ্ণের অংশভাগে সেই দিন হন ॥
দুই ভাই করিলা পণ হারিবেক যে । ভাণ্ডীর-পর্য্যন্ত স্বন্ধে বহি যাবে সে ॥
সেইবার খেলাতে জিত হৈল রামগণ । যার যেন সমখেণী তেঁহো তারে ব'ন ॥
মণ্ডলীভদ্রের ভ্রমে প্রলম্বের স্বন্ধে । জিনিয়া চাপিল আসি বলরামচাঁদে ॥
কৃষ্ণের চাপিল স্বন্ধে জিনিঞা শ্রীদাম । না দেখি এমত প্রেম কোথাহ নিকাম ॥
যার যেই সমবদী সে তারে বহিঞা । স্বন্ধেত ভাণ্ডীরতল স্বন্ধে করি লঞা ॥
সংসারে অজিত কৃষ্ণ, নাহি পরাজয় । প্রেমরসে বশী হঞা পরাভূত হয় ॥
শুদ্ধ সখ্যরসে শ্রীদাম স্বন্ধেত চাপিল । এমত নিহেতু প্রীতি কাহ না দেখিল ॥
রাম-সঙ্ঘটিনো যহি ...পরাজিতঃ ॥ [ভা ১০।১৮।২৩—২৪]

অকৈতব প্রেম কৃষ্ণে কি কব বর্ণন । সখার উচ্ছিন্ন খায়, একত্র ভোজন ॥
বিপিন-ভোজনে সখা নিজনিজ স্থখে । খাইতে সুস্বাদু পাইলে-দেয় কৃষ্ণমুখে ॥

সর্বের মিত্রো দর্শয়ন্তঃ..... [ভা ১০।১৩।১০]

ইত্যাদি বিহার করে সখাগণ লঞা । দিওঁ মাত্র লিখিলাম প্রসঙ্গ পাইয়া ॥
প্রিয়সখাগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ চারিজন । গৌতমীয় তন্ত্রে যার মহিমা কথন ॥

কিন্তু দাম-সুদামাতা হরেরতিপ্রিয়া মতাঃ ।

গৌতমীয়াদিষু প্রোক্তং তন্মাহাশ্রমভূতম্ ॥

তেজঃস্বরূপ কৃষ্ণের এই চারিজন । ক্রমদীপিকাди গ্রন্থে বিশেষ বর্ণন ॥
অন্তঃকরণ কৃষ্ণের আবরণ চারি । পূজা-প্রকরণে তন্ত্রে দেখহ বিচারি ॥
যথা ক্রমদীপিকায়াম্ (১১২৮)

দিক্ষু দামসুদামৌ বসুদামঃ কিস্কিনী চ সংপূজাঃ ।

তেজোরূপাস্তদ্বহিরঙ্গাণি চ কেশবেষু সমভিযজ্ঞে ॥

শ্রীদাম সুদাম আর বসুদাম কিস্কিনি । সকল-রহস্তবেত্তা প্রিয়-অগ্রগণী ॥

গোপ্যাগোপ্য কৃষ্ণলীলা নাহি অগোচর ।

বাছে ব্যক্ত কোন লীলা কেহো বা অন্তর ॥

বজ্রহরণাদিরূপে ব্রজলীলা যত । এই চারি সখার হয় সকল বিদিত ॥
একদিন গোপীগণ হঞা একমেলা । কাত্যায়নী পূজা হেতু যমুনায় গেলা ॥
বজ্রভাগ করি তীরে নামিলেন জলে । জলক্ৰীড়া করে গোপী মহাকুতূহলে ॥
যোগেশ্বর ভগবান্ জানিঞা অন্তরে । বয়স্তগণ সঙ্গে তাহা আইলা সম্মুখে ॥
গোপীগণের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির কারণ । অলক্ষিতে গোপিকার হরিলো বসন ॥
বজ্র লঞা সখাসনে উঠিলা কদম্বে । শ্রীদামাদি সখাসনে পরিহাস রঙ্গে ॥

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য... মুবাচ হ । ভা ১০।২২।৮৯]

লবুতোষণ্যাং ব্যাখ্যা যথা—‘ভগবান্ তদভিপ্রেত্য’ ইতি বয়সৈ-
রিতি বালৈরিতি চ সখিভিরিতি জ্ঞেয়ং, তৈর্বৃত্তঃ সন্ আগতস্তে চ
পরমাস্তরঙ্গা দাম-সুদাম-বসুদাম-কিস্কিনয়ো জ্ঞেয়াঃ । তচ্চোক্তং
গৌতমীয়ে (১০।৮২—৮৩)—

দাম-সুদাম-বসুদাম-কিস্কিনি-গঙ্গপুষ্পকৈঃ ।

অন্তঃকরণরূপাস্তে কৃষ্ণস্য পরিকীর্তিতাঃ ॥

আত্মাভেদেন তে পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে ॥ ইতি

অন্তঃকরণরূপা ইতি ক্রমেণ বুদ্ধাহঙ্কার-চিত্ত-মনোরূপা

ইত্যর্থঃ—ইতি শ্রীগোপামিনো ব্যাখ্যা ।

কৃষ্ণের অভেদরূপ এই চারি সখা । কৃষ্ণসম বেব ভূবা অগাণত লেখা ॥
শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিরূপ দাম গোপনাম । অহঙ্কার-স্বরূপ কৃষ্ণের হয়েন সুদাম ॥
বসুদাম চিত্তরূপ গ্রন্থে এই দেখি । মনঃস্বরূপ কৃষ্ণের কিস্কিনিসখা লিখি ॥
ইহা ছাড়ি নাহি দেখি হয় কোন লীলা । কৃষ্ণচক্রে যেই ব্রজে রহস্ত করিলা ॥
বুদ্ধি অহঙ্কার মন ছাড়া নহে কিছু । সর্বকর্মে রাহে সঙ্গে ইহারে সে শিছু ॥
বালা পৌণ্ড্র কৈশোরাদি যেই সব লীলা ।
সখাগণ ছাড়া ব্রজে কিছুই নহিলা ॥

কৃষ্ণের অগোচর নাহি কিছুই সখার । বাৎসল্যাদিক্রমে যত পর্য্যস্ত শৃঙ্গার ॥
কোন লীলায় কোন সখা কখন সে রাহে । প্রিয়নমর্গণ গোপীলীলার সহায়ে ॥
সুবল অর্জুন আদি প্রিয়নমর্গণ । গোপ গোপী-লীলাতে সতত বিলসন ॥
প্রিয়সখাগণ সমভে জানয়ে অন্তরে । বাছে না জানায় তারা রসাতাস-ডরে ॥
প্রিয়সখাগণ-মধ্যে অন্তঃকরণ । কৃষ্ণানন্দ-পরিপূর্ণ এই চারিজন ॥
দাম-শব্দে ইথি কহি শ্রীদাম-আখ্যান । চন্দ্র-অনুসারে দাম কহিলা বিধান ॥
একদেশে সমুদায় নাম উপচার করি । দামশব্দ-প্রয়োগ ইথি কহিলা বিচারি ॥

অতিশয়প্রিয় শ্রীদাম শাস্ত্রেতে প্রমাণ ।

ভাগবত আদিগ্রন্থে আধিকা ব্যাখ্যান ॥

রামকৃষ্ণের প্রিয় শ্রীদাম নামে সখা ।

সুবল স্তোককৃষ্ণাদি সেই গ্রন্থে লেখা ॥

শ্রীদামা নাম গোপালো.....[ভা ১০।২৫।২০]

এবং বারাহে—শ্রীদামা পশ্চিমদ্বারে হুদামা চৌত্তরে তথা ।*
শ্রীদামঃ সর্বত্রৈব প্রাধান্যং—‘এবং প্রাধান্যপ্রধানয়োর্মধ্যে’ ইত্যাদি
আয়াত ।

অথ তত্র শ্রীদামঃ রূপম্—বাসঃ পিঙ্গং.....[ভ র সি ৩৩৪১]

অথ প্রদামঃ—[শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনে ১১৫০—৩০]

রসিকো নাগরো গৌরঃ শরদবৃক্কেক্ষণঃ ।

অগ্রহি-সরলঃ (সর্বতঃ) স্থূল উদ্ভাদ-নৃত্যসুন্দরঃ ॥

মহারস-রসাহ্লাদ পুলক-প্রেমবিহ্বলঃ ।

নানারঙ্গ-রসোপেতঃ হুদামা স চ কীর্তিতঃ ॥

অথ প্রিয়নম-বয়স্যঃ—

বয়সে তাহারা হয় নান কৃষ্ণ হৈতে । প্রিয়নম বলি কহি সেই সথায়ুথে ॥

কৃষ্ণের রহস্তবেত্তা প্রিয়নমগণ । সখীভাবে করে তারা কৃষ্ণের সেবন ॥

স্থূল অর্জুন আর গন্ধর্ব বসন্ত । উজ্জল কোকিল সখা সমন্দ বিদগ্ধ ॥

স্থূলার্জুনগন্ধর্ব-বসন্তোজ্জল-কোকিলাঃ ।

সনন্দনবিদগ্ধাচ্ছাঃ প্রিয়নম সখা মতাঃ ॥

তত্রহস্যন্ত নান্ত্যেব যদমীষাং ন গোচরম্ ।

তত্র স্থূলস্য রূপং—[শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনে ১১৫৩-৫৪]

গৌরাঙ্গো নাদগম্ভীরো মহাদন্ত-সমম্বিতঃ ।

বিলাস-কৃতকামোদঃ পরমানন্দ-কন্দরঃ ॥

কন্দর্প-কোটিসৌন্দর্য্যো নৃত্যলীলা-বিশারদঃ ।

সদা রাসরসাহ্লাদঃ স্থূলঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥

* পাশ্চপাতালে (৩২২) ইথং দৃষ্টতে—শ্রীদামা পশ্চিমদ্বারে বহুদামা তথোত্তরে’ ইতি ।

১। রাসভাবঃ সদামোদঃ

সংক্ষেপে কহিল এই প্রিয়নমগণ । মুখ্যসখা চতুর্বিধ করিল গণন ॥

এবে কহি গোণ সখা বিট বিদূষক । কে বলিতে পারে কৃষ্ণ-বয়স্ক সম্যক ॥

অথ বিদূষকঃ—

ভোজনাদি-কালে কৃষ্ণের সহিত নানাছলে ! বিকৃত করিয়া অঙ্গ পরিহাস্ত বলে ॥

বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহে প্রিয়ঃ ।

বিকৃতান্সবয়োবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ ॥

মধুমঙ্গল-পুষ্পাঙ্ক-হাস্যাহ্লাদ্য বিদূষকাঃ ॥

অথ বিটসখাঃ—

বেশভূষা উপচার-করণে নিপুণ । ধূর্তচিত্ত কামশাস্ত্রে জানে বহুগুণ ॥

বেশোপচার-নিপুণো ধূর্তো গোষ্ঠীবিহারদঃ ।

কামতন্তুকলাবেদী বিটমিত্যভিধীয়তে ॥

‘কড়ার-ভারতীবন্ধ-গন্ধবেদাদয়ো বিটাঃ ।’ ইতি [রা-কৃ-গ-প ৭২]

সাধারণ বয়স্য ব্রজে হয়ে অগণিত । তাহা মধ্যে সেবানিষ্ঠ কহি অহুগত ॥

রক্তক পত্রক পত্নী মধুকণ্ঠনাম । মধুব্রত তালী মান শালী অভিধান ॥

মালাধর ভঙ্কুর ভৃঙ্গার আদিগণ । এইত কহিল দাসসখা-বিবরণ ॥

ইহারা করিত কৃষ্ণের কাননে সেবন । বেত্র যষ্টি শিঙ্গা বেণু করিত ধারণ ॥

পার্শ্বগত সখা কহি বিপিন-বিহারে । কলাপাণ কলাঙ্কুর কেলিকলা পরে ॥

পৃথুকা কোমল ফুল কোমল মঙ্গল । কপিলাদি করি সখা পার্শ্বগ-সকল ॥

তাম্বুলাদি সজ্জ করি করিতা সেবন । স্থবিলাস রসালোক্ষ আদি শিশুগণ ॥

ছন্দ জল মিষ্টান্ন করিখা রক্ষণে । সারঙ্গদ কুবলয় আদি দাসগণে ॥

অঙ্গবেশ বনশোভা নানাধাতুক্রমে । প্রেমকন্দ মহাগন্ধ সৈরিক্ কাননে ॥

গন্ধপুষ্প মালা দিয়া কৃষ্ণসেবা করে । কুসুমোন্নাস স্তম্ভনস আদি বিস্তরে ॥

অঙ্গ সেবাধিকারী তাহে বহুগণ । পুষ্পহাস মহোন্নাস আদি কত জন ॥

স্ববন্ধ কর্পর তথা কুসুমাদি আর । শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা বার অধিকার ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গণোদ্দেশ-মতে । প্রধান সখার গণ লিখিল যত্নেতে ॥
কেহো ইথি নিত্যপ্রিয়, কেহো সুরবর । সাধক তাহাতে দেখি কেহো অমুচর ॥

কেহো কোনরূপে কৃষ্ণের করয়ে সেবন ।

প্রিয়বাক্যে হাশ্বে কেহো করয়ে তোষণ ॥

সংক্ষেপে কহিল এই আশ্রয়ালম্বন । সখ্যরসে শুন এবে যেবা উদ্দীপন ॥

শ্রীচৈতন্য-পদধ্বন্দ্ব বন্দনা করিয়া । শ্রীলনিত্যানন্দচাঁদে প্রণত হইয়া ॥

অভিরাম সুনন্দানন্দ গোপাল মহান্ত । সকলের পাদপদ্ম ভাবিয়া একান্ত ॥

শ্রীপর্ণিগোপাল-পদে করি বহু আশ । প্রয়োভক্তিরসার্গব করিল প্রকাশ ॥

গোপালচরণ-চরণ শরণ লইঞা । এ দাস নয়নানন্দ কহে বিবরিয়া ॥

ইতি শ্রীপ্রয়োভক্তি-রসার্গবে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজেন্দ্রনন্দনং বন্দে সরামং জলদপ্রভম্ ।

শ্রীদামাদৈঃ পরিবৃতং সখ্যপ্রেম-পরিপ্লুতম্ ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ-প্রিয় সখাগণ । প্রিয় প্রিয়া সহ কৃষ্ণ শ্রীলবুন্দাবন ॥

সখ্যভক্তগণ শুন আনন্দিত মনে । শ্রীকৃষ্ণ স্মরণহেতু যেই উদ্দীপনে ॥

যাহার দর্শন শ্রবণে কৃষ্ণক্ষুতি হয় । উদ্দীপন বলিয়া তাহাকে শাস্ত্রে কয় ॥

উদ্দীপনাস্ত তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে [ভ র সি ২।১।৩০১]

কৃষ্ণের বয়স বেশরূপ আদি জানি । শিঙ্গারব, বেণু তথা শঙ্খধনি ॥

বিনোদ নর্ম বিক্রান্তি কৃষ্ণগুণ আদি । কৃষ্ণজন্মজন রাজসেবাবতারাди ॥

চেষ্টানুকরণাদি হয়ে উদ্দীপন । তাহে কহি শুন যেই শাস্ত্রের বচন ॥

উদ্দীপনা বয়োৰূপ.....[ভ র সি ৩।৩।৫৭]

তত্র বয়ঃ—

শ্রীকৃষ্ণের বয়স হন ত্রিবিধ বিচার । বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-ভেদ আর ॥

কৌমার, পৌগণ্ড, ব্রজে কৈশোর প্রথম । মথুরায় কৈশোর শেষ তৎপরে যৌবন ॥

বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড.....[ভ র সি ৩।৩।৫৮]

পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত কৃষ্ণের কৌমার-বিধান । তারপর আর পঞ্চ পৌগণ্ড-আখ্যান ॥

দশবর্ষ পর পঞ্চ ষোড়শ পর্যন্ত । কৈশোর বয়স বলি তাহাকে নিতান্ত ॥

বাল্য, পৌগণ্ড, তথা কৈশোর ব্রজপুরে । মধ্য শেষ কৈশোর মথুরানগরে ॥

তারপর শ্রীকৃষ্ণের যৌবন-স্বভাব । দ্বারাবতী বিলসন দেখিয়ে বিভাব ॥

কৌমারং পঞ্চমাদান্তং.....[ভ র সি ২।১।৩০২]

কৌমার বয়সে অতি বাৎসল্যরতি পুষ্ট । যাতে নন্দ আদি করি অতিশয় তুষ্ট ॥

কৌমার ত্রিবিধ তাহে আদি, মধ্য, অন্ত্য । তাহে আদি একবর্ষ অষ্টমাস পর্যন্ত ॥

তিনবর্ষ পঞ্চমাস কোমারে মধ্যম । সখাসঙ্গে পরিহাস নৃত্যাদি উত্তম ॥
পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত কোমার প্রচার । শিশুসঙ্গে বৎস লঞা গোষ্ঠেতে বিহার ।

বিভ্রদবেণুঃ জঠরপটয়োঃ.....[ভা ১০।১৩।১১]

তারপর হয় কৃষ্ণের পোগণ্ড বয়স । সেইত পোগণ্ড বয়ঃ আদি, মধ্য, শেষ ॥
ছয়বর্ষ অষ্টমাস পোগণ্ড প্রথমে । শ্রীদামাদি লঞা ক্রীড়া বিবিধ বিধানে ॥
ওষ্ঠাধর করতলে হয় আরক্ততা । কল্মষীবা হয় ঈষৎ উদর-তল্লতা ॥
সখাগণ বিমোহিত রূপ-সন্দর্শনে । পুষ্পমণ্ডন আদি বিহার বিপিনে ॥

বৃন্দাবনে সমস্তাৎ.....[ভ র সি ৩।৩।৬৬]

অথ মধ্যম—

চারিমাস অষ্টবর্ষ পোগণ্ড মধ্যম । পূর্ব হৈতে অতিশয় অঙ্গ মনোরম ॥
সর্ব অভরণে পূর্ণ বেত্রাদি ধারণ । শিক্ষা বেণু স্বর্ণবান্ধা লণ্ডু পাচন ॥
ভাণ্ডীরতলাতে ক্রীড়া সখাগণ লৈঞা । সখার করিছে তুষ্টি সময় পাইঞা ॥
গোবর্দ্ধনধারণাদি চেষ্টানুকরণ । মধ্য পোগণ্ডে এই কহিল লক্ষণ ॥

উষ্ণীষং পটুসূত্রোথ.....[ভ র সি ৩।৩।৬৭]

অথ শেষম—

দশবর্ষ পর্যন্ত পোগণ্ড বয়ঃ শেষ । অঙ্গভঙ্গি মনোহর কাহ্নয়ে বিশেষ ॥
নিতম্ব-লম্বিত বেণী অলককুন্তল । তাহাতে শোভিত মুখ করে ঝলমল ॥
কল্মষীবা বক্র চূড়া কন্তুরী তিলক । অঙ্গভঙ্গি সখাসঙ্গে রঙ্গিয়া বালক ॥
পোগণ্ড শেষে কৃষ্ণের কৈশোর-দর্শন । শ্রীলাষা আদি করি চেষ্টানুকরণ ॥
নর্ম সখাগণ লঞা কর্ণাকর্ণি কথা । পোগণ্ড ত্রিবিধরূপ কহিলাম তথা ॥

অগ্রে লীলালক... [ভ র সি ৩।৩।৭৩]

এষু গোকুলবালানাং [ভ র সি ৩।৩।৭৬]

অথ কৈশোরম—

আজ্ঞ, মধ্য, শেষ কৈশোর তিন ক্রমে । সমুজ্জল কৃষ্ণহৃতি কৈশোর প্রথমে ॥

বক্ষঃস্থলে লোমাবলি অল্প সন্দর্শন । আরক্তিম অতিশয় যুগল নয়ন ॥
মধ্য ক্ষীণ সিংহ-জিনি, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল । কর্ণে কুণ্ডলযুগল গণ্ডে ঝলমল ॥
বৈজয়ন্তী ধাতুমালা মুকুতা কর্ণহার । তাড় বলয়া তাহে মোহন আকার ॥
নটবর বপু অতি জলধর-কাস্তি । মাথায় ময়ূরপুচ্ছ মত্ত হস্তি-গতি ॥
বেণুতে অধর দিঞা করে শুভ গান । সখার আনন্দ করে পুরি বেণুদান ॥
স্বপদ-রমণ সেই বৃন্দাবনভূমি । সখা সঙ্গে প্রবেশয়ে গোবিন্দ আপনি ॥

বর্ষাপীড়ং নটবরবপুঃ.....[ভা ১০।২।১৫]

মধুরোক্তি অঙ্গভঙ্গি কটাক্ষ-ঈক্ষণ । জবিক্ষেপগাদি হয়ে বাহাতে চেষ্টন ॥

অথ মধ্যকৈশোরম—

মধ্যবয়সে হরি-সৌন্দর্য অগণিত । শ্রীঅঙ্গমাধুরী অতি জগত-মোহিত ॥
উরুদ্বয়ের স্থলতা বাহু পুষ্ট অতি । বক্ষঃস্থল সুপ্রশস্ত সুমোহন কাস্তি ॥
সদা হাস্যযুত মুখ কটাক্ষ দর্শন । জগত-মোহন গীত মুরলীবদন ॥
সখা সঙ্গে রঙ্গক্রীড়া বিপিন-ভ্রমণ । কুঞ্জকেলি-মহোৎসব রাসাদি চেষ্টন ॥

উরোদ্বয়স্থ বাহোশ্চ.....[ভ র সি ২।১।২০]

অথ শেষ-কৈশোরম—

পূর্ব হৈতে অঙ্গের সৌন্দর্য অতিশয় । অঙ্গের পুষ্টতা তথা তল্ল রসময় ॥
ত্রিবিলাদর্শন পার্শ্বে অগণিত বেশ । এইত কহিল শোভা কৈশোর শেষ ॥

পূর্বতোহপ্যধিকোৎকর্ষঃ.....[ভ র সি ২।১।৩২]

কৈশোর বয়সে কৃষ্ণের যৌবনদর্শন । রসশাস্ত্রে এইরূপ কহে বিজ্ঞজন ॥

ইদমেব হরেঃ... [ভ র সি ২।১।৩৩]

কৈশোর বয়স কৃষ্ণের নিত্যরূপ জানি । সখা সঙ্গে বিলসন অতি অদ্বুত মানি ॥
কৃষ্ণরূপমাধুরী হাস্যসুধা বরিষণ । নয়নচাতকরূপে সিদ্ধিত সখাগণ ॥

তাহাতে শ্রীদাম হয়ে আনন্দ অন্তর । পুলকে পূরিত অঙ্গ রোমাঞ্চ কলেবর ॥

পশ্চোৎসিক্ত.....[ভ র সি ৩।৩।৭৯]

কিশোর বয়স নিত্য ব্রজে উপাসনা । দাসাদি সর্বভক্তের কিশোর-ভাবনা ॥
অতএব ব্রজে ভজ কিশোর যোহন । দাস্য সখা বাৎসল্য-মধুরাশ্রিত জন ॥
অতএব যৌবনশোভা না লেখি প্রচার । ভক্তগণ তাহা দেখ শাস্তেত বিচার ॥

প্রায়ঃ কিশোর এবায়ং.....[ভ র সি ৩৩৮০]

এবে কহি শ্রীকৃষ্ণের রূপ উদ্দীপন । যাহাতে মোহিত ব্রজে হয় সখাগণ ॥
অঙ্গে বিনা বিভূষণে ভূষায় রূপ কহিয়ে । শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণোদ্দেশে কহে ॥
কহয়ে শ্রীদাম শুন কৃষ্ণ ওহে ভাই ! তোমার অঙ্গের সে তুলনা কার্হ নাই ॥
কিবা অলঙ্কার তোর কি কাজ ভূষণ ? তোর অঙ্গছটাতে অলঙ্কার তুচ্ছ হন ॥
হরিছে সখার মন তোর অঙ্গছাতি । রূপ-উদ্দীপন এই কহিল যুগতি ॥

অলঙ্কারমলকৃষ্টা.....[ভ র সি ৩৩৮১]

অথ শৃঙ্গম্—

প্রভাতে উঠিয়া রাম বেদিতে চাপিয়া ।

শিক্ষা রবে ডাকে রাম ভাই ভাই বলিয়া ॥

শিক্ষা রবে জাগল সকল শিশুগণ । সভে মেলি আনন্দিত কৃষ্ণগত মন ॥

ব্রজপতিবড়ভী... [ভ র সি ৩৩৮২]

অথ বেণুঃ—

একদা একলা কৃষ্ণ বিপিনে গমন । কৃষ্ণ না দেখিয়া সখা চমকিত হন ॥
হরি অধেষয়ে সভে পুলিন বিপিনে । অকস্মাৎ বেণুধ্বনি শুনিল শ্রবণে ॥
শুনি বেণুরব কৃষ্ণের আনন্দ অপায় । জীবদান হৈল দেহে তাহা সভাকার ॥

সুহৃদো নহি যাত..... [ভ র সি ৩৩৮৩]

অথ শব্দাঃ—

হস্তিনাপুর-সন্নিকটে গেলা ভগবান । দূরে থাকি পাক্ষজন্তু শব্দে দিল শান ॥
পাক্ষজন্তু-ধ্বনি শুনি পাণ্ডুর নন্দন । কৃষ্ণানন্দে পরিপূর্ণ গণসহ হন ॥
বিনোদোক্তি প্রিয়নম' সুবলাদি সমে । সেই সব উক্তি ইথি কহি উদ্দীপনে ॥

সংক্ষেপ বর্ণন এই করিল স্থচন । সখ্যে অমুভাব-সূত্র করহ শ্রবণ ॥

অথানুভাবাঃ—

চিত্তবৃত্তিগত সেই অমুভাব রতি । ভাবনার অববোধ কহি জানি ইথি ॥
বাহে ত বিক্রিয়ার প্রায় প্রকট দর্শন । নৃত্য গীত বিলুপ্তন জন্তাদি লক্ষণ ॥

অমুভাবাস্ত.....[ভ র সি ২২১১]

তে যথা—নৃত্যং বিলুপ্তিতং গীতং.....[ভ র সি ২২১২]

এই ত কহিল মাত্র অমুভাব লক্ষণ । সখ্যে অমুভাব তাহে করহ শ্রবণ ॥
নিযুক্তে তোষণ আর কন্দুক দ্যাতকীড়া । বাহবাহাদি কেলি সমভাবে ক্রিয়া ॥
লণ্ডু পাচনে খেলা, একত্র গমন । এক শয্যা পালঙ্কেতে একত্র শয়ন ॥
জলকীড়া, পরিহাস, একত্র নৃত্যগান । সখ্যে অমুভাব এই সামান্য বিধান ॥

নিযুক্ত-কন্দুকদ্যুত.....[ভ র সি ৩৩৮৬—৮৮]

বড় বিধা সখার ক্রিয়া তথা আচরণ । যার বেছে কৃষ্ণসনে করহ শ্রবণ ॥
সুহৃৎসখাগণ হয়ে অধিক বয়সে । কৃষ্ণের করিথা রক্ষা অশেষ বিশেষে ॥
হিতাহিত বাক্য তারা করিথা শিক্ষণ । ভাল মন্দ বলে গোষ্ঠে করিথা পালন ॥

যুক্তাযুক্তাদি-কথনং.....[ভ র সি ৩৩৯০]

বিশাল বুয়ভ আদি বয়সে নান হন । তাঁহা সভার শুন ক্রিয়া যেন আচরণ ॥
কৃষ্ণার্থে তাম্বূল সজ্জ চন্দন-ঘর্ষণ । অলকা তিলক দিয়া করয়ে ভূষণ ॥
সেবানিষ্ঠ সখা এই বুয়ভাদি জানি । পত্রাঙ্গুর লিখনাদি করয়ে সাজনি ॥

তাম্বূলাত্তর্পণং বক্তে.....[ভ র সি ৩৩৯১]

অথ প্রিয়সখানাং—

সমবয়ঃ, সমভাব, সম আচরণ । কৃষ্ণকে জিনিব যুদ্ধে ঐছে যার মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-হস্তের পুষ্প হরে বলাৎকারে । কৃষ্ণ দ্বারা প্রসাদন, ভয় নাহি করে ॥
হতাহস্ত সমভাবে বিবিধ আচার । প্রিয়সখা শ্রীদামা দর এই ব্যবহার ॥

নিজ্জিতীকরণং যুদ্ধে.....[ভ র সি ৩৩৯২]

অথ প্রিয়নম'সখানাং—

প্রিয়নম'বয়স্কের এই আচরণ। দূতীক্রিয়া গোপিকার প্রণয়-কথন ॥
কখন কৃষ্ণের কথা কহে গোপীগণে। গোপীর প্রণয়বাক্য কহে কৃষ্ণ-কর্ণে ॥

দূত্যং ব্রজকিশোরীষু.....[ভ র সি ৩৩৯৩—৯৪]

অথ সাধারণ-সখানাং—

সাধারণ সখাগণ ব্রজপুরে যত। তাঁহা সম্ভে রামকৃষ্ণের সেবাসৌখ্যযুত ॥
কৃষ্ণাজায় গোচারণ, পশ্চাদ্গমন। কৃষ্ণ-অঙ্গসম্বাহন, বীজন, মর্দন ॥
বনপুষ্প মালা গাথি কৃষ্ণ-অঙ্গে দেয়। কৃষ্ণের অলুগ্রহ তথা প্রসন্নতা নেয় ॥
বনধাতু আনি তারা কৃষ্ণবেশ করে। সাধারণ সখার ক্রিয়া কহিল তোমাংরে ॥

বনরত্নাঢ়লঙ্কারেঃ.....[ভ র সি ৩৩৯৫]

অথ সাত্ত্বিকাঃ—

সাত্ত্বিক কহিতে সত্ত্বরূপ লেখি। গোস্বামির বর্ণনায়ে ভক্তিগ্রন্থে দেখি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাবসাক্ষাৎ হইতে। চিত্ত আক্রান্ত হয় দ্রবময় যাথে ॥
কিছা কৃষ্ণসম্বন্ধিভাব কিছু ব্যবধানে। চিত্তাক্রান্ত যেই সেই সত্ত্ব বলি মানি ॥
সেই সত্ত্বে উৎপন্ন ভাব যেন হন। সাত্ত্বিক বলিয়া নাম তাহারে সে কন ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ.....[ভ র সি ২৩১—২]

এই যে সাত্ত্বিক ভাব ত্রিবিধ আখ্যান। স্নিগ্ধা, দিগ্ধা, রুক্ষা—এই তিন নাম ॥

স্নিগ্ধা দিগ্ধা রুক্ষা.....[ভ র সি ২৩২]

তত্র স্নিগ্ধাঃ—

সেই 'স্নিগ্ধ' সর্বোৎকৃষ্ট দ্বিবিধ লক্ষণ। এক মুখ্য তাহে, এক গৌণ বিবরণ ॥
প্রথমসম্বন্ধ সাক্ষাৎভাব তায় মুখ্য হন। তাহে ব্যবধান-ক্রমে গোণভূত কন ॥

স্নিগ্ধাস্ত সাত্ত্বিকা.....[ভ র সি ২৩৩]

তত্র দিগ্ধাঃ—

মুখ্য গোণরতিদ্বয় বিনা কোন ক্রমে। 'মন আকর্ষণে যদি 'দিগ্ধ' হয় নামে ॥

তাহা দেখ—অকস্মাৎ পূতনা-দর্শনে। অঙ্গ কম্পিত হৈলা যশোদা আপনে ॥
কৃষ্ণরতি-সম্বন্ধহীন হইতে 'দিগ্ধ' নাম। তারপর কহি শুন কৃষ্ণের আখ্যান ॥

তত্র রুক্ষাঃ—

কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্য আশ্চর্য্য শ্রবণে। যে সাত্ত্বিক উপজয়ে রতিশূন্য জনে ॥
ভোগমোক্ষ-সাধন-বাস্তিত যেন নর। কৃষ্ণলীলা গান শুনি হয় তৎপর ॥
তার দেহে রোমাঞ্চাদি যে হয় দর্শন। 'রুক্ষ' বলি সাত্ত্বিক তার দেহে কন ॥

অথ অষ্ট সাত্ত্বিকাঃ—

কৃষ্ণলীলাদি কর্ম শ্রবণ-কীর্তনে। সঙ্গীভূত হয় চিত্ত জানি সেই প্রাণে ॥
আপনি আপন প্রাণে উদ্ভট জন্মায়। দেহের করয়ে ক্ষোভ বিক্রিয়ার প্রায় ॥
পৃথিব্যপ্ তেজ বায়ু আর আকাশ। এই পঞ্চভূতে হয় দেহটি প্রকাশ ॥
তাহাতে বসয়ে জীব সর্বসত্ত্ব লঞা। তাহে প্রাণ যবে যখন রহয়ে আশ্রিয়া ॥
তৈছে তখন হয় বাহ্যে দরশন। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব স্তম্ভাদিলক্ষণ ॥

তে স্তম্ভস্বেদ-রোমাঞ্চাঃ.....সর্বতঃ [ভ র সি ২৩১৬-১৭]

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ আর। কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় বিকার ॥
সেই চারিভূতগত যবে প্রাণ হয়ে। তৈছে বিক্রিয়া বাহ্যে দেহেতে দেখিয়ে ॥
ভূমিগত প্রাণ হৈলে স্তম্ভ দেহে হয়। জলাশয় প্রাণ হৈলে নেত্রে অশ্রু বয় ॥
তেজোগত যবে প্রাণ স্বেদ আর বৈবর্ণ্য। প্রলয় উপস্থিতি প্রাণ যবে আশ্রি শূন্য ॥
স্বস্থানে থাকিয়া প্রাণ তিন উপজায়। রোমাঞ্চ, কম্প, স্বরভেদ, তিন দেখি তায় ॥
স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণঃ.....তনোত্যমৌ [ভ র সি ২৩১৮—১৯]

তত্র স্তম্ভঃ—

ভূমিগত প্রাণ হৈলে স্তম্ভ দেহে হয়। নৈশ্চল্য বাক্যরহিত যাহাতে শূন্যশ্রয় ॥
হর্ষ, ভয়, কিছা আশ্চর্য্য দর্শন। বিবাদ অমর্ষজন্ত স্তম্ভের কারণ ॥
তত্র সখে বিবাদো যথা—

কালিদেহে যবে হরি বস্প দিল জলে। তা' দেখি বালকগণ অস্থির সকলে ॥

কি হবে কি হৈল বলি কাদয়ে শ্রীদাম । সকল বিস্মিত হৈল তেজি নিজ কাম ॥
 শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীদাম হইল নিস্তক । নয়ন হইল স্থির বাহু হইল তন্ত ॥
 সবেদ্রিয় শুক হইল চেতন-রহিত । কৃষ্ণের বিক্রিয়াভয়ে সগণ সহিত ॥
 নিঃশ্রামন্তঃ নাগমুন্মথ্য.....[ভ র সি ৩৩৯৭]

ভক্ত স্বেদঃ—

তেজোগত প্রাণ হৈলে স্বেদের উদ্ভব । হর্ষ ভয় ক্রোধজ্ঞে কহিল সম্ভব ॥

স্বেদো হর্ষভয়.....[ভ র সি ২৩২৮]

হর্ষাদ যথা—

যমুনা-পুলিনে ক্রীড়া সথাগণ লঞা । শ্রীদাম স্নদাম দাম স্নবল মেলিয়া ॥
 রসে পরিপূর্ণ কৃষ্ণ লঞা সথাগণ । ক্রীড়ারসস্বধা হরি করে বরিষণ ॥
 স্বাতিযোগে জল পড়ে শুক্তির উপরে । মুক্তা প্রসব হয় তাহার কুহরে ॥
 তৈছে কৃষ্ণ ক্রীড়ারসস্বধা-বরিষণে । শ্রীদামমুগ্ধি শুক্তিরূপ ঘর্ম্মমুক্তাদানে ॥
 বিন্দু বিন্দু স্বেদ যেন মুকুতার পাতি । গৌর অঙ্গে শোভা করে ঝলমল অতি ॥

ক্রৌড়োৎসবানন্দরসং.....[ভ র সি ৩৩৯৮]

ভক্ত রোমাঞ্চঃ—

স্বস্থানে প্রবল প্রাণ রোমাঞ্চ উপজায় । আশ্চর্য্য, উৎসাহ, ভয়, হর্ষ-জন্তু তার ॥

রোমাঞ্চোইয়ং কিলার্শ্চর্য্য.....[ভ র সি ২৩৩২]

উৎসাহে রোমাঞ্চ যথা—

কৃষ্ণসহ শ্রীদামচাঁদ করে যুদ্ধকলি । কৃষ্ণানন্দে শ্রীদামের অঙ্গে রোমাঞ্চবলি ॥

শৃঙ্গং কেলিরণারস্তে.....[ভ র সি ২৩৩৫]

অথ স্বরভেদঃ—

স্বস্থানে থাকিয়া প্রাণ প্রবল হইলে । স্বরভেদ হয়ে জানি তবে কলেবরে ॥

বিষাদ, বিষ্ময়, রোষ, হর্ষ, ভয়জ্ঞা । স্বরভেদ উপজয়ে কহে অগ্রগণ্য ॥

বিষাদ-বিষ্ময়ামর্ষ.....[ভ র সি ২৩৩৭]

ধেনুক সহিত কৃষ্ণ যবে যুদ্ধ করে । তাহা দেখি সথাগণ চিস্তিত অন্বরে ॥
 পাছে জানি দুরাচার কৃষ্ণ-হিংসা করে । গদগদ হইল শ্রীদাম বাক্য নাহি সরে ॥
 ধেনুকের বধ দেখি সতে আনন্দিত । স্বরভেদ সথাগণ হইলা বিদিত ॥

অথ বেপথুঃ—

স্বস্থানে থাকিয়া প্রাণ প্রধান হইয়া । কম্প জন্মায় দেহে বাহ্যে প্রকাশিয়া ॥
 বিত্রাস, অমর্ষ, হর্ষ—বেপথু-কারণ । গাত্রলোল্যকে কহে বেপথু-লক্ষণ ॥

বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈঃ.....[ভ র সি ২৩৪৩]

অমর্ষণ যথা—

একদিন ভগবান্ কুন্তীর নন্দনে । সহদেবে কহিলেন আক্ষেপ আপনে ॥
 দ্রাক্ অমর্ষে সহদেব হইলা কম্পিত । বৈছে ভূকম্প হয় পর্বত-সহিত ॥

কৃষ্ণাধিক্ষেপ-জাতেন.....[ভ র সি ২৩৪৫]

অথ বৈবর্ণ্যম্—

তেজস্ব হইয়া প্রাণ বৈবর্ণ্য জন্মায় । বিষাদ, অমর্ষ, ভয় হেতু হয় তার ॥

বিষাদ-রোষ-ভীত্যাং.....[ভ র সি ২৩৪৭]

বৈবর্ণ্য কহিয়ে দেহে বিজাতীয় হৈলে । স্বাভাবিক বর্ণে পুন বর্ণান্তর পাইলে ॥
 বিষাদে শুক্রিমা, ধূসর কৃষ্ণা কালিমা । রোষে রক্তিমা, ভয়ে কালিমা শুক্রিমা ॥

অথ অশ্রুঃ—

জলাশ্রিত প্রাণ হৈলে অশ্রু নেত্রে বহে । হর্ষ-রোষ-বিষাদে অশ্রুজাত হয়ে ॥
 হর্ষ-জন্ম যেবা অশ্রু তাহা 'শীত' হয় । রোষাদি-সম্ভব যেই তারে 'উষ্ণ' হয় ॥
 একদা বালক সব গহন বিপিনে । স্বকীয় স্বকীয় যুখে চরায় গোধনে ॥

হেনকালে দাবানলে বেড়িল রাখাল । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে সকল গোপাল ॥

দাবাগ্নি-বিনাশহেতু করয়ে রোদন । অশ্রুজলে অগ্নি যেন হয় নির্বাণ ॥

আপনার দেহ লাগি যত চিন্তা নয় । কিবা জানি আনলে কৃষ্ণের বিক্রিয়া হয় ॥

কৃষ্ণ সে সভার পার অখিলান্তর্য্যামী । নির্বাণ কৈল অগ্নি লীলার আপনি ॥

দাবং সমীক্ষ্য বিচরন্তুম্.....[ভ র সি ৩।৩।১০১]

অথ প্রলয়ঃ—

আকাশগত যবে প্রাণ শূন্যকে আশ্রয়ে । ‘প্রলয়’ বলিয়া দেহে আসি উপজয়ে ॥
সুখ আর দুঃখ ভক্ত প্রলয় উৎপন্ন । চেষ্টাস্তান-স্পন্দন-রহিত আপন্ন ॥

প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং.....[ভ র সি ২।৩।৫৮]

স্বরভেদ, বৈবর্ণ্য, বৈবর্ণ্য, প্রলয়—এই চারি । এইত শ্লোকে বর্ণন দেখহ বিচারি ॥
যবে হরি প্রবেশিল কালিনাগ-হৃদে । তাহা দেখি বরশ্রুগণ করয়ে বিধাদে ॥

হায় হায় ! বলি কেহো কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ।

সভারে অনাথ করি গেলা কোথাকারে ॥

কৃষ্ণ না দেখিয়া সবে জীবনে নৈরাশ । হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ—বলি করয়ে ছতাশ ॥

কেহ মহাকম্পবান্ হইল বিবর্ণ । স্বরভেদ, বর্ণের ধ্বনি কেহ বা অচৈতন্য ॥

ভূমিতে পড়িয়া কেহো স্থান-রহিত । কৃষ্ণবিরহে সখারা সকল বিস্মৃত ॥

প্রতিষ্টবতি মাধবে.....[ভ র সি ৩।৩।১০০]

এই ত সাত্বিক ভাব সংক্ষেপে বর্ণিল । গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে বিস্তীর্ণ নহিল ॥

এই অষ্ট সাত্বিক ভাব হয় সিদ্ধগণে । ছই এক দরশন হয় জীবজনে ॥

কারো দেহে এক অঙ্গ, কারো ছই তিন ।

বহুকালব্যাপী কারো প্রহর রাত্রি দিন ॥

ইতি সংক্ষেপ-সাত্বিক ॥ * ॥

অথ ব্যাভিচারিণঃ—

তেত্রিশ প্রকার হয় ব্যাভিচারি-লক্ষণ । স্থায়ীরতির স্বরূপ-সামগ্রী মিলন ॥

স্থায়ী পঞ্চ মুখ্য রতি হয় রসসিদ্ধ । ভক্তগণ যাহে মত্ত পাঞা একবিন্দু ॥

তাহাতে সামগ্রী এই হইয়া মিলন । উন্মাজ্জ নিমজ্জ করে ব্যাভিচারিগণ ॥

ভাবগতি সঞ্চার করি ব্যাভিচারিগণ । বিশেষে স্থায়ির প্রতি করয়ে গমন ॥

বিশেষণাভিমুখ্যেন.....[ভ র সি ২।৪।১-২]

নিবেদ, বিষাদ, দৈন্ত, শ্রানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্বত্তি, ব্যাধি, মোহ, মূতি, আলস্য, জাড়া, ব্রীড়া, অবহিথা, স্তুতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অহুয়া, চাপলা, নিজা, স্থপ্তি ও বোধ ।

এইত কহিল তেত্রিশ ব্যাভিচারি-গণ । তাহা মধ্যে সখ্যরসে স্তন বিবরণ ॥
ঔগ্র্য, ত্রাস, তথালস্য নাহি সখ্যরসে । তাহা বিহ্ন আর সব সখ্যভাবে বৈসে ॥

ঔগ্র্যং ত্রাসং... [ভ র সি ৩।৩।১০২]

ষোগ, অষোগ - ইতি ভেদ হয় ছই । পশ্চাৎ কহিব তাহা আগে হুত্র কই ॥

কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়া হইলে ‘অষোগ’ বলিয়ে । অষোগে হর্ষ নিজা, গর্ব ধৃতি নাহি হয়ে ॥

ষোগে মূতি ক্লম ব্যাধি বিনা অপস্বত্তি । কৃষ্ণসঙ্গে নাহি দেখি দীনতাদি তথি ॥

তত্রাযোগে মদং হর্ষং.....[ভ র সি ৩।৩।১০৩]

অথ স্থায়ী—

পরম্পর দৌহাতে প্রেম সঙ্গম-রহিত । বিশ্বাস দৌহাতে অতি সমভাবে প্রীত ॥

গাঢ় বিশ্বাস দৌহে সম অভিমানে । দৌহাতে বিচ্ছেদ হৈলে কণে যুগ মানে ॥

বিমুক্ত-সমুদ্রা যা.....[ভ র সি ৩।৩।১০৫-১০৬]

এই সখ্য রতি বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ক্রমে ।

প্রণয়, প্রেম, মেহ, রাগ বাঢ়ে আশ্বাদনে ॥

রাগ পর্যন্ত জানি ইতি প্রয়োজন । ক্রুরূপে বাঢ়য়ে রতি করহ শ্রবণ ॥

এবা সখ্যরতিবৃদ্ধিঃ [ভ র সি ৩।৩।১০৬]

সমভাবে গাঢ় বিশ্বাসময়ী প্রীতি । তাহাকে বলিয়ে স্থায়ী সখ্যানামে রতি ॥

সেই সখ্যরতি হয় দ্বিবিধ লক্ষণ । কেবলা, সঙ্কলা বলি’ ছই বিবরণ ॥

তত্র কেবলা—

অন্ত রতি-গন্ধহীন কহি যে কেবলা । ছই তিন রতি যাথে সে হয় সঙ্কলা ॥

রত্যন্তরস্ত গন্ধেন.....[ভ র সি ২।৪।২৫]

ব্রজে রসালাদি গণের দান্তরতি বিনে । শ্রীদামাদি সখ্য বিনে আন নাহি জানে ॥

যশোদাদৌ বৎসলরতি সদা ব্রজে দেখি। অতএব কেবলা রতি এই তিনে লেখি ॥
দাস্ত সখা বৎসল রতি ব্রজেতে কেবলা। উদ্ধব ভীম মুখরাদৌ পুরীতে সঙ্কুলা ॥
সেইত সঙ্কুলা রতি চিত্তামণি-সমা। মধুপুরী-দ্বারাবতী এই জানি সীমা ॥
ব্রজেতে কেবলা রতি কৌস্তভ মণি যথা। অত্র রতি নাহি দেখি সতত সখ্যতা ॥
বলরামে সখ্যপ্রীতি বাৎসল্য-সংযুত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য সখ্যদাস্যমিলিত ॥
আহুক প্রভৃতির দাস্তবাৎসল্যাদি দেখি। বড়াই আভিরিকার বাৎসল্য সখ্য লেখি ॥
নারদ মাদ্রেয় আদির সখ্য দাস্ত হয়। রুদ্র তাক্ষ্য উদ্ধবদির প্রীতি সখ্য কয়।

সঙ্কর্ষণস্ত সখ্যস্ত [ভ র সি ৩।৮।১—৮৩]

তত্র কেবলা—

সেই সখ্যরতি বুদ্ধি হৈয়া পুন ক্রমে। আস্থাদন বাঢ়ে জানি ‘প্রণয়’ হয় নামে ॥
সেই প্রীতি উত্তর মনে পরম আবেশ। ‘প্রেম’ নাম হয় তবে কহিল বিশেষ ॥
সেই কৃষ্ণপ্রেমে হয় চিত্তদ্রব জানি। চিত্তদ্রবী ভাব হৈলে ‘স্নেহ’ বলি মানি ॥
সেই স্নেহ স্থানত্রয়ে হয় দুই নাম। স্নতবৎ, মধুবৎ হয় অভিধান ॥
স্নত দ্রবরূপ হয় অগ্ন্যদির তাপে। মধু দ্রবরূপ হয় তাপ বিহু আপে ॥
ব্রজপুরে মধুরতি স্নেহ হয় জানি। মথুরা দ্বারকাপুরে স্নতরূপ মানি ॥
স্নেহ বুদ্ধি হঞা ভদ্রাভদ্র ক্রমে। অল্পকূল প্রতিকূল কৃষ্ণসুখ মানে ॥
কৃষ্ণ-বিষয়ে হৃৎথ সুখ করে জানি। কৃষ্ণ বিহু সুখ যেন তাতে হৃৎথ মানি ॥
কৃষ্ণ-সুখে নিজসুখ, হৃৎথ হৃৎথ হয়। তার দেহে সেই স্নেহ রাগরূপ কয় ॥
শ্রীমদনন্দনে যার স্মৃতি করণ। সর্বত্রিয়ে কায়মন-ধন-সমর্পণ ॥
রাগনিষ্ঠ সেই সব কহিল শাস্ত্রমতে। সেই রাগ ত্রিবিধ হয় স্থানের ভেদেতে ॥
নীলরাগ, কুহুমরাগ, মঞ্জিষ্ঠা রাগ হন। কুহুমাদি রঙ্গ কভু হয় বিঘটন ॥
মঞ্জিষ্ঠা স্মৃতি রাগ, কভু নাহি টুটে। দ্রব্য গেলা যেন তার রঙ্গ নাহি ছুটে ॥
মথুরা দ্বারকাপুরে নীলকুহুমরাগ। ব্রজেতে মঞ্জিষ্ঠারাগ কহিল বিভাগ ॥
শ্রীচৈতন্য-পদ-ধ্বন্য-প্রাপ্তি অভিলাষে। প্রয়োভক্তিরস কহে নয়নানন্দ দাসে ॥

ইতি শ্রীপ্রয়োভক্তিরসার্গবে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। গোপাল মহান্ত জয় শ্রীশ্রীমদনন্দ ॥
অযোগ সংযোগে ভেদ গুন বিবরণ। সখ্য-স্থায়ি-কথনে গোপামির লিখন ॥
এই রতি রসাবস্থায় দ্বিবিধ লক্ষণ। অযোগ সংযোগ ভেদে দুই বিবরণ ॥

অযোগযোগাবেতস্ত প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ [ভ র সি ৩।৯।৩]
কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়া হৈলে ‘অযোগ’ বলিয়ে। সেই অযোগ পুন দ্বিবিধ দেখিয়ে ॥
অযোগে উৎকর্ষা তথা বিয়োগ বলিয়ে। অদৃষ্টপূর্ব দর্শনেচ্ছা উৎকর্ষা কহিয়ে ॥
পূর্ব দৃষ্টের বিচ্ছেদে কহিয়ে বিয়োগ। তাহাতে কহিয়ে গুন গ্রন্থের প্রয়োগ ॥

উৎকর্ষিতং.....মতম্ [ভ র সি ৩।৯।৫-৯৬]

উৎকর্ষা যথা—

যবে কুন্তীসুত শ্রীঅর্জুন মহাবীর। ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করয়ে সুস্থির ॥
কৃষ্ণের মধুর গুণ করিয়া শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণদর্শনহেতু উৎকর্ষিত মন ॥

অথ বিয়োগ—

লক্ষসঙ্গের পুন বিচ্ছেদ হইলে। বিয়োগ তাহার নাম শাস্ত্রমতে বলে ॥

বিয়োগো লক্ষসঙ্গেন..... [ভ র সি ৩।১১।৪]

যবে হরি মধুপুরী করল পয়ান। সেদিন অবধি সখ্যাসভে হতজ্ঞান ॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জরে জরজর হইঞা। কহয়ে সকল সখা হরি উদ্দেশিয়া ॥

কোন শিশু বলে—ভাই! কাঁহা তুমি গেলা।

কিবা দোষে পিতামাতা গোপেরে ছাড়িলা ॥

আমরা তোমার গুণে হঞাছি কিঙ্কর। তুমি বিনা রাখালের কে আছে অপর ॥
অবাস্থর-ভুণ্ডে যবে মোরা প্রবেশিল। সেদিন আপন বলি সভারে রাখিল ॥
কালিহুদ-বিষজলে রাখিলে সভায়। দাবানলে বাঁচাইলে আপন রূপায় ॥
সঙ্কটে রাখিলে কৃষ্ণ গহন কাননে। এবে প্রাণ নাহি রহে তোমা সঙ্গ-বিনে ॥

বনে গৃহে সঙ্কটে রাখিলে ছায়া দিয়া । এবে নাহি রাখ কেনে আপন বলিঞা ॥
সেদিন তোমার ছিলাম, এবে হৈলাম পর । তোমা সঙ্গ পাওরা ভাই হইল দুষ্কর ॥
তোমার বিরহজ্বরে সঙ্কটে পড়িল । দরশন বিনে এই তনু জলে গেল ॥
ঐছে বিচ্ছেদে সখা করয়ে করুণা । 'বিরোগ' বলিয়া এই করয়ে ঘোষণা ॥

অঘস্তা জঠরানলাৎ.....[ভ র সি তা৩।১১৬]

বিরোগে দেখিয়ে দশ দশা হয় ইথি । তাপ কুশতা আদি শাস্ত্রে কহি তথি ॥
অঙ্গেষু তাপঃ কুশতা[ভ র সি তা৩।১১৬]

তত্র তাপঃ—

হরি যদি মধুপুরী করল পয়ান । সেদিন অবধি ব্রজে সখা হতপ্রাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহতাপে তাপিত হইয়া । কেবা কোন্ স্থলে রহে হতচিত্ত হঞা ॥
কখন ভাণ্ডীরতলে শীতল মানিয়া । জ্বালা নিবারণ হেতু ভূমে রহে শুঞা ॥
যমুনার জলে করে গাত্র-আশ্লেষণ । তাপ দূর নাহি হয় জলয়ে দ্বিগুণ ॥
হিম দেখি শিশিরে পাতয়ে যদি অঙ্গ । তথাপি না ঘুচে জ্বালা বিনা কৃষ্ণ-সঙ্গ ॥
কৃষ্ণের বিরহ-জ্বালায় তাপিত সকল । ছাড়িয়াছে নিজ নিজ রহস্য মঙ্গল ॥

প্রপন্নো ভাণ্ডীরে.....[ভ র সি তা৩।১১৮]

কুশতা যথা—

কৃষ্ণ-উদ্দেশ্যে কহে সব ব্রজবাল্য । কংস বিমোক্ষহেতু মধুপুরে গেলা ॥
সে ইহতে ব্রজপুরে অভীর-কুমার । কৃষ্ণতনু ব্রজে সতে স্তম্ভ আকার ॥
পঞ্চভূতে এই দেহ হইয়াছে নির্মাণ । কৃষ্ণের বিরহে তনু আপনি শুথান ॥
তাতে দেহে বায়ু অতি হৈয়াছে প্রবল । নাসারন্ধ্রে অতিশ্বাস বহিছে কেবল ॥
পশুপক্ষী চূর্ণলতা শীর্ণ-কলেবর । শ্রীকৃষ্ণবিরহজ্বর-জ্বালায় জর্জর ॥

স্বয়ি প্রাপ্তে কংসক্ষতি.....[ভ র সি তা৩।১১৯]

অথ আগর্ঘ্য—

হরি যদি ব্রজ ছাড়ি গেলা মধুপুরে । সেদিন অবধি সখা ধৈর্য না ধরে ॥

দিন রাত্রি নাহি জানে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে । স্থানান্তর নাহি জানি কতু কাঁহা রহে ॥
বান্ধপূর্ণ সখাগণের কমল-নয়ন । নিদ্রাহিত সখা মীলিত নয়ন ॥

নেত্রাঙ্গুজদ্বন্দ্ব[ভ র সি তা৩।১২০]

অথ আলম্বনশৃংগতা—

অনবস্থিতিরাত্ম্যাতা.....[ভ র সি তা৩।১১৭]

কৃষ্ণসঙ্গ বিনা ব্রজের বয়স্য সকল । কোন কমে' নিষ্ঠা নাঞি আচার বিফল ॥
শ্রীদাম সূদাম দাম স্তবল উজ্জল । লবঙ্গ, অর্জুন আর সখা মহাবল ॥
পরস্পর সতে কহে করিয়া করুণা । কৃষ্ণের বিরহলীলা করয়ে ঘোষণা ॥
নন্দমুত প্রিয়সখা সতে পরিহারি । বৃন্দাবন করি তাগ গেলেন মধুপুরী ॥
সেদিন অবধি প্রাণে উষ্ণ হয়ে অতি । কাঁহা থাকি কাঁহা বাই, না দেখি সঙ্গতি ॥
উঠি পড়ি ভ্রমি ভ্রমি ইতি উতি ধায় । স্থির নহে কতু প্রাণে করে হায় হায় ॥
কোন কার্যে স্থির নহে, নাহি আলম্বন । শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্রজে বয়স্যের গণ ॥
তত্র পদং—সারঙ্গ রাগ—

ভাইরে! নিঠুর বড় কান!

ছোড়ি সখাগণ	যমুনা পুলিন বন	কাঁহা ওই করল পয়ান ॥
ঢোঁড়ি ঢোঁড়ি বন	সবহি নিরঞ্জন	নাহি ভেল তোক রঙ্গ ।
তব হি বিরহজ্বর	তাপিত অন্তর	অব সতৈ গেউ সঙ্গ ॥
নাহি দেখি তোকর	নয়ন-সুধাকর	চৌদিশ দেখি আকিআরা ।
তো পিয়া জীবন	মরমি জল ভূখল	তোহঁসি নয়ন কি তারা ॥
তিল আধ তুয়া বিহু	শূত্র হি জীবন	ত্রিভুবন যৈছন আগি ।
কাঁহা সে বাছুরি ধৈর	শৃঙ্গ মুরলী বেণু	ভুলহি সো পিয়া লাগি ॥
বহতহি ভাগিম	গোপিয়া সঙ্গম	কতু জানি হোয়ে তোহারি ।
গোকুলচন্দ্র দাস	বোলহি তোহার পাশ	অবসো মিলব মুরারি ॥

গতে বৃন্দারণ্যে প্রিয়সুহৃদি.....[ভ র সি তা৩।১২১]

অস্বতিঃ—

[ধৃতিস্থ জ্ঞানেন হৃথাভাবেন উত্তমাণ্ডা চ সম্ভবতি]

তত্ব হৃথেন—

শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে ব্রজে বয়স্কের গণ । সর্ব ক্রিয়া ত্যাগ করি ধৃতিহীন † হন ॥
নিজ গোপালন-বৃত্তি করি পরিত্যাগ । নাহি নিজ কোন কর্ম স্থখে অনুরাগ ॥
ক্রীড়া কৌতুক নাহি হস্তরসকেলি । নাহি আশ্বস্তবাস্থ্য কারু একি মেলি ॥
বিস্মৃত সকল কর্মে কৃষ্ণের বিরহে । নিজ প্রাণে নাহি বাঞ্ছা, তেজিবারে চাহে ॥
না করে অঙ্গের ভূষা, নাহি পরে মালা । নাহিক বিষয়বাঞ্ছা, নাহি অগ্র থেলা ॥
নাহি বান্ধে কেশে চূড়া, মালতী গাঁথিয়া । নৃত্যগীত বাজ কেলি সব তেয়াগিয়া ॥
না করে জীবনে আশ কৃষ্ণসঙ্গ বিনে । ধৃতিহীন † সখাগণ সর্বকর্ম হীনে ॥
সকল বিস্মৃত সখা আপনা পাসরে । সতত কৃষ্ণের রূপ চিন্তয়ে অন্তরে ॥

রচয়তি নিজবৃত্তৌ.....[ভ র সি ৩৩।১২২]

অথ জড়তা—জাদ্যমপ্রতিপত্তিঃ.....[ভ র সি ২৪।১০৭]

বিরহে—কৃষ্ণবিরহ-আলায় ব্রজে গোপগণ । সর্বধর্ম ত্যাগ করি জড়রূপ হন ॥
কৃষ্ণসঙ্গ-বিনে সখার বিফল আচার । নাহি অঙ্গ-পরিচ্ছেদ আপন বিচার ॥
রক্ষ অঙ্গ, ক্রশ তনু, মলিন বসন । নাহি কেশ বেশ করে অঙ্গের ভূষণ ॥
বিবাদ নাহিক কারু, নাহি পরিহাস । আনন্দ-কন্দল নাহি, সতত নৈরাশ ॥
শিঙ্গাবেণু মুরলী না শুনি বন্দাবনে । হৃদ্যাব নাহি শুনি, কোকিলের গানে ॥
শ্রীদাম স্তদামাদি না করে নৃত্যগান । কৃষ্ণের বিরহে সখা স্থাবর-সমান ॥
নাহি প্রতিধ্বনি কারু জড়রূপ দেখি । অঙ্গ-স্পন্দন নাহি, ঝরে ছুটি আঁখি ॥

অনাশ্রিত-পরিচ্ছদাঃ.....[ভ র সি ৩৩।১২৩]

অথ ব্যাধিঃ—

দৌষোদ্বেকবিয়োগাত্মৈঃ.....[ভ র সি ২৪।১০]

কৃষ্ণবিরহ-অরে জরজর অন্তর । শ্রীদাম স্তদাম আদি ব্রজসহচর ॥
গাত্রবন্ধ শ্লথ, অঙ্গ চেষ্টা-রহিত । অনাধাস স্তম্ভ অঙ্গ নাহিক সম্বিত ॥
অহে কৃষ্ণ যছবীর ! সখার জীবন । তোমার বিরহ-ব্যাধিমগ্ন গোপগণ ॥
চেষ্টাজ্ঞান-রহিত হৈয়া তোমার বিরহে । আতীর-বালকগণ তরুণে রহে ॥
বিরহজ্বর-সংস্ফুরণ... [ভ র সি ৩৩।১২৪]

অথ উন্মাদঃ—

উন্মাদো হৃদভ্রমঃ.....ক্রিয়াদয়ঃ [ভ র সি ২৪।৭৯-৮০]

শ্রীকৃষ্ণদর্শন বিনে ব্রজে ব্রজবাসী । সখার উন্মাদ দেহে উপজরে আসি ॥
বিরহ-ভ্রমে সখা সকল বিস্মৃত । নাহি কিছু পূর্ব স্থতি বেছে উনমত ॥
নিজ ধর্ম-বিপর্যয় বিফল আচার । না করে কোনই সত্তে গোপ ব্যবহার ॥
কভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চস্বরে । কোথা গেলা প্রাণসখা ছাড়িয়া আমারে ॥
কৃষ্ণভ্রমে তমালে করয়ে আলিঙ্গন । তাহা না পাইয়া ভূমে পড়ে অচেতন ॥
ভাই ভাই বলিয়া সখা দিকপথে ধায় । কাঁহা কৃষ্ণ বলরাম দেখিতে না পায় ॥
ধূলয় ধূসর অঙ্গ ভূমি গড়ি যায় । কাঁহা বা মুরলী বেণু ফিরি নাহি চায় ॥
শ্রীদাম স্তদাম ডাকে ভাইরে কানাই । আজ কেন তোর মুখে বেণু শুনি নাই ॥
ধবলী শামলী ধায় উর্ধ্বমুখ হৈয়া । না ফিরাহ কেনে ভাই মুরলী বাজাঞা ॥
কেহো বলে এইখানে আছিল প্রাণসখা ।

অনাথ হৈঞাছি মোরা না পাঞা দেখা ॥

করিল ভায়ার স্নেহে এইখানে থেলা । আমা পরিহরি ভাই কোন্ পথে গেলা ॥
ঐছন উন্মাদ সখার প্রলাপ-কথন । স্থির অস্থির কভু, কভু অচেতন ॥
অট্টহাস, বুথা চেষ্টা, ধাবন অধৈর্য্য । কভু নৃত্য, প্রলাপ, গান বিকার বৈশ্রম্য ॥
বাক্যভ্রম, অঙ্গকম্প, কখন চঞ্চল । কৃষ্ণ বলি ডাকিতে নয়নে বহে জল ॥
তোমার বিরহে সখা হৈরাছে অধির । হেদেহে মথুরানাথ ! শুন যছবীর ॥

বিনা ভবদনুস্মৃতিং.....[ভ র সি ৩৩।১২৫]

অথ মুহুর্তিতম্—[তত্র নিমেষাদি-রাহিতামস্পন্দন-শ্লথাক্ষত্ব-ফেন-

পাতাদয়ঃ]

ব্রজপুর ছাড়ি হরি গেলা মধুপুর । সেদিন অবধি অক্ষ হৈঞাছে গোকুল ॥
মথুরায় রাজোন্মত্ত হৈলা ভগবান্ । জগতের আনন্দ হৈল, বিশ্ব ভাগ্যবান্ ॥
সভার আনন্দ হৈলা মথুরা নগরে । গোকুল আকুল হৈল তৈছে ব্রজপুরে ॥
শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্রজে করিঞা রোদন । অক্ষপ্রায় হেন সখা হরিল চেনন ॥
অক্ষ স্পন্দন নাহি নিমিষ নয়নে । মুখে ফেনপাত হয় ঘর্ঘর বদনে ॥
মুছাংগত হতজ্ঞান কভু ভূমিতলে । তোমার বয়স্গণ গোকুলমণ্ডলে ॥

দীব্যাতীহ মধুরে.....[ভ র সি ৩৩১২৬]

অথ মুতিঃ—বিষাদব্যাদিসন্তাস[ভ র সি ২৪১৯৯]

শ্রীকৃষ্ণবিরহজ্বর-জনিত জ্বালা হৈতে । জরজর সখাগণ সংশয় জীবিতে ॥
সংজাহত হৈঞা সখা রহে শৈলতটে । ঋসমন্দ স্তব্ধ অঙ্গ পুলিন-নিকটে ॥
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া পড়ে ভূমে অচেতন । মন্দস্থাস, অঙ্গ শ্লথ, মুদ্রিত লোচন ॥
বিবর্ণ হৈয়াছে অঙ্গ বাক্যাদি-রহিত । তাহা দেখি মৃগগণ হৈয়াছে বিস্মিত ॥
অর্থব নয়নের জলে করয়ে সেচন । বারংবার সখাগণে বনে মৃগীগণ ॥
কৃষ্ণ সে সখার প্রাণ, কৃষ্ণ সে জীবন । কৃষ্ণসঙ্গহীন হৈলে জীবনে মরণ ॥
ঐছন গোকুলপুরে হৈলে পরমাদ । এ নয়নানন্দ চলে কহিতে সম্বাদ ॥

কংসারেবিরহ.....[ভ র সি ৩৩১২৭]

এই সখ্যরসমধ্যে ব্যভিচারি-ক্রম । সংক্ষেপ করিয়া স্তব্ধমাত্র সে গণন ॥
প্রকটা প্রকট কৃষ্ণ বলি, না হয় ছুই । প্রকটের অনুসারে বিরহাদি কই ॥
প্রকট লীলায় কৃষ্ণের দেখি গতগতি । অপ্রকটভাবে বৃন্দাবনে সদা স্থিতি ॥
নন্দমুত ব্রজ ছাড়ি না যায় অত্র স্থানে । নিত্য সখা-সখী-সঙ্গে রহে বৃন্দাবনে ॥
প্রকটে শ্রীবাসুদেব মধুপুরে যান । নন্দমুত আপনাকে ছলেতে লুকান ॥
অপ্রকটপ্রায় হৈঞা রহে বৃন্দাবনে । প্রাকৃত মনুষ্যগণ গতয়াত মানেন ॥

শ্রীনন্দমুতের নাহি কভু গতগতি । প্রকটা প্রকটে সদা গোপসঙ্গে স্থিতি ॥
নিত্যলীলা নিতাসিদ্ধ করয়ে দর্শন । বৃন্দাবনে গোপসঙ্গে সদা বিলসন ॥
যবে হরি দ্বারকায় করয়ে বিহার । সেইকালের গুনহ আশ্চর্য্য প্রচার ॥
নারদ একদা গেলা বৃন্দাবন ভ্রমিতে । রামকৃষ্ণ দেখিলেন সব পূর্বরীতে ॥
তা দেখিয়া নারদের হৈল চমৎকার । দ্বারকায় নারদ পুন দেখিল প্রচার ॥
নারদ-যুষ্টি-উক্তি স্বন্দপুরাণে । প্রকটা প্রকট কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে ॥

বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ[ভ র সি ৩৩১২৯]

গোপগোপীসঙ্গে সদা কৃষ্ণবলরাম । প্রকটা প্রকটে সদা বৃন্দাবনধাম ॥
তবে যে বিরহ লেখি প্রকটানুসারে । নতুবা বিরহ নাই সিদ্ধ ব্রজপুরে ॥

প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা.....[ভ র সি ৩৩১২৮]

প্রকটা প্রকট লীলা বিস্তীর্ণ বর্ণন । কৃষ্ণভক্তিরসকদম্বে হৈঞাছে লিখন ॥
এই ত কহিল দশা অযোগ-বর্ণন । কারে 'যোগ' বলি, তাহা করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণেন সঙ্গমো.....[ভ র সি ৩২১২৯]

দ্রুপদ-নগরে কুন্তকার-নিকেতনে । দেখিল পুণ্ডরীকাক্ষ প্রথম অজুনে ॥
চিত্রাকৃতি ভগবান্ দেখি আনন্দিত । মিত্রাকার সেই কৃষ্ণে সখা হইল জ্ঞাত ॥
পাণ্ডবঃ পুণ্ডরীকাক্ষং[ভ র সি ৩৩১৩০]

অথ যোগে তুষ্টিঃ—

জাতে বিয়োগে.....[ভ র সি ৩২১৩৩]

কৃষ্ণ-বিয়োগে যদি পুন সঙ্গ হয় । তুষ্টিযোগ বলিয়া সে তাহারে কহয় ॥
যবে কৃষ্ণ দ্বারকায় করে বিলসন । তীর্থযাত্রা কুরুজাঙ্গলে সভার গমন ॥
শ্রীদাম স্তদাম আদি ব্রজগুরুগণ । সেখানে সাফাং পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সেই কৃষ্ণ, সেই সখা, সেই গোপনারী । তীর্থে মিলন কৈল সভারে মুরারি ॥
কৃষ্ণ দেখি সখাগণ প্রেমে পূর্ণ হৈল । জীবহীন দেহে যেন প্রাণদান পাইল ॥
পুলকে পুরিত অঙ্গ কৃষ্ণসঙ্গ পাইঞা । আলিঙ্গন করে সখা বাহু পসারিয়া ॥

অশ্রুজলে সিক্ত করিল শ্রামদেহ । কৃষ্ণের নয়নজলে সিক্ত হইল দেহ ॥
 প্রেমানন্দে মগ্ন সতে প্রিয়সঙ্গ পাঞ । যোগে তুষ্টি সখাগণে একত্র মিলিয়া ।
 শ্রীকৃষ্ণসনর্ভ গ্রহে বিশেষ বর্ণন । যোগে তুষ্টি বলি তাহা করা'ছে লক্ষণ ॥
 কুরুজাদলে [ভ র সি ৩।৩।১৩২]

অথ স্থিতিঃ—

সদা কৃষ্ণসহ স্থিতি দেখি বিলসন । যোগে স্থিতি বলি' তারে শাস্ত্রে কন ॥

সহবাসো মুকুন্দেন..... [ভ র সি ৩।২।১৩৬]

কি কহব ব্রজে সখার সৌভাগ্য অপার । নন্দসুত সহ স্থিতি সতত যাহার ॥
 যার পাদপদ্ম ধূলি-প্রাপ্তি-অভিলাষে । বহু জন্ম তপ করি না পায় উদ্দেশে ॥
 ধৃত্যন্বযোগির গণে না পায় যোগবলে । সেই ভগবান্ সখার গোচর গোকুলে ॥
 কি বর্ণিব ব্রজবাসির সৌভাগ্য উপমা । পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের সখা যেই জনা ॥
 এই ত কহিল স্থিতি--সখা সহবাস । শ্রীলভাগবত গ্রন্থে অধিক প্রকাশ ॥

যৎপাদপাংগু..... [ভা ১০।১২।১২]

এই ত কহিল সখে ব্যভিচারিক্রম । স্থায়িরতির স্বরূপে এসব মিলন ॥
 শ্রীরূপগোষামি-পদে প্রণত হইয়া । তাঁর গ্রন্থ অনুসার কতোক দেখিঞা ॥
 ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থ মহাশূর । তাহাতে জগৎ তুষ্টি আনন্দ প্রচুর ॥
 সে গ্রন্থ বুঝিতে মোর নাহিক শক্তি । তবে রূপাবলে লেখি ছুই এক উক্তি ॥
 প্রয়োভক্তির এই—তাহাতে বর্ণন । সেই শ্লোক অল্লক্ষরে প্রাকৃত লিখন ॥
 অহৈতুক সখারসে রহিত কামনা । মাধুর্যের শেষ এই—সাধে সাধুজনা ॥
 কৃষ্ণপ্রিয় হয় অতি এই সখারস । যাহার সাধনে কৃষ্ণচন্দ্র হয় বশ ॥
 কি পুরুষ নারী কিবা সখাভক্ত যত । হইয়া পুরুষ দেহ মনে অবিরত ॥
 গুরুরূপ সখাসঙ্গে করিঞা সঙ্গতি । নিজাভীষ্ট যুথেশ্বরের লঞা অনুগতি ॥
 সময় অনুসারে কর রামকৃষ্ণ-সেবা । ছুই দেহে ব্রজলোকের অনুসার নিবা ॥
 ব্রজ-অনুগতি বিনে ব্রজেন্দ্রনন্দন । ছরারাম হন সে মাধুর্যাস্বাদন ॥

বিধিমাগে ভজিলে হরি হয় বিমুগতি । রাগমাগে ভজিলে হয় নন্দসুত-প্রাপ্তি ॥
 কেহো সহচর হয়, কেহো সহচরী । রতি-অনুসারে পায় দাসআদি করি ॥
 দাসদাসী সখাগুরুপ্রিয়সীর গণ । নিজনিজ ভাবে নিষ্ঠা হইয়া সাধন ॥
 তাহা মধ্যে কোন ভাব করি অস্বীকার । নিষ্ঠা হইলে প্রাপ্তি শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ॥
 দাস্তভক্ত্যে দাসগণের অনুগতি লঞা । কৃষ্ণসেবা পায় সেই ব্রজেতে বসিয়া ॥
 বাৎস্যল্যরসের ভক্ত গুরুগণ-সনে । নিষ্ঠা হইলে পায় শ্রীনন্দের নন্দনে ॥
 সখ্যরসভক্ত ব্রজে সখানুগ হঞা । রামকৃষ্ণসেবা পায় গোপদেহ পাঞা ॥
 মধুর রসের ভক্ত গোপিকা-সহিতে । রাধাকৃষ্ণসেবা পায় করিয়া পিরীতে ॥
 নিজনিজ ভাবনিষ্ঠ হৈঞা ভজে হরি । আনুগত্যক্রমে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় তারি ॥
 গুরুজাতীয়ভাবে হৈয়া অতিনিষ্ঠ মন । যার বেই ভাব, তার সেই সর্বোত্তম ॥
 ব্রজের যে কোন ভাব লঞা হরি ভজে । তেন রূপ দেহ পাঞা কৃষ্ণপায় ব্রজে ॥

নারদীয়ে—ব্রজানুসারি-ভাবেন যেন কেন চ সাধকাঃ ।

ভাজত্বা মদগতিং প্রাপ্য ক্রীড়েযুস্তে ময়া সহ ॥ ইতি
 অতএব ভজ মন কৃষ্ণবলরাম । প্রিয় সখাগণসহ শ্রীদাম সুদাম ॥
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বান্দিয়া সাদরে । শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বান্দিলা কাতরে ॥
 কুলনাথ বান্দি পণ্ডিতাকুর গোপাল । কৃষ্ণগত-চিত্ত যার, পরমদয়াল ॥
 শ্রীযুত গোপালচরণ-প্রভুপদে আশ । প্রয়োভক্তিরস কহে নয়নানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীপ্রয়োভক্তিরসার্ণবে উদ্দীপনানুভাবাদি-কথনং

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নবীন-জলদাভং তং কল্পকণ্ঠং মনোরমম্ ।
রামেণ রমণ-শ্যামং বন্দে কৌশেয়-বাসসম্ ॥

জয় জয় নন্দনয় ব্রজনাথ । জয় হলধর মৌর সখাগণ সাথ ॥
দাম শ্রীদাম সুদাম জয় জয় নন্দ । জয় গোপ গোপীগণ বৃন্দাবনচন্দ ॥
ভজ মন রামকৃষ্ণ সখানুগ হৈঞা । মানসিক সেবা কর সিদ্ধদেহ পাঞা ॥
ব্রজে প্রিয় সখাগণের হৈয়া অনুগত । রামকৃষ্ণ সেবা কর মানসে সতত ॥
প্রিয়মধ্যে এই চারি সখা অগ্রগণি । শ্রীদাম, সুদাম আর বহুদাম, কিঙ্কণি ॥
তাহা মধ্যে মৌর ইষ্ট—সুদাম যুথেশ্বর । তাহাতে তাহার সঙ্গে বহু সহচর ॥
তিহৌ রামকৃষ্ণ-প্রিয় সখাদির ধাম । তাহার প্রেয়ান্ রস সুদাম আখ্যান ॥
রামকৃষ্ণ-সঙ্গে তাঁর অহৈতুক প্রেম । সোহাগা সহিত যেন জাম্বুদ হেম ॥
পরম আনন্দময় কৃষ্ণানন্দ সদা । অজ্ঞ আমি কিবা জানি তাহার মর্যাদা ॥
কৃষ্ণ বলরাম বিনে আন নাহি জানে । তিলেক বিচ্ছেদ হৈলে যুগকোটি মানে ॥
তাহার অনুগ-গণের লইয়া সঙ্গতি । ভজ রামকৃষ্ণ সদা হৈঞা স্থিরমতি ॥
সুদামচন্দ্রের কহি অনুগ-বর্ণন । তাহে মুখ্য অনুচর হয়ে অষ্টজন ॥
সুচন্দ্র শ্রীচন্দ্রমান্ সুবঙ্গ সুবিন্দ । সমর্থ করিবন্ধক কুমুদ অনঙ্গ ॥
মুখ্য অষ্ট এই সুদামের দেখি । এই আট আট ক্রমে চৌষষ্টি লেখি ॥

তত্র সূচন্দ্রশ্চ—

সুর্কণ্ঠ, সুভঙ্গ, সুবৃন্দ, কুমুদ । প্রেমানন্দ মহানন্দ শ্রীজয়নন্দন ॥
সুখানন্দ প্রভৃতি অষ্ট সূচন্দ্রানুগত । তারপর কহি সুর্কণ্ঠ-অনুগত ॥

তত্র সুর্কণ্ঠশ্চ—

সুদর্প সুদন্ত সুকন্দ (সুতন্ত্র) আদি খ্যাত । সুজয় সহস্র সুখেন্দ্র জয়দ্রবত ॥
প্রেমদন্ত আদি সুর্কণ্ঠের গণ । তারপর শুন অষ্ট সুদর্পের জন ॥

তত্র সুদর্পশ্চ—

সুখানন্দ প্রেমানন্দ আর সুমোহন । দর্পানন্দ যশোনন্দ আদি গোপগণ ॥
সুধাকর বিশমক কবন্ধ গোপাল । সুদর্পের অনুগ এ অষ্ট রাখাল ॥

সুখানন্দশ্চ—

রসচন্দ্র প্রেমচন্দ্র কামচন্দন । বসুন্ধর কেলিচন্দ্র লোলচন্দ্র নাম ॥
শুভানন্দ সূচনাগর এই অষ্ট জন । তারপর কহিব রসচন্দ্রের যে গণ ॥

রসচন্দ্রশ্চ—

সুমহেন্দ্র কুলানন্দ বিমলক অনন্ত । মহেন্দ্র শ্রীরত্নবন্ধ আর বিধানন্দ ॥
নিধিনন্দ প্রভৃতি রসচন্দ্র-অনুগত । সুমহেন্দ্রের গণ শুনহ বিহিত ॥

সুমহেন্দ্রশ্চ—

সুমুখ পুরবর্ক আর রসানন্দ... বিভঙ্গ সানন্দ রক্তানন্দ সুখানন্দ ॥
চন্দ্রানন্দ আদি অষ্টানুগ গণ । এইরূপে চৌষষ্টি করিল গণন ॥ *
এবে কহি সুদামের স্থানের বর্ণন । বেশভূষা আভরণ বর্ণাদি-কখন ॥
বৃষভানুপুরেতে বাস জাত্যা আতীর । যোজনদ্বয় পরিমিত বিস্তীর্ণ পুরীর ॥
শতদল-কমলতুল্য পুরীর নির্মাণ । ইন্দ্রপুরী জিনি রম্য নিতাসুখধাম ॥
পুরীর বর্ণনা পাছে করিব সূচন । তাহাতে সুদাম-গৃহ পশ্চিমদ্বার হন ॥
উত্তরেতে পুন হয় তার এক দ্বার । সেই দ্বারে করেন জানি বাহ্য ব্যবহার ॥
কিশোর বয়স তাঁর আরক্ত গৌরবর্ণ । বিচিত্র অলঙ্কার রচিত ধাতু-স্বর্ণ ॥
চন্দ্রানাম তার সখী বৃষভ নামে সখা । ভদ্রবন বন্য তার অগণিত লেখা ॥
নীলপট পরিধান কুন্দমালা গলে । শ্রীমালিকা-নামা গাভী কহিল সকলে ॥

শ্রীসুদামো ধ্যানম্—

আরক্ত-গৌরঃ শশিবক্তু বিলোলনেত্র
আনন্দ এব পরিসুন্দর এব ধীর ।

* আদর্শ গ্রন্থে এখানে ক্রটি আছে, সুমুখ ও রসানন্দ গোপালের যুগ বর্ণিত হয় নাই ।

ক্রীড়াগভীর ভবভার-বিমুক্তয়ে সঃ
কৃষ্ণ রাজতি কলাসরলঃ (সুবলঃ) সুদামা ॥ ?

[শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনে ১১৫২-১৬০]

রসিকো নাগরো গৌরঃ শরদমুকুহেফণঃ ।
অগ্রহিসরল-স্থল উন্মাদনৃত্যমুন্দরঃ ॥
মহারাস-রসাহ্লাদ-মহোল্লাসো পুলক-প্রেমবিহ্বলঃ ।
নানারঙ্গরসোপেতঃ সুদামা স চ কীর্তিতঃ ॥

কৃষ্ণ সহিত ভাব বন্ধুতা সম্বন্ধ । তাহাতে নাহিক হেতু ঐশ্বর্যের গন্ধ ॥
ভাবমধ্যে সখ্যভাব কঠোর (?) শ্রদ্ধা হয় । মধুবৎ তথা মেঘ মঞ্জিষ্ঠা রাগ কর ॥
কৌন্তভমণিবৎ সদা যার প্রীতি । বাহার সমর্থ কেবলা বলি রতি ॥
ক্রিয়া পীঠমর্দন সেবা বনকুলে । সুদামচন্দ্রের ক্রিয়া ইত্যাদি সকলে ॥
বৃষভান্ন রত্নভান্ন সুভান্ন শ্রীভান্ন । তাহাতে সুদামচন্দ্রের পিতা রত্নভান্ন ॥
শ্রীমতী রাধিকা জ্যেষ্ঠ-পিতৃব্য-হুহিতা । সুদাম পিতৃব্য-পুত্র শ্রীসুশীলা মাতা ॥
* স্বর্যাকাস্তিরঙ্গ কৃষ্ণ সুখোৎসব-নাম । শ্রামকৃষ্ণের দক্ষিণে কৃষ্ণ কর অবধান ॥
মধুরঙ্গ অনন্ত শ্রীসুদামের দাস । দিনরাত্রি সেবা করে থাকি তার পাশ ॥
সাধক মানসে সদা সিদ্ধদেহ পাঞ । ভজ রামকৃষ্ণ ব্রজে অহুগত হৈঞা ॥
সিদ্ধদেহে হন গুরু প্রিয়সখা নাম । তাহা সহ সেবা কর কৃষ্ণ-বলরাম ॥
বত গোপবালা সতে রামকৃষ্ণের সখা । সুহৃদাদি করি সতে অহুগতে লেখা ॥
সুদামাদি সুবল স্তোককৃষ্ণ আদিগণ । সকলেই রামকৃষ্ণের সখাতে গণন ॥

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা ।

সুবল-স্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেমুণেদমক্রবন ॥ [ভা ১০।১৫।২০]

শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনেহপি—(১১৪৯)

অযুতায়ুতগোপালাঃ সখায়ে রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ইতি
সংক্ষেপে কহিয়ে শুন ভজন-লক্ষণ । পূজাকালে এইরূপ করিবে মনন ॥

নিত্যক্রিয়া করি সাধক মনের মানসে । ভাবে বৃন্দাবন পুরী করিবে প্রবেশে ॥
অতি গোপনীয় স্থল আনন্দ-কারণ । অতি অদভূত স্থল বৃন্দাবন ॥
হৃলভের হৃলভ সেই সর্বোত্তম স্থান । সর্বমোহন সর্বশক্তি-অধিষ্ঠান ॥
বৈষ্ণবধাম যত তার শিরোমণি । ব্রহ্মাণ্ডগণের পার বৃন্দাবন ভূমি ॥
পূর্ণব্রহ্ম স্থথৈশ্বর্য্য নিত্যানন্দময় । বৈকুণ্ঠাদি স্থল যার অংশরূপ হয় ॥
গোলোক-বৈভব সেই গোকুলে প্রকাশ । বৈকুণ্ঠ বৈভবপুরী দ্বারকা বিলাস ॥
নিত্যসত্যরূপী সেই ভূবি বৃন্দাবন । চিন্তামণিদম সেই রচিত-রতন ॥
ছয় ঋতু-মুণ্ডিমন্ত কুসুম-প্রকাশ । মন্দ সুগন্ধ বায়ু জগত-উল্লাস ॥
ভদ্র আদি যাহাতে দ্বাদশ কানন । কালিন্দীর পশ্চিমে সপ্ত, পূর্বে পঞ্চ বন ॥
ভদ্রবন শ্রীবন লোহবন আদি । ভাণ্ডীরবন মহাবন পূর্বেত প্রসিদ্ধি ॥
কালিন্দীর পূর্বে পঞ্চ গোকুল ভিতরি । যমুনার পশ্চিমে সপ্ত তালদি করি ॥
তালবন খদিরবন বহলা কানন । শ্রী, কাম, কুমুদ, মধু, শ্রীলবৃন্দাবন ॥
বাংলিংশতি উপবন কদম্বখণ্ডী আদি । বরাহ-সংহিতা গ্রন্থে আছে প্রসিদ্ধি ॥
যথা ধরণীবরাহ-সম্বাদে—*

‘নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতম্ ।

পূর্ণব্রহ্ম স্থথৈশ্বর্য্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ম্ ॥

বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশং যয়ং বৃন্দাবনং ভূবি ।

যং কিঞ্চিদ্ গোলোকৈশ্বর্য্যং গোকুলে তৎ প্রাপ্তিস্থিতম্ ।

বৈকুণ্ঠ-বৈভবং যচ্চ দ্বারকায়াং প্রকাশয়েৎ ॥’ ইতি

অপিচ—ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ ।

বহলা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনস্তথা ॥

দ্বাদশৈতা বনে সংখ্যাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ॥

পূর্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্ ॥

* পদ্মপাতালে (৩৮।৮-১০) এবমেব দৃশ্যতে ।

পূর্বে তু পঞ্চ ভদ্রাঃ [তাল্যাঃ] সপ্ত পশ্চিমে ॥
 অত্রোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণকৌড়ারহঃস্থলম্ ॥
 কদম্বখণ্ডকং নন্দং বনং নন্দীশ্বরস্থথা ॥ ইত্যাদয়ঃ—
 সহস্রদল কমলতুলা গৌরুল-মণ্ডল । তাহার কেশর দলে রহন্তের স্থল ॥
 পদ্মকর্ণিকামধ্যে ভাবিহ গোবিন্দ । কেশরেত শ্রীদামাদি পারিষদ বৃন্দ ॥
 সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্ ॥
 কণিকা তন্মহাদ্বাম গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্ ॥ [পাদপাতালে ৩৮২২]
 সেই বৃন্দাবন পুরীর চিত্তামণি ভূমি । তাহাতে আছরে শুভ কল্পবৃক্ষাবলি ॥
 তাহা মধ্যে এক বৃহৎ কল্পতরু হয় । স্বর্ণরূপা-রচিত তাহার মূল কয় ॥
 যথা গৌতমীয়ে—(১০।১৫৩)

কল্পপাদপ-মধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগতম্ । ইতি
 তাহাতে বিচিত্র শোভা রত্নসিংহাসন । তত্পরি যোগপীঠ করিহ ভাবন ॥
 অষ্টদল চতুর্দ্বার বটকোণ গঠন । স্বসাধ্য কামবীজ তাহাতে লিখন ॥
 পদ্মমষ্টদলাকারং বটকোণং কামগভিতম্ ॥
 চতুরস্রং চতুর্দ্বারং যন্ত্রং সাবরণং হরেঃ ॥
 তাহার কণিকামধ্যে ভাবিহ গোবিন্দ । কেশরেত আবরণ সখা গোপবৃন্দ ॥
 দক্ষিণে শ্রীবলভদ্র মূলসঙ্করণ । চতুর্দিকে চারি সখা তাহে আবরণ ॥
 শ্রীদাম সমুখভাগে দক্ষিণে স্বদাম । বসুদাম পশ্চাদ্ভাগে কিঙ্কণি রহে বাম ॥
 যথা ক্রমদীপিকায়ং—(৪।১২৮)

দিক্স্থ দাম-সুদাম—ইত্যাদি

পশ্চিমাভিমুখী কৃষ্ণ ভক্ত পূর্বমুখী । পূজা পূজক মধ্যে পূর্ব বলি লেখি ॥

বারাহে—শ্রীদামা পশ্চিমদ্বারে সুদামা চোন্তরে তথা ।

বসুদামা তথা পূর্বে কিকিণিশচাপি দক্ষিণে ॥*

* এতৎ পাদপাতালে অন্তর্ভব দৃশ্যতে (২৪তম পৃষ্ঠে ঐষ্টবাম্)

কেশরে ত এই চারিপত্রে অষ্টজন । পূর্ব আদি অষ্টপত্রে করিবে ভাবন ॥
 স্তোককৃষ্ণ অংগক ভদ্রসেন অর্জুন । সুবল বিলাস মহাবল আদিগণ ॥
 বৃষভ আদি করি অষ্টপত্রে দেখি । তারপর সখা উপসথাগণ লেখি ॥

স্তোককৃষ্ণাংগকৌ ভদ্রসেনমর্জুনমেব চ ।

সুবলঞ্চ বিশালঞ্চ তথা গোপমহাবলম্ ॥

বৃষভং পূজয়েদ্ভিক্ষু বিদিক্ষু চ যথাক্রমম্ ॥ ইতি—

চারিদ্বারে চারিবৃক্ষ মন্দারাদিগণ । মন্দার সন্তান পারিজাত হরিচন্দন ॥
 কল্পতরু দেবপুষ্ঠে রহে আলম্বন । তারপরে চতুর্দিকে অসংখ্য গোধন ॥
 ‘ক্লেশেন্দীবরকান্তি’ ইত্যাদি বচন । এইরূপ অল্পসার করিবে মনন ॥
 নবজলধর-বর্ণ কিশোর বয়স । মণিমুক্তাদি শোভা নটবর বেশ ॥
 পীতধটা বনমালা মকর কুণ্ডল । কঙ্করুঠরেখাবলি গণ্ড বালমল ॥
 ময়ূরশিখণ্ডচূড়া গুঞ্জাবতংস । শৃঙ্গবেত্র বষ্টি পাশ কক্ষে শোভে বংশ ॥
 চরণ অবধি ক্রমে মুখাদি পর্য্যন্ত । ভাবিয়া গোবিন্দরূপ সেবহ নিতান্ত ॥
 ঘোড়শোপচার পঞ্চোপচার করি । দশোপচারে বা সতত সেব হরি ॥
 মহারাজোপচার ছত্র চামর দর্পণ । যথালভ্য উপচারে করহ অর্চন ॥
 ধ্যানবোগে মানসিক সেবা পূজাকালে । সিদ্ধ সাধকরূপে বাহ অন্তরালে ॥
 মদনমোহন রূপ বাহির করি মন । চরণ-যুগলে পাণ্ড আগণে সমর্পণ ॥
 যবদূর্বাঙ্কত অর্ঘ্য চন্দনের সহিত । অর্ঘ্যদান করিতে সে শাশ্বত স্থাপিত ॥
 তৎপরে স্নানীয় তৈল অঙ্গে প্রলেপন । কর্পূর-বাসিত জলে ত্রীঅঙ্গ সিঞ্চন ॥
 বস্ত্র-সমর্পণ শুভ তিলকনির্মাণ । অলঙ্কার আদি করি পুন পাণ্ডদান ॥
 মধুপক্ক আচমনীয় মলয়জাতি গন্ধ । শুভপুষ্প পুষ্পমালা করিয়া প্রবন্ধ ॥
 পুষ্পদীপ-প্রদর্শন মঙ্গল আরতি । নৈবেদ্য মিষ্টান্ন পক্কফল জল তথি ॥
 পুন আচমনীয় পাণ্ড আসন তাম্বূল । পালঙ্ক শয়ন—এই সেবা অমূল্য ॥
 চামর-বাজন ধ্বজ দর্পণ বসন । পাদসেবা আদি করি কৃষ্ণ-রূপেক্ষণ ॥

বলরামচক্র যেন পূর্ণ শশধর। শঙ্কটকট্যুতি শুভ্র কলেবর ॥
 ঘূর্ণিত নয়নযুগ মত্ত মধুপানে। রত্নকুণ্ডল [তাহে] লম্বিত শ্রবণে ॥
 লাস্কল মুখল কভু শিঙ্গা বাম করে। বেণু যষ্টি মুরলী বিষাগ কভু ধরে ॥
 মেঘের উপরি যেন চন্দ্রমা উদিত। নীলবসন ধটা জগৎ-মোহিত ॥
 যথা বারাহে—শুদ্ধফটিক-সঙ্কাসং রক্তাযুজদলক্ষণম্ ।

রোহিণী-তনয়ং রামং কামপালং ভজাম্যহম্ ॥

দোভ্যাং শোভিতলাঙ্গলং সমুঘলমিত্যাদিবলভদ্রস্ত্র ধ্যানরূপম্ ॥
 একযোগে রামকৃষ্ণ রূপ-দর্শন। যুগলকিশোর শোভা হরে সখার মন ॥

অত্র ছন্দ—

শ্রামল ধবল ছহঁ রাজ বিরাজ। জলধর শশধর ঐছন সাজ ॥
 জলধর শ্রাম রাম-কাঁতি। ইন্দ্রনীল সহ ফটকের ভাতি ॥
 রামবামে হরি মোহন শোভা। জলদ পীতবসন চপলাভা ॥
 লাস্কলমুখল বেণু বীণ। ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ছহঁ সুরভ-প্রবীণ ॥
 শ্রামগলে কুন্দ, করবী রাম-মালা। স্বেত শ্রামল অঙ্গে করত উজোলা ॥
 কিশোর বয়েস বেশরূপ অনুপাম। চৌদিকে ব্রজশিশু দাম সুদাম ॥
 হাসি হাসায়ত সহচর মেলি। গোপ-গোধনসহ করত হি কেলি ॥
 ভজ মন যুগলকিশোর দোন ভাই। শিব শুক নারদ বাক ধেরাই ॥

যথা— জলধর-শশিবর্গো গোপবেশো কিশোরো
 সহচর-গণবৃন্দৈঃ ক্রীড়মানো ব্রজেশো ।
 নটবর-জিতবেশো নীলপীতাম্বরচ্যো
 জগত-জননহেতু (৭) রামকৃষ্ণে নতোহস্মি ॥ ইতি

যিহো কৃষ্ণ তিহো রাম এক বস্তু হন। আগম পুরাণ শাস্ত্র ভাগবতে কন ॥
 তাহে ভেদ-বুদ্ধিমান করয়ে যে জন। সংসার-উদ্ধার তার না হয় কখন ॥

আদি-সংহিতায়াং—

যঃ কৃষ্ণঃ সোহপি রামঃ স্যাদ্ যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ ।
 অন্যোরন্তরাদর্শী সংসারান নিবর্ততে ॥

পাশ্বে উত্তরখণ্ডে—

যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ ।

সুবয়োনান্তরং মেহস্তি প্রসাদ ভং জগন্ময় ॥

হরিবংশে বৈশম্পায়নঃ—(বি ৭।৯)

এককার্য্যাস্তরাগতাবেকদেহৌ দ্বিধাকৃতৌ ।

একচর্য্যৌ মহাবীর্ষাবেকস্ত শিশুতান্নতৌ ॥

ঋষিগণ কহে ব্রজে কৃষ্ণ বলরাম। এক বস্তু লীলাহেতু ধরে ছই নাম ॥
 তাহে ভেদ করি মাত্র কহে যেবা জন। স্বকৃতি হইলে তার নরকে গমন ॥

রামে কৃষ্ণে চ যো জীবো বিভিন্নাঙ্কং কেরোতি চ ।

বাসোহপি নিরয়ে তস্ত বদন্তীতি মহর্ষয়ঃ ॥

তাহা দেখ হরিবংশে ভারতে লিখন। বলভদ্র প্রতি স্বয়ং কৃষ্ণচক্র কন ॥
 কৃষ্ণ কহে বলরাম শুন ওরে ভাই। যেবা আমি সেই তুমি এক দেহ ছই ॥
 লীলার লাগিয়া পুন ছই দেহ হৈঞা। প্রকট বিহার করি নররূপ লৈঞা ॥
 হ ব (বি ১৪।৪৮) অহং যঃ স ভবানুব যঃ সঃ সোহং সনাতনঃ ।

দ্বাবেব বিহিতৌ ছাবামেকদেহৌ মহাবলৌ ॥

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণবাক্যং বলভদ্রং প্রতি প্রলম্ববধ-প্রসঙ্গে যথা—

যথাহমপি লোকানাং তথা ভং তচ্চ মে মতম্ ।

উভাবেকশরীরৌ স্যো জগদর্থো দ্বিধাকৃতৌ ॥

অহম্মা শাস্ততঃ কৃষ্ণস্বশেষঃ পুরাতনঃ ।

স বলেন ভবান্ পূর্ণ স্ত্রৈলোক্যাস্তর-দর্শনঃ ॥

সেই বলভদ্রের অংশ অনন্ত আপনি। সহস্র মন্তকে যেহো ধরেন মেদিনী ॥

যন্তাংশাংশেন বিধূতা জগতি জগতঃ প্রভো ইতি

সকলের কারণ রাম মূল সঙ্কর্ষণ। সৃষ্টিস্থিত্যাদি যার অংশের করণ ॥
ওতপ্রোত বিশ্ব এই বলদেবে রহে। ভীড়াগবত তাহা ত্রীদশমে কহে ॥

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি.....[ভা ১০।১৫।৩৫]

প্রধান পুরুষ হই সকলের আত্ম। জগতের সৃষ্টিহেতু সকলের আরাধ্য ॥
জগতের মাতাপিতা রামকৃষ্ণবেশে। সর্বারাধ্য সর্বমূল স্বাংশের প্রকাশে ॥
পরিপূর্ণভাবে অবতার হইজন। জগতের হিত লাগি ব্রজ-বিলসন ॥

ত্রীদশমেহকুরোক্তি:.....(ভা ১০।৩৮।৩২)

প্রধানপুরুষাবাত্তো.....

রামকৃষ্ণ নিত্য লীলা করে বৃন্দাবনে। ব্রজ ছাড়ি একদা না যায় অত্মস্থানে ॥
দ্বারকায় চতুর্বাহ বাসুদেব রাম। শ্রীপ্রদ্বায় অনিরুদ্ধ—এই চারি নাম ॥
তাহারা শ্রীরামকৃষ্ণের বিলাসরূপ হন। পূর্ণতম কৃষ্ণরাম ব্রজে সদা রন ॥

বৎসৈবৎসতরীভিশ্চ[ভ র সি ৩।৩।১২৯]

নিত্যলীলা করে কৃষ্ণ সখাগণ সনে। প্রকটাপ্রকটে সদা স্থিতি বৃন্দাবনে ॥
বৃন্দাবনে অবাস্তর গোলোক বৃন্দাবন। হুইস্থ নিত্যলীলা সদা বিলসন ॥
নিত্য সত্য গুণাতীত নারীগণ সঙ্গে। নিত্যলীলাবিলসন অতি বড় রঙ্গে ॥
গোলোক ভুবন হয় সর্বৈখ্যপূর্ণ। তাহে রামকৃষ্ণলীলা বিহার বিস্তীর্ণ ॥
অন্তঃপুরে গোপাঙ্গনা নানাবেশ করি। কৃষ্ণ পরিচর্যা করে চামর হস্তে ধরি ॥
কৃষ্ণসনে একাসনে অগ্রে বলরাম। কোটি চন্দ্র জিনিয়া বরণঅল্পপাম ॥
নারীগণ-বেষ্টিত বিহরে কৃষ্ণরাম ॥ এই লীলা স্পষ্ট কথা ভাগবতপুরাণ ॥

তত্রাদৌ গোবিন্দবৃন্দাবনে—(১।১১৭—১১৯)

অন্তঃপুর-নিবাসিত্রো গোপ্যচ্যুতসংখ্যকাঃ।

পদ্মহস্তাশ্চ তাঃ সর্বাঃ কোটি-বৈশ্বানরপ্রভাঃ ॥

তাভিঃ পরিবৃতঃ কৃষ্ণঃ শুশুভে পরমঃ পুমান্।

তস্তাংগ্রে ভগবান্ রাম আসীনঃ সম আসনে ॥

প্রকট লীলাতে ব্রজে দেখহ বিহার। গোপীগণ সঙ্গে রামকৃষ্ণের অপার ॥
অত্যন্ত অন্তত লীলা প্রেমানন্দময়। প্রাকৃত মনুষ্যগণের গোচর না হয় ॥
একদিন রামকৃষ্ণ অদ্বুত বিক্রম। রাত্রিকালে বৃন্দাবনে সঙ্কেত গমন ॥
হুই ভাই পুরিল বেণু জগতমোহন। ব্রজরমণীগণের আকর্ষিল মন ॥
শুনি বেণুরব গোপী আনন্দিত হৈল। রামপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া গোপিকা সাজিল ॥
উভয়গণ রামকৃষ্ণ দরশনে চলে। আনন্দে হৈএগ মগ্ন মহাকুতূহলে ॥
জয় জয় মঙ্গলধ্বনি করি রামাগণ। নিকুঞ্জে পাইলা রামকৃষ্ণ-সন্দর্শন ॥
সভে আনন্দিত মনে নিকুঞ্জে বিহার। রামকৃষ্ণ গোপীগণে করে নর্ম্যচার ॥
করে করে ধরি গোপী করিয়া মণ্ডলী। তাহা মধ্যে রামকৃষ্ণ ক্রীড়া কুতূহলী ॥
নানা পরিহাস নানা কৌতুক বিধান। করতালি দিয়া করে স্বমধুর গান ॥
নানা বর্ণ অলঙ্কার কণ্ঠে বনমালা। নালপীতাম্বরধারী বেষ্টিত অবলা ॥

কদাচিদথ গোবিন্দো.....বিরজোম্বরো [ভাঃ ১০।৩৪। ১—২৩]

সেইকালে শঙ্খচূড় কুবেরাভূতর। রামকৃষ্ণ-সঙ্গে ক্রীড়া দেখিল গোচর ॥
দেখি গোপীসনে দৈত্য কামে মুগ্ধ হৈল। হরিতে গোপিকাগণে মনে বিচারিল ॥
এত চিন্তি শঙ্খচূড় আইল নিকটে। কৃষ্ণচন্দ্র মনে চিন্তে এই কেবা বটে ॥
বলরামে ভগবান্ কহেন সঙ্কেতে। ধনদের অহুচর দেখহ সাফাতে ॥
গোপীগণে আশ্বাসিয়া হুভাই চলিল। গুহক নাশিতে শালবৃক্ষ উপাভিল ॥
তা' দেখি পালায় বীর জানি কথোদূরে। ধাইয়া নাশিলা কৃষ্ণ কোপ করি তারে ॥
মুষ্টিধাতে চূর্ণ কৈল তার কলেবর। শিরোরত্ন আনি দিল অগ্নজ-গোচর ॥

শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো.....[ভাঃ ১০।৩৪।২৬]

আগে শঙ্খচূড় রামকৃষ্ণের বিক্রম। তাহা দেখি গোপীগণ চমকিত হন ॥
অগ্রে বলরাম সভায় করয়ে সাঙ্ঘনা। কৃষ্ণের বিক্রিয়া জানি করে কোন জনা ॥

না করিহ ভয় তোমরা, কহে হৃদয় । শঙ্খচূড়ের কৃষ্ণসহ যুদ্ধ ভয়ঙ্কর ॥
তাহা দেখি রাধিকা কাঁপয়ে ধরহরি । না জানি বা কৃষ্ণে ক্রিয়া, উপায় কি করি ॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলি ডাকয়ে রাধিকা । গোপীগণ হাহাশব্দে করয়ে অধিকা ॥
এইরূপ রামকৃষ্ণ-বিহার বৃন্দাবনে । গোপগোপীসহ ক্রীড়া সদা রাত্রিদিনে ॥

শঙ্খচূড়মধিকৃতবিক্রমং.....[ভ র সি ২।৩.৪৪]

ঘোরা খণ্ডিত.....[ভ র সি ৩।৫.২৩]

শঙ্খচূড় বধ কৈল রাতে বৃন্দাবনে । উষাকালে গোপীগণ গেলা স্বপ্নস্থানে ॥
তারপর একদিন কৃষ্ণ বলরামে । সখ্যভাবে প্রেম-উক্তি দেখহ দশমে ॥
কৃষ্ণ কহেন শুন ভাই ওহে বলরাম । ব্রজে গোপকথা সতে বড় ভাগ্যবান ॥
তোর বাহু-আশ্রয়ণ পাইল গোপী যারা । অতএব ভাগ্যবতী ব্রজে গোপী তারা ॥
যে বাহুর আশ্রয় লক্ষী বাঞ্ছা কৈল । বাঞ্ছামাত্র করিলেন, তিহো না পাইল ॥
সে বাহুর আশ্রয়ণ পাইলা যুবতী । অতএব গোপীগণ হয় ভাগ্যবতী ॥
তোমার পাদপদ্মে রঞ্জিত কানন । ধন্য এই ভূমি, ধন্য গিরি গোবর্দন ॥
তুণ বৃক্ষ নদী আদি পশুপক্ষিগণ । তোর পাদস্পর্শ-হেতু সফল জনম ॥
এই কথা বলরামে কহে ভগবান । ভাগবতে তাহা শুন দশমে প্রমাণ ॥

ধন্যায়মগ্ন ধরণী.....[ভাঃ ১০।১৫।৮]

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় গোপস্বামী শ্রীসনাতন । গোপীর ধন্যতা ইথি করিল সূচন ॥

শ্রীরাপি যৎসুহা যস্মৈ স্পৃহয়তি কেবলমিতার্থঃ । অতঃ সর্বভোতা গোপীশ্বেষা
ধিকপন্থতা পয্যবস্তুতি—শ্রীবৃহদ্ভাগবতমুতে (২।৭।১০৭)

এইরূপে প্রকটাপ্রকট বিলসন । প্রাকৃত মনুষ্য তাহা বুঝিতে নারেন ॥
নরাকৃতি হৈঞা কৃষ্ণ নরলীলা করে ॥ পরিকর জন সঙ্গে তৈছে না আচরে ॥
নিভা সখ্যাসখী সঙ্গে নিভা বিলসন । কৃষ্ণ-কৃষ্ণপরিকর ভৌতিক দেহ নন ॥
নররূপে নরলীলা লোকেতে আচরে । যৈছে যবে ইচ্ছা তার তৈছন বিহরে ॥
কৃষ্ণের ভৌতিক দেহ কহে যৈজন । সেই মহাপাপী দণ্ডা হয় নরাধম ॥

ত্রিছে কৃষ্ণ-পরিকর ইচ্ছাময় তনু । কৃষ্ণরূপে বিহরয়ে দেহ সে অভিনু ॥

অস্মাপি দেব-বপুষো.....কোহপি [ভা ১০।১৪।২]

প্রকটাপ্রকটে ব্রজে সদা বিলসন । রামকৃষ্ণ গোপ গোপী বিচ্ছেদ না হন ॥
কৃষ্ণজামলে—যত্রেব ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র বৃন্দাবনং বনম্ ॥

তত্রেব রাধিকা নিত্য ভজা চন্দ্রাবলীতি চ ॥

তত্রেব বলরামস্ত গোপগোপ্যো বরাজনাঃ ॥ ইতি

হেন রামকৃষ্ণলীলা না ভাবে অন্তরে । সর্বদুঃখভাজন সেই থাকয়ে সংসারে ॥
আদিসংহিতায়াম্—কীর্তনীয়ো রামকৃষ্ণো শাস্ত্রসম্বাদমিচ্ছতা ।

অগ্ন্যহাশ্রয়প্রপত্তিঃ স্যাদবহুনাং জন্মনাং বিভো ॥ ?

সুখশুদ্ধ মোক্ষভোগ ছাড়িয়া বাসনা । দারা ধন স্পৃহাচার এড়িয়া কামনা ॥
হৃদি মধ্যে চিন্তা সদা কৃষ্ণ বলরাম । ব্রজে গোপগণ সহ বৃন্দাবনধাম ॥

সুখশুদ্ধ তথা মোক্ষং হিঙ্গা তু ভজ রে মনঃ ।

হৃদ্যে গোপকুলে কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বালকৈঃ সহ ॥

ইত্যাদি প্রমাণে মন শিখাইল তোরে । রামকৃষ্ণ ভজি মন ! পার কর মোরে ॥

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ-চরণ বন্দিয়া । অভিরাম-সুন্দরানন্দে মন নিবেদিয়া ॥

শ্রীগোপাল-শ্রীগোপালচরণ-চরণ । স্মরণ আমার হউক জনম জনম ॥

প্রয়োভক্তিরসার্ণব শুনিতে আনন্দ । পঞ্চম পরিচ্ছেদ কহে এ নয়নানন্দ ॥

ইতি শ্রীপ্রয়োভক্তিরসার্ণবে পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ॥ ৫ ॥

বর্ষ পরিচ্ছেদ

শ্রীরাম-কেশবো বন্দে ব্রজাধীশো জগৎপতৌ ।
পরমানন্দ-দাতারো শ্রীদামাদিত্যিরাবৃতৌ ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ-প্রিয় সখাগণ । সিদ্ধ-সাধক দেহে স্মর বৃন্দাবন ॥
মানসিক ব্রজলোকের অচূগত হৈঞ । নিজাভীষ্ট রাগান্বিকার পাছে ত লাগিয়া ॥
গুরুরূপ সখাসঙ্গে গোপবেশ ধরি । মানসিক সিদ্ধ দেহে সদা ভজ হরি ॥
প্রিয়সখা স্নদাম আনন্দের ধাম । তাহা সহ ব্রজে ভজ কৃষ্ণ বলরাম ॥
তাহে চতুষ্টয় সখা স্নদামের গণ । তাহার মাঝে আপনাকে করিহ গণন ॥
অতএব কহি সেই স্নদামচন্দ্র স্থান । বেশভূষা আভরণ ইত্যাদি বিধান ॥
বৃষভানু-পুরে বাস স্বগণ-সহিতে । পুরশোভা বর্ণন কহি, ভাবি দেখ চিতে ॥
সহস্রদল কমল তুল্য বৃষভানুপুরী । অতি অদ্ভুত যেন অমর-নগরী ॥
যোজনদূর-পরিমিত পুরীর বিস্তার । ইন্দ্রের অমরাবতী তুল্য নহে বার ॥
অসংখ্য অসংখ্য বাহে গোপের আলয় । নানা বৃক্ষ-উপবনে সুশোভিত হয় ॥
নানা পুষ্প বিকশিত জাতি আদি করি । চম্পক মালতী কুন্দ পুষ্প সারি সারি ॥
তাহে ফিরে মধু-লোভে মত্ত অলিগণ । স্বগন্ধি মন্দ তাহে বহিছে পবন ॥
স্থানে স্থানে সরোবর কমল-সহিত । কুমুদ কল্লার পুষ্প তাহে বিকশিত ॥
হংস কারঙব দাত্যুহ পক্ষিগণ । কোকিল করয়ে গান, ময়ূর নর্তন ॥
রত্নবেদী স্থানে স্থানে বৃক্ষ বহুমূল । বটাখথ পূনাগ আশ্র তাহে অচূকূল ॥
নানা পক্ষী শোভে তাহে সারী গুলু আদি । সারস শলভ আদি আছয়ে প্রসিদ্ধি ॥
অসংখ্য গোপের হয় তাহাতে আলয় । ইষ্টক-রচিত গৃহ, কহিল নিশ্চয় ॥
রত্নময় সব 'বেদি পথ সংস্কার' ১ । চন্দন অগুরু ছড়া স্বগন্ধি অপার ॥

১। সুমিগধে.....শঙ্খাকার (ক);

নগর-নিবাসী সভার ইষ্টক প্রাচীর । স্বর্ণ-রূপা-মরকতে নিমিত মন্দির ॥
তাহা মধ্যে বৃষভানু রাজার আলয় । পরিখাবেষ্টিত বাড়ী স্বর্ণরূপাময় ॥
সর্বলক্ষ্মী-অধিষ্ঠান আনন্দ সর্বদা । পরানন্দ স্বথমর তথা লোক সদা ॥
শ্বেত পীত নীলরক্ত বর্ণ-অনুক্রমে । পতাকা শোভিত তাহে সকল ভবনে ॥
স্থানে স্থানে পূর্ণকুন্ত পল্লব-সহিতে । বনমালা স্নমঙ্গল রহে চারিভিতে ॥
ছন্দুভি আণহ ঢাক পিণাক তম্বুরা । মৃদঙ্গ ডম্ফ কাঁক বাজারে মুরা ॥
রাজ-আলয় হর পরিখা-বেষ্টিতে । রত্ন-প্রাচীর বাড়ীর রহে চারিভিতে ॥
পশ্চিম দিকে রাজদ্বার দরজা সহিতে । উত্তর পার্শ্বে অপর দ্বার কহি সুবিহিতে ॥
সহস্র সহস্র রত্নস্তম্ভ সারি সারি । মণিময় স্ফটিক প্রবালাদি করি ॥
মুক্তা-রচিত তাহে জাদথোপ দোলে । তারণ পতাকা চামর আদি হেলে ॥
কি কহিব রাজদ্বার দরজার শোভা । বিশ্বকর্মা নিরমিরা মনে করে লোভা ॥
দ্বারের সম্মুখে বেদি রত্নবন্ধ স্থলী । রাজহংস সারসাদি লঞ তাহে কেনি ॥
বেদীর নিকট পুষ্পবৃক্ষ সারি সারি । কদম্ব চম্পক নাগেশ্বর আদি করি ॥
দ্বার বামভাগে শোভে দিব্য সরোবর । তাহাতে কুমুদ পদ্ম শোভিত বিস্তর ॥
তাহার সমীপে হয় স্রুগুফ সকল । গুবাক পনস আশ্র কদলী ত্রীকল ॥
নারিকেল জম্বু বৃক্ষ শোভে অতিশয় । ইষ্টকে বন্ধ ঘাট তার ছই হয় ॥
দ্বারের দক্ষিণ ভাগে গোশালা অগণিত । তাহার পশ্চিমে রহে অত্র গোপ যত ॥
উত্তর-দ্বার-সম্মুখে বিস্তীর্ণ অট্টালিকা । তাহা নৃত্য করে জানি বাহার্য নৃত্তিকা ॥
তাহার সম্মুখে রত্নখনি সরোবর । তাহে নানা পক্ষিগণ গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
বৃষভানুপুর-শোভা কহিল বর্ণন । মনের মানসে ভক্ত করিহ দর্শন ॥
তারপর কহি অস্তঃপুরের বর্ণনা । ত্রিজগতে নাহি দেখি বাহার উপমা ॥
রাজদ্বার পরে পুন দ্বিতীয় বিহন্দ * । বিচিত্র আরামস্থলী তাহা অচুবন্দ ॥
নানারত্ন-মণ্ডিত গৃহস্তম্ভ সারি সারি । রত্ন-চন্দ্রাতপ শোভে তাহার উপরি ॥

* মহল, পুরী

ক্ষণিক রক্তত স্তম্ভ মুকুতার ব্যাধি। চন্দ্র-কিরণে গৃহ অত্যন্ত উজ্জ্বল।
 শ্রীদাম স্বদাম নিজ সখীগণ সনে। নানা ক্রীড়া করে তাঁহি সময়-অমুক্ৰমে।
 তাহা পর পঞ্চ বিহনে দিব্যস্থান। পশুপক্ষী রয়ে তাহে কর অবধান।
 তাহার পূর্বে হয় চারি চতুঃশালা। চন্দ্রকান্তি ঝলমল করি আছে আলা।
 পূর্ব চতুঃশালা রত্নভানুর আলয়। তাহাতে কহিয়ে শুন মন্দির-নির্ণয়।
 রত্ন-মন্দির তার উত্তর ছয়ারী। নানা ধাতু মণিময় স্তম্ভ সারি সারি।
 সেই গৃহে স্বদামচন্দ্র নিজগণ সনে। মাতৃদত্ত-মিষ্টানাদি করয়ে ভোজনে।
 ততঃপরে পশ্চিম দ্বারী তাঁর নিজগৃহ। রত্ন-মণি-মুকুতায় নির্মিত সেহ।
 সারী শুক গান করে সমধুর বোলে। বিচিত্র পতাকা জাদ চামর হিল্লোলে।
 রত্ন-পালাজে তাহা করয়ে শয়ন। স্বদামচন্দ্রের তাহা আলস্ত-ভঞ্জন।
 সেই ত মন্দিরের এক উত্তরে হয় দ্বার। সেই দ্বারে করেন বাহ্য ব্যবহার।
 পারিজাত বৃক্ষ তাঁহি স্বর্ণবেদি-বন্ধ। নিজগণ লৈঞা তহি করয়ে সন্মুখ।
 স্বচন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে বেশাদি-করণ। তত্তৎ সময়ে তৈছে 'করিহ মনন'।
 * স্বদামচন্দ্রের পূর্বে মোহন মন্দির। চতুর্দ্বার স্বর্ণগঠন সুমন্দ সমীর।
 রূপমঞ্জরী তাহা করে বিলসন। স্বদামচাঁদের ভগ্নী লঞা সখীগণ।
 চারিদ্বার সম্মুখে শোভে বৃক্ষ চারি জাতি।
 সন্তান পরিজাত চম্পক কিংগুপ খাতি।
 এই ত কহিল পূর্বে চতুঃশালা-ক্রম। দক্ষিণ চতুঃশালার শুনহ নিয়ম।
 স্বভানু-গোপের হয় দক্ষিণ চতুঃশালা। নানারত্ন-ধাতু-রচিত মহোজ্জ্বলা।
 পশ্চিম চতুঃশালা ভানুগোপালের জানি। উত্তর একত্র শোভা অগণিত মানি।
 উত্তরে চতুঃশালা বৃষভানুর অন্তঃপুর। রাজলক্ষ্মী-অধিষ্ঠান ভাণ্ডার প্রচুর।
 পূর্ব ছয়ারী তাহে ভাণ্ডারের ঘর। ধনধান্য তাঁহা রত্ন সামগ্রী বিস্তর।
 সহস্র রত্ন-স্তম্ভে তাহার নির্মাণ। স্বরপুর-নিম্নি সেই মন্দির সূচ্যাম।

তাহাতে দক্ষিণ দ্বারী স্বদামের আলয়। রত্নমন্দির বলি তাহাতে রহয়।
 পশ্চিমে তাহার পুন দ্বার দেখি আর। অনন্তকান্তি নানা রত্ন উপমা নাই যার।
 পশ্চিমছয়ারী গৃহ কীর্তিদার জানি। নানাতত্ত্ব রত্নাদিতে সে মন্দিরখানি।
 তাহার উত্তরে এক উপদ্বার হয়। এইত কহিল তার মন্দির-নির্ণয়।
 কীর্তিদামন্দিরের পূর্বে রত্নশালা নামে। রত্নমণি প্রবাল ধাতু-রচিত মুক্তাদামে।
 চতুর্দ্বার বিচিত্র জাদ চামর সহিতে। বহুতরঙ্গ স্বর্ণগঠন রত্নাদি নির্মিতে।
 শ্রীমতী রাধিকা তাহা সখীগণ-সঙ্গে। বিহরয় নানা ক্রীড়া পরিহাস-রঙ্গে।
 অনঙ্গমঞ্জরী আদি সেই ত মন্দিরে। বেশ ভূষা আদি কর্ম সখীসঙ্গে করে।
 তার পূর্বভাগে শোভে রত্নময় বেদী। বিচিত্র গঠন সেই ঘাছে সর্বনির্মিত।
 পঞ্চবিধা সখীসনে বেশাদি-করণ। নানাপুষ্পে গাঁথি মালা করয়ে ভূষণ।
 এইত করিল অস্তঃপুরের বর্ণন। তত্তৎসময়ে ভক্ত করিবে দর্শন।
 স্বদামচন্দ্রের বেনা অল্পগতগণ। তাহার আলয় আদি করহ শ্রবণ।
 বৃষভানুর বাড়ীর পশ্চিম বিভাগে। স্বর গোপালের বাড়ী কহি শুন আগে।
 তাহে গৃহ হয় পূর্ব উত্তর দ্বার। অতিশুশোভিত গৃহ বিচিত্র আকার।
 পূর্ব দ্বার হইতে তৃতীয় বিহন্দের পর। অতিরম্য তাহা চারু চতুঃশালা ঘর।
 তাহার উত্তর দ্বারি স্বচন্দ্রের গৃহ। নানা রত্নে বিভূষিত মণিময় সেহ।
 স্বরঙ্গ স্ববিন্দ জয়দ্রবত' আদি সনে। বিবিধ বিহার করে রহি সেই স্থানে।
 স্বচন্দ্রের পিতা 'স্বর' গোপ হয় নাম। মাতা 'পদ্মা' বলি হয় তাহার আখ্যান।
 গৌরবর্ণ স্বচন্দ্রের নালবজ্র হয়। বৈশ্যজাতি নটবেশ কহিল নির্ণয়। ১
 তাহার উত্তর ভাগে 'জয়নন্দ' স্থান। চতুঃশালা রত্নগৃহ কর অবধান।
 তাহাতে দক্ষিণদ্বারি রত্নাদি-মণ্ডিত। স্বকণ্ঠ গোপের বাস কহিল নিশ্চিত।
 স্বভঙ্গ স্বদর্প আদি তাহা বিলসন। স্বকণ্ঠের পিতা 'জয়গোপ' নাম হন।
 মাতা 'সুমেধা'-নামা বর্ণ তাঁর শ্রাম। রত্নবর্ণ বজ্র তার জাতি বৈশ্যখ্যান। ২

বৃষভানু রাজার দক্ষিণ পার্শ্বেতে। 'শুভানন্দের' বাড়ী রত্নাদিমণ্ডিতে ॥
 উত্তরদ্বার হৈতে এক বিহন্দের পর। চারি চতুঃশালামধ্যে দক্ষিণদ্বারি ঘর ॥
 অরুণ-কান্তি মন্দির স্তম্ভ সারি সারি। সুদৰ্প গোপাল স্থান কহিল বিচার ॥
 সুদন্ত সুকন্দ সুজয় আদি গণ। সেই স্থানে তাঁহারা করেন বিলসন ॥
 শ্রীদর্পের পিতা 'শ্রীশুভানন্দ' নাম। তাহার জননী 'শ্রীকামদা' অভিধান ॥
 রক্ত গৌরবর্ণ তার, নীল বসন। আতীর জাতি ক্রমে এই বিবরণ ॥ ৩
 পূর্বে চতুঃশালা 'উড়ম্বর' গোপের হয়। তাহে পূর্বদ্বার গৃহ চারু চিত্রময় ॥
 সুখানন্দ গোপ তাহা বিলসন করে। নিজ সহচরসঙ্গে বিচিত্র মন্দিরে ॥
 প্রেমানন্দ সুমোহন দর্পানন্দ আর। বশোানন্দ আদি তাহা করয়ে বিহার ॥
 সুখানন্দের পিতা 'উড়ম্বর' হয়। মাতা 'মানব দেবী', গুর্জর জাতি কয় ॥
 শ্রামবর্ণ পীতবাস, কিশোর বয়েস। সুখানন্দ গোপালের কহিল বিশেষ ॥ ৪
 অস্ত্র পূর্ব অংশে 'চন্দ্র'-গোপাল-আলয়। ইষ্টক প্রাচীর-বেষ্টিত রত্নময় ॥
 দুই দ্বার বাড়ীর হয় দক্ষিণ পশ্চিমে। সদর দ্বার রহে তাহার দক্ষিণে ॥
 তার পর দ্বিতীয় বিহন্দ ভিতরি। রসচন্দ্র-মন্দির তাহা দক্ষিণ দ্বারী ॥
 প্রেমানন্দ কেলিচন্দ্র কামচন্দন। বসুন্ধর প্রভৃতি তাহা করে বিলসন ॥
 রসচন্দ্রের পিতা 'চন্দ্রগোপ' নাম। 'সুখানামা' তার হয় মাতার আখ্যান ॥
 শ্রামগৌর বর্ণ তার, বস্ত্র রক্তপ্রায়। জাত্যা গুর্জর বলি জগতেই গায় ॥ ৫
 রাজবাড়ীর পূর্বে 'কুলানন্দ' মহাশয়। বিচিত্র মন্দির শোভা অপূব আলয় ॥
 চতুর্দিকে প্রাচীর ইষ্টক-রাচিত। পূর্ব পশ্চিমে দ্বার দুই অভিমত ॥
 পূর্ব দ্বার হইতে দ্বিতীয় বিহন্দের পর। রম্য চতুঃশালা তাহা রত্নময় ঘর ॥
 পূর্বদ্বারি নীলমন্দির সুশোভন। সুমহেন্দ্র গোপ করে তাহা বিলসন ॥
 মহেন্দ্রক রত্নবন্ধ বিমল আদি করি। তাহা সভা রহে চতুঃশালা ভিতরি।
 সুমহেন্দ্রের পিতা 'কুলানন্দ'-অভিধান। 'চন্দ্র' মাতা তার শাজ্জেতে প্রমাণ ॥
 শ্রামবর্ণ, গুণ্ডবস্ত্র, পশুপাল জাতি। এইত কহিল সুমহেন্দ্রের ধোয়াতি ॥ ৬
 নন্দীশ্বর-দক্ষিণে 'কান্ত' গোপের আলয়। চতুঃশালা অট্টালিকা তাহে মণিময় ॥

উত্তরে পশ্চিমে হয় বাড়ী-দুই দ্বার। পশ্চিমদ্বার হইতে এক বিহন্দের পার ॥
 চতুঃশালা মধ্যে শোভে পশ্চিম দ্বারি। সুমুখ-গোপাল তাঁহা হয় অধিকারী ॥
 সুখানন্দ^১ পুরবন্ধ প্রমদক গণ। সেই চতুঃশালা মধ্যে ইহা সভে রন ॥
 সুমুখগোপের পিতা 'কান্ত' বলি খ্যাতি। 'কাদম্বিনী' তার মাতা গৌরবর্ণকান্তি ॥
 বস্ত্র নীলবর্ণ তার, জাত্যা পশুপাল। কহিল শ্রীসুমহেন্দ্র নামে গোপাল ॥ ৭
 কান্তগোপের পূর্বে গোপাল পুরন্দর। তাহার আলয় হয় অতি মনোহর ॥
 চতুঃশালা মধ্যে তাহা উত্তর দ্বারী গৃহ। কাঞ্চনে রচিত অতি মনোহর সেহ ॥
 রসানন্দ গোপ করে তাহা অধিষ্ঠান। তাহার জনক 'শ্রীপুরন্দর' নাম।
 'পদ্মাবতী' মাতা তার, রক্তগৌরবর্ণ। নীলবস্ত্র পরিধান, গোপালন কর্ম ॥
 পশুপাল জাতি রসানন্দগণ। চন্দ্রানন্দ বিভ্রাদি তাহা বিলসন ॥
 এইত কহিল বৃষভানুপুরী-শোভা। সম্যক বলিতে তাহা পারে জানি কেবা ?
 সুদাম-ভাবাক্তি জন সিদ্ধদেহ পাঞ। মানসিক কর সেবা তৎস্থলে বসিঞা ॥
 ইতি বৃষভানুপুর-বর্ণনম্ ॥ * ॥

অথ নন্দীশ্বর-শোভা-বর্ণনম্—

জয় জয় রামকৃষ্ণ-প্রিয় সখাগণ। ভজ মন নিরবধি চিন্ত বৃন্দাবন ॥
 সহস্রদল কমল-তুল্য গোঁকুলমণ্ডল। তাহার কেশর-পত্রে রহস্য সকল ॥
 নন্দীশ্বর-কর্ণিকামাঝে অতি অল্পম। চিন্তামণি ভূমি সেই 'নাহি তার' সম ॥
 ব্রহ্মার নির্মাণে নাহি উপমা তাহার। বৈকুণ্ঠাদি ধাম হয় অংশরূপ যার ॥
 অতি গোপনীয় স্থান-বিধি অগোচর। তাহা জানে সবে মাত্র ভক্ত প্রিয়বর ॥
 নিত্যলীলা শ্রীকৃষ্ণের হয় বৃন্দাবনে। প্রকটাপ্রকটে কৃষ্ণ রহে সেই স্থানে ॥
 ভক্তগণ প্রকট সদা করয়ে দর্শন। অণ্ণে অদৃশ্য হইতে অপ্রকট কন ॥
 কৃষ্ণ যৈছে হন নিত্য, তৈছে নিত্যলীলা। নিত্যদেহ পাঞা ভক্তের সাধন কহিলা ॥
 অতএব সাধক সিদ্ধ নিত্যদেহ পাঞা। দিনরাত্রি কর সেবা ব্রজতে বসিলা ॥

১। সুখানন্দ—(খ); ২। গোপালকর—(খ);

গুরুরূপ-সখাসঙ্গে নিজযুথসাথে । ভজ রামকৃষ্ণ ব্রজে আনন্দিত চিত্তে ॥
 আগে কহি নন্দীশ্বরপুরীর বর্ণন । সিদ্ধ সাধক দেহে করিহ ভাবন ॥
 যোজনদ্বয়-পরিমিত নন্দীশ্বর পুরী । নানা রহস্য হয় তাহার ভিতরি ॥
 অসংখ্য গোশালা তাহে রত্নাদি-নির্মাণ । সুরপুরতুল্য অতি মন্দির সূঠাম ॥
 বন উপবন কল্লতরু আদি কত । তরু লতা পশুপক্ষী আদি শতশত^১ ॥
 স্থানে স্থানে রত্নবেদী সূচাকু গঠনে । রক্ষের মূল বদ্ধ মরকত কাঞ্চনে ॥
 চিন্তামণি ব্রজভূমি সর্বলক্ষ্মীময় । এককালে সর্বপুষ্প বিকশিত হয় ॥
 মূর্তিমন্ত ছয় ঋতু তাহা অধিষ্ঠান । নিত্যানন্দ সূত্র যাথে গোলোক-সমান ॥
 তাহা মধ্যে শ্রীনন্দরাজার আলয় । তাহার তুলনা ইন্দ্রপুরে কভু নয় ॥
 সহস্র মন্দির নানা রত্নাদি-নির্মাণ । সর্বময় প্রাচীরে বেষ্টিত বাড়ীখান ॥
 উত্তর পশ্চিমে বাড়ীর হয় দুই দ্বার । উত্তর দ্বারে হয় রাজ-কারবার ॥
 দ্বারে দরজা নানা রঙেতে নির্মাণ । সহস্র সহস্র স্তম্ভ গঠন-সূঠাম ॥
 স্ফটিক প্রবাল মুক্তা নানা ধাতুক্রমে । চুনি মণি বৈজ্ঞান্য রজত-নির্মাণে ॥
 জাদ চামর দোলে উপরে পতাকা । বিচিত্র ছাদন বাহে রত্নের শলাকা ॥
 দ্বারে সম্মুখে শোভে রত্নবদ্ধ বেদী । বিচিত্র গঠন সেই যাতে সর্বনিধি ॥
 বেদীর সমীপে রহে পঞ্চ দেবতরু । যার যে বাসনা তার তৈছে সিদ্ধি করু ॥
 বেদীর পূর্বভাগে সন্তান বৃক্ষ হয় । পারিজাত বৃক্ষ দক্ষিণ পার্শ্বে রয় ॥
 কল্লবৃক্ষ পশ্চিমে, হরিচন্দন উত্তরে । মন্দার বৃক্ষ রয় কর্ণিকা-ভিতরে ॥
 মধ্যে মন্দার বৃক্ষ কর অবধান । মূর্তিমন্ত বড় ঋতু যাহা অধিষ্ঠান ॥
 হরিভাল বৃক্ষ রহে দ্বারের ভিতরে । পক্ষিগণ নানা জাতি তাহা শব্দ করে ॥
 তাহার সমীপে হয় কান্তি-সরোবর । বাহাতে আছে পক্ষী আদি জলচর ॥
 কুমুদ কমল আদি পুষ্প বিকশিত । প্রতি পুষ্পে পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমর শব্দিত ॥
 হংস কারণ্ড সরালী সারঙ্গ দাত্যহ । নানাজাতি পক্ষিগণ করে কুহ কুহ ॥

১। নানা বৃক্ষ তরুলতা পক্ষ শত শত—(খ); ২। গুচ্ছ গুচ্ছ (খ);

তারি ঘাট বাক্য দিব্য প্রস্তরে নির্মাণ । ঘাটের সমীপে দিব্য বৃক্ষ অম্বপাম ॥
 পনস কদলী বৃক্ষ নারদ্র আদি । পুরাণ কেতকী আম্র রসাল প্রসিদ্ধি ॥
 অশোক বকুল জম্বু গুবাক নারিকেল । নাগেশ্বর চম্পক বক কদম্ব শ্রীফল ॥
 নানা পুষ্প বিকশিত মরিকা মালতী । টগর অশোক গোলাপ গুণাচি আর যুথি ॥
 সেবতী রঙ্গিন আর করবী কল্লার । নানা জাতি পুষ্প শোভা কি কহিব আর ॥
 পারিজাত গজ কুন্দ স্রগন্ধি পারলি । তাহাতে স্রশব্দ করে উড়ি ফিরে অলি ॥
 নন্দ উপনন্দ অভিনন্দ সনন্দ নন্দন । নন্দীশ্বর পুরে রহে ভাই পঞ্চজন ॥
 উপনন্দ প্রভৃতির চারিপার্শ্বে চতুঃশালা । তাহা মধ্যে চতুঃশালা নন্দের কহিলা ॥
 এই পঞ্চ চতুঃশালা প্রাচীরে বেষ্টিত । স্বর্ণ কলস-সহ পতাকা লোলিত ॥
 পঞ্চদশ বিহঙ্গপর মোহন মন্দির । তাহার দর্শনে চিত্ত নাহি রহে স্থির ॥
 সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভে সারি সারি । মুক্তারুরি চক্রাতপ তাহার উপরি ॥
 প্রাঙ্গণে শোভয়ে উচ্চৈ পঞ্চ ইন্দ্রজাল । তাহাতে নর্তকীগণ নৃত্য করে ভাল ॥
 তাহাতে অপূর্ব শোভা দক্ষিণ ছয়ারি । তাহে বসি নৃত্য গান দেখয়ে শ্রীহরি ॥
 গুণিগণ করে গান নর্তন বাদন । সখা সঙ্গে তাহে অতি হরষিত মন ॥
 প্রথম রাত্রিতে তাহা রহস্য বিহার । তৎপরে কহিয়ে দশ বিহঙ্গের পার ॥
 অপূর্ব মণ্ডলী সেই রহস্যের স্থান । সখা সঙ্গে রঙ্গ-ক্রৌড়া করে ভগবান^২ ॥
 'রঙ্গস্থল' বলি হয় তাহার খ্যাতি । তারপর অন্তঃপুর বিহঙ্গ বিংশতি ॥
 বিংশতি বিহঙ্গপর চারু চতুঃশালা । তাহার ছটাতে দশ দিক করে আলা ॥
 চতুর্দিকে স্বর্ণমন্দির হয় অগণিত । চুনি-মণি-মুকুতা প্রবালে আবৃত ॥
 তাহাতে দক্ষিণ দ্বারী পাকশালা হয় । দুই দ্বার তাহার গবাক তাহে রয় ॥
 তাহাতে রোহিণী দেবী করয়ে রক্ষন । সামগ্রী আয়োজন করে পরিচারিকাগণ ॥
 তাহাতে পশ্চিম দ্বারি রজত-নির্মাণ । চক্রকান্তি-সমুজ্জল মন্দির সূঠাম ॥
 চামর মুকুতা দাম প্রবাল চুনি মণি । সহস্র রত্নস্তম্ভ অগণিত জানি ॥
 সেই গৃহে রহে স্বর্ণ বিচিত্র পালঙ্ক । নীল বস্ত্রে পরিবৃত হিঙ্গুলাদি রঙ্গ ॥

১। গট—(খ); ২। করয়ে ভাবন—(ক);

তাহাতে আসন করে রোহিণী-কুমার । কত দাসদাসীগণ সেবা করে তার ॥
 তার পর পূর্ব দ্বারি ভাণ্ডারের ঘর । মণিমুক্তা নানা ধাতু তাহাতে বিস্তর ॥
 তাহা রহে নন্দগোপ, মাতা যশোমতী । দাসদাসীগণ সেবা করে জানি তথি ॥
 সেখানে উত্তর দ্বারি মোহন মন্দির । পতাকা তাহাতে কত বহিছে সমীর ॥
 হিঙ্গুলাদি নানারঙ্গ মন্দির-রচন । মাণিক্য-জড়িত শোভে রত্নস্তম্ভগণ ॥
 শ্বেতনীল ঈড়িয়া (?) চামর চতুর্দিকে । জাদ * খোপ রত্নময় ঝলমল আগে ॥
 স্বর্ণকলস মণিমুক্তা-রচিত । নানা বর্ণ শ্বেত-পীত পতাকা দোলিত ॥
 মন্দিরের চতুর্দিকে গবাক্ষদ্বার হয় । স্বর্ণ-কপাটযুক্ত দ্বার রত্নময় ॥
 তাহে রহে রত্নপালঙ্ক সমুজ্জ্বল । নানা বস্ত্রে বিরচিত করে ঝলমল ॥
 তাহাতে ব্রজেন্দ্রসুত করয়ে শয়ন । তত্তৎ সময়ে সাধক করয়ে দর্শন ॥
 পূর্বভাগে তার শোভে মোহন মন্দির । মন্দ স্নগন্ধ যাহে বহিছে সমীর ॥
 চতুর্দারযুক্ত গৃহ মণিতে নির্মাণ । ব্রিজগতে নাহি দেখি তাহার সমান ॥
 পূর্বদ্বার সম্মুখে রহে তমাল বৃক্ষ জানি । রত্নময় বেদি তাহে অগণিত মানি ॥
 তাহার উপরি কত পক্ষিগণ রহে । শারী শুক কর্ণসার নানা রবে কহে ॥
 পক্ষিগণ পড়ে বেন শুনি বেদধ্বনি । কৃষ্ণলীলা পড়ে পক্ষী স্তমধুর বাণী ॥
 তাহার তলেতে বসি শ্রীনন্দনন্দন । প্রাণতঃক্রিয়া মুখধৌত দন্তধাবন ॥
 পশ্চিমদ্বার সম্মুখে পারিজাত তরু । তার পুষ্প স্নগন্ধিত বৈছন অগুরু ॥
 পুষ্পগন্ধে আমোদিত রত্নময় পুরী । তার তলে বিশ্রাম ক্ষণেক করে হরি ॥
 দক্ষিণদ্বার সমীপে রত্ন-অট্টালিকা । বহুস্তম্ভ স্থললিত নিকটে বেদিকা ॥
 উত্তরদ্বারভাগে বেদী স্নগঠন । নানা ধাতু-বিরচিত চন্দ্র-বরণ ॥
 প্রাঙ্গণে তাহার শোভে চিত্র চন্দ্রাতিপ । মণিমুক্তা ঝারা বিবিধ বৈভব ॥
 তত্র স্থলে গান করে তাণ্ডবিকাণ । মাণিক্য বেদীর মধ্যে কৃষ্ণের আসন ॥
 সখা উপসখা সঙ্গে বিবিধ বিহার । পরিহাস, বেশভূষা, লাবণ্য অপার ॥
 তত্র স্থলে তৎসময়ে সখাচুগগণ । সখারূপ গুরুসঙ্গে করিহ সেবন ॥

* জাদ = রেশমী ফিতা ; ১। করিহ (খ) ; ২। নন্দীশ্বর (খ)

এই ত কহিল নন্দীশ্বর-পুরশোভা । বাহার শ্রবণে ভক্তগণ-মনোলোভা ॥
 শ্রীচৈতন্যপদদ্বন্দ্ব বন্দনা করিয়া । নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে প্রণত হইয়া ॥
 শ্রীযুত স্তম্ভরানন্দ ঠাকুর গোপাল । দীন হীন জনে প্রভু পরম দয়াল ॥
 গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণবগণ-পদে অভিলাষ । প্রয়োভক্তিরসার্গব করিল প্রকাশ ॥
 এ দাস নরনানন্দ করে নিবেদন । প্রয়োভক্তিরসার্গবে ষষ্ঠ প্রকরণ ॥

ইতি শ্রীপ্রয়োভক্তিরসার্গবে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে গোকুলানন্দং নয়নানন্দ-সুন্দরম্ ।

রামেণ পরমানন্দং গোবিন্দং নন্দনন্দনম্ ॥

জয় নন্দনয় হরি গোকুলচন্দ্র । সহচরসহ জয় শ্রীরামমুকুন্দ ॥
শুন শুন বন্ধুগণ ! নিবেদন করি । রাগমার্গে নিরবধি সেবা কর হরি ॥
রাগাঙ্গিকা নিষ্ঠা ব্রজে ব্রজবাসিগণ । দাস সখা গুরুবর্গ প্রেরনীর গণ ॥
তাঁহা মধ্যে নিজভাব হৃদুত করিয়া । নিজাভীষ্ট রাগাঙ্গিকার আনুগত্য লৈঞা ॥
সিদ্ধসাধকদেহে শ্রীনন্দনন্দন । দিব্যরাজি কর সেবা সময়াহুক্রম ॥
সাধক দেহেতে সেবা পুষ্পাদি চরন । মিষ্টানাদি ফলজল কালে সমর্পণ ॥
শ্রবণ কীর্তন স্রবণ পাদসদ্বাহন । দাস্ত সখ্যরীতে কভু আশ্রয়সমর্পণ ॥
সিদ্ধদেহে মানসিক সদা ব্রজে বাস । সাক্ষাতে গোবিন্দ-সেবা স্বযুথের পাশ ॥
প্রাতঃকালে আরম্ভিয়া মহানিশা অন্ত । সময়-উচিত সেবা করহ একান্ত ॥
যেই যেই কৃষ্ণলীলা পুরাণে বিখ্যাত । বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরাদি বিহিত ॥
সেই সেই নিত্যলীলা সখ্যসখীগণে । ভক্তগণ সেই লীলা করহ দর্শনে ॥
প্রকটাপ্রকটরূপে লীলাভেদ হয় । প্রাক্কতে অদৃষ্ট হৈলে অপ্রকট কয় ॥
ভক্তগণ প্রকট লীলা সদা কর স্মৃতি । সিদ্ধ দেহ পাঞা ব্রজে করিয়া বসতি ॥
কৃষ্ণ নিত্য বৈছে তৈছে নিত্য তার লীলা ।

সখ্যসখী পিতা মাতা পুরাণে বর্ণিলা ॥

সেই সব লীলা কৃষ্ণের করহ দর্শন । সখ্যসখী গুরুবর্গের অনুগত জন ॥
অষ্টকালীয় সেবা সময়-অনুক্রমে । রামকৃষ্ণ ভজ মন সখ্যগণ-মনে ॥
ব্রজে মাধুর্য্যরূপে কৃষ্ণের বিহার । দিনরাজি সেই সেবা কর অঙ্গীকার ॥
অস্তর-সংহারাদি ঐশ্বর্য্যকরণ । ইহা ছাড়ি প্রেম-সেবা মাধুর্য্য-আনন্দন ॥
প্রিয়সখার অনুগত রাগানুগা প্রতি । সংক্ষেপে কহিয়ে তার ভজনের রীতি ॥

প্রত্যুষকালে বুধভাষ্যপুর-সন্দর্শন । তত্র স্থলে শ্রীদামাদি প্রিয় সখ্যগণ ॥
বলরামের শিষ্যাববে আগ্রত সন্তে হয় । উপসখ্যগণ শ্রীদাম হৃদামে মিলয় ॥
প্রাতঃক্রিয়া করি সন্তে চলে নন্দীশ্বর । কৃষ্ণ-সন্দর্শন হেতু সকলে তৎপর ॥
শ্রীদাম হৃদাম দাম স্থবল ভজসেন । স্তোককৃষ্ণ মহাবল কিঙ্কিণি অর্জুন ॥
গোভট অর্জুন তথা সখ্যগণ বত । নন্দ-ভবনে চলে প্রেম-উনমত ॥
নন্দ-ভবনে সন্তে প্রাক্ষণে দাঁড়াঞা । উঠ উঠ কোথা কৃষ্ণ কহে দষ্ট হৈয়া ॥
যথা—গো, লী, (২৮)

তাবদ্ গোভট-ভজসেন-স্থবল-শ্রীস্তোককৃষ্ণাৰ্জুনাঃ
শ্রীদামোজ্জুনদামকিঙ্কিণি-সুদামাদ্যাঃ সখ্যায়ো গৃহাৎ ।
আগত্য ত্বরিতা মুদাভিমিলিতাঃ শ্রীসীরিণা প্রাক্ষণে
কৃষ্ণোভিষ্ঠ নিজেষ্ট-গোষ্ঠিময় ভো ইত্যাহবসন্তঃ স্থিতাঃ ॥
বশোদা সহিতে সন্তে করিছে গমন । শরন-মন্দিরে কৃষ্ণের যেখানে শরন ॥
নবীন-ঘনসারাভং শ্রামং পীতপটারুতম্ ।

রত্নপালঙ্ক-মধ্যস্থং সুবুণ্ডং তত্র চিত্তয়েৎ ॥
রত্ন-মন্দিরে শুভপালঙ্ক-শরনে । নিদ্রাগত নন্দহৃত বিচিত্র আসনে ॥
তত্ত্বং সময়ে আগে করিবে দর্শন । তার দাসে করে অলস-ভঞ্জন ॥
নন্দরাণী নিমজ্জন মঙ্গল আরতি । যব দ্বারাকত দিয়া আশিব করে তথি ॥
বশোদা আহ্বান করে অলস-ভঞ্জন । স্নিগ্ধবস্ত্রে করে পহঁ-বয়ন-মার্জন ॥

তত্র পদং যথা—

উঠ উঠ মোর	নন্দের নন্দন	প্রভাত হইল রাতি ।
অন্ধনে দাঁড়াঞা	রয়েছে সকল	বালক তোমার সাথী ॥
মুখের উপরি	মুখানি দিয়া	ডাকয়ে বশোদা রাণী ।
কত স্থপ পাঞা	ঘুমাইছ শুঞা	আমি কিছু নাহি জানি ॥
নয়ন মেলিয়া	দেখহ চাহিয়া	উদয় হইল ভাষা ।

শ্রীদাম সুদাম ডাকয়ে সঘন উঠ ভায়া ওহে কান্ন ॥
 অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠিল সত্বরে সুন্দর যাদব রায়
 মুখ প্রক্ষালি গোবুলচন্দ্রহি জলবারি লঞা ধায় ॥

শয্যোতান করি হরি বসিলা আসনে । মাতৃদত্ত মিষ্টান্ন দ্রব্য করিলা ভক্ষণে ॥
 দেখি সহচরগণ কৃষ্ণ আনন্দিত । সভারে সন্তোষ করি প্রেম-অভিমত ॥
 তারপর রত্ন-বেদী করি আরোহণ । প্রাতঃক্রিয়া মুখ-ধোত দন্তধাবন ॥
 সখাগণ দাসগণ লৈঞা তবে সঙ্গে । গাভীদোহন করে অতি সুখ-রঙ্গে ॥
 ধেনুগণের নাম লৈঞা করয়ে আহ্বান । সখাগণে করি সঙ্গ কৃষ্ণ বলরাম ॥
 গঙ্গা সরলি কালি পিশঙ্গি পিয়লি । হংসি স্তম্ভুখি তুঙ্গি বনমালি ॥
 বলরাম হংসিনি গাই কানারী ধবলি । গাভী দোহন...করি একমেলি ।

গোপালোইপি স্বগোশালং সরাম-মধুমঙ্গলঃ ।

সকাব্যগীষ্পতিঃ সাংয়ঃ শশীবান্ধবমাশিশং ॥

দধার দ্বাষদাং রামো ধবলাবলিবেষ্টিতঃ [গো লী ২।৩৭-৩৮

আপুনি দোহন করে, করায় দাসগণে । গাভী-দোহন ক্রীড়া কৈল সমাধানে ॥
 তৎপর সখার সঙ্গে বিবিধ বিহার । তাহা দেখি নন্দরাণীর আনন্দ অপার ॥
 বামে শ্রাম ডাহিনে রাম শ্রীদামাদি মেলি । পরিহাস নৃত্যগান নানাবিধ কেলি ॥
 নন্দরাণী ছেনা ননী ছই হাতে সানি । রামকৃষ্ণ সখা সঙ্গে খাইতে দেন আনি ॥
 ক্ষীর সর নবনী খায় সখাগণ লঞা । পুন পুন মায়ে চায় সুস্বাদ পাইঞা ॥
 নন্দরাণী কহে বাণী, শুনরে গোপাল । নাচ দেখি, তবে দিব নবনী রসাল ॥

তত্র পদং যথারাগ—

ধরিয়া মায়ের কর, নাচে ভাল নটবর, দধি ছুগ্ন সর ননী-লোভে ।
 শ্রামসুন্দর তনু, লাগিয়াছে তাহে রেণু, জলবিন্দু মেখে যেন শোভে ॥
 হরি-মুখ চাহি রাণী, আনন্দে কহয়ে বাণী, নাচে ভাল মোর বাহুমাণি ।
 হের আইস নন্দরায়, আনন্দ বহিয়া যায়, দেখ নিজ স্তনের নাচনি ॥

শশী জিতি ও মুখ, দেখিঞা সভার সুখ, আর নাচ বলে বারবার ।
 হেন কালে নন্দ আসি, চুষ খায় রাশি রাশি, সুখ পাইয়া পরম আসার ॥
 গোপ গোপী চারিভিতে, আনন্দ পাইঞা চিত্তে, দেখে নৃত্য সতে বাজু বার ।
 গোবুলচন্দ্রের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণি ! নাচে ভাছু প্রাণ সভাকার ॥
 করে ধরি নন্দরাণী হরি করে কোলে । লক্ষ লক্ষ চুষ দেয় বদন কমলে ॥
 ক্ষীর সর নবনী দেয় পুন কর ভরি । খাইতে খাইতে দোলে মায়ের কোলে হরি ॥
 মুখ-প্রক্ষালন পুন তাশূল চর্বণ । একে একে বিদায় হয় সব শিশুগণ ॥
 শ্রীদাম সুদাম দাম সুবল উজ্জল । অংশু ভদ্রসেন আর গোপ মহাবল ॥
 নিজ নিজ মন্দিরে সতে করিল পয়ান । পথে চলে রামকৃষ্ণ-লীলা করি গান ॥
 শ্রীদাম সুদামাদি যাইয়া ভবনে । নিজ গোদোহন করে সহচর-সনে ॥
 তৎপরে করয়ে দাসে পাদ-প্রক্ষালন । সুবাসিত তৈল অঙ্গে করয়ে মর্দন ॥
 উষ্ণোদকে স্নান, মার্জ'ন, বস্ত্র-পরিধান । মিষ্টান্ন পায়স-ভক্ষণাদি জলপান ॥
 তাশূল ভক্ষণ করি শুভ রত্নাসনে । শ্রীদাম সুদামাদি করে অলস-বারণে ॥
 চতুর্থ দণ্ড পর্য্যন্ত এ লীলাচরণ । তত্তৎসময়ে সেইরূপ করয়ে ভাবন ॥
 সখাগণ কৃষ্ণসনে বিদায় হইলে । রামকৃষ্ণ অন্তঃপুরে দাস সহ চলে ॥
 রামকৃষ্ণ বসিলেন দিব্য রত্নাসনে । সুগন্ধি তৈল অঙ্গে করায় মর্দনে ॥
 তত্তৎসময়ে অত্যাশ্রয় সখাগণ আসি । একে একে মিলল তথা সব ব্রজবাসী ॥
 তবে কৃষ্ণ পিতামাতার চরণ বন্দিল । তৎপরে সখার সঙ্গে মন্দির প্রবেশিল ॥
 নবনী-পায়স-মিষ্ট লডুকা-ভক্ষণ । কৃষ্ণ বলরাম আর সহচরগণ ॥
 তাশূলচর্বণ করি বসিলা আসনে । শ্রীদাম সুদাম আদি আইলা মিলনে ॥
 শ্রীদামাদি-সঙ্গে তাহা পরিহাস রঙ্গ । রভসে আনন্দ অতি প্রিয়সখাসঙ্গ ॥
 সুবলাদি সঙ্গে তথা কাণাকাণি কথা । মধুমঙ্গল প্রভৃতি আসি মিলিলেন তথা ॥
 চতুর্দিকে সখাগণ বসিল বেড়িয়া । মধ্যে রামকৃষ্ণ বৈসে মনমোহনিয়া ॥
 দক্ষিণে শ্রীবলরাম ঘূর্ণিত-লোচন । মল্লবেশ নটবর মদনমোহন ॥
 তত্তৎসময়ে ভক্ত সখাভুগ হইঞা । সেবা করি নিজাতীষ্ট পাছে ত লাগিয়া ॥

তারপর রক্তস্থলে করয়ে গমন । শ্রীদামাদি সঙ্গে করে ক্রীড়া যুদ্ধ রণ ।
 কোন সখা সঙ্গে করে বাকা-পরিহাস । সুবলের সঙ্গে হৈলা অধিক উল্লাস ॥
 স্থানে স্থানে ভ্রমণ পশুপক্ষ-সন্দর্শন । সারী-শুক-পঠন আর ময়ূর-নর্তন ॥
 পাকশালে করে পাক শ্রীমতী রোহিণী । নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পায়সাদি জানি ॥
 পাকসিদ্ধ করি স্থান-সংস্কার করিল । তাহাতে বিচিত্র রত্নপীঠ পাতাইল ॥
 যশোদা-আহ্বানে কৃষ্ণ শিশুগণ সনে । পাকশালা নিকটে সতে করিলা গমনে ॥
 পাদ-প্রক্ষালন করায় দাসগণ যত । সতে আসি পাকশালে হৈলা উপনীত ॥
 স্বর্ণপীঠে রামকৃষ্ণ বৈঠন করিল । উত্তরমুখে স্রবলাদি বামেতে বসিল ॥
 দক্ষিণেতে বলরাম নন্দ উপনন্দ । শ্রীদাম স্নদামাদি সব সখাবৃন্দ ॥
 পরিবেশন করেন শ্রীমতী রোহিণী । স্নাতক অন্ন ব্যঞ্জন নানাবিধ জানি ॥
 ভোজন সমাপ্তি পুন করি আচমন । তৎপর আসনে বসি তাহুল চর্বণ ॥
 স্বয়ং-গৃহে সখাগণ হৈল বিদায় । অলস-ভঞ্জন পরে বিচিত্র শয্যা ॥
 দাসগণ করে সেবা পাদ-সম্বাহন । সিদ্ধদেহে তৎসময়ে করিহ দর্শন ॥

ইথং ভুক্ত্বা তু গোবিন্দো ভ্রাতৃত্বভিঃ সখিভিমুদা ।

আচম্য ভক্ষয়েৎ পর্ণং ততঃ শয্যাং সমাবিশেৎ ॥

দণ্ড এক বহি পুন করিল উত্থান । সুবাসিত জলে করে মুখ-প্রক্ষালন ॥
 সৰুপূর তাহুল পুন ভক্ষণ করিল । দিবা আসনে আসি বাহিরে বসিল ॥
 তত্তৎসময়ে শ্রীদাম স্নদাম সুবল । স্তোককৃষ্ণ অংশু ভক্তসেন মহাবল ॥
 একে একে সব সখা আসিয়া মিলিল । সখাগণে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত হৈল ॥
 শ্রীদাম আসিয়া বলে নন্দের নন্দন ! তোমা সঙ্গে রঙ্গে আজু চরাব গোধান ॥
 বন বাবার কথাখানি শুনি যশোমতি । চঞ্চল হইল প্রাণ স্থির নহে মতি ॥
 শ্রীদাম স্নদাম গুরে কি বোল বলিলি । হৃৎকের শিশু বনে যাবে কেমন কাহিনী ॥
 সতে প্রাণধন মোর নয়নের তারা । দৃষ্ণে হরি-অদর্শনে সব অকুপারা ॥
 ধরের বাহির হৈয়া যদি খেলে হরি । তিল-অদর্শনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥

বলরাম হাসি হাসি কহে মায়ের আগে ।

কাননে কানাইর ভার আমা সঙ্গে লাগে ॥

লঞা যাব সভার মাঝে রাখিব নিকটে । একলা না পাঠাইব যমুনার তটে ॥
 কাছুর সঙ্গে খেলাতে বড় পাই সুখ । এই হেতু সব সখা চাহে চাঁদমুখ ॥
 শ্রীদাম উঠিয়া বলে—শুন যশোমতি ! সখার পরাণ হরি এই ত সার্থ্যতি ॥
 কহে জানি নন্দরাণী শুনরে শ্রীদাম । প্রাণধন হরি মোর, অঁখি বলরাম ॥
 নয়ন-পর্যণ হীনে বাঁচিব কেমনে । দণ্ডে শত যুগ যার রামকৃষ্ণ বিনে ॥
 কহে বলরাম তবে কাতর হইঞা । ভয় না করিহ মাতা গোপাল লাগিয়া ॥
 বৈশ্রাজ্যতি গোবৃতি গোপালন ধর্ম ।

না শিখিলে জানিব কৈছে গোয়ালের কর্ম ॥

রামের কথা শুনি রাণী গদগদ ভাবে । বালকের শুনি কথা নন্দরাণী হাসে ॥
 শুন বাপু বলরাম ! করিয়ে বিনতি । হরি লঞা না যাইবা দূর বনে অতি ॥
 যমুনা-নিকটে থাকি চরাবে গোধান । কারো বোলে না যাইবে অতি দূর বন ।
 গোষ্ঠেরে যাইব মোর কৃষ্ণ হলধর । বেশভূষা করে রাণী আনন্দ অন্তর ॥
 ময়ূরের পুচ্ছ দিয়া চূড়াটি বান্ধিল । তাহাতে গুঞ্জার মালা পল্লব গাঁথিল ॥
 অলকা কুন্তল-পাঁতি কস্তুরি-তিলক । কর্ণে লঙ্ঘিত দুই গণ্ডেতে লোলক ॥
 নাসার অগ্রেতে দিল মুকুতা বেশর । কম্বুগ্রীবা মণিময় হার তছু পর ॥
 বনমালা উরোপর শ্রীবৎস-সহিতে । করেছে বলয়া তার বিজোটা বাহিতে ॥
 সিংহগ্রীব কটিদেশে কিঙ্কণী দামবন্ধ । নটবর বসনেতে ভূরিষ্ট সন্নক ॥
 রামরম্ভা জিনি উরু, ভুরু কামধনু ! চরণে নুপুর বন্ধ, করে মোহন বেণু ॥
 রামকৃষ্ণ সাজাঞা দৌহার মুখ চায় । কেমনে বিদায় দিবে মুখে না বাহিরায় ॥
 লক্ষ লক্ষ চুপ খায় রামকৃষ্ণ-মুখে । আনন্দে অবশ তনু পরানন্দ সুখে ॥
 মত্ত কবচ পড়ি অভিষেক করিল । নয়ন-অমৃতে দৌহার অঙ্গকে সিঞ্চিল ॥
 শ্রীদাম স্নদাম সখা আদি সহচর । বলরামের সিদ্ধান্তে সভাই তৎপর ॥
 চতুর্দিকে মঙ্গলধ্বনি জয়জয়কার । ব্রাহ্মণে পড়য়ে বেদ ভাঁটে রায়বার ॥

সব শিশু আসি করে রাণীকে প্রণাম । মায়ের চরণ বন্দে কৃষ্ণ বলরাম ॥
 নন্দ উপনন্দ আর সনন্দ প্রভৃতি । কৃষ্ণ সমর্পিয়া দিছে সুহৃদগণ-হাতে ॥
 বাঙ্গ্পপূর্ণ গোপগোপী সজল নয়ন । রামকৃষ্ণ-মুখ সতে করয়ে দর্শন ॥
 পিতামাতা বন্দিয়া বন্দিল গুরুগণে । 'চিরংজীব চিরংজীব' বলয়ে ব্রাহ্মণে ॥
 গৃহ হইতে বাহির হইল নন্দলাল । আগে অগণিত ধেনু অসংখ্য রাখাল ॥
 এইত কহিল লীলা প্রাতঃকাল হইতে । প্রহর পর্য্যন্ত স্থিতি সভার সহিতে ॥
 এই লীলা ভক্তগণ করিবে দর্শন । তারপর দশ দণ্ড গোষ্ঠকে গমন ॥
 জয় জয় রামকৃষ্ণ-সহচরবৃন্দ । প্রয়োভক্তি-রসার্গব শুনিতে আনন্দ ॥

ইতি শ্রীপ্রয়োভক্তি-রসার্গবে সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গোগোপাল-গণাবীতং গোবিন্দং গোষ্ঠগং মুদা ।
 রামেণ রমণশ্যামং বন্দেহং বনমালিনম্ ॥

জয় রামকৃষ্ণ শ্রীদাম সুদাম । জয় জয় ব্রজবাসী বৃন্দাবন ধাম ॥
 লক্ষ লক্ষ ধেনু বৎস আগে অগণিত । সহস্র সহস্র শিশু ধার পরিবৃত ॥
 ধাঙো ধাঙো শিকারব হৈ হৈ অহ অহ । নন্দবোব বেণু বীণা মুরলী গান সহ ॥
 শঙ্কে পরিপূর্ণ হৈল গোকুলমণ্ডল । অসংখ্য বাজয়ে ডম্ব মৃদঙ্গ মাদল ॥
 ব্রজের রমণীগণ বাহির হইএগা । দেখে রামকৃষ্ণমুখ একদিগ্গি হইএগা ॥
 জয় জয় মঙ্গলধ্বনি করে রামাগণ । পথে পথে স্থানে স্থানে মঙ্গলাচরণ ॥
 পূর্ণঘট আশ্রয় রাখা রঙা-আরোপণ । পুষ্পমালা গুরু ধাত্ত পতাকা তোরণ ॥
 নিজগৃহ হইতে শিশু শিকাতে করিয়া । চতুর্বিধ অন্ন সহ চলিল লইয়া ॥
 আবা আবা করতালি হৈ হৈ অহরবে । লক্ষ আফোটন করি ধেনু চালার সবে ॥
 মধ্যগ্রাম অল্পব্রজ বশোমতী গেল । সুহৃদগণের হাতে হরি সমর্পিল ॥
 প্রাণ লইএগা যাইছ বনে, রাখিবে যতনে । জীবনহীন এই দেহ রহিল ভবনে ॥
 একদৃষ্টে নন্দরাণী করে নিরীক্ষণ । নয়ন-অধুজ জলে ভিজিল বসন ॥
 নন্দ উপনন্দ প্রভৃতি গুরুগণ । নীত-শিক্ষা করাইলা গোচারণ-ক্রম ॥
 অনবজিয়া গোলা গ্রামের উপান্ত । যতক্ষণ দৃষ্ট হইল বনসীমা-অন্ত ॥
 স্থির হইএগা রহে নন্দ, না পালটে আঁখি । ফিরে পুন আর হরিচাঁদ মুখ দেখি ॥
 পিতারে করিয়া নতি চলে ছুই ভাই । সঙ্গে লএগা সহচর চালাইয়া গাই ॥
 উজ্জ মুখে রহে ব্রজে কি পুরুষ নারী । যতক্ষণ দৃষ্টগোচর রহিলেন হরি ॥
 তৎপরে রমণীগণ নন্দ আদি-সনে । নিজ নিজ গৃহে যার সজল-নয়নে ॥
 গোষ্ঠেরে সাজিল রামকৃষ্ণ ছুই ভাই । অগণিত শিশুসঙ্গে অগণিত গাই ॥

সদ্বৈর বালকগণের কি কহিব শোভা । তারকা-বেষ্টিত যেন শশধর-আভা ॥
 সমান বয়েস কেহো সম-অভিমানী । সমভাবে বেশভূষা সমরূপ জানি ॥
 কেহো ছোট বড় কেহো ছোটবড় জানি । বেশভূষা অলঙ্কার সবার সমান ॥
 কেহো শ্রাম, শুভ্র কেহো, কেহো গীতবর্ণ । কেহ পদ্মনীলমণি কবুর বিবর্ণ ॥
 রক্ত গোর পাণ্ডুর পিশঙ্গবর্ণ ক্রমে । মণিময় মৃত্তা স্বর্ণ বিবিধ ভূষণে ॥
 নীল পীত শুভ্র রক্ত বিচিত্র পাগড়ি । বেণু বীণা পাঁচনি সভার বেত্রনড়ি ॥
 কারু ধড়া নটবৎ ভূষিষ্ট বসন । বনমালা বৈজয়ন্তী আপীড় ভূষণ ॥
 ব্রজশিশুগণ চলে হৈ হৈ কারএণ । মধ্যে রামকৃষ্ণ বায় নাচিএণ নাচিএণ ॥
 সখাগণে বৃন্দাবনে করিলা প্রবেশ । পরম রহস্যস্থান অশেষ বিশেষ ॥
 নানা উট্টট লীলা করিলা আরম্ভ । নৃত্য গীত বিলুঠন হাশু মহাদম্ভ ॥
 পূর্বদিনের বত লীলা ঘোষণা করিয়া । বিবিধ রহস্য করে সকলে মিলিয়া ॥
 শিল্পা বেণু পুরে কেহো করে কণ্ঠরব । কেহ বেণু বংশ হাঁকে বিবিধ বৈভব ॥
 কানাই ডাকিয়া বলে ভাইরে বলাই । খেলাব ভাণ্ডীর-তলে সতে চল যাই ॥
 ভাণ্ডীর-বিপিন অতি কুসুমের রঞ্জিত । নানা পক্ষিগণ তাহে আছে অগণিত ॥
 মন্দ সুগন্ধ বাহে বহিছে পবন । ভ্রমর-ভ্রমরী-গান, ময়ূর-নর্তন ॥
 পত্র পল্লব ফুল অতি সুস্কোমল । অতি রম্য বটবৃক্ষমূল সুশীতল ॥
 স্বর্ণবন্ধ রুক্ষমূল পূর্বভাগে বেদী । তাহাতে বিশ্রাম করে ক্ষণ গুণনিধি ॥
 দণ্ডেক বিশ্রাম তাঁহা সখাগণ লএণ । তৎ সময়ে সেবা কর অল্পগত হৈএণ ॥
 ভাণ্ডীর-বিহার কৃষ্ণের অদ্ভুত করণ । তত্তলীলা সিদ্ধদেহে করহ ভাবন ॥
 দলিত-অঞ্জনপুঞ্জ চিক্কণ বরণ । নটবর জিনি বেশ গীতবসন ।
 কণের কুণ্ডলযুগ্ম দোলে গণ্ডস্থলে । কস্তুরি-তিলক ভালে হারমালা গলে ॥
 বদন কোমল যেন শারদীয় ইন্দু । মেঘে সমুদর শশী চন্দনের বিন্দু ॥
 ইন্দীবর নয়ন, মদন-ধনু বাহ । ঐছে রূপ-মাধুরী, তুলনা নাই কাহ ॥
 শিরপর ময়ূর-শিখণ্ড চূড়া ভালি । বন্ধন-কুসুমের ভ্রমি ভ্রমি ফিরে অলি ॥
 শ্রামদক্ষিণে রহে হলধর রাম । পার্শ্বে তট্টব্রত (২) রহে শ্রীদাম সুদাম ॥

সেই স্থানে করিল সতে নৃত্যের আরম্ভ । শ্রীদাম সুদাম রাম সহ কৃষ্ণচন্দ্র ॥
 ভাণ্ডীর-বিহার কৃষ্ণের অতি মনোরম । পশ্চ রচনা ইথি করহ শ্রবণ ॥

যথা তুড়ি রাগ :—

সখা সঙ্গে রঙ্গে হরি করি নৃত্য গান । ক্ষণেক বসিয়া তাহা করিলা বিশ্রাম ॥
 তার পর নানা মিষ্ট সামগ্রী ভক্ষণ । সুশীতল জলপান পুন আচমন ॥
 সকপূর তাধূল তাহা করিলা ভক্ষণ । স্বচন্দ্র প্রভৃতি করে অঙ্গ-সম্বাহন ॥
 মধুর উক্তি নর্মকথা সুবলাদি-সনে । হাশু পরিহাস করে লৈএণ প্রিয়গণে ॥
 বাহয়ুদ্ধ দণ্ডাদিগু হস্তাহস্তি ক্রিয়া । লণ্ডালাগুড়ি যুদ্ধ প্রিয়সখা লৈএণ ॥
 বাহবাহক ক্রীড়া করয়ে কখন । স্বন্ধে বহি লৈরা বার হারয়ে যে জন ॥
 একবার রামের গণ ক্রীড়া জিনিলা । শ্রীদামকে করি কান্দে কানাই বহিল ॥
 কভু শ্রীদামের স্বন্ধে চাপে ভগবান্ । -বারে সম্ভবয়ে সেইভাবে নয়ন ॥
 স্বন্ধাস্বন্ধি সখা ক্রীড়া শ্রীদামাদি সনে । কেহো করে হারে জিনে সম-অভিমনে ॥
 নৃত্যানৃত্য বাস্তববে আনন্দিত মন । হংসগজগন গতি আনন্দিত হন ॥
 কোকিল ময়ূর পিক কেহো শব্দ করে । বানর পশুর মত কেহো গতি ধরে ॥
 কেহো সিংহব্যাঘ্রগতি ভয়ানক হৈএণ । নানা পরিহাস করে আনন্দিত হিয়া ॥
 তারপর ছইজন করিয়া সেবন । তারপর করে সতে গোঁকুল-গমন ॥
 দ্বাদশ দণ্ড পর্য্যন্ত ভাণ্ডীর-ব্যবহার । রামকৃষ্ণ লীলাস্থ অতি চমৎকার ॥
 তার পর উপস্থান-সখাগণ লৈএণ । কাম্যক বন গেল চালাএণ চালাএণ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অতি শ্রীকাম্য কানন । নানা রহস্য করে সঙ্গে শিশুগণ ॥
 ধেনুসব হাটে হৈয়া অতিশীঘ্র যায় । আনন্দে নিমগ্ন কৃষ্ণ সখার লীলার ॥

নাচে গায় হাসে ধায় কেহো দূর হইতে ।

আমি আগে যাব আগে কানাই পরশিতে ॥

কেহো হস্তে পুষ্প লয় শ্রীকৃষ্ণে কহিএণ । ধাইতে নারিব বজ্র টানে আকষিয়া ॥
 কেহো ফলমূল তোলে বৃক্ষে আরোহিয়া । শ্রীকৃষ্ণের কাণে দেয় পুষ্পান্ত(?) শুনাএণ ॥
 স্থানে স্থানে সুমঙ্গল রহস্যদর্শন । বনশোভা অগণিত না যায় বর্ণন ॥

সরোবরে বিকসিত কমল কল্লার। প্রতিপুষ্পে গুঞ্জে শব্দ ভ্রমর অপার ॥
 স্থলপদ্ম জলপদ্ম পুষ্প নানাজাতি। নাগেশ্বর চম্পক কুন্দ টগর মালতী ॥
 কল্পবৃক্ষ শোভা বহু রহস্ত স্থানে স্থানে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যমুনা-পুলিনে ॥
 যমুনার জলপান অঞ্জলি করিয়া। তারপর জলযুদ্ধ করে সখা লৈঞা ॥
 জলক্রীড়া তারপর করি সমাধান। তটে উঠি শুষ্ক বস্ত্র করে পরিধান ॥
 বেণুরবে ধেনুগণে করি আকর্ষণ। সখাগণ সঙ্গে বহলা বিপিনে গমন ॥
 তাহা যাই সন্তান বৃক্ষের তলে উপনীত। স্থান দেখিয়া সভে হৈলা আনন্দিত ॥
 বনফুল তুলি মালা করিলা গ্রহন। বনধাতু নানারঙ্গে অঙ্গের ভূষণ ॥
 শ্রীদাম আসিয়া বলে নন্দের নন্দন! ক্ষুধাতে আকুল তহু শোষিত বদন ॥
 গৃহ হৈতে আনিয়াছি চতুর্বিধ অন্ন। সুপ ভাজা পায়স ঘণ্ট আছে ভিন্ন ভিন্ন ॥
 এখানে বসিয়া কর বিপিন-ভোজন। তবে সে ধাইতে পারে সঙ্গে শিশুগণ ॥
 একথা শুনিয়া হরি কহে ভাল ভাল। খেলার আবেশে আজি সময় বঞ্চিত গেল ॥
 আনহ তুলিয়া পত্র, বিছাই সারি সারি। বসন বিছাঞা অন্ন রাখহ উভারি ॥
 কৃষ্ণকে করিয়া মাঝে হইঞা মণ্ডলী। বিপিন-ভোজন করে সভে কুতূহলী ॥
 থাইতে থাইতে অন্ন সুবাদ পাইঞা। আত্মশেষ দেয় কৃষ্ণমুখে সখা লৈঞা ॥
 সখাসনে বনে করে ভোজন ভগবান। রম্য কুণ্ডে আসি সভে করে জলপান ॥
 আচমন করি বৈসে বেদীর উপরি। সভা লঞা তাষূল ভক্ষণ করে হরি ॥
 দাস সখাগণ করে চামর ব্যজন। কোন দাস গণে করে পাদ-সম্বাহন ॥
 ক্ষণেক বিশ্রাম তাহা সখাসঙ্গে দেখি। ত্রয়োদশ চতুর্দশ দণ্ডে এ লীলা লেখি ॥
 তত্তৎসময়ে সাধক সেবা কর সঙ্গে। সিদ্ধদেহে গুরুরূপ সখাগণ-সঙ্গে ॥
 বহলা বন ভ্রমিয়া গমন মধুবনে। সখা-উপসখা আদি সহচর সনে ॥
 তাহে মধুকুণ্ডে মধু পিয়ে বলরাম। মল্লবেশে হলধর করয়ে বিশ্রাম ॥
 মল্লার বৃক্ষের তলে বসিলা গোবিন্দ। চৌদিকে বেষ্টিত হৈলা সহচরবৃন্দ ॥
 স্বর্ণকাস্তি রত্নবেদী কি কহিব শোভা। কৃষ্ণের দক্ষিণে রাম রজত-গিরি আভা ॥
 সুশীত নয়ন রামের কম্পিত অধর। মধুপানে মদমত্ত অঙ্গ থরহর ॥

ভ্রমর চেষ্টা দেখি সভে আনন্দিত। নানা পরিহাস ক্রীড়া সখা-অভিমত ॥
 দক্ষিণে ত্রীবলদেব রোহিণী-কুমার। বেষ্টিত সকল সখা শ্রীদামাদি আর ॥
 সুবল উজ্জল মধুমঙ্গল প্রভৃতি। মধুকুণ্ডে মধুপান সভে করে তথি ॥
 গোপুকীড়া সখাসনে করে ভগবান।
 না পারে খেলিতে কেহো রামের সমান ॥
 গোপু লুফি পিছে ধায় মার মার বলিয়া।
 কেহো দূরে যায় রহে তরুকে আশ্রিয়া ॥
 শান্তলী শান্তলী ডাকে কোন ভাই। আর যদি মার তবে রামের দোহাই ॥
 ইত্যাদি বিবিধ ক্রীড়া করে মধুবনে। সাধক মনেতে সেব সময়-অনুক্রেম ॥
 মধুবনে করি ক্রীড়া সখাগণ লৈঞা। যমুনা পুলিন-বনে বসিলেন যাঞা ॥
 গো-গণ যমুনায় আসি করে জলপান। কদম্বতলায় আসি করয়ে বিশ্রাম ॥
 ধেনুগণ জল খায়্যা ছায়া শিথু পাইঞা। বৎসগণে দেয় ছুঁ আনন্দিত হইয়া ॥
 তত্র স্থলে রামকৃষ্ণ করয়ে বিশ্রাম। সখা উপসখা সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম ॥
 নানা ফলমূল তোলে পদ্মের মৃণাল। পনস কদলী বিষ আশ্র পিয়াল ॥
 জলজ স্থলজ আদি করি আয়োজন। রামকৃষ্ণ সখাসঙ্গে করয়ে ভোজন ॥
 তৎপরে সে আচমন তাষূল ভক্ষণ। দেখিয়া কানন শোভা আনন্দিত মন ॥
 সুশীতল ছায়া পাইয়া সকল বালকে।
 পত্রপুষ্প কোমল দল আনে একে একে ॥
 নানাজাতি পল্লব কুসুম সহিতে। দিব্য মঞ্চ করে সভে রত্নবেদীতে ॥
 চতুর্দিকে শুভ বৃক্ষ লতায় আবৃত। কুসুমসহিত তাহে ভ্রমর-শব্দিত ॥
 কত জাতি পক্ষিগণ কলরব করে। মধু-লোভে অলিগণ তাহে মাতি ফিরে ॥
 নানা গন্ধে আমোদিত কানন-সকল। সদানন্দময় ভ্রমি রহস্ত কেবল ॥
 শ্রীদাম সুদাম বলে কি কহিব শোভা! অমরাবতী জিনিঞা তরুতল-আভা ॥
 কুসুম পল্লবে মঞ্চ করিল সিংহাসন। ইহাতে করিব রাজা শ্রীনন্দনন্দন ॥
 যমুনা পুলিনে কৃষ্ণ হইবেন রাজা। আমরা সকলে হব এই বনে প্রজা ॥

যুচাব কংসের ভয়, ছুট নিবারণ। আনন্দে বেড়ায় যথা তথা সথাগণ ॥
 এত শুনি সব সথা আনন্দিত হইল। রামকৃষ্ণের রাজশোভা করিতে লাগিল ॥
 পুষ্পময় সিংহাসনে হরি বসাইল। যমুনার জল আনি অভিষেক কৈল ॥
 জয় জয় মঙ্গলধ্বনি উঠিল কাননে। জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সর্বজনে জনে ॥
 চতুর্দিকে সথাগণ বসিল বেষ্টিয়া। কেহো দূরে নিকটে কেহো রহে দাণ্ডাঞ ॥
 বলরাম দক্ষিণভাগে বামেতে শ্রীদাম। সূদাম বসুদাম আদি হয় অধিষ্ঠান ॥
 সূবল উজ্জল মধুমঙ্গল নর্মগণ। সম্মুখে থাকিয়া নানা রহস্ত-কথন ॥

ভদ্রসেন ছত্র ধরে পশ্চাতে দাণ্ডাইয়া।

সারঙ্গ গোপাল রহে জলপাত্র লৈঞ ॥

শ্রীদামের অঙ্গে হেলা দিয়া ভগবান্। সুবিশাল বিশালাক্ষ তাষূল যোগান ॥
 রসাল যোগান বজ্র, কুসুমোন্মাস চন্দন। পুষ্পহাস আদি করে অঙ্গের সেবন ॥
 রক্তক পত্রক আদি শৃঙ্গ বেত্র ধরে। মধুভ্রতা দি বাজন করয়ে চামরে ॥
 সুরবন্ধ কপ্পুর কুসুম আদিগণ। ইহারা করেন কৃষ্ণের পাদ-সম্বাহন ॥
 তত্তৎসময়ে সাধক সিদ্ধ দেহ পাঞ। সেবা কর গুরুরূপ সথাকে আশ্রিয়া ॥

অথ তত্ত্ব ধ্যানম্

নবজলধরবর্ণ চিকণ উজ্জল। সূর্য্য কোটি-সমপ্রভা চন্দ্রকোটি-শীতল ॥

চারু পীতাম্বর শোভা বিজ্ঞাতের জ্যোতি।

মুকুতা-গ্রথিত মালা যেন বক-পাঁতি ॥

নিত্য নবযৌবন সূন্দর কলেবর। কোটি কন্দর্প নিম্নি বরণ সূন্দর ॥
 নিত্যলীলা স্থানন্দ-মগ্ন সথাগণ। বৃন্দাবনপুর-পতি রাজ-বিলসন ॥
 কন্দর্প ধনুক জিনি জয়ুগল শোভা। কপালে চন্দনবিন্দু শশধর-আভা ॥
 অলকা কুন্তল তাহে শিরে শিথি-পাথা। কস্তুরি-তিলক ভালে চন্দনের রেখা ॥
 কটিতে পীত ধটা কাঞ্চীর সহিতে। করি-গুণ্ড ভুজযুগ বলয়া ভাহাতে ॥
 নখগণ কোটি চন্দ্র করে বলমল। রক্ত-কিশলয়-ভ্রাতী অতি করতল ॥

চরণে রঞ্জিত বন্ধ নৃপুং শোভিত। যাহা দেখি মনে হয় মদন লোভিত ॥
 দক্ষিণে শ্রীবলরাম চন্দ্রমা-বরণ। নীলপট্ট পরিধান, বৃণিত লোচন ॥
 শ্রীদামের গৌরকান্তি অঙ্গ বলমল। সূদাম প্রভৃতি কৃষ্ণ বেষ্টিত সকল ॥
 রাজলক্ষণযুক্ত রাজ আভরণ। রাজপাত্র মিত্র সব সঙ্গে সথাগণ ॥
 তত্তৎসময়ে সূদাম-ভাবাশ্রিত যেন। সূদামচন্দ্র-অমুগত হৈঞ কর সেবা ॥
 তাহার স্বরূপ বেশ করিয়া ভাবনে। রামকৃষ্ণ সেবা কর নিজাভীষ্ট সনে ॥
 পূর্বাহ্ন সেবা পঞ্চদশ দণ্ড পর্য্যন্ত। মধ্যাহ্ন সেবা কহি—শুনহ নিতান্ত ॥
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ-সুন্দর-রূপায়। প্রয়োভক্তিরসার্গব নয়নানন্দ গায় ॥

ইতি শ্রীপ্রয়োভক্তি-রসার্গবে অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ

নমঃ কমলনেত্রায় অশ্বিনে গীতবাসসে ।

চারুচিহ্নশিখণ্ডায় নমস্তস্মৈ ঘনত্বিষে ॥

জয় হরি নন্দ-তনয় গিরিধারী । জয় হলধর যমুনা-তীর বিহারী ॥
জয় জয় শ্রীদাম সূদাম সখাগণ বৃন্দ । সহগণ জয় জয় শ্রীগোকুলচন্দ ॥
তৎপরে মধ্যাহ্নকালে যমুনা-পুলিনে । কদম্ব তরুর মূলে সহচর-সনে ॥
নানা ক্রীড়া পরিহাস নানাবিধ কেলি । বনপুষ্প-চয়ন, ভ্রমণ এক মেলি' ॥
তৃণ-লোভে ধেনুগণ কথো দূরে গেল । সব শিশুগণ তার পিছে নিয়োজিল ॥
'ধেনুগণ রাখ সতে কংসের ভয় আছে । সতে ধেনুগণ রাখ আপনার কাছে ॥'
এইরূপ কহি হরি সভারে নিয়োজিল । সুবল-অর্জুন-আদি কৃষ্ণ সাথে নিল ॥
হলধর-সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদাম সূদাম । সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র আর বনুদাম ॥
যমুনার কূলে করে কেলি গোপকান্ত । এই লীলা জানিবে ষোড়শ দণ্ড পর্য্যন্ত ॥
তৎপরে শ্রীনন্দসুত সুবলাদি সনে । ধেনু অবেষণ-ছলে গেলা রহঃস্থানে ॥
হলধর শ্রীদাম আদি সহচর লঞা । শ্রীবন গমন কৈল ধেনু অবেষিয়া ॥
গোচারণ শিশু লীলা বিবিধ বিহার । ফল ফুল তুলিয়া করে আশ্বাদন যার ॥
নৃত্য গীত করতালি কঙ্ক-বাণ গান । লক্ষ্মবাক্ষ আবা আবা মুরলী বিষণ ॥
বনশোভা-দরশন রাঙ্গামাটি গায় । মত্তমাতঙ্গ গতি অঙ্গ হেলি ধায় ॥
এঁছে রঙ্গে রাম-সঙ্গে খেল সখাগণ । অষ্টাদশ দণ্ড পর্য্যন্ত শ্রীবন-ভ্রমণ ॥
কুমদ কাননে হয় তারপর গতি । শ্রীদাম-সূদাম-আদি বলভদ্র সাথী ॥
নানাপুষ্প বিকশিত স্নগন্ধি পবন । ভ্রমর করয়ে গান ময়ূর নর্ত্তন ॥
সারী-শুক গান করে কোকিল কুহ-কুহ । বনপক্ষী শব্দ করে সারস দাত্যহ ॥
সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র-আদি সহচর । বাহুবল্লভ দণ্ডাদিগু করে হলধর ॥
বৃক্ষে থাকি নানা শব্দ করে পক্ষিগণ । তৈছে রব করি কেহো করয়ে সূচন ॥

শ্রীশ্রীপ্রয়োভক্তিরসার্গব

৮৫

ময়ূরের প্রায় নৃত্য হংস প্রায় গতি । কেহ মত্ত গজগতি কেহো সিংহভাঁতি ॥
ভেকগতি, সর্পগতি, কেহো কুঞ্জরপ্রায় ॥ রামসঙ্গে রঙ্গ রসে বালক-লীলায় ॥

অত্র পদম্—

নাচে হলধর সঙ্গে, সহচর আনন্দে, বালক মেলিয়া ।
যেন ঘনাগমে, নাচে শিখিগণে, কামে উনমত হইয়া ॥
বলয়া কঙ্কণে, নুপুর চরণে, রনঘন বাজাই ।
করে কর ধরি, করিঞা কুণ্ডলী, হলধর নাচই ॥
শ্রীদাম সূদাম, সুভদ্র অর্জুন, করে ধরে বনি তাল ।
বিশাল বৃষভ, ভদ্র মহাবল, কহে নাচে ভায়া ভাল ॥
তা' দেখি বিপিনে, মৃগ-পক্ষিগণে, আনন্দে অবশ হৈঞা ।
গায়ত কোকিল, শিখিকুল নাচে, হলধর মুখ চাঁয়া ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী, উড়ত পরিকর, পিক রব বেড়িঞা ।
এ দাস নয়ন, আনন্দে মগন, বিপিন-বিহার দেখিঞা ॥

রঞ্জিত শ্রীরাম-লীলায় কুমদ কানন । সেখানে বসিঞা কৈল মিষ্টান্ন ভক্ষণ ॥
বিংশতি দণ্ড পর্য্যন্ত কুমদ বনে স্থিতি । তারপর ভদ্রবন সখাসঙ্গে গতি ॥
শ্রীদাম সূদাম আর সঙ্গেতে সখাগণ । বলভদ্র নানা রসে ফিরে বনে বন ॥
শ্রামকুণ্ড নিকটে আসি হইলা উপনীত । দেখিয়া কুণ্ডের শোভা সতে আনন্দিত ॥
কুণ্ডশোভা নানা বৃক্ষে লতা পরম্পর । নানা পুষ্প বিকশিত উড়িছে ভ্রমর ॥
তাহাতে তমাল-তলে ক্ষণেক বিশ্রাম । কোকিল ভ্রমর গানে হরে মন কাণ ॥
শ্রামকুণ্ড দক্ষিণে রহে শ্রীদামের বন । 'শতবর্গ' নাম বলি সেইত কানন ॥
তাহা রহে এক কুঞ্জ অতি অদ্ভুত । শ্রীদাম গোপালের নাট্য-কুঞ্জ খ্যাত ॥
মণিময় রচিত বিচিত্র গঠন । নাট্য-কুঞ্জ ছাতি যেন অরুণ বরণ ॥
সেইত কুঞ্জের পূর্বে বট বৃক্ষ ভাল । শত শত সহস্র তাতে ডাল উপডাল ॥
সুশীতল ছায়া তাহে স্বর্ণ-বান্ধা বেদি । পরম আনন্দ স্থান নিরমিল বিধি ॥
সহচর সঙ্গে তাঁহি আইলা বলরাম । সেইত বেদিতে ক্ষণ করয়ে বিশ্রাম ॥

শ্রীদাম-অনুগণ সদানন্দ করি। মিষ্টান্ন সামগ্রী ফল আয়োজন করি।
 একে একে আনি রামে করে সমর্পণ। সখাসঙ্গে হলধর করয়ে ভোজন।
 জলপান করি পুন তাষূল-আস্বাদন। তত্র স্থলে তৎসময়ের করিহ সেবন।
 দ্বাবিংশতি দণ্ড পর্য্যন্ত এই সব লীলা। বলভদ্র-সঙ্গে সঙ্গে সখায় করিলা।
 তাহার পূর্বভাগে জানি রয় কতদূরে। 'রঙ্গকুঞ্জ' সুখোৎসব অতিমনোহরে।
 সুদামচন্দ্রের কুঞ্জ অতি মনোরম। নানা পুষ্প বিকসিত অরুণ-কান্ত সম।
 লতাগুণ্ডে বেষ্টিত কুঞ্জ, নানাপক্ষী শোভে। প্রতিপুষ্পে অলিগণ ফিরে মধুলোভে।
 কুঞ্জের দক্ষিণ দ্বার-সমীপে বৃক্ষ রয়। হরিতালিকা নামে সেই বৃক্ষ কয়।
 নানারত্নে তাহে বেদি ক্ষুটিকে নির্মাণ। শতক্রতু-সিংহাসন না হয় সমান।
 তাহার দক্ষিণে কুঞ্জ নাম রসালয়। সুচন্দ্র প্রভৃতিগণের হয়ত নিশ্চয়।
 তত্র সুদামচন্দ্র-অনুগত যত। সুচন্দ্র-প্রভৃতি সখা উপসখা কত।
 তত্র স্থলে হলধর শ্রীদামাদি লৈঞ। রঙ্গকুঞ্জ শোভা দেখে আনন্দিত হৈঞ।
 হেনকালে ভগবান্ আসি আচম্বিতে। সুবল-উজ্জল-মধুমঙ্গল-সহিতে।
 সব সখা আনন্দিত প্রেমানন্দে ভাসে। সুমধুর কথামৃতে প্রিয়গণ তোষে।
 শ্রীদাম-সুদাম-আদি লৈঞ সব বালা। রামকৃষ্ণ সুখোৎসব কুঞ্জেতে বসিলা।
 মধো নটবর হরি দক্ষিণেতে রাম। বামপার্শ্বে বসিলেন শ্রীদাম-সুদাম।
 সম্মুখে বসিল তাহা সুবল উজ্জল। যথাযোগ্য সখাগণ বসিলা সকল।
 তত্র স্থলে সুদামের অনুগতগণ। নানাবিধ করে সেবা মিষ্টান্নোপায়ন।
 ফলকুল নানামিষ্ট স্থপ পায়স। শর্করা-সহিত রুটি সঘন গোরস।
 শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম কিস্কিণি। সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র সুবলাদি জানি।
 রাম কৃষ্ণকে লৈঞ করয়ে ভোজন। বনফল সুদাম করে কৃষ্ণে সমর্পণ।
 মহাপ্রসাদে ভোজন করে কৃষ্ণ-হলধর। পরম আনন্দ প্রায় সব সহচর।
 আচমন করি পুন বসিলা আসনে। বেদিতে বসিঞ কৈল তাষূল চর্ষণে।
 তত্র স্থলে সেবা করে সুদামানুগত। যাহে রামকৃষ্ণ হন পরমতোষিত।
 সুচন্দ্র গাণিঞা মালা দিল কৃষ্ণগলে। মুকুতা-প্রবাল-মাঝে বনমালা দোলে।

মলয়জ কুম্ভকুম কালা অগোর বসিঞ। স্বকণ্ঠ অঙ্গতে দেন কপূর মিশাইয়া।
 সুদর্প গোপাল করে চামর-বাজন। সুখানন্দ আনন্দে করে তাষূল অর্পণ।
 রসচন্দ্র জলপাত্র নিকটে যোগায়। পল্লবের ছত্র ধরে সুমহেন্দ্র তায়।
 সুমুখ প্রভৃতি করে অঙ্গ-সংমর্দন। রসানন্দ করে কৃষ্ণের পাদ-সম্বাহন।
 শ্রীদামের অঙ্গে হেলা সুবল-সম্মুখে। বিবিধ-লাবণ্য কর্ম পরানন্দ-সুখে।
 একাসনে বলরাম কি কহিব শোভা। রবি-শশী যুগপৎ দৌহ রূপ আভা।
 যুগল কিশোর মন ভজ ছই ভাইয়া। গুরুরূপ সখা-সঙ্গে সিদ্ধদেহ পাঞ।
 এই রামকৃষ্ণ-সেবা মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত। চতুর্বিংশতি দণ্ড কহিল নিতান্ত।

অপরাহ্ন-সেবা—

অপরাহ্নকালে হরি সখার সহিতে। নানাবিধ ক্রীড়া করে সখা প্রবোধিতে।
 বিপিন ভ্রমণ করি ফিরয়ে আনন্দে। বনশোভা-দর্শন সখাগণ-সঙ্গে।
 শ্রীদাম সুদাম দাম প্রিয়সখা লৈঞ। কন্দুকীড়া-আদি করে আনন্দিত হৈঞ।
 কন্দুকীড়া শ্রীদাম-সঙ্গে বাহু ঠেলাঠেলী। কভু যুদ্ধ প্রেমানন্দে কভু কোলাকুলি।
 নিজ নিজ স্থানে সখা পাঞ ভগবান্। স্বস্ব-যুগ লঞ করে সেখানে সম্মান।
 কভু বৃন্দাবন হৈতে অগ্র বনে গতি। কভু গোবর্দ্ধনগিরি সখাসঙ্গে তথি।
 কথোগল লৈঞ রাম যায় অগ্রস্থানে। বনগুহা নদীতট ধেনু-অশ্বেষণে।
 গোবর্দ্ধন-পুলিনে কৃষ্ণ করে ক্রীড়ারম্ভ। হাড়গুড়ু বলি খেলা শীঘ্রগতি লম্ভ।
 পাদ পসারি কেহো কাহাকে ও মারে। ধাইয়া কাহারো কেহ চরণেতে ধরে।
 ঐছে বিবিধ খেলা সহচর-সনে। বিহার করয়ে গোবর্দ্ধন উপবনে।
 ষড়বিংশতি দণ্ডপর্য্যন্ত এই বিলসন। তত্তৎসময়ে ভক্ত করিহ সেবন।
 হলধর শিক্ষা পুরে সময় জানিঞ। পাল জড় কর অরে ভাই ভাই বলিঞ।
 বলরামের শিক্ষা-রবে বালক চকিত। নিজ নিজ ক্রীড়ারসে হইল রহিত।
 সহচর লঞা হরি ধেনু-অশ্বেষণে। ভ্রমণ করয়ে সবে কুঞ্জ-কাননে।
 কেহো গুহা গিরিবন কুঞ্জ-কুটীরে। নদীতট বটতলা কেহো গিছে দূরে।
 ধেনুগণ না দেখিঞ বালক চকিত। ধেনুগণের নাম লঞা ডাকে অবিরত।

তা দেখি কানাই বলে ভাইরে ত্রীদাম । বেগুরবে আনিব ধেনু কর অবধান ॥
 ধেনুগণের নাম করি পুরে বেগুরব । বেণু অমুসারে ধেনু ধাইয়া আসে সব ॥
 উর্দ্ধপুচ্ছ করি পৃষ্ঠে উর্দ্ধ করি মুখ । ধেনুগণ দাঁড়াইল কৃষ্ণের সম্মুখ ॥
 হাষা হাষা রব করি চাহে একদিঠে । শ্রাম-অঙ্গ পরশয়ে পুচ্ছ করি পিঠে ॥
 ত্রীদাম স্তদাম বলে সুবল অরে ভাই । কৃষ্ণসম আর কেহো গুণের ভাই নাই ॥

বেণুতে ফিরয়ে ধেনু কোথাও গুনি নাই ।

তাহা দেখ অরে ভাই সে করে কানাই ॥

ধেনুগণ বাথাইয়া বালক সকল । চরন করয়ে বনে বনফুল ফল ॥
 বনফুল মূল মিষ্ট করিল ভক্ষণ । জলপান করি পুন তাহুল চর্বণ ॥
 তৎপর সথাসঙ্গে হৈএগ এক মেলা । গোষ্ঠ-পথে সব ধেনুগণ চালাইলা ॥
 ধবলী শ্রামলী কালী পিয়লী আর হংসী । পিশঙ্গী শবলী শৃঙ্গী কুরঙ্গী রঙ্গী বংশী ॥
 ধেনু বংস নাম ধরি ডাকে বারবার । হৈ হৈ অহরবে চালায় সতে পাল ॥
 ধাঙ ধাঙ সিঙ্গা রব মুরলী বিশাল । বন শৃঙ্গ নন্দঘোষ আর ভেরীআল ॥
 সব যন্ত্র উদ্গত তান মুরজ মিশাল । করতালি কঙ্কবাচ্চ করয়ে রাখাল ॥
 রাখালের আবা আবা শিঙ্গা বেণুগান । হাষারব ধেনু বংসের জয় জয় তান ॥
 শব্দে পরিপূর্ণ হইল গোকুল-মণ্ডল । জয় রামকৃষ্ণ জয় ঘোষয়ে সকল ॥
 ত্রীদাম স্তদাম দাম স্তবল উজ্জল । স্তভদ্র মণ্ডলীভদ্র আর মহাবল ॥
 রামকৃষ্ণ-সঙ্গে সতে আসিএগ মিলিল । গোষ্ঠ প্রান্তরে ধেনু সতে বাথাইল ॥
 তাহা দেখে সথাসঙ্গে পশুযুদ্ধ-কেলি । বুধে বুধে বংসে বংসে ধেনুগণ মেলি ॥
 ঋতুমতী গাভি পিছে ধায় মত্ত বয় । সথা সহ রামকৃষ্ণ দেখিএগ হরিষ ॥
 অষ্টাবিংশতি দণ্ডে এই কৃষ্ণলীলা । গৃহগমন-হেতু তবে স্তরায় উঠিলা ॥
 স্বপদ-রমণ সেই ভ্রমি বৃন্দাবন । নিত্যলীলা করে হরি লৈএগ সথাগণ ॥
 আগে ধেনুগণ ধায় পিছে ব্রজবালা । মধ্যে রামকৃষ্ণ যেন বেষ্টিত চন্দ্রকলা ॥
 গোধূলি ধূসর অঙ্গ ছহঁ কলেবর । রামকৃষ্ণ ছহঁতাই ধূলায় ধূসর ॥
 গোখুরের ধূলি উড়ে আকাশ-মণ্ডলে । হাষারব করি ধেনু গৃহমুখে চলে ॥

শিঙ্গা বেণু হৈ হৈ গোপগণের রবে । গৃহে থাকি গোপ গোপী আনন্দিত সতে ॥
 গৃহকর্ম ত্যাগ করি গোষ্ঠপথে ধায় । নন্দ উপনন্দ আদি চলে বশোদায় ॥
 ব্রজপুরবাসী যত স্বপ্ন কম এড়ি । রামকৃষ্ণ-দর্শনে ধায় সব ছাড়ি ॥
 রমণী নাগরী নারী গৃহ বাহির হৈএগ । রামকৃষ্ণ-দর্শন হেতু রহে পথ চাএগ ॥
 সহচর সঙ্গে সঙ্গে চলে রামকানু । আবা আবা করতালি পুরে মোহন বেণু ॥
 ধাঙ ধাঙ শিঙ্গারব মুরলী বিধাণ । আগে চলে শিশুগণ লইয়া নিশান ॥
 সভার সমান বেশ সমান আকৃতি । তার মধ্যে রামকৃষ্ণ চলে গজগতি ॥
 লীলায় দোলিত অঙ্গ ভঙ্গী মনোহর । যুগল কিশোর চলে ছই সহোদর ॥
 নটবর-বেষ ছহঁ জগমনোলোভা । রজত-অঞ্জন গিরি-বরণ কি শোভা ॥
 শৃঙ্গ মুরলীধর নীলপীতবাসা । ছংগ তাপ বিপদ যুগ-ভয়-নাশা ॥
 মদন-দমন রূপ জগত-উজোর । বনসৌ আয়ত মোর যুগল কিশোর ॥
 চারু বিচিত্র চূড়ায় ময়ূরের পাখা । অলক কুন্তল ভালে চন্দনের রেখা ॥
 রাহ যুগল যুগ ছহঁ অনুপাম । খগপতি জিনি নাসা কমলনয়ন ॥
 গণ্ডহি কুণ্ডল ছহঁ কর্ণে বিলোল । কষুকণ্ঠ পহঁ মালতিমাল হিদোল ॥
 করযুগ যুগল কুবলয় বর শুণ্ড । তাড় বলয়া শুভ কক্ষে বেত্রদণ্ড ॥
 কটিতে নীলপীত বাসযুগ সাজে । অলিগীত জিতি তঁহি কিঙ্কিণী বাজে ॥
 খঞ্জন-গঞ্জন ছহঁ চলল স্ত্রীঠাম । ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ রেখা ধূলোপরি জান ॥
 আগে পাছে সথা যায় মণ্ডলী কারঁএগ । তার মধ্যে ছই ভাই নাচিয়া নাচিয়া ॥
 দূরে থাকি গোপগোপী করয়ে দর্শন । যুগলকিশোর বেশ কমল বয়ান ॥
 জয়জয় মঙ্গলধ্বনি উলু উলু বোল । চতুর্দিগে জয়শব্দ আনন্দ-কল্লোল ॥
 তারপর নিজ নিজ পথ-অনুসারে । নিজ যুগল লঞা আপনা মন্দিরে ॥
 ত্রীদাম স্তদাম করে প্রেম আলিঙ্গন । গদগদ বাক্যে কৃষ্ণ করয়ে তোষণ ॥
 স্তবলের হাতে ধরি মধুর বচনে । বিদায় কারছে গৃহে ছলছল নয়নে ॥
 মণ্ডলীভদ্র-প্রভৃতি যথাযোগ্য সস্তাষণ । অত্র শিশু করে কৃষ্ণের চরণ-বন্দন ॥
 কৃষ্ণ সস্তাষি সতে বিদায় হইল । নিজ নিজ ধেনুগণ সতে চালাইল ॥

রামকৃষ্ণ নন্দীশ্বর করিল গমন। নিজগণ সঙ্গে করি আপন ভবন।
তারপর শ্রীদাম সুদাম-আদি করি। নন্দীশ্বর ছাড়িয়া চলে রঘুভানুপুরী।
তাহা সথাগণ সব নিজ নিজ গৃহে। নিজ ধেনুগণ চালায় আপন আলয়ে।
পূর্ববাসী নারীগণ করে জয়-ধ্বনি। চতুর্দিকে জয় জয় মঙ্গল বাণী।
শ্রীদাম সুদাম তাহা পুরে মোহন বেণু। বেণুরব শুনিঞা আইলা রত্নভানু।
পিতাকে দেখিঞা করে চরণ-বন্দন। পুত্র কোলে করি করে বসনে চুষন।
শ্রীদাম আপন গৃহে করিলা প্রবেশ। সুদাম চক্রে সেবা कहিয়ে বিশেষ।

সুশীলা সুদামে ডাকে আররে আররে বলে।

সব তাপ পাসরিল বালকে করি কোলে।

গোধূলি-ধূসর অঙ্গ ঘর্ম বিন্দ্ বিন্দ্। রবিতাপে স্নান হৈয়াছে মুখ-ইন্দু।
চামরে ব্যজন করে তার দাসগণ। বসাইল লৈঞা যাঁহা রত্ন-সিংহাসন।
দাসে পাদ প্রক্ষালয়ে সুশীতল জলে। অঙ্গে মর্দন করি দেয় গন্ধ তৈলে।
অঙ্গ মার্জন করি পরায় বসন। তারপর করে অঙ্গে চন্দন-লেপন।
সুশীলা আনিঞা দিল মিষ্টান্ন উপহার। নিজগণসঙ্গে সুদাম করয়ে আহার।
তাম্বূল ভক্ষণ করি বসিয়া আসনে। নিজ অনুগত গোপ করিল আহ্বানে।
সুচন্দ্র শ্রীচন্দ্রমান প্রভৃতি অনুগত। সুদাম-দর্শনে আইসে হইয়া মিলিত।
সুচন্দ্রাদি দেখি সুদাম পাইল আনন্দ। রত্নভানু সুভদ্র এই কৃষ্ণ-সুখানন্দ।
নিজ সথাগণ লৈঞা গোশালায় গমন। তাহা যেই স্থানে স্থানে গাভী-দোহন।
এই লীলা সিদ্ধদেহে স্মরণ করিবে। সুদামের ভাবান্বিত যাহারা হইবে।
কৃষ্ণের স্বরূপ ভাবি করিবে মনন। গুরুরূপ সপাসঙ্গে অনুগত জন।
শ্রীচৈতন্য অবধূত শ্রীসুন্দরানন্দ। কৃপা কর অধমেরে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্তবৃন্দ।
প্রয়োভক্তির সার্ব পরম উল্লাস। নবম পরিচ্ছেদ কহে নয়নানন্দ দাস।
অপরাহ্ন সেবা এই কহিল বিস্তার। সায়াহ্ন-সেবা কহি করিয়া নির্দার।

ইতি শ্রী প্রয়োভক্তি-সার্ববে নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

নবীন-জলদ-শ্যামং রামেণ বনমালিনম্।

ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমাংকারণ বন্দেহং নন্দনন্দনম্।

জয় জয় রামকৃষ্ণ শ্রীদাম সুদাম। জয় ব্রজবাসী জয় বৃন্দাবন ধাম।
রামকৃষ্ণ নন্দালয়ে করিল গমন। চৌদিকে মঙ্গলধ্বনি স্বত্যাদিবাচন।
গৃহ হইতে বাহির হঞা নন্দরাণী চলে। ধাইয়া মনের সুখে হরি নিল কোলে।
রাম-করে ধরি রাণী ছলছল নয়ন। রামকৃষ্ণ-মুখ হেরি করয়ে চুষন।
জলধারা দিয়া নানা মঙ্গল বিধানে। রামকৃষ্ণ লৈঞা গেলা আপন ভবনে।
রত্নসিংহাসনে দিবা বসন পাতিঞা। বসাইল ছুই ভাই একাসনে লৈঞা।
কত বা পাঁচাছ বনে না জানিয়ে দুঃখ। আপন বসনে রাণী পৌছে চাঁদমুখ।
রবিতাপে মলিন মুখ শোষিত অধর। আর না পাঠাব বনে ওরে হলধর।
পাদ-প্রক্ষালন করে আসি দাসগণ। চামর লইয়া বায়ু করে কত জন।
সুবাসিত গন্ধ তৈল অঙ্গে সংমর্দন। শুভজল দিঞা করে অঙ্গের মার্জন।
শুদ্ধবস্ত্রে গাত্র মুছি দেয় পীতবাস। পাদ-প্রক্ষালন করে পাণ্ডপাত্রে দাস।
তারপর বসাইল স্বর্ণসিংহাসনে। দক্ষিণে শ্রীবলরাম শ্রামচাঁদ বামে।
স্বর্ণপাত্রে দীপাবলী ঘূতেতে জালিঞা। নানা সুবাসিত দীপে কর্পূর মিশাঞা।
করে রাণী আরাত্রিক কৃষ্ণ-নিমজ্জন। জয় শব্দ সুমঙ্গল করে গোপীগণ।
বলভদ্র নিমজ্জন তবে যশোমতী। সহচর সঙ্গে ঐছে করয়ে আরতি।
অঙ্গমার্জনা বস্ত্রে মুখানি মুছিল। সুবাসিত জলপাত্র আনি সমপিল।
মিষ্টান্ন সামগ্রী রুটী শর্করা সহিতে। নানা ফল ছানা ননী পায়স মিলিতে।
রামকৃষ্ণ সথাসঙ্গে করয়ে ভোজন। জলপান করি পুন তাম্বূল চর্ষণ।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি হলধর রায়। গো-দোহন-হেতু চলে গোশালায়।
দাসগণ সনে হরি করে গোদোহনে। আপনে করিঞা করায় অন্তর্জনে।

তারপর গোদোহন লীলা করি' সমাধান ।

মোহন মন্দিরে আসি করে অধিষ্ঠান ॥

ছই দণ্ড রাত্র ঐছে লীলাক্রমে গেল । রত্ন-পালঙ্কে ছহঁ শয়ন করিল ॥

তারপর একদণ্ড অলস ভজন । বিশাল বুধভাদি সঙ্গে হইল মিলন ॥

রামসঙ্গে সখাগহ করয়ে গমন । পূর্বদ্বার গৃহে বৈসে শ্রীনন্দনন্দন ॥

তৎসময়ে শ্রীদাম স্ত্রীদামাদি গণ লৈঞা । কৃষ্ণবলরাম সঙ্গে মিলিলেন যাঞা ॥

শ্রীদামাদি-দরশনে কৃষ্ণ-সন্তোষণ । তাঁহা সভে বসিতে দিল আপন আসন ॥

সুবল উজ্জল মধুমঙ্গল নম'গণ । একে একে সব সখার হইল মিলন ॥

চতুর্দশ রাত্রে এই সব লীলা । তারপর রাজসভা বণন করিলা ॥

তৎসময়ে সাধক সিদ্ধদেহ পাঞা । ভজ রামকৃষ্ণ গুরুর অমুগত হৈঞা ॥

তৎপরে শ্রীরামকৃষ্ণ রাজবেশ করে । নানাবেশ আভরণ দিবা বাস পরে ॥

সখাগণ লৈঞা কৃষ্ণ চলয়ে বাহিরে । তারপর আসন হইল আরাম মন্দিরে ॥

জ্বলিচা গালিচা ভোট পাতিল আসন । যথাযোগ্য স্থানে স্থানে বৈসে সখাগণ ॥

মধ্যে কৃষ্ণ রাজবেশ দক্ষিণে বলরাম । শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে শ্রীদাম স্ত্রীদাম ॥

তাঁহার অমুগত সব নিকটে বসিল । সুবল অর্জুন আদি সম্মুখে রহিল ॥

সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র সখা আদি করি । ষড়্ বিধ সখা লৈঞা বসিলেন হরি ॥

পিলসুজ্ দেউটা ধরি রহে দাসগণ । স্বস্তিবাচন করয়ে সকল ব্রাহ্মণ ॥

পরিপূর্ণ হইল লোকে সেইত মণ্ডল । চন্দ্রাতপ উপরে করয়ে বলমল ॥

ইন্দ্র অমরাবতী ব্রহ্মার সদন । যাহার নিকটে অতি তুচ্ছজ্ঞান হন ॥

নিত্যসুখ নিত্যানন্দময় সর্বজন । নানাবিধ গীত বাজে আনন্দ নর্ত্তন ॥

গুণিগণ গান করে নাচত নর্ত্তকী । মৃদঙ্গ মাদল ডম্ফ বাজে থাকি থাকি ।

নট নাটিকা গান নিত্য পরকাশ । গণিকা নারিকারূপে নানাবিধ হাস ॥

ক্রকৎস ক্রকুটী তান তাল ধরে করে । মাদল মৃদঙ্গরাজে বাজয়ে চন্দ্রের ॥

রামকৃষ্ণ গুণ গায় আনন্দিত হৈয়া । গান তাল কটাক্ষ করে চাঁদমুখ চাঞা ॥

রাজসমাসনে বসি রাজ আভরণ । রাজছত্রে বিরাজিত শ্রীনন্দনন্দন ॥

চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ চারু কলেবর । ময়ূরপুচ্ছ চালে কেহোত চামর ॥

কনক বসন শোভা বিজুরির ছটা । নবমেঘে বিলসিত কাদম্বিনী-গটা ॥

বনমালা উরসি শিরসি ফুলমাল । রাম-বামে কিবা শোভা শ্রীনন্দনহলাল ॥

গুণিগনে বিতরণে অদৈত্ব করিল । বসন রতন মণি সভাকারে দিল ॥

তারপর নৃত্যগীত করে সমাধান । গুণিগণে বিদায় হৈয়া যায় অগ্রস্থান ॥

তারপর কৃষ্ণসখা শ্রীমধুমঙ্গল । নানা পরিহাসে করে আনন্দ কন্দল ॥

কখন কাহারো বেশ করি থাকি দূরে । নারীরূপ ধরিয়া কটাক্ষ ভঙ্গী করে ॥

কভু দম্প্রাণ হৈয়া করয়ে বিভ্রাস । বিকৃত করিয়া অঙ্গ কভু করায় হাস ॥

ঐছে রূপে নানা ক্রোড়া করে সখাসনে । নৃত্য গীত উদ্ভট কর্ম বিবিধ বিধান ॥

যশোমতী তারপর করয়ে আস্থান । আজিকার মত লীলা কর সমাধান ॥

শ্রীদামাদি সনে কৃষ্ণ করি আলিঙ্গন । মধুর বাক্যে সুবল আদি করিল তোষণ ॥

যথাযোগ্য সন্তোষণে বিদায় করিল । সব সখাগণ নিজ নিজালয়ে গেল ॥

মায়ের আস্থানে কৃষ্ণ করিল গমন । অন্তঃপুরে মাতৃসঙ্গে রোহিণী-নন্দন ॥

সুবাসিত জলে করে মুখ-প্রক্ষালন । পিতার নিকটে বৈসে শ্রীনন্দনন্দন ॥

তারপর রোহিণী পাক করিলা আপনে । ভোজনার্থে রামকৃষ্ণ করিল আস্থানে ॥

নন্দ উপনন্দ সনন্দ নন্দন প্রভৃতি । সকলে করিল তবে পাকশালায় গতি ॥

ভোজন সমাধি পুন তাষ্মূল চর্কণ । তারপর নিজালয়ে সভার গমন ॥

মোহন-মন্দির কিবা কুসুম-আসন । নিজ নিজাসনে ছহঁ করিল শয়ন ।

দাস-দাসীগণ করে চরণের সেবা । সেই দাসসম ভাগ্যবান আছে কেবা ॥

অষ্টদণ্ড নিশান্ত এইরূপ লীলা করে । তারপর শয়ন ভাবিহ অন্তরে ॥

এইত সারাফলীলা কহিল সমাপন । তারপর স্ব স্ব গৃহে চলে সখাগণ ॥

শ্রীদাম স্ত্রীদাম নিজ নিজগণ লৈঞা । বুধভালুপুরে চলে দিউটা জালিঞা ॥

নিজগণ সহিতে করে নানা পরিহাস । সহচর লৈঞা করে হাঙ্গুল বিলাস ॥

তৎপরে গোশালা যাঞা গাভী-দোহন । দোহন সমাধি পুন সঙ্গে লৈঞা গণ ॥

আরামস্থলীতে যাঞা হৈল উপনীত । শ্রীদাম স্ত্রীদাম বৈসে স্বগণ-আবৃত ॥

নানা রহস্য নূতা গীত বাস্তবস। পরিহাস দাত-ক্রীড়া আনন্দে অবশ ॥
কভু কোন দিন হয় গুণির গায়ন। কখন নর্তকীগণ করয়ে নর্তন ॥
বাঙগীতে পরিপূর্ণ বৃষভাত্তপুত্রী। সদানন্দময় তাহা কি পুরুষ নারী ॥
ক্রীদাম হৃদাম দৌহে করি আলিঙ্গন। শয়নমন্দির প্রতি করিল গমন ॥
তবে সুদামচাঁদ আইল নিজালয়ে। সখা উপসথাগণ করিল বিদায়ে ॥
স্নেহে স্ত্রীলা মাতা বদন মুছিল। নানা মিষ্ট অন্ন চতুর্বিধ সমপিল ॥
আচমন করিয়া বসিলা দিব্যাসনে। তাষূল করিঞা সজ্জ দেয় দাসগণে ॥
মধুরঙ্গ অনন্তক অতি প্রিয় দাস। সকল রহস্য জানে সদা রহে পাশ ॥
রত্নপালঙ্কোপরি কুহুম আসন। পশ্চিম-দ্বারী রত্নালয়ে করিলা শয়ন ॥

পাদসেবা করে দৌহে স্নিগ্ধ তৈল দিঞা।

গ্রীষ্ম হৈলে বায়ু করে চামর চালিঞা ॥

তত্তৎসময়ে নিজ সিদ্ধদেহ পাঞা। দরশন কর কৃষ্ণ-স্বরূপ জানিঞা ॥
দশ দণ্ড নিশায় হইল সেবা সমাধান। তারপর কহি শেষ কর অবধান ॥
স্বপ্ন দেখে হৃদাম রাত্রিতে শয়নে। যতক্ষণ রহে ঘরে রামকৃষ্ণ বিনে ॥
যেই যেই ক্রীড়া কৈল রামকৃষ্ণ লৈঞা। গৃহে গোষ্ঠে গোচারণ বৃন্দাবন যাঞা ॥
সেই সেই লীলা স্বপ্নে করয়ে দরশন। আপনাকে জানে কৃষ্ণছাড়া কভু নন ॥
স্বপ্নমধ্যে বাহুস্বরে করে হৈ হৈ। অরে রামকৃষ্ণ ভাই ধেতুগণ কই ॥
দিবসের লীলা যত স্বপ্নেতে প্রচারে। নিত্যসিদ্ধ দেহ পাঞা সেবহ অন্তরে ॥
গুরুরূপে সখ্যাসঙ্গে ব্রজেতে বসিঞা। ভজ রামকৃষ্ণ সদা সখ্যাতাব লৈঞা ॥
যুগলকিশোর ভজ ছাড়িয়া কামনা। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ছাড়িঞা বাসনা ॥
শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দ-সুন্দর-পদে আশ। দশ পরিচ্ছেদ কহে নয়নানন্দ দাস ॥
প্রয়োভক্তিরসার্গব অমৃত সমান। সখ্যারস ভক্তগণ সদা কর পান ॥
যেই জনা পড়ে শুনে শ্রদ্ধা করি মনে ॥ অন্তে সেই পায় রামকৃষ্ণের চরণে ॥
সর্বপাপ তাপ যায়, হয় শুদ্ধমতি। অচিরাতে রামকৃষ্ণের সেবা হয় প্রাপ্তি ॥
সখ্যাপ্রেম-ব্রহ্মস্বাদে যার নিষ্ঠা মন ॥ সে করে অবশ্য এই গ্রন্থ-আস্বাদন ॥

শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থ দর্শন করিয়া। লিখিলাম ভাবাছন্দে কাতর হইঞা ॥
আমি অতি ক্ষুদ্রমতি বিষয়ী দুরাচার। গ্রন্থ বর্ণিবার শক্তি কি আছে আমার ॥
শ্রীগুরুর অমুগ্রহ বৈষ্ণব করুণা। রূপাবলে ভাবাছন্দে করিল বর্ণনা ॥
মোর ইষ্ট হন প্রভু গোপালচরণ। তাঁর পাদপদ্ম শিরে করিয়ে ধারণ ॥
তাঁর আজ্ঞাবলে লেখি আমি মূর্খ হৈঞা। সেই প্রভু রূপা কৈল সদয় হৈঞা ॥
তাঁর আরাধ্য হন শ্রীপ্রভু কাহুরাম। তাঁহার ইষ্ট শ্রীহরিচরণ আখ্যান ॥
তিহো পান্থ গোপালের প্রিয় হন। পান্থঞা গোপাল হন গোপালের গণ ॥
তাহার মহিমা খ্যাত আছে সর্বজনে। ব্যাঘ্রে হরিনাম মন্ত্র দিল যে কাননে ॥
খোনকারের খানা অন্ন কৈল পুষ্পময়। বাহাকে স্পর্শি চৌরগণ পথে অন্ধ হয় ॥
কি কহিব আমি সেই গোপাল-মহিমা। সুন্দরের রূপাপাত্র তাঁহার করুণা ॥
শ্রীযুত সুন্দরানন্দ হৃদাম আখ্যান। নিত্যানন্দ চৈতন্তের পার্শ্ব প্রধান ॥
রামকৃষ্ণ-প্রিয়সখা রত্নভানু-সুত। কলিযুগে শ্রীযুত সুন্দর বিখ্যাত ॥
শ্রীযুত সুন্দরানন্দ সহ ভজ মন। নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্ত-চরণ ॥
চৈতন্ত-ভক্তগণ মোর শিরোমণি। কোটি কোটি নতি করি শিরে জোড় পানি ॥
দ্বাদশ গোপাল জয় মহাস্তের গণ। একে একে বন্দিব মুই সভার চরণ ॥
বৈষ্ণব-পদারবিন্দে সহস্র প্রণতি। অপরাধ ক্ষমাইবে এইত বিনতি ॥
অভিরাম সুন্দরানন্দ গোপাল মহান্ত। সকলের পাদপদ্ম ভাবিঞা একান্ত ॥
গোপালচরণ-প্রভু-পদে করি আশ। প্রয়োভক্তিরসার্গব করিলা প্রকাশ ॥
এ দাস নয়নানন্দ গোপালের কিস্কর। শ্রীযুত গোকুলচন্দ্র জ্যোতী সহোদর ॥
তাঁহার আশ্রয়-সুত্র কথোক দেখিঞা। এই গ্রন্থ লিখিলাম প্রচার করিঞা ॥

ইতি শ্রীপ্রয়োভক্তিরসার্গবে দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

সমাগুণ্ডায়াং গ্রন্থঃ । *

শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়

শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীশ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীশৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥
মন্দিরে বস্তুতে যন্ত শ্যামসুন্দরবিগ্রহঃ ।
পূর্ণ-বিক্রয়দ্রব্যেণ পূজা যেন কৃতা পুরা ॥
যবনাম্নং কৃতং পুষ্পং ব্যাঘ্রে মন্ত্রপ্রদায়কম্ ।
তং নম্রা পণিগোপালং ক্রিয়তে পুস্তকং ময়া ॥

জয় জয় ভকত-বৎসল শ্রামচাঁদ ।

পূরবে নন্দের গৃহে, বোঝা-বাহিক রূপে * এবে পিরিতে বহে পান ॥ ১
তার বিবরণ শুন, সন্ন্যাসী একজন, শ্রামচাঁদ মাথে করি ফিরে ।
আসিয়া মঙ্গলডিহে, বৈসে পণ্ডিত-গৃহে, সেদিনে পণ্ডিত সেবা করে ॥ ২
সেবা-অবসরে বসি, দ্বিজে কহে সন্ন্যাসী,প্রয়োজন আছে ।
পণ্ডিত ছাসিকে কহে, আছেন মঙ্গলডিহে, গোপাল ডাকিঞা দিঞা কাছে ॥ ৩
আদিঞা গোপাল তবনি, 'নমঃ নারায়ণ' বলি, সন্ন্যাসীর নিকটে বসিলা ।
ত্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ হন, দৌহে প্রেম আলিঙ্গন, দুইজনে মিত্রতা করিলা ॥ ৪
শ্রামচান্দে দৃষ্টি হয়, দরশনে বিস্ময়, প্রণিপাত প্রণাম করয় ।
তদবধি রাস্তা পদ-লুকা গোপালের চিত, নেত্রে জল ঝরঝর বয় ॥ ৫
ঠাকুর ছাসিকে কন, কোন্ দেশে পূর্বাশ্রম, কোন্ দেব, কর উপদেশ ।
এ হেন মোহন মূর্তি, তুমি বা পাইলা কতি, কহ মোরে সকল বিশেষ ॥ ৬

* বাধা কভু নাহি বহে (বীরভূমি ১৩২-১১০ পৃঃ); বোঝা কভু নাহি বহে (বীরভূম-বিবরণ মঙ্গলডিহি-কাহিনী পরিশিষ্ট ৮০)

সন্ন্যাসী গোপালে কন, শুন মোর গৃহাশ্রম, কহি শ্যামচন্দ্রের অশ্রম ।
 কহিতে কহিতে শ্রাসী, কৃষ্ণ-প্রেমসিন্ধু ভাসি, প্রেম-ধারা পুলকিত অঙ্গ ॥ ৭
 যজ্ঞেতে শ্রীদামচাঁদে, ভায়া লাগি অন্ন মাগে, অন্ন দানে বজ্রপত্নীগণে ।
 অন্ন আনি করি হাতে, বায় শ্রীদামের সাথে, কুল লাজ ভয় নাহি মানে । ৮
 নব নব দ্বিজবধু, বলমল মুখবিধু, উলমল গমন স্তম্ভা ।
 প্রেমধারা দুদ্বন্দ্বনে, প্রবেশই সেই বনে, যেখানেতে কৃষ্ণ বলরাম ॥ ৯
 আসি দরশন পাই, স্বৈত শ্যামল দুই চান্দ ।
 নারীগণে কহে প্রভু, আর না ছাড়িবা কভু, চরণে পরাণ কৈল দান ॥ ১০
 নব কর ছুটি জোড় করি, দ্বিজকুলে উজ্জল বনিতা ।
 যত মনস্তাপ ছিল, সকল দূরেতে গেল, শূনি হরি-মুখের বারতা ॥ ১১
 তদবধি কুলধর্ম, সেই উপাসনা কর্ম, গতি মতি শ্রীরাম কানাই ।
 বহুদিন গেলে কলি, সে মূনির বংশাবলী, মতে তারা কৃষ্ণগুণ গাই ॥ ১২
 তার মধ্যে একজন, পরম ভকত হন, পূর্বাপূর্ব কৃষ্ণলীলা শুনি ।
 তখন না হলা জন্ম, না দেখি সে সব কর্ম, মনে কত অধিক্ষেপ মানি ॥ ১৩
 এইত যমুনাতীরে, ধরাধরি করি করে, লখাসঙ্গে কৃষ্ণবলরাম ।
 রৌদ্রেতে তাপিত হলে, নামিয়া শীতল জলে, অঞ্জলিতে করিতেন পান ॥ ১৪
 স্নিগ্ধ যমুনার তীরে, নব নব দুর্বাদলে, করিতেন গোধন চারণ ।
 সেই লীলাচিহ্ন দেখি, প্রেমধারা ছুটি আঁখি, পরে দ্বিজ হয় অচেতন ॥ ১৫
 মোর পূর্ব ঠাকুরাণী, দিয়াছিলা অন্ন আনি, রামকৃষ্ণ করয়ে ভোজন ।
 সেই বংশে জনম মোর, সেই ব্রজপুরে ঘর, কেনে না পাইয়ে দরশন ॥ ১৬
 যমুনা কৃষ্ণের প্রিয়া, ইহার হইলে দয়া, শ্রীকৃষ্ণের পাই দরশন ।
 তা' বুঝি' যমুনাকূলে যমুনাকে পূজয়ে ব্রাহ্মণ ॥ ১৭
 হেদেগো যমুনা মাতা, তুমি দিবাকর-সুতা, শ্রীনন্দসুতের প্রিয়তমা ।
 হরি-দরশন পাই, পূর্ণ কর মনের বাসনা ॥ ১৮
 দুপ দীপ উপচার, মধুপর্ক অর্ঘ্য আর, স্নগন্ধ চন্দন দিল জলে ।

নানাবিধ পুষ্পাঞ্জলি স্রোতে বাঁধি বায় চলি, উলমল পবন-হিলোলে ॥ ১৯
 তাহাতে যমুনা মাতা প্রসন্ন হইল সেথা, স্বপ্নে দেখা দিল মুখি ধরি ।
 নানাজাতি অলঙ্কার, বিচিত্র বেশর হার, রূপবতী পরম সুন্দরী ॥ ২০
 যাগর উড়নি সাড়ী, হৃদয়ে কাঁচলি পরি, নববয়ঃ ব্রজে বিহারিণী ।
 যমুনা কহয়ে দ্বিজ ! যে লাগি আমারে ভজ, কার্যাসিন্ধু করি দিব আমি ॥ ২১
 কিন্তু বিগ্রহরূপে, প্রভু দরশন পাবে, এবে নহে লীলার প্রচার ।
 ব্রজের দ্বাদশ বন, করহ পরিযটন, পাবে হরি শ্রীনন্দকুমার ॥ ২২
 মনে ভাবে দ্বিজবর, ব্রজে সেবা গোপেশ্বর, এই আজ্ঞা তেঁহ করা'ছিল ।
 দুই আজ্ঞা এক হৈল, মনের সন্দেহ গেল, প্রণিপাত প্রণাম করিল ॥ ২৩
 বিদায় হইল বিপ্র, গমন করিল শীঘ্র, চৌরাশি-ক্রোশেতে ব্রজে ফিরে ।
 ঝোর বাকর * কত, প্রবেশে সঙ্কট পথ, বহুশূল তাহার ভিতরে ॥ ২৪
 স্থল অতি সুশীতল, নানাজাতি পুষ্পফল, পল্লব কুসুম আচ্ছাদন ।
 একটি তাহার মাঝে, শ্যাম বিগ্রহ আছে, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা স্মমোহন ॥ ২৫
 বিগ্রহ সুন্দর হন, স্মাধুরী স্ফুটন, শুনেছি যমুনার মুখে ।
 বহু ছুখে প্রভু পাঞা, মনে উলসিত হঞা, ঘরে লঞা বায় দ্বিজ স্নেহে ॥ ২৬
 ছ করিঞা স্মার বুকো, কাম্যবনে বাস কৈল ।
 একাশি পুরুষ ধার, তারা সবে সেবা করি, সকলে শ্রীকৃষ্ণ পাইল ॥ ২৭
 আমি অবশেষ, হইঞা সন্ন্যাসী, বিদেশে ভ্রমিয়া ফিরি ।
 পিতৃ-পুরুষের, সেবাটি আছিল, তাহা ত ছাড়িতে নারি ॥ ২৮
কালে, পরিচয় দিল, যত সেবা উপাসনাধর্ম ।
 ব্রজবাসি-দ্বিজ, কুলেতে জনম, এখন ভ্রমণ কর্ম ॥ ২৯
 সেই মোর পূর্ব, ঠাকুরাণী গণে, ভজয়ে রামকানাই ।
 সেই হৈতে মোর, কুলের দেবতা, রামকৃষ্ণ ছুটি ভাই ॥ ৩০

পূর্ব পরিচয় দিয়া,
ঠাকুর কহেন,
উত্তম ব্রাহ্মণ,
হনুমান চড়ি,
ঠাকুর সুন্দর,
পুরুষা নামেতে,
তাহার ঘাটেতে,
কৃপা করি প্রভু,
সঙ্গেতে তাহার,
দ্বাদশ দিবস
আমার গৃহিণী,
এই ছই জনে,
তের বৎসরেতে,
সন্ন্যাসী কহয়ে,
তাহাতে সন্ন্যাসী,
তবে শ্যামচান্দে,
যতন করিঞা,
কৃষ্ণসেবায়োগ্য,
তা' বুঝি সন্ন্যাসী,
চারি মাস লাগি,
ঠাকুর কহেন
হেন শ্যামচান্দ,
পুনশ্চ সন্ন্যাসী,
অতিযোগ্য যদি,
ঠাকুর কহেন—

সেই ত সন্ন্যাসী,
আমার পিতার,
কুলেতে জনম,
রামচন্দ্র আসি.
মোরে কৃপা করে,
একটি পুরুষী,
কদম্বখণ্ডিতে,
সেখানে বসিঞা,
অনেক বৈষ্ণব,
করে মহোৎসব,
লক্ষ্মীপ্রিয়া আর,
আ.....
হঞা দৌহার,
অলপ বয়সে,
আশ্চর্য লাগয়ে,
দিবস কএক,
সময় বুঝিঞা,
ইহারা উত্তম,
গোপনে কহয়ে,
সেবাটি যোগ্যহ,
'তথাস্তু' বচন,
তোর গোষ্ঠি বিনে,
কহে মিতা মোর,
তোমার বাড়ীতে,
শুনহ সন্ন্যাসী,

কহে দাঁও পরিচয়।
নাম 'মনসুখ' হয় ॥ ৩১
পরম তপস্বী হন।
যারে দেন দরশন ॥ ৩২
তাহার বিবরণ শুন।
গ্রামের পূর্বেতে রন ॥ ৩৩
বৈসা' শ্রীসুন্দরানন্দ।
আমাকে দিলেন মন্ত্র ॥ ৩৪
আসিঞা আমার ঘরে।
আমাত্মা সকলে করে ॥ ৩৫
ভগ্নী মাধবী নাম।
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-প্রদান ॥ ৩৬
শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি।
..... ৩৭
নবীনা ছুটি নারী।
হেথা রাখি তীর্থ করি ॥ ৩৮
প্রভুর দিবেক ভোগ।
বটেন তিনটি লোক ॥ ৩৯
বচন রাখহ তুমি।
নীলাচলে যাই আমি ॥ ৪০
সন্ন্যাসী সৌপিল তায়।
সৌপিয়া যাইব কায় ? ৪১
আর এক কথা শুন।
কৃষ্ণ-সেবা নাহি কেন ? ৪২
যে কারণে নাহি সেবা।

পূর্বেতে আমারে,
প্রভুর সাক্ষাতে,
তাথে প্রভু মোরে,
শ্রীগুরু-আজ্ঞাতে,
কত দিনে কৃপা।
সন্ন্যাসী তাহা শুনি,
আমার কপালে,
এ কথা শুনিঞা,
এক একবার,
.....এগ আমি,
স্বকার্য লাগিঞা,
... ফিরিঞা
আ...বুঝি',
শুন মিতা মোর,
সন্ন্যাসী কহেন,
তাহাতে ঠাকুর,
যাহার দেবতা
একে সে এদেশ
তাহাতে এ গ্রাম,
কি গুণে এখানে,
কিছু চিন্তা নাহি
বাক্যে তুষ্ট হঞা।
দক্ষিণ অবধি,
নীলাচল গঙ্গা,
জয়ন্তা ভবানী,

যথনে করিলা কৃপা ॥ ৪৩
নিবেদন কৈল যবে।
সেবা ঘরে বসি' পাবে।
শুনহে সন্ন্যাসী মিতা।
সেই প্রভু মোর কোথা ?
কি জানি আমাকে কলে।
ধীরি ধীরি ফিরি বলে ॥ ৪৪
বিদেশে যাইতে নারি।
এক একবার ফিরি ॥ ৪৭
কি বলি এখন নিব।
কেমতে জবাব দিব ? ৪৮
হেঁট মাথা করি থাকে।
ঠাকুর কহেন তাঁকে ॥ ৪৯
ফিরিঞা আইলা কেনে
সন্দেহ হইল মনে ॥ ৫০
এ কথা মনে কি লাগে
অন্তের নিকটে থাকে ॥ ৫১
উষ্ণান সকলে খায়।
স্থান সে কর্কশপ্রায় ॥ ৫২
আমার বশে রহিবে ?
আসি শ্যামচান্দ পাবে ॥ ৫৩
তীর্থ করিবারে যায়।
ভ্রমণ করিলা প্রায় ॥ ৫৪
বানোয়া ? কুণ্ডকে ফি
...ভ্রমণ করি ॥ ৫৫

পূর্ব পরিচয় দিয়া, সেই ত সন্ন্যাসী, কহে দাঁও পরিচয়।
 ঠাকুর কহেন, আমার পিতার, নাম 'মনসুখ' হয় ॥ ৩১
 উত্তম ব্রাহ্মণ, কুলেতে জনম, পরম তপস্বী হন।
 হনুমান চড়ি, রামচন্দ্র আসি, যারে দেন দরশন ॥ ৩২
 ঠাকুর হুন্দর, মোরে রূপা করে, তাহার বিবরণ শুনি।
 পুরুষা নামেতে, একটি পুরুষী, গ্রামের পুবেতে রন ॥ ৩৩
 তাহার ঘাটেতে, কদম্বখণ্ডিতে, বৈসা' শ্রীহরদ্রানন্দ।
 রূপা করি প্রভু, সেখানে বসিঞা, আমাকে দিলেন মন্ত্র ॥ ৩৪
 সন্তেতে তাহার, অনেক বৈষ্ণব, আসিঞা আমার ঘরে।
 ছাদশ দিবস, করে মহোৎসব, আমাত্মা সকলে করে ॥ ৩৫
 আমার গৃহিণী, লক্ষ্মীপ্রিয়া আর, ভগ্নী মাধবী নাম।
 এই ছই জনে, আ..... শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-প্রদান ॥ ৩৬
 তের বৎসরেতে, হঞা দৌহার, শ্রীকৃষ্ণচরণে মতি।
 সন্ন্যাসী কহে, অলপ বয়সে, ॥ ৩৭
 তাহাতে সন্ন্যাসী, আশ্চর্য লাগয়ে, নবীনা ছুটি নারী।
 তবে শ্রামচান্দে, দিবস কএক, হেথা রাখি তীর্থ করি ॥ ৩৮
 যতন করিঞা, সময় বুঝিঞা, প্রভুর দিবেক ভোগ।
 কৃষ্ণসেবাবোণ্য, ইহারা উত্তম, বটেন তিনটি লোক ॥ ৩৯
 তা' বুঝি সন্ন্যাসী, গোপনে কহয়ে, বচন রাখহ তুমি।
 চারি মাস লাগি, সেবাটি যোগা, নীলাচলে যাই আমি ॥ ৪০
 ঠাকুর কহেন, 'তথাস্ত' বচন, সন্ন্যাসী সৌপিল তায়।
 হেন শ্রামচান্দ, তোর গোষ্ঠি বিনে, সৌপিয়া যাইব কায় ॥ ৪১
 পুনশ্চ সন্ন্যাসী, কহে মিতা মোর, আর এক কথা শুনি।
 অতিযোগা যদি, তোমার বাড়ীতে, কৃষ্ণ-সেবা নাহি কেন ॥ ৪২
 ঠাকুর কহেন—, শুনহ সন্ন্যাসী, যে কারণে নাহি সেবা।

পূর্বেতে আমারে, ঠাকুর হুন্দর, যখনে করিলা রূপা ॥ ৪৩
 প্রভুর সাক্ষাতে, কৃষ্ণসেবা লাগি, নিবেদন কৈল যবে।
 তাথে প্রভু মোরে, করিলা বারণ, সেবা ঘরে বসি' পাবে ॥ ৪৪
 শ্রীগুরু-আজ্ঞাতে, সেবা না করিয়ে, শুনেহ সন্ন্যাসী মিতা।
 কত দিনে রূপা, করি আসিবেন, সেই প্রভু মোর কোথা? ॥ ৪৫
 সন্ন্যাসী তাহা শুনি, মনে মনে গুণি, কি জানি আমাকে ফলে।
 আমার কপালে, আশুন লাগে বা, ধীরি ধীরি ফিরি বলে ॥ ৪৬
 এ কথা শুনিঞা, সেবা পরে দিঞা, বিদেশে যাইতে নারি।
 এক একবার, তীর্থ যাত্রা করি, এক একবার ফিরি ॥ ৪৭
এগি আমি, সেবা সমর্পিল, কি বলি এখন নিব।
 স্বকর্য লাগিঞা, বন্ধুতা করিঞা, কেমনে জবাব দিব? ॥ ৪৮
 ...ফিরিঞা, আসিয়া সন্ন্যাসী, হেঁট মাথা করি থাকে।
 আ...বুঝি', হৃদীর বচনে, ঠাকুর কহেন তাঁকে ॥ ৪৯
 শুনি মিতা মোর, সন্ন্যাসী গোসাঞি, ফিরিঞা আইলা কেনে?
 সন্ন্যাসী কহেন, তোমার কথাতে, সন্দেহ হইল মনে ॥ ৫০
 তাহাতে ঠাকুর, কহেন শুনত, এ কথা মনে কি লাগে।
 যাহার দেবতা, তাহারে তেজিঞা, অস্তুর নিকটে থাকে ॥ ৫১
 একে সে এদেশ, মংগুগ্রাহী লোক, উষ্ণান সকলে খায়।
 তাহাতে এ গ্রাম, দধিহৃৎ-হীন, স্থান সে কর্কশপ্রায় ॥ ৫২
 কি গুণে এখানে, তোমার শ্রামচান্দ, আমার বশে রহিবে?
 কিছু চিন্তা নাহি, সন্ন্যাসী গোসাঞি, আসি শ্রামচান্দ পাবে ॥ ৫৩
 বাক্যে তুষ্ট হঞা, তখন সন্ন্যাসী, তীর্থ করিবারে যায়।
 দক্ষিণ অবধি, আর পূর্বদিক, ভ্রমণ করিলা প্রায় ॥ ৫৪
 নীলাচল গঙ্গা, সাংগর-সদম, বানোয়া? কুণ্ডকে ফিরি।
 জয়ন্তা ভবানী, ত্রিপুরা কামাখ্যা, ...ভ্রমণ করি ॥ ৫৫

চারি মাস বলি,
বুঝি শ্রামচান্দ,
এতদিনে চলে
পর্ণের বাপার,
গ্রামের নৈঋতে
পনর দিবসে
সেই বরজের
সেবার কারণে
সেইদিন হইতে
শ্রামচান্দ তার,
পঞ্চকোটে * পথ
পান বিকি করি,
পান-বেচা ধন,
ঘরে আসি ধন,
তাহার গৃহিনী,
দধি দুগ্ধ আদি.
প্রাতঃকালে ছেনা,
শর্করা মিঠাই,
কিঞ্চিৎ ভোগের,
মোর শ্রামচান্দ,
কখন কখন
কাল সকালেতে
যশোমতী যেন,

সন্ন্যাসী যাইল,
রূপা কৈল মোরে
কোন রূপে সেবা,
সদ্বৃত্ত করণ
পর্ণলতা গাড়ি'
বরজ হইল,
এক বোঝা করি,
ঠাকুর গোপাল,
পান্নুঙা গোপাল
বোঝাটি বহেন,
পঁচিশ ক্রোশ সে,
দশ দুগু মাঝে,
বান্ধিতে দ্বিগুণ,
হয় শত গুণ,
লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী,
বিবিধ মিষ্টান্ন,
সন্ধ্যায় শীতল,
পান জুড়াইঞা,
বিলম্ব হইলে,
ক্ষণায় পীড়িত,
তাহারে স্বপনে
ক্ষীর খাওয়াইবে,
পালে নন্দলালে,

বৎসর বহিঞা গেল ।
...মনে হৈল ॥ ৫৬
আখের লাগিঞা ভাবে ।
করিব..... ॥ ৫৭
বারই আনিঞা সোঁপে ।
দেখি সর্বলোক কাঁপে ॥ ৫৮
পান নিতি নিতি লঞা ।
বিদেশে বোচেন যাঞা ॥ ৫৯
নামটি লোকেতে বলে ।
তেঞি আলগোছে চলে ॥ ৬০
নিতি বাতায়াত করে ।
সেবা করে আসি' ঘরে ॥ ৬১
পথে চতুর্গুণ হয় ।
লোকে ত আশ্চর্য্য কর ॥ ৬২
তাথে দ্রব্য কত করে ।
পরিপূর্ণ হয় ঘরে ॥ ৬৩
সামগ্রী সময়-ফল ।
কর্পূর-বাসিত জল ॥ ৬৪
লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরানী ।
হেরয়ে মুখখানি ॥ ৬৫
শ্রামচান্দ কহে কথা ।
শুন লক্ষ্মীপ্রিয়া মাতা ॥ ৬৬
সেই সে এখানে দেখি ।

দ্রোপদীর যেন,
সেইরূপে লক্ষ্মী.
ঠাকুর সেমত
এইরূপে চারি,
.....আনন্দে,
তাহাকে দেখিঞা,
সেবা কার্য্য যত,
কান্দয়ে পান্নুঙা,
মঙ্গলডিহি,
আরতি সময়ে,
বুঝিঞা তাহাতে,
ক্ষণেক বিলম্বে,
আজি কোথা হইতে,
কহে ত সন্ন্যাসী,
বাড়ী প্রবেশিতে,
ক্রেধেতে সন্ন্যাসী,
ঠাকুর পান্নুঙা,
কত উপরোধে,
প্রভাতে উঠিঞা,
তোমাতে আমাতে,
শুনিঞা পান্নুঙা,
হইঞা কাতর,
মোর সেবা নন,
রক্তন উপলে,
আনন্দ করয়ে,
ঠাকুরাণী তেন
বৎসর সকলে
অক্রুর-স্বরূপ
চমকিত হঞা
হইল রহিত,
তাহার বরণী,
হৈল হাহাকার,
আসিঞা সন্ন্যাসী,
ভাবয়ে মনেতে,
কিছু স্থির হঞা
আইলা মিতা মোর,
আমি ত বিদেশী,
শুনি হাহাকার,
তহু গরগর,
স্তব করে কত
জনপান করে,
মিতা মিতা বলি,
এই ত বিদায়,
কান্দিয়া নিকটে,
জোড় করি কর,
তোমার বটেন,

পাইঞা শ্রীকৃষ্ণ সুখী ॥ ৭
সময় বুঝিঞা সেবা ।
তেঞি হ'ল দৌহে রূপা ॥ ৬৮
প্রিয়পদ সেবে ।
সন্ন্যাসী আইল তবে ॥ ৬৯
অঙ্গ কাঁপে থরহর ।
অবশ হইল কব ॥ ৭০
ভগ্না মাধবীলতা ।
শুনিয়া 'বিষম-কথা' * ॥ ৭১
বসেন প্রভুর কাছে ।
দোড়াইয়া দেয় পাছে ॥ ৭২
পান্নুঙা ত্রাসিকে কর ।
ভাল ছিলে মহাশয় ? ৭৩
আমারে জিজ্ঞাস কি ?
ভাবেতে বুঝিরাছি ॥ ৭৪
বন ফিরে ছুটি আঁখি ।
দেখিঞা তাহা না দেখি ॥ ৭৫
সে রাত্রি শুতিরায় ।
সন্ন্যাসী ডাকিয়া কর ॥ ৭৬
শ্রামচান্দে যাছি লঞা ।
আইলা..... ॥ ৭৭
ধীর ধীর কিছু কন ।
যদি শুন নিবেদন ॥ ৭৮

দিবস কয়েক, রাখ শ্রামচান্দে, থাকহ করুণা করি।
 যতদিন দেখি, ততদিন বাঁচি, আজু বেলা হৈল মরি ॥ ৭৯
 তাহাতে সন্ন্যাসী, অতি রুষ্ট বাসি, নিষ্ঠুর বচন বলে।
 কোন্ ব্যবহার এইত বিচার, কাড়িঞা লইবে ছলে ॥ ৮০
 নন্দের মন্দিরে, প্রাণাধিক করি, যশোদা পালন করে।
 লোক-ব্যবহারে, প্রকট লীলাতে, পশ্চাতে রাখিতে নারে ॥ ৮১
 পরের বিগ্রহ, আপন বলিঞা, কেমনে রাখিতে চাহ।
 তেজি বলিছিলে— শীত্র করি মিতা, তীর্থ করিবারে বাহ ॥ ৮২
 নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, দয়া নাহি বাসি, শ্রামচান্দে মাথে করি।
 তা' দেখি ঠাকুর, পাহুঙা তখন, তন্নু আছাড়িয়া পড়ি ॥ ৮৩
 লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী সন্ন্যাসীর চরণে পড়িয়া থাকে।
 হরি যায় মধু-পূরে যেন গোপী, পড়েন রথের চাকে ॥ ৮৪

ছন্দান্তর

জুত চলে করি, দণ্ড বারি-কমণ্ডল, সেই শ্রামচান্দে মাথায় করিঞা।
 ঠাকুর পাহুঙা তার, পশ্চাৎ কঁাদিয়া যান, তবু হাসী না দেখে ফিরিঞা ॥ ৮৫
 শুন এক নিবেদন, দাঁড়াহ রে একক্ষণ, আর একবার শ্রামে দেখি।
 সন্ন্যাসী দূরেতে গেল, দরশন নাহি পাল, মাঠে যাঞা ভূমে পড়ি থাকে ॥ ৮৬
 লক্ষ্মীপ্রিয়ার মনে, দিবানিশি নাহি জানে, পড়িঞা কান্দয়ে সেই মাঠে।
 যতেক গ্রামের লোক, পড়ি কান্দে করি শোক, কেহো কেহো প্রবোধে নিকটে ॥ ৮৭
 বন্ধ বালক যত, কান্দে কুলবধু কত, সন্ন্যাসীতে লঞা গেল প্রাণ।
 আমরা গ্রামের লোক, এত যদি পাল শোক, ইহারা কতেক শোক পান ॥ ৮৮
 কান্দে লক্ষ্মীঠাকুরাণী, কেমনে বাচে..... না হইল প্রাণের ধারণ।
 যেমনে অকুর আসি, মোর সেই সন্ন্যাসী, প্রাণ লঞা করেন গমন ॥ ৮৯
 কোথা মোর শ্রামচান্দ, দেখা দিয়া রাখ প্রাণ, পাহুঙার গোষ্ঠিসহ কান্দে।

না দেখিয়া ছিলাম ভাল, দেখিয়া পরাণ গেল, এত দুখ দিলে শ্রামচান্দে ॥ ৯০
 এই মতে শোক করি, মাঠেতে আছেন পড়ি, গ্রামি-লোক ধরি আনে ঘরে।
 গ্রাম-শোকে অহুরাগী, আশ্বিনাতে পড়ে থাকি, সম্ভে তারা উপবাস করে ॥ ৯১
 সন্ন্যাসীর মাথে চড়ি, শ্রামচান্দ হৈলা ভারি, হাসী বলে চলিতে না পারি।
 দধি দুগ্ধ ঘূতে তুষ্ট, বুঝি হৈলা ধাতুপুষ্ট, তেজি আমি চলাইতে নারি ॥ ৯২
 মনেতে করি অহুমান বহুদূরে নাহি জান, ছই ক্রোশ পথমধ্যে রয়।
 “হেদে ছষ্ট সন্ন্যাসী! আমি আছি উপবাসী” শ্রামচান্দ সপনেতে কয় ॥ ৯৩
 “তাহারা আমার লাগি শোকে অন্নজল-তাগী সবে তারা উপবাসী আছে।
 তাহার লাগিয়া মোর, ব্যাকুল হয় অন্তর, শীত্র লঞা দেগা তার কাছে ॥ ৯৪
 এই দেখ প্রেম ডোরে, বন্ধন ছইটি করে, চলিতে না পারি এক পা।”
 একথা শুনিয়া হাসী, মনে অতি দুঃখ বাসি, আসেতে কাঁপয়ে তার গা ॥ ৯৫
 এইরূপে তিনবার, স্বপ্ন দেখে চমৎকার, উঠি উঠি হাসী করে জপ।
 পশ্চাৎ বুঝিল তাহে, স্বপ্ন ভৌতিক নহে, তখন.....স্বপ্ন ॥ ৯৬
 এই অপরাধ দেখি, পরঘরে প্রভু রাখি, বাইরাছিলাম তীর্থ করিবারে।
 বেছাময় বট তুমি, বুঝিতে না পারি আমি, চল এতু পাহুঙার ঘরে ॥ ৯৭
 শ্রামচান্দ করি মাথে, মঙ্গলভিহির পথে, সন্ন্যাসী সে ধীরে ধীরে যায়।
 পাহুঙা অন্ধনে পড়ি, দেখিয়া দয়াল হরি, স্বপনেতে ধরিয়া উঠায় ॥ ৯৮
 আমি যাছি ঘরে ফিরি, তুমি আইস আগুসরি, গ্রামের ঈশান পাশ পথে।
 পুনশ্চ পুনশ্চ কয়, এই স্বপ্ন মিথ্যা নয়, লাগ পাবে পথতে আসিতে ॥ ৯৯
 তারপরে লক্ষ্মীপ্রিয়া, ভূমিতলে ছিল শুঞা, সপনেতে তারে কয় কথা।
 বালকরূপেতে গলে, ধরিয়া বসিলা কোলে, খাইতে দেগো লক্ষ্মীপ্রিয়া মাতা!
 ধরি রাখে সন্ন্যাসী, আজি আমি উপবাসী, তুমি মোর তত্ত্ব না করিলে।
 পাহুঙা-অজিত ধন, তোমার হস্তের রক্ষন, তা বিনে উপাসী আছি বলে ॥ ১০০
 কিরিঞা আসিছি আমি, সামগ্রী করহ তুমি, গোপালে পাঠাও মোরে নিতে।
 নিজা ভাস্বিলে দোহে, নিজ নিজ স্বপ্ন কহে, কাঁদি পড়ে কহিতে কহিতে ॥ ১০১

কহে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, আনিবারে যাহ তুমি, সকালে ঠাকুর মহাশয় ।
 পূর্ণ কলস করি, লক্ষ্মীপ্রিয়া বামে ধরি, পান্ডুর শুভ যাত্রা হয় ॥ ১০৩
 অন্ন জ্যোৎস্না রাত্রি আছে, ধাইয়া শৃগাল কাছে, বামে গেল দক্ষিণেতে গাই ।
 অর্দ্ধেক পথেতে যাইতে, সেই সন্ন্যাসীর মাথে, শ্রামচান্দে দরশন পাই ॥ ১০৪
 ত্রাসী কহে নিজ কথা, সপনে দেখিছি সেথা, তেঞি আমি আসিল ফিরিঞা ।
 পান্ডু গোপাল কন, মোরে সেই স্বপ্ন হন, আইলাম তুরিতে ধাইঞা ॥ ১০৫
 ত্রাসী শব্দ করে কত, তুমি মিতা ভাগ্যবন্ত, যাইঞা.....যত ।
 গ্রামের নিকটে আইল, লোক শুনিবারে পাইল, বুদ্ধ যুব বালক ধায় শত ॥ ১০৬
 কেহো তহু দিতে ধায়, ঘরে লক্ষ্মীপ্রিয়া মায়, তোর শ্রামচান্দ আঁটল ফিরি' ।
 শুনি কত উলসিত, তহু হয় পুলকিত, মঙ্গল সামগ্রী সম্ভার করি ॥ ১০৭
 থালে দুর্বা ধাত্ত কড়ি, গোবৃতে প্রদীপ ভরি, চৌদিকে বেড়িঞা ফুলফল ।
 গ্রামবাসী কত নারী, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী বেড়ি, কারো কক্ষে কলস জল ॥ ১০৮
 রামচন্দ্র বনবাসে, ফিরিঞা অযোধ্যা আইসে, কৌশল্যা আনিতে যেন বান ।
 তেনতি সে লক্ষ্মীপ্রিয়া, আনন্দ পাথার হিয়া, কত দূরে মোর শ্রামচান্দ ॥ ১০৯
 দূরে সেই গ্রামকূলে, স্তম্ভল ছলাছলি, শ্রামচান্দ পান্ডুর মাথে ।
 পাছুতে সন্ন্যাসী বার, কার পানে নাহি চায়, হেঁট মাথা কান্দিতে কান্দিতে ॥ ১১০
 * চান্দী বনমালা নাচে, শিক্ষা বেণু শঙ্খ বাজে, কাংস্থ করতাল মৃদঙ্গ ।
 মঞ্জল চামর করে, ছত্রক মস্তকে ধরে, আড়ানিতে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ ॥ ১১১
 লক্ষ্মী দেয় জলধারা, গ্রামের জীলোক তারা, সবে মেলি দেয় ত ছলতি ।
 পাত্র দিয়া দুর্বাধান, ছড়াইঞা..... সন্দেশ মিষ্টার নানা জাতি ॥ ১১২
 রামচন্দ্র পাটে বসি, অযোধ্যা নগরে আসি, ত্রৈলোক্য বসিলা শ্রামচান্দ ।
 ডাকিয়া সধবা যত, তৈল হরিজা কত, দিলে মালা চন্দন পরান ॥ ১১৩
 শ্রামচান্দ আলা ঘরে, মহামহোৎসব করে, গোপাল পান্ডু মহাশয় ।

* চান্দী—নির্মল, শুদ্ধ, সজীব,

কত কীর পরমান, বিবিধ বাজ্ঞন অন্ন, ঠাকুরাণী রক্ষন করয় ॥ ১১৪
 বত করে রক্ষন, বাড়রে সহশ্রুণ, তরকারী জুইচারি শাক ।
 কত জাতি রান্ধে হুপ, চাঁছি ভরি ঘুতে পূপ, নারিকেল ভরে পিঠাপাক ॥
 সুগন্ধিত তিনচারি, কাল বাজ্ঞন করি, বড়ি দিয়া মকুলের কোঁড়া
 করিঞা বার্তাচুকী, আটা মাখি ঘুতে ছাকি, পানিফল রস্তা চাকা বড়া
 আম ভিজাঞা ছুধে, সর্করা কয়েক তাখে, আমচুর তেওটি অম্বল ।
 ভোগ সজ্জ করি লক্ষ্মী, প্রভুর সাক্ষাতে রাখি, ধরে ধরে বাজ্ঞন সকল ॥
 শ্রামচান্দে ভোগ দিঞা, কতলোকে খাওয়াইঞা, সংকীৰ্ত্তন সম্পূর্ণ করয় ।
 পান্ডু আনন্দ করি, ছড়ারে হরিদ্রা দধি, চতুর্দিকে হরিধ্বনি হয় ॥
 তাহা দেখি সন্ন্যাসী, মনেতে বিস্ময় বাসি, পান্ডুগোকে ধত্তা ধত্তা বলি
 ধত্তা তোর পিতৃগণ, বার কূলে জন হন, ধত্তা মাতৃকুলের সকলি ॥
 ধত্তা এই দেশপতি, বার দেশে তোর স্থিতি, ধত্তা তোর বসতি ধরণী
 ধত্তা সে গোপাল নাম, বার প্রেমে বন্দী শ্রাম, লক্ষ্মীপ্রিয়া যাহার ঘরণী
 নিজ তহু ধন জন, শ্রীচরণে সমর্পণ, করিঞা পান্ডু তুমি ধন্য
 শ্রামচান্দ বার গৃহে, আপনি আসিয়া রহে, তুমি ত ভকত-অগ্রগণ্য
 আমি নরাধন বটি, আমার হইঞা জুটি, শ্রামচান্দ ছাড়িলেন মো
 যে একাশি পুরুষের, হেন শ্রামচান্দ মোর, নিজে আমি দিল পরাধন
 রুপাই আমার জন্ম, রুপাই সন্ন্যাস ধর্ম, রুপা মোর এ দক্ষ-গ্রহণ
 পূর্বাপর মোর ঘরে, যে প্রভু বিরাজ করে, যেঅকন্ত একদিনে হন ॥
 সকল তপস্তা রুপা, রুপাই মুগুন মাথা, কান্দিয়া কান্দিয়া জালী
 এই প্রভু দেব হরি, আমার মস্তকে চড়ি, আসিঞা গরের ঘরে রয়
 বিদায় হঞা সেথা, শ্রামচান্দ আছে যথা, সম্মুখেতে দাঁড়ান সন্ন্যাসী
 গলায় বসন দিঞা, শ্রামচান্দ পাকে চাকল, শ্রামচান্দে আসি
 বারে তুমি ভালবাস, তাহার পরাণ মাশ, গোপীগণ ডাকিতে আসি
 মুরলীর রক্ত গানে, বিধমকুন্তল বাণে, ঘুরে থাকি বনহ পরান ॥

কহে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, আনিবারে যাহ তুমি, সকালে ঠাকুর মহাশয় ।
 পূর্ণ কলস করি, লক্ষ্মীপ্রিয়া বামে ধরি, পাহাড়ার শুভ যাত্রা হয় ॥ ১০৩
 অন্ন জ্যোৎস্না রাত্রি আছে, ধাইয়া শৃগাল কাছে, বামে গেল দক্ষিণেতে গাই ।
 অর্দ্ধেক পথেতে যাইতে, সেই সন্ন্যাসীর মাথে, শ্রামাচান্দে দরশন পাই ॥ ১০৪
 ত্রাসী কহে নিজ কথা, সপনে দেখিছি সেথা, তেঞি আমি আসিল ফিরিঞা ।
 পাহুড়া গোপাল কন, মোরে সেই স্বপ্ন হন, আইলাম তুরিতে ধাইঞা ॥ ১০৫
 ত্রাসী স্তব করে কত, তুমি মিতা ভাগ্যবন্ত, যাইঞা..... যত ।
 গ্রামের নিকটে আইল, লোক শুনিবারে পাইল, রুদ্ধ যুব বালক ধায় শত ॥ ১০৬
 কেহো তব দিতে ধায়, ঘরে লক্ষ্মীপ্রিয়া মায়, তোর শ্রামচান্দ আইল ফিরি ।
 শুনি কত উলসিত, তলু হয় পুলকিত, মঙ্গল সামগ্রী সম্ভার করি ॥ ১০৭
 থালে দুবা ধাত্ত কড়ি, গোয়তে প্রদীপ ভরি, চৌদিকে বেড়িঞা ফুলফল ।
 গ্রামবাসী কত নারী, লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী বেড়ি, কারো কক্ষে কলস জল ॥ ১০৮
 রামচন্দ্র বনবাসে, ফিরিঞা অবোধা আইসে, কোশল্যা আনিতে যেন বান ।
 তেমতি সে লক্ষ্মীপ্রিয়া, আনন্দ পাথার হিয়া, কত দূরে মোর শ্রামচান্দ ॥ ১০৯
 দূরে সেই গ্রামকূলে, স্নমঙ্গল ছলাহলি, শ্রামচান্দ পাহাড়ার মাথে ।
 পাছুতে সন্ন্যাসী যায়, কারু পানে নাহি চায়, হেঁট মাথা কান্দিতে কান্দিতে ॥ ১১০
 * চান্দী বনমালা নাচে, শিক্ষা বেগু শঙ্খ বাজে, কাংস্ত করতাল মৃদঙ্গ ।
 মঞ্জল চামর করে, ছত্রক মস্তকে ধরে, আড়ানিতে আচ্ছাদরে অঙ্গ ॥ ১১১
 লক্ষ্মী দেয় জলধারা, গ্রামের স্ত্রীলোক তারা, সভে মেলি দেয় ত হলতি ।
 পাত্র দিয়া দুবাধান, ছড়াইঞা..... সন্দেশ মিষ্টান্ন নানা জাতি ॥ ১১২
 রামচন্দ্র পাটে বসি, অবোধা নগরে আসি, তেমতি বসিলা শ্রামচান্দ ।
 ডাকিয়া সধবা যত, তৈল হরিজা কত, দিয়ে মালা চন্দন পরান ॥ ১১৩
 শ্রামচান্দ আলায় ঘরে, মহামহোৎসব করে, গোপাল পাহুড়া মহাশয় ।

* চান্দী—নির্মল, শুদ্ধ, সজীব,

কত ক্ষীর পরমান, বিবিধ বাগ্নন অন্ন, ঠাকুরাণী রন্ধন করয় ॥ ১১৪
 যত করে রন্ধন, বাড়রে সহস্র গুণ, তরকারী ছইচারি শাক ।
 কত জাতি রান্ধে হুপ, চাঁছি ভরি ঘূতে পুপ, নারিকেল ভরে পিঠাপাক ॥ ১১৫
 স্নগন্ধিত তিনচারি, বাল বাগ্নন করি, বড়ি দিয়া মকুলের কোড়া ।
 করিঞা বার্তাকুচাকী, আটা মাখি ঘূতে ছাকি, পানিকল রস্তা চাকা বড়া ॥ ১১৬
 আম ভিজাঞা ছুধে, সর্করা কয়েক তাথে, আমচুর তেওটি অম্বল ।
 ভোগ সজ্জ করি লক্ষ্মী, প্রভুর সাক্ষাতে রাখি, থরে থরে বাগ্নন সকল ॥ ১১৭
 শ্রামচান্দে ভোগ দিঞা, কতলোকে খাওয়াইঞা, সংকীৰ্ত্তন সম্পূর্ণ করয় ।
 পাহুড়া আনন্দ করি, ছড়ারে হরিজা দধি, চতুর্দিকে হরিধ্বনি হয় ॥ ১১৮
 তাহা দেখি সন্ন্যাসী, মনেতে বিশ্বাস বাসি, পাহুড়াকে ধন্য ধন্য বলি ।
 ধন্য তোর পিতৃগণ, যার কূলে জন্ম হন, ধন্য মাতৃকুলের সকলি ॥ ১১৯
 ধন্য এই দেশপতি, যার দেশে তোর স্থিতি, ধন্য তোর বসতি ধরণী ।
 ধন্য সে গোপাল নাম, যার প্রেমে বন্দী শ্রাম, লক্ষ্মীপ্রিয়া বাহার ঘরণী ॥ ১২০
 নিজ তলু ধন জন, শ্রীচরণে সমর্পণ, করিঞা পাহুড়া তুমি ধন্য ।
 শ্রামচান্দ যার গৃহে, আপনি আসিরা রহে, তুমি ত ভকত-অগ্রগণ্য ॥ ১২১
 আমি নরাধম বাট, আমার হইঞা ক্রুটি, শ্রামচান্দ ছাড়িলেন মোরে ।
 যে একাশি পুরুষের, হেন শ্রামচান্দ মোর, নিজে আনি দিল পরবরে ॥ ১২২
 বুথাই আমার জন্ম, বুথাই সন্ন্যাস ধর্ম, বুথাই মোর এ দণ্ড-গ্রহণ ।
 পূর্বাপর মোর ঘরে, যে প্রভু বিরাজ করে, বেকত এতদিনে হন ॥ ১২৩
 সকল তপস্তা বুথাই, বুথাই মুগুন মাথা, কান্দিয়া কান্দিয়া ত্রাসী কর ।
 এই প্রভু দেব হরি, আমার মস্তকে চড়ি, আসিঞা পরের ঘরে রয় ॥ ১২৪
 বিদায় হঞা সেথা, শ্রামচান্দ আছে বথা, সম্মুখেতে দাঁড়ায় সন্ন্যাসী ।
 গলায় বসন দিঞা, শ্যামচান্দ পান্ধে চাঞা, প্রেমবাদল আঁখে ভাসি ॥ ১২৫
 যারে তুমি ভালবাস, তাহার পরাণ নাশ, গোপীগণ তাহাতে প্রমাণ ।
 মুরলীর রন্ধু গানে, বিষমকুসুম বাণে, দূরে থাকি বধহ পরাণ ॥ ১২৬

একে সে অবলা নারি, যতনে পিরিতি করি, বিনি দোষে তাহারে তেজিলে ।
 যদি বা মথুরা গেলে, প্রকটেতে নাহি আইলে, তাহারে পাথারে ভাসাইলে ॥১২৭
 নন্দদোষ যশোমতী, অতিস্নেহ তোর প্রতি, প্রাণের অধিক বট তার ।
 সেই সব স্নেহ ছাড়ি, গেলে তুমি মধুপুরী, বৃন্দাবন করি অন্ধকার ॥১২৮
 স্ত্রীবে মৈত্রতা কৈলে, বিনাদোষে বালি মা'লে, সেই বালি ছলে ত ভক্ত ।
 কহাইঞা মিথ্যা কথা, দ্রোণাচার্যের মাথা, কাটাইয়াছ জগত-বিখ্যাত ॥১২৯
 অবশেষে মাথা ছিল, চরণ রাখিতে দিল, পশ্চাৎ বন্ধনে প্রাণ যায় ।
 তেমত তেমত ভক্ত, তারে দ্রুত দিলে কত, আমি ত সন্ন্যাসী মূৰ্খ তায় ॥১৩০
 ভূমে পড়ি দণ্ডধারী, কান্দি পাড়ে গড়াগড়ি, শ্রীচরণে বিদায় হইল ।
 গ্রামের বাহির হঞা, একবার ফিরি চাঞা, কাশীপুরী-পথমুখে গেল ॥১৩১
 মথুরাতে রাখি হরি, নন্দ যেন গেলা ফিরি, সেই কথা সন্ন্যাসী কহিঞা ।
 কভু উঠি কভু পড়ি, কভু ভূমে গড়াগড়ি, যায় পথে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥১৩২
 সন্ন্যাসীর দেখি শোক, ছুই একজন লোক, ভাব প্রেমে কান্দিতে কান্দিতে ।
 সে সকল লোক আসি, পান্ডুর কাছে বসি, যে শুনি, কহিল সাফাতে ॥ ১৩৩
 শুনি তহু প্রেমময়, হরষ বিষাদময়, প্রেমধারা পুলকিত হয় ।
 নিশ্চিন্ত হইঞা মনে, যাইয়া প্রভুর স্থানে, স্তব করি, সেবার্যো যায় ॥ ১৩৪
 শীঘ্র আসি মান করি, পবিত্র বসন পরি, শ্রীমন্দির প্রবেশ করিঞা ।
 চরণে ধরিয়া বলে, কোনো অপরাধ ছলে, আর কভু না যাবে ছাড়িয়া ॥১৩৫
 আজি হইতে মোর, না ছাড়িবা মন্দির, নিজগুণে থাক পূৰ্বাপর ।
 যার অপরাধ পাবে, তাহারে দমন দিবে, তমু মোর না ছাড়িবে ঘর ॥১৩৬
 রাজক দৈবক হৈলে, যদি অস্থানে গেলে, পশ্চাতে আসিবে এই ঘরে ।
 পূর্বে যেমত ব্রজে, বিগ্রহ মন্দিরে তেজে, পশ্চাৎ আইলা ব্রজপুরে ॥ ১৩৭
 চিন্তামণি তুমি হও, আমার সামান্য গৃহ, ভয় লাগে পাছে বা ছাড়িবা ।
 আমার অবিদ্যমানে, যদি কেহ জ্ঞানহীনে, সেবা করে, দ্বগা না করিবা ॥১৩৮
 তারপর লক্ষ্মীপ্রিয়া, শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া, নিবেদন করে যোড় হাতে ।

অপরাধ দেখি ছাড়ি, পুন যদি আইলে ফিরি, প্রতিজ্ঞা করহ মোর সাথে ॥১৩৮
 যে জুটিব আই শাক, ভোগ হইব একবার ।
 কভু থাকে পরমান, কভু বা শুধুই অন্ন, না করিবে বিচার তাহার ॥ ১৩৯
 কেহো বা নবীন বধু, কেহো বৃদ্ধাবস্থা প্রভু, কেহো যদি অজ্ঞান হইবেক ।
 কারু ভ্রমে দ্রুত অন্ন, লবণ অধিক হন, সাবধান নহিব জীলোক ॥ ১৪০
 দিনে দিনে বৃদ্ধ কলি, ভক্তিজ্ঞান হবে মলি' কি জ্ঞানি বা অপরাধ লবে ।
 জানি দোষ যে করিবে, তাহারে দমন দিবে, তমু মোর ঘর না ছাড়িবে ॥ ১৪১
 এই নিবেদন করি, করে করে দৌহে ধরি, আইলেন ভাণ্ডার ঘরেতে ।
 পূর্ণ বিক্রয় কড়ি, লভ্যমাত্র ব্যয় বাড়ি, পূর্ণ হইল সেবার বেলিতে ॥ ১৪২
 সেই দিন..... নির্জনে সেবা করে পান্ডুর আনন্দ পাথার ।
 যেবা পূর্ব তাহা লিখি, দ্বিতীয় তৃতীয় বাকী, শেষ কথা হইব প্রচার ॥ ১৪৩
 লিখয়ে প্রথম খণ্ড, রচয়ে জগদানন্দ, শ্রামচন্দ্রোদয় গ্রন্থ নাম ।
 গুরু শ্রীঠাকুরাণী, অলপ বয়সে শুনি, সেই কথা ছন্দে গাঁথিলাম ॥ ১৪৪
 যেবা শুনে, যে বা পড়ে, শ্রামচন্দ্র তুষ্ট তারে, সেবা-সেবক-গুণ-কথা ।
 কৃষ্ণ আর রুষ্ণভক্ত, স্তবর্ণ মণিতে যুক্ত, রতনমণির হার গাথা ॥ ১৪৫
 গ্রন্থ শ্রামচন্দ্রোদয়, মনের আশ্রয়ক্ষয়, কভু হয় অমিত... ।
 হৃদয় কঠিন মনে, যদি গুণকথা শুনে, ফলে হয় শীতল, সরস ॥ ১৪৬
 যাতে হয় শুদ্ধ মন, প্রাপ্তি হরি-শ্রীচরণ, তাহার বাঢ়য়ে ভক্তি... ।
 পরম সঙ্কট কালে, পরম বিশ্বাস হ'লে অবশ্য করয়ে তার ত্রাণ ॥ ১৪৭

ইতি শ্রীজগদানন্দ-বিরচিত শ্রীশ্রামচন্দ্রোদয়-গ্রন্থ

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—৫০

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরো বিজয়েতান্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব

প্রথম প্রকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণাত্যাং নমঃ

সাদৈতং সাবধৌতং চ সগণং সুন্দর-প্রিয়ম্ ।

সর্বাবতার-বীজং তং কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥

সরামং নৌমি গোপালং গোপালচরণং প্রভুন্ ।

সুন্দরানন্দ-গোপালং পণিগোপালকং তথা ॥

অজ্ঞান-তিমিরান্ধশ্চেত্যাঠেঃ পঠেঃ পুরাতনৈঃ ।

নমামি গুরুগোবিন্দো বৈষ্ণবান্ ভগবৎপ্রিয়ান্ ॥

যথা তন্ত্রে— অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাজন-শলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অথগুমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।

তৎপদং দশিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণুরিত্যাদিঃ

শ্রীদশমে—(১৪১) নৌমিড্য তেহত্রবপুষে তড়িদম্বরায়

ক—‘বীরভূমি’ পত্রিকা হইতে (১৩২-২২ সাল পঞ্চাঙ্গ) দশম প্রকরণ পঞ্চাঙ্গ সংকলিত ।

খ—এসিয়াটিক্ সোসাইটি কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি নং ১৪০

দীর্ঘছন্দঃ

অজ্ঞান তিমিরে ধন্দ, জীবজন ছিল অন্ধ, যিহৌ কৈল অন্ধকার নাশ ।
 জ্ঞানরূপ অজ্ঞান দিএগ, চকু-ধন্দ ঘুচাইএগ, রূপা করি করিল প্রকাশ ॥
 চক্ষুদান কৈলা যিহৌ, জন্মদাতা পুন তিহৌ, জন্মে জন্মে তিহৌ হউ গতি ।
 তাঁর পাদপদ্মযুগে, প্রণতি করিয়ে আগে, যাহা হইতে হয় শুদ্ধ মতি ॥
 অথগু মণ্ডল ব্যাপ্ত, যিহৌ সর্বভূতগত, ত্রিজগতে যে হয় কারণ ।
 যাহা হইতে চরাচর, ব্যাপ্ত ব্রহ্মমণ্ডল, সকলের আদি সনাতন ॥
 সেই কৃষ্ণ-পদ যিহৌ, দেখাইল গুরু তিহৌ, তাঁহার চরণে করি নতি ।
 যাহার করুণা-বলে, ভবসিদ্ধ তরি হেলে, পরিণামে দেন কৃষ্ণ-গতি ॥
 গুরু ব্রহ্মা বিষ্ণু গুরু, মহেশ্বর কল্পতরু, পরং ব্রহ্ম গুরু দয়াময় ।
 বিষ্ণু আদি দেবী দেবা, গয়া গঙ্গা ক্ষেত্র-সেবা, গুরুর অধিক কিছু নয় ॥
 গুরু গতি, গুরু মতি, গুরু সত্য গুরু পতি, গুরু বন্ধ বান্ধব স্বজন ।
 গুরু পিতা, গুরু মাতা, গুরু ভক্তি-পথদাতা, গুরু সর্বসিদ্ধির কারণ ॥
 শ্রীগুরু বন্দনা করি, প্রণাম করিয়ে হরি, ভাগবত-পদে ব্রহ্মস্তুতি ।
 বিয়বিনাশন হেতু, ভবাক্তিতরণ-সেতু, এই পণ্ডে করিয়ে প্রণতি ॥

নৌমীত্যাঙ্গি—

‘নৌমি’ ক্রিয়া উপাদান, ঈড়া সম্বোধন গান, বিরিকি সাফাতে স্তুতি করে ।
 মেঘতুলা বধু যার, তড়িত বসন তার, গুঞ্জামালা স্ত্রশোভিত শিরে ॥
 তাহে শিখিপাখা জানি, স্নলাফত মুখখানি, বনমালা বিরাজিত-তনু ।
 বামহস্তে স্ত্রবিচ্ছিন্ন, সফল-সদধি অম, জঠরে শোভিত বেত্রবেণু ॥
 মুখ স্ত্রকোমল পদ, করযুগে শুভানন্দ, পশুপা-অঙ্গজ ভাব হয় ।
 জাতিতে ব্যুৎপত্তি করি, ‘পা’শক রক্ষণে বলি, পশু-শব্দ ধেনুগণে কয় ॥
 গোপস্বামির ব্যাখ্যা শুনি, ‘পশুপা’ যাহাকে কন, ‘পশুপ’ কহিয়ে নন্দরাজে ।
 পশু পাতি ব্যাখ্যা ইতি, অঙ্গে জাত কৃষ্ণ তথি, লীলাহেতু সাধুজন-কাজে ॥
 নন্দাঙ্গজ ব্রজে হরি, গোপবেশ অঙ্গীকরি, বিহার করিলা নরলীলা ।

নরাকৃতি দেখি বনে, বিশ্বয় দেবতা-গণে, সেই লীলা দশমে বর্ণিলা ॥
 প্রারক কম-খণ্ডন, বহু বিয়-বিনাশন, গোবিন্দ-স্বরূপমাত্রি হয় ।
 গ্রন্থ-সমাপ্তিহেতু, ভবসিদ্ধপার-সেতু, নতিরূপ মঙ্গল আচরয়
 সেই কৃষ্ণ-পদধূলি, শিরে লঞা কুতূহলী, গণপতি প্রণাম-সময়ে ।
 ত্রিজগতের বিয় যত, থণ্ডে যেবা তাহে নত, বিয়-বিনাশ তারে কহে ॥
 বিয়-বিনায়ক বলি, লঞা যার পদধূলি, গণপতি হইলা প্রদান ।
 সেই নন্দাঙ্গজ হরি, তাহাকে প্রণাম করি, আদিপুরুষ ভগবান ॥

যথা যামলে--- যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুস্ত-

দ্বন্দ্ব প্রণাম-সময়েষু গণাধিরাজঃ ।

বিল্লান্নিহন্তমলমস্তি জগদ্রয়ন্ত

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুময়, পতিতপাবন হয়, সাধু শাস্ত বৈষ্ণব-গোসাক্ষি ।
 কুপার সমুদ্র বর, বৈষ্ণব ঠাকুর মোর, শত নতি তাঁহা সভার ঠাক্ষি ॥
 ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, কল্পবৃক্ষরূপ হন, তবে মোর কাই নাহি ভয় ।
 আর এক কথা শুনি, পতিত-পাবন জানি, ইহাতে ভরসা মনে হয় ॥
 আমি ত পতিত জন, দুষ্টমতি অকিঞ্চন, পতিত-পাবনের দিবে দায় ।
 পতিত-পাবন যিহৌ, উদ্ধারিবে মোরে তিহৌ, কুপাসিদ্ধ জানি কহি তায় ॥
 কল্পতরু যারা হন, বাঞ্ছাপূর্ণ বর দেন, বাঞ্ছিত মাগিয়া নিব বর ।
 ওহে কৃষ্ণভক্তগণ, সভার পায়ে নিবেদন, বাঞ্ছিত আমার সিদ্ধ কর ॥
 বৈষ্ণব-মহিমা আমি, কি বর্ণিব, কিবা জানি, যার গুণ পুরাণে বাখ্যানে ।
 তীর্থ অবগাহ-কালে, সে তীর্থ কৃতার্থ বলে, তীর্থ তীর্থ হয় সেই দিনে ॥

যথা [ভাগ ১১ ও ১০] তীর্থীকুরন্তি তীর্থানি স্বাস্ত্যংস্থেন গদাভূতা ।

গোদাবরী আদি কত, জলময় তীর্থ যত, শিলাদিময়ী যেবা দেবগণ ।
 দর্শন করিতে নরে, পাপ ঘুচাইতে নারে, বহু কালে করয়ে থণ্ডন ॥

সাধুসঙ্গ সমাগমে, পাপ খণ্ডে তত ক্ষণে, এই হেতু মহিমা অপার ।
সাক্ষাৎ দেবতাময়, কৃষ্ণভক্তগণ হয়, তাহা সতে আগে নমস্কার ॥

যথা [ভাগ ১০।৪৮।৩১] নহন্ময়ানি তীর্থানি.....

তাহে এই বিবরণ, শাস্ত্রে করে নিরূপণ, সাধু আর তীর্থের মহিমা ।
তীর্থ-স্নান অবগাহে, সর্বপাপ ক্ষয় হয়ে, নাহি ঘুচে কুমতি বাসনা ॥
সাধুসঙ্গ গুণ ইথি, হৃদি খণ্ডে ছুটমতি, নির্মল হৃদয় হয় জানি ।
সাধুসঙ্গ এই ফল, চিত্ত হয়ে নির্মল, পাপ তাপ খণ্ডয়ে আপনি ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবগণে, ভিন্নভাব করি মানে, সে জন পাবণ্ডী দণ্ডা হয় ।
তার শাস্তি করে যমে, বৈষ্ণব যে নাহি মানে, বিষ্ণুরূপ বৈষ্ণব নিশ্চয় ॥
এই মোর নিবেদনে, গুরুকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-স্থানে, ইষ্টসিদ্ধি করহ নিবিয়ে ।
ভাষা ছন্দে গ্রন্থখানি, সিদ্ধ কর গুণমণি, কৃষ্ণলীলা গাই প্রেমমগ্নে ॥
কুমতি ঘুচিব যবে, কৃষ্ণভক্তি হৈব তবে, এই হেতু মনে প্রবোধিবে ।
মন হে বান্ধব মোর, চরণে ধরিয়ে তোর, দত্ত-ভূগে তোরে নিবেদিবে ॥
যতক ইন্দ্রিয়গণ, তোর ভূতাত্মা হন, তুমি তাহে হও অধিরাজ ।
তুমি সে সহায় হৈলে, তোমা বশে সতে চলে, তোমা হৈতে সিদ্ধ হয় কাজ ॥
মেঘ নিজবশ নয়, সদা বায়ুবশ হয়, তেমতি ইন্দ্রিয় তোমার বশ ।
তোরে মোর এ মিনতি, অসংপথ ছাড় মতি, সাধুপথে না দিয় অপবশ ॥
সাধুসঙ্গ সঙ্গতি করি, অকপটে ভজ হরি, বিশ্বাস করিয়া গুরু-পায় ।
সাধু রূপাবান হৈলে, সংসার তরিবে হৈলে, সর্বসিদ্ধি বৈষ্ণব-রূপায় ।
মদ্রাজচরণ আর, মনঃশিক্ষা বারংবার ত্রিপদী ছন্দেতে আরম্ভিল ॥
নিজগণ জানাইতে, শ্লোক ভাসি ভাষা গীতে, এ নয়নানন্দ বিরচিল ॥

তত্রাদৌ ভাগবতান্ বৈষ্ণবান্ প্রণমামি—যথা পুরাণ-পাঠেন—

প্রহ্লাদ-নারদ-পরশর-পুণ্ডরীক-ব্যাসাধ্বরীষ-শৌনক-ভীষ্মদালভান্ ।

কৃষ্ণাঙ্গদোদ্ধব-বিভীষণ-কাস্তনাদীন, পুণ্যানিমান্ পরমভাগবতপ্রণমামি ॥

মনে প্রবোধিয়ে পুন শুন আরবার । যদি বাঞ্ছা থাকে ভবসিদ্ধি হৈতে পার ॥
ভজ কৃষ্ণ, শ্রব কৃষ্ণ, কৃষ্ণ নাম নার । কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি কৃষ্ণ গুণ গায় ॥
অনায়াসে জপতপ তীর্থসেবা বিনে । সংসার তরিবে যদি থাকিঞা ভবনে ॥
সর্বকর্ম তাগ করি, কর কৃষ্ণ-সেবা । কায়মনে শ্রীকৃষ্ণের অনুগত হবা ॥
ভাগবতে কহেন ব্রহ্মা সাক্ষাৎ ভগবানে । আপনাকে দৈন্ত্য করি করে নিবেদনে ॥
তোমার অনুকম্পা হয় যেই সব জনে । সে যদি ভুঞ্জয়ে আপন পূর্ব প্রাক্তনে ॥
কাঁহো নাহি যায় সেই তীর্থ নাহি করে । যেরে থাকি শ্রামতহু চিত্তেরে অন্তরে ॥
তল্লমনবাক্য-ক্রমে যেরা করে নাত । অনায়াসে মুক্তিপদ তার হয় গতি ॥

যথা শ্রীদশমে [১০।১৪৮] তত্তেহনুকম্পাং.....

সর্বতীর্থস্নান হয় যেরে ত বসিঞা । কৃষ্ণ নাম লীলা শুনে মনে নিষ্ঠা হৈঞা ॥
কৃষ্ণ-নাম কৃষ্ণ-লীলা কৃষ্ণগুণাদি-কীর্তন । ভক্তিশ্রাব্য ভাগবত পুরাণ বচন ॥
যেখানে কৃষ্ণের কথা সেখানে সর্বতীর্থ । গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী ॥

যথা শ্রীধরস্বামী—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র, গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ ॥

সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্ছাতোদারকথা-প্রসঙ্গঃ ॥

কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ ভক্তের কীর্তন । সর্বতীর্থসহ কৃষ্ণ তাহা আগমন ॥
বৎস-রবে ধৈর্য বেন না রয় অগ্রস্থানে । ঐছে কৃষ্ণ করে গতি ভক্তজনার স্থানে ॥

স্বান্দে—যত্র যত্র মহীপাল! বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা ।

তত্র তত্র হরিয্যাতি গোঁর্যথা স্মৃত-বৎসলা ॥

অতএব কৃষ্ণপদ-সমাশ্রয় কর । তাঁহা বহি কেহ নাহি সেবক-বৎসল ॥
সেই পদ্যালোচন বিনে সংসার-সাগরে । ছঃধির ছঃধ ঘূচাইতে আর কেহ নারে ॥
স্মৃতি কহিল কবে এই কথা সার । হরিবিনে ছঃধেছত্তা নাহি কেহ আর ॥

ভাগবত (৪ ৭।৫২) তমেব বৎসশ্রয়.....

কে আছে এমন জানি দয়াময় আর । হেন প্রভু ছাড়িঞা শরণ নিবে তার ॥

হরিসম দয়াময় কাছ' নাহি দেখি। পুরাণে বেকত তার পূতনায় সাক্ষী ॥
অরিভাবে নষ্ট করিতে গেল জানি। শিশুবুদ্ধো কৃষ্ণকে করিল কোলে আনি ॥
বিষন্তন দিল মুখে মারিবার তরে। স্তনপান করি হরি বধিলেন তারে ॥
অন্তে তার গতি শুনি, বলিতে বিশ্বয়। মাতৃগতি দিল কৃষ্ণ তাহাতে নিশ্চয় ॥
কোলে করি অঙ্গনাতে পাইল মাতৃগতি। এমন দয়াল প্রভু আর পাব কতি ॥
স্নেহ করি অলুক্ষণে যেবা সেবে তারে। তাহার বিধান পুন কে কহিতে পারে ?

শ্রীভাগবতে [৩২।২৩] অহো বকৌ যং.....

কি কহিব সেই প্রভুর নামের মহিমা। নামাভাসে মুক্ত হয় এই জানি সীমা ॥
সঙ্কেত, রহস্য, ছলে, স্তোভক্রমে জানি। হেলাতে বা কোন জন কৃষ্ণনাম শুনি ॥
পতিত হইএগি কিস্বা বাক্যের স্থলনে। অস্ত্রাদিতে বিদ্ধ হইএগি করয়ে স্মরণে ॥
সর্পাদির ভয়ে কিস্বা অবশ হইএগি। নামাভাসে লয় নাম বস্ত্র না বুঝিএগি ॥
তথাপি তাহাতে নাহি যম-অধিকার। যে লয় আমার প্রভুর নাম একবার ॥

[ভাগ ৬।২।১৪-১৫]—সাক্ষেত্যং পারিহাস্যং... ..

পতিতঃ স্থলিতো ভগ্নঃ

আপনাতে মুক্ত্যভিমাত্রী জানি যেবা জন। কৃষ্ণপাদপদ্মযুগে মতিহীন হন ॥
সেই যদি বহু দুঃখে উচ্চপদ পায়। না ভজিএগি কৃষ্ণপদ, অধঃপাতে যায় ॥
অত্নের শরণে নহে ভবাক্তি-তরণ। অতএব অত্ন-সেবার কিবা প্রয়োজন ?
এই ভবসিন্ধু তরে কৃষ্ণভক্তগণ। অভক্ত গৃহাঙ্ককূপে সদা পড়্যা রন ॥

কূপেতে পড়িলে পশুর না হয় উদ্ধার।

কৃষ্ণ যে না ভজে লোক, তৈছে জানি তার ॥

[ভা ১০।২।৩২] যেহন্তেরবিন্দাক্ষ ! ...

অতএব ভাগবতে কহে দেবগণ। কৃষ্ণ বিনে ভবসিন্ধু না হয় তরণ ॥
পরিপূর্ণকাম কৃষ্ণ শান্ত দয়াময়। তাঁর পদাশ্রয় কৈলে সর্বসিদ্ধি হয় ॥
হেন কৃষ্ণ ছাড়িএগি অত্নের করে আশা। সংসার-সমুদ্রপার হইতে ভরসা ॥

জাহাজ করিএগি ত্যাগ সিদ্ধু তরিবারে। বাহবলে তরিব সিদ্ধু হেন চিন্তে করে ॥
খলাঙ্গুল ধরিএগি যায় সিদ্ধু তরিবারে। না পারে তরিতে, আত্মবাতী হইএগি মরে ॥
কুকুর হইতে সিদ্ধু যেন নহে পার। অতএব অত্নাশ্রয়ে নাহিক উদ্ধার ॥
কৃষ্ণাশ্রিত বিনে এই সংসার-মাগর। পার নাহি হয় কেহ, কহিল নির্ভর ॥

[ভাঃ ৬।২।২১] অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং.....

তত্রৈব [ভাঃ ৬।২।১৮] অজ্ঞানাদথবা.....

[ভাঃ ১০।৫।১৪৬] লক্ণা জনো দুল্ভমত্র... ..

কৃষ্ণকথা-বিমুখ জন নিন্দি অতিশয়। শোচ্যাতিশোচ্য সেই ভাগবতে কয় ॥
যথা বিহুরোক্তিঃ [ভাঃ ১।৫।১৪] তান্ শোচ্যাশোচ্যানবিদো
দুর্লভ মনুষ্য দেহ পাঞা যে রাজন! শ্রীকৃষ্ণচরণাবিন্দ আশ্রয় না হন ॥
সেইজন শোচ্য অতি, আত্মার বঞ্চক। অধোগতি হয় তার শুনি প্রভুর শ্লোক ॥

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি রুদ্রবাক্যম্ [ভাঃ ১০।৬।৪১] দেবদত্তমিমং

আত্ম-বঞ্চক শোচ্য সেই সব হয়। কৃষ্ণকথা ত্যাগ করি, অত্ন কথা কয় ॥
তাহা সভার অধোগতি এ হেন নিশ্চয়। কৃষ্ণবশঃ কীর্তন বিনে অত্ন কথা কয় ॥

[ভাঃ ৩।১৫।২৩] যন্ন ব্রজন্ত্যঘতিদো.....

কৃষ্ণভক্তি-ফল শুনি অপার মহিমা। ভাগবতে ব্রজ-উক্তি দশমে বর্ণনা ॥
এই ভবসিন্ধু অতি দূস্তর অপার। যাহাতে অনেক রিপু আছে দূরাচার ॥
কৃষ্ণভক্তগণ সিদ্ধু তরে অনায়াসে। ভক্তের হৃদ্যুতি কৃষ্ণ রূপাবলে নাশে ॥
এইত সংসারসিন্ধু বৎস-খুর প্রায়। অনায়াসে কৃষ্ণভক্ত স্থখে তরি যায় ॥
যে আশ্রেন শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-ভেলা। সে পায় পরম পদ অত্নে করি হেলা ॥
তাহার পরম পদ, বিপদ না হয়। কৃষ্ণ যে নাশ্রয়ে তার বিপদ নিশ্চয় ॥

[ভা ১০।১৪।৫৮] সমাপ্রিতা যে.....

অমুজলোচন কৃষ্ণ অখিল-সংস্থান। সেই পাদপদ্ম সদা যেবা করে ধ্যান ॥
কৃষ্ণপদ করি ভেলা, সিদ্ধু তরি যায়। এই ভবসিন্ধু জানি বৎসপদপ্রায় ॥

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র-বশে জগৎ পবিত্র । হেন চরিত্র নাহি দেখি শুনি যত্র ॥
যতপি অপূর্ব কথা ধর্মাদি-বর্ণন । কৃষ্ণ-বশ বিনা সেই কাকতীর্থসম ॥

শ্রীব্যাংস প্রতি শ্রীনারদঃ [ভাঃ ১০।২।৩০] স্বয়াম্বুজাঙ্কামল—

দ্বাদশে শ্রীশুকঃ [ভাঃ ১২।৪।৪০] সংসারসিন্ধুমতি—

পৃথিবীতে জন্মিঞা যারা ভজে ভগবান্ । তাঁহারা কৃতার্থ, যারা কৃষ্ণনাম গান ॥
যথা বামন-ভারদ্বাজীয়-তন্ত্রে—

পৃথিব্যাং কতি বা লোকা ন জাতা কতি বা মৃতাঃ ।

মুক্তাস্তে তু ন সন্দেহো যে হরেনাম-কীর্ত্তকাঃ ॥

ঘোর কলিযুগে সর্বধর্ম-নষ্ট জন । সেই সে কৃতার্থ যিহৌ কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥

যথা—ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্বধর্ম-বিবর্জিতে ।

বাসুদেবপরা মর্ত্যাস্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥

হরিনামসংকীর্ত্তন-পরায়ণ যারা । হরিপূজা-তৎপর কলিযুগে যারা ॥

তাহারা কৃতার্থ হয় কলিযুগে জানি । হরিবিনে কলিযুগে গতি নাহি জানি ॥

যথা বৃহন্নারদীয়ে—

হরিনামপরা যে চ হরিকীর্ত্তন-তৎপরা ।

হরিপূজাপরা যে চ তে কৃতার্থাঃ কলৌ যুগে ॥

সর্বারাধ্য ভগবান্ পূজ্য সভাকার । কৃষ্ণসম দেবতা না দেখে কেহ আর ॥

বেদের অপর কোন শাস্ত্র নাহি আর । কৃষ্ণসম দেব নাহি এই সারোদ্ধার ॥

যারাহে— রটন্তি হি পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে !

নাস্তি বেদাং পরং শাস্ত্রং ন দেবঃ কেশবাং পরঃ ॥

তার জন্ম বিফল, মহুশ্য দেহ পাঞা । গোবিন্দ যে নারাধিল আপনা বঞ্চিত ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—তদপ্যফলতাং যাতং তেষাং দেহাভিমানিনাম্ ।

বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দ-চরণাবুজম্ ॥

স্কান্দে ঋব-বাক্যঃ—ইয়মেব পরা হানিরূপসর্গেইয়মেব হি ।

অভাগ্যং পরমকৈতদ্ বাসুদেবং ন যঃ স্মরেৎ ॥

হেন কৃষ্ণ ছাড়ি যেবা অহ্মদেব ভজে । গদ্বাজল ত্যাগ করি কৃপজলে মজে ॥

গঙ্গাতীরে তৃষার্ত্ত হৈয়া জলের লাগিয়া । মৃত লোক জল খায় কৃপকে খনিঞা ॥

ভারতে— বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহহ্মদেবমুপাসতে ।

তৃষিতো জাহুবীতীরে কৃপং খনতি ত্রমতিঃ ॥

স্কান্দে ব্রহ্মনারদ-সম্বাদে যথা —

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোহহ্মদেবমুপাসতে ।

ত্যক্তামৃতং স মৃত্যুয়া ভুঙক্তে হালাহলং বিষম ॥

কেহ কহে কর ইথে দেবতা-নিন্দন । কিন্তু নিন্দা নহে, শাস্ত্রে পরূপ-কণন ॥

সর্বারাধ্য ভগবান্ সভার ভজন । কিন্তু কোন দেবতার না করি নিন্দন ॥

অবজ্ঞা না করি কারো না করি নিন্দন । মহতের নিন্দা হয় নরক-কাণ ॥

সামান্য মহুশ্যনিন্দা হয়ত বিষম । দেবতার নিন্দা করে কোন নরাধম ॥

পরূপ-কথনে জানি নিন্দা নাহি হয় । সর্বশাস্ত্রে কহে ইহা—বিষ্ণু সর্বাশ্রয় ॥

বিষ্ণুসম কহি যদি অহ্ম দেবগণে । পরমার্থ চ্যুত হন, শাস্ত্রের শাসনে ॥

স্কান্দে শ্রীশিবং প্রতি পার্বতী-বাক্যং—

অহো সর্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্বদেবোত্তমোত্তমঃ ।

ভবদাদিগুরুমূঢ়ৈঃ সামান্যমিব লক্ষ্যতে ॥

ত্রিগুণাত্মক সমভাব কহ কোন জন । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সম তিন গুণ ॥

সত্ত্ব রজঃ তমঃ হয় প্রকৃতির গুণ । গুণাশ্রিত হঞা পুরুষ তিন রূপ হন ॥

স্থিতিাদি-নিমিত্ত হন পুরুষ তিন মূর্ত্তি । পালন, সংহার, সৃষ্টি—তিনরূপ গতি ॥

পালনে সে বিষ্ণুরূপ, সৃষ্টো প্রজাপতি । রুদ্ররূপে সংহার করয়ে সর্বক্ষিতি ॥

যতপি সে তিনমূর্ত্তি পুরুষের হন । তাহাতেহ সত্ত্বতমু শ্রেষ্ঠ নিরূপণ ॥

সত্ত্বতমু বাসুদেব কল্যাণ-দায়ক । মহুশ্যের শ্রেয়ঃহেতু সেই সে নায়ক ॥

বাস্তবদেব বিনে দেখ মুক্তি নাহি হয় । জ্ঞানসাধা মুক্তিপদ কহিল নিশ্চয় ॥
'সদ্ব্যং সঞ্জায়তে জ্ঞানং' গীতায় কহিল । জ্ঞানের স্থলভ মুক্তি শাস্ত্রে নিরূপিল ॥

[ভা ১২।২৩] সত্ত্ব রজস্তম ইতি....

সত্ত্বতন্ত্র বিষ্ণুদেব শ্রেয়ঃ সভাকার । প্রকৃতিজাত নহে বিষ্ণুর অবতার ॥
নিগুণ প্রকৃতির পর বিষ্ণুদেব হন । তাঁরে যেবা ভজে সেহ হয়ত নিগুণ ॥

[ভাগ ১০।৮।৫] হরিহি নিগুণঃ সাক্ষাৎ

সত্ত্বকে বিস্তার করি সত্ত্বতন্ত্র হন । প্রকৃতিজাত বিষ্ণুর মূর্তি কভু নন ॥
অতএব ভগবান্ কহিলা অজুনে । সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ভাব—এ তিন বিধানে ॥
আমা হৈতে সেই তিন ভাবের উৎপন্ন । আমার কথন নয় প্রকৃতির জন্ম ॥
তিন ভাবে আমি নাই, মোর বশ তিন । অতএব তিনগুণ আমার অধীন ॥

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ [৭।১২] যে চৈব সাত্ত্বিকাঃ....

প্রকৃতির গুণযুত ব্রহ্মা সুরপতি । রজোগুণে সৃষ্টিকর্তা এ তিন জগতী ॥
নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্মন । জন্ম মৃত্যু আছে তাঁর শাস্ত্রেতে নিয়ম ॥
দৈবী একান্তর যুগে এক মনস্তর । এক ইন্দ্র-পতন হয় ইহার ভিতর ॥
চৌদ্দ ইন্দ্র-পতন হয় ব্রহ্মার দিবসে । ততকাল পুন ব্রহ্মার রাত্রের প্রকাশে ॥
ব্রহ্মার রাত্রিতে হয় প্রলয় উপস্থিতি । সর্ব বীজ বাইএগ তাহাতে করে স্থিতি ॥
হেনমতে দিন রাত্রি পঞ্চমাস-গণনা । তাহার দ্বাদশ মাসে বৎসর-কল্পনা ॥
শতবর্ষ ব্রহ্মার আয়ু-পরিমাণ । মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসে ব্রহ্মা লয় যান ॥
মহাবিষ্ণুর শ্বাসে ব্রহ্মাও অগণিত । উৎপন্ন প্রলয় হৈছে নিমেষে শত শত ॥
অতএব বিনাশ-ফল ব্রহ্মাদিতে দেখে । অবিনাশী বিষ্ণুপদ শাশ্বত বলি লেখে ॥
অতএব ব্রহ্মাদি দেব নহে বিষ্ণুম । বিষ্ণুম হয় তাঁর অবতারগণ ॥
যথা বারাহে—মৎস্য-কুম্ভ-বরাহাষ্টাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ ।

ব্রহ্মাভ্যাস্তমাসাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্ত সমাসমা ॥

সমাপ্রকৃতি-শব্দেন চিচ্ছক্তিরভিধীয়তে ॥

ভাগ্যবান্ জীবলোক স্বধর্ম-সাধনে । ব্রহ্মপদ পায় সেই নিষ্ঠা আচরণে ॥
শত জন্ম স্বধর্ম-নিষ্ঠ হৈএগ ভাগ্যবান্ । সেই জীব তবে জানি ব্রহ্মপদ পান ॥
এই কথা ভাগবতে কহিলা পঞ্চানন । প্রাচ্যেতস উপাখ্যানে এই বিবরণ ॥
ব্রহ্মত্ব পাইএগ জীব পুন মোরে পায় । আমার পদবি পাঞা বৈষ্ণবকে পায় ॥
আমি যেই মত তেমত সেই হয় । অতএব ব্রহ্মাদিসম বিষ্ণু নাহি কর ॥
বিষ্ণুমন্ত্র জপিএগ বৈষ্ণব মহেশ্বর । অতএব বৈষ্ণব-পদ হয় পরাংপর ॥

শ্রীভাগবতে শিবোক্তিঃ [ভা ৪।২৪।২৯] স্বধর্মানষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ
কোন কল্পে ভাগ্যবান্ জীব ব্রহ্ম হয়ে । কোন কল্পে যদি পূণ্যকারী নাহি রহে ॥
তবে মহাবিষ্ণু-অংশে ব্রহ্মরূপ হন । রজোগুণে এই বিশ্ব করয়ে স্থজন ॥
যথা পাদ্মে—ভবেৎ কচিম্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোহপ্যুপাসনৈঃ ।

কচিদত্র মহাবিষ্ণুত্রাস্ত্বং প্রতিপত্ততে ॥

ব্রহ্ম হন একাদশ—তমোগুণযুত । ব্রহ্মার লগাটে জন্ম শাস্ত্রেতে লিখিত ॥
কোন কল্পে কালাগ্নিরূপে সঙ্কর্ষণাংশ হয় । সংহারে রহে ত তিহৌ তমোগুণময় ॥
যথা— বিধেল্লাটাচ্ছমাস্ত্রা কদাচিত্ কমলাপতেঃ ।

কালাগ্নিরূপঃ কল্পান্তে ভবেৎ সঙ্কর্ষণাদপি ॥

শক্তিবুদ্ধ শিব হন গুণাত্মা আপনে । কোন কল্পে সংহারহেতু হয় তমোগুণে ॥

শ্রীদশমে [ভা ১০।৮।৩] শিবঃ শক্তিযুতঃ.....

বিহৌ গুণাতীত হর সদাশিব নাম । তমোগুণরহিত তিহৌ সকলে প্রধান ॥
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরূপ সেই তন্ত্র হন । ব্রহ্মসংহিতাগ্রহে তাহার বিবরণ ॥
তত্র কারিকা— সদাশিবাখ্যা তন্মূর্তিস্তমোগুণবিবজ্জিতা ।

সর্বকারণভূতাসাবঙ্গরূপা স্বয়ং প্রভোঃ ॥

অপিচ—হরঃ পুরুষধাম যো নিগুণ-প্রায়ঃ এব সঃ ॥

সদাশিব মূর্তি হন শ্রীকৃষ্ণের তন্ত্র । ব্রহ্মসংহিতায় দেখ কহিছেন পুন ॥

ব্রহ্মসংহিতায় [৫৪৫] ক্ষীরং যথা দধিবিকার.....

সেই সদাশিবের ধাম ব্রহ্মাও উপরি। গোলোক সমীপে অধঃ সদাশিব-পুরী।
নিত্য সত্য হান সেই নাহি তার কর। নিত্যানন্দ স্বধ তাহা নাহিক আমর।

যথা তত্বে— মহলোকঃ ক্ষিতেরুজ্জ্বলমেককোটিস্ত যোজনঃ।

কোটীদ্বয়েন বিখ্যাতো জনলোকস্ততঃপরঃ।

চতুষ্কোটীপ্রমাণস্ত তপোলোকস্ত ভূতলাং।

উপরিষ্ঠান্ততঃ সত্যং কোটিরষ্ঠৌ প্রমাণতঃ।

সত্যাত্তুপরি বৈকুণ্ঠঃ কোটি-বোড়শ-সম্ভবঃ।

আপরিব্যাপ্ত-কৌমার উমালোকস্ততঃপরঃ।

শিবলোকস্ততুপরি শৌলোকস্য সমীপতঃ।

জ্যোতিময়ং পরং ধাম তত্র বৃন্দাবনং মতম্।

যত্রাস্তে রাধিকা দেবী সর্বশক্তি-নমস্কৃতা।

যত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বদেব-শিরোমণিঃ।

বলরামঃ সদা যত্র গোগোপালগণা মৃগাঃ।

নিতাং সনাতনং ধাম গোলোকং সকলোপরি।

ব্রহ্মা ব্রহ্ম আদি করি যত দেবগণ। প্রায় বিষ্ণুদেব হইতে গুণে নূন হন।

অতএব দেখে কহে ভাগবত পুরাণে। মুমুকু সব আরাধিলা অবতার-গণে।

ভূতপতি দেবগণের ছাড়ি আরাধন। নারায়ণের শাস্তাংশকলা করিলা সাধন।

মুক্তিদাতা ভগবান্ বিষ্ণু অবতারী। অতএব মুক্তিহেতু ভজিল তাহারি।

[ভাগ ১।২।৪৬] মুমুকুবো ঘোররূপান্

(অত্র স্বাংশা হরেরেব কলাশঙ্কেন কীৰ্ত্তিতাঃ)

গুণাবতারেতে হন তিন নিরূপণ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সৃষ্টিাদিকারণ।

পুঙ্খ হইতে হয় তিনের উৎপত্তি। বাহার নিম্নাসে হয় ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডগণ করে বাতারাতে।

বাহার নিম্নাস-পথে উৎপত্তি নিপাতে।

সেই মহাবিষ্ণু হন ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিঁহো হন গোবিন্দের কলাতে গণন।

কলাতে বোড়শ ভাগ কহিলা পুরাণে। স্বরূপ নন্দনুত ভজ বৃন্দাবনে।

যথা ব্রহ্মসংহিতায়াম্ [৫৪৮] যস্মৈকনিঃশ্বসিত.....

ব্রহ্মস্তুতি ভাগবতে দশমে বর্ণন। আপনাকে দৈন্ত্য করি, করিছে স্তবন।

অহে প্রভু রূপাময় শ্রীনন্দনন্দন। সর্বভাবে আমি তোমার লইছ শরণ।

তুমি সর্ব অবতারী কারণের কারণ। সৃষ্টিাদি নিমিত্তে কর ত্রিরূপ-ধারণ।

ব্রহ্মা হৈএণ কর তুমি বিশ্ব-উৎপত্তি। পালনার্থে বিষ্ণুরূপে জগতে কর স্থিতি।

রুদ্ররূপ হৈএণ কর জগৎ-সংহার। আমি কি জানিব প্রভু মহিমা তোমার।

মোর দোষ নিবেদিরে গুন ভগবান্। তোমার প্রভাবে মোর এই অভিমান।

বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এ করি গরিমা। তোমার নারায়ণ হৈএণ পাসরি আপনা।

ভৌতিক দেহ মোর মহাদাযুত। পৃথিব্যপুতেজবায়ু-আকাশাদিগত।

সপ্ত-বিতত্তি দেহ নিজ-পরিমাণে। যেচ্ছাম তুমি প্রভু কেবা তোমা জানে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা মোর অভিমান। তোমাকে না চিনি প্রভু করি গোপজ্ঞান।

এমত ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি অগণিত। লোম-বিবরে তোমার করে গতারাতে।

গবাক্ষদ্বারে যেন পরমাণুরূপে। ব্রহ্মাণ্ডগণ তৈছে তোমার লোমকূপে।

যথা শ্রীদশমে [ভা ১০।১৪।১১] কাহং তমো ..

কৃষ্ণ-মহিমার ওর না পার চতুমূৰ্খ। এই কথা কহেন দেখ পরীক্ষিতে শুক।

ব্রহ্মা কহেন—নাহি জানি শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা। মুনিগণ নাহি জানে বার গুণ-সীমা।

সনকাদি নাহি জানে অস্ত্রের কি দায়। সহস্রবদনে অনন্ত বার গুণ গায়।

গুণ গাইএণ গুণের অন্ত নাহি পান। এই কথা ভাগবতে চতুমূৰ্খ গান।

যথা [ভা ২।৭।৪১] নাস্তং বিদ্যামহমসী.....

ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র পবন। ইত্যাদি দেবতা যাকে করিছে স্তবন।

মুনিগণ সামবেদে গায় নিরবধি । অন্তর্মনা হৈঞা সদা যারে ভাবে যোগী ॥
স্বরাস্বরগণ যাকে ধ্যানে নাহি পান । সকলের আরাধ্য কৃষ্ণ ভাগবতে প্রমাণ ॥

যথা [ভা ১২।১৩।১] যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র.....

সর্বারাধ্য সর্বমূল কৃষ্ণের অবতার । সকলের বন্দনীয় সকলের পার ॥
রামচন্দ্রে করে স্তুতি দেব পঞ্চানন । তাহার প্রমাণ শুন অধ্যাত্মরামায়ণ ॥
লঙ্কাবিজয় হৈলে সর্বদেব আসি । স্তুতি নতি পূজা করি সকলে প্রশংসি ॥
শিব কহে শুন প্রভু অখিলের নাথ । তোমার লইঞা নাম আমরা কৃতার্থ ॥
নিরবধি কাশীবাস ভবানীর সনে । আনন্দে তোমার নামগুণ করি গানে ॥
স্নিগ্ধমাগ জনে আমি দিয়ে তোমার নাম । 'রাম' এই মহামন্ত্র তারক আখ্যান ॥
তারকব্রহ্ম এই রাম-নাম হন । কাশীপুরে মুক্তিহেতু তোমার কীর্তন ॥

যথা অধ্যাত্মরামায়ণে—

অহং ভবনাম গুণন্ কৃতার্থো, বসামি কাশ্যামনিশং ভবাশ্রা ।
মুমূর্ষমাগস্ত বিমুক্তয়েহং, দিশামি মন্ত্ৰং তব রামনাম ॥
ব্রহ্মাদয়স্তেন বিদ্বঃ স্বরূপং, চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাষাং ।

ততো বুধস্তামিদমেব রূপং, ভক্ত্যাভিজন্মুক্তিমুপেত্যতুঃখম্ ॥
অতএব সভার সেবা শ্রীগোবিন্দ হন । ব্রহ্মা রুদ্র আদি যত দেখ দেবগণ ॥
কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব সাধ্য-নিরূপণ । সর্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণসেবা প্রথম প্রকরণ ॥
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ প্রভু প্রণমিঞা । অদ্বৈত-সুন্দরানন্দ মন্তকে বন্দিঞা ॥
শ্রীপর্ণিগোপাল-পদ করি অভিলাষ । দীনহীন কহে এই নয়নানন্দ দাস ॥*

ইতি প্রথমং প্রকরণম্ ॥†

* মুদ্রিত পুস্তকে এইস্থলে অধ্যায়-সমাধি স্থচিত হয় নাই । † খ-পুস্তকে অতিরিক্ত ।

দ্বিতীয় প্রকরণ

জয় জয় রামকৃষ্ণ সখাগণ সাথ । শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ মোর প্রাণনাথ ॥
অভিরাম সুন্দরানন্দ গোপাল মহান্ত । শ্রীপর্ণিগোপাল-পদ স্মরিঞা নিতান্ত ॥
অতএব ভজ মন ! কৃষ্ণ সর্বাশ্রয় । তিহ তুষ্ট হইলে জগৎ তুষ্ট হয় ॥
বৃক্ষমূলে জল দিলে পত্রশাখার তৃপ্তি । পত্রে জল দিলে নহে বৃক্ষের জল-প্রাপ্তি ॥
মুখে ভুজাইলে হয় ইন্দ্রিয়-তোষণ । নাসা কর্ণে অন্ন দিলে নহে শরীর-পোষণ ॥
তৈছে কৃষ্ণবিনে হয় জগত-পূজন । বৃক্ষমূলে জল দিলে পত্রের তোষণ ॥
সর্বদেবতার মূল হয় ভগবান্ । 'মূলং হি বিশ্বদেবানাম্' ভাগবত গান ॥

যথা [ভাগ ১।৩২।১৪] যথা তরোমূল.....

কৃষ্ণ সর্বদেবময় সর্বদেবেশ্বর । ভক্তবৎসল কৃষ্ণ ভক্ত-প্রিয়দ্বর ॥
কৃষ্ণ-পূজা করিলে সর্বদেব তুষ্ট হয় । অতএব কৃষ্ণ হন সর্বদেবময় ॥
স্কান্দে— অচিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে ।

অচিভাঃ সর্বদেবাঃ স্মার্যতঃ সর্বময়ো হরিঃ ॥

হরিভক্তিহীন জনের সব অকারণ । কিবা বেদ বহু শাস্ত্র তপস্তা করণ ॥
তপ জপ যজ্ঞবিধি হরিভক্তি বিনে । যে সব করয়ে ধর্ম্য ব্যয় অকারণে ॥
বৃহন্নারদীয়ে—কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বাহি কিম্বা তীর্থ-নিষেবণৈঃ ।

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনানাং কিন্তুপোভিঃ কিমক্ষরৈঃ ॥

যে করে পরম ভক্তি বিষ্ণু-আরাধন । তবে তার অত্ন তপস্তার নাহি প্রয়োজন ॥
হরিসেবায় হয় সর্বতপঃফল । অতএব অত্ন তপে দেখি যে বিফল ॥
নারাধয়ে যদি হরি তার তপ বুখা । ক্লেশমাত্রভাগী হয়, ফল নাহি তথা ॥
হরি আরাধনা বিনে করে পুণ্যকর্ম্য । পুণ্যফল তাহে নাহি, কেবল অধর্ম্য ॥
পুন কহি শ্লোকার্দ্ধ-অর্থ বিবরণ । অন্তর্বাছে যার হরি চিন্তনীয় হন ॥

শ্রীদশমে অক্লুরঃ [ভা ১০।৪০।৯-১০] সর্ব এব যজন্তি স্বাং
সবতীর্থ সর্বযজ্ঞ হয় ফলোদয় । অন্তর্বাহ্যে যার হরি কহিল নিশ্চয় ॥
অন্তরে-বাহিরে যার হরি-সম্বন্ধহীন । তার তপ অকারণ, সেই ভাগ্যহীন ॥
যথা স্বান্দে--আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ?

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ?

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ?

নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ?

এই কথার বিবরণ স্বন্দপুরাণে । পদ্মপুরাণেও পুন কহিলা আপনে ॥
কৃষ্ণভক্ত জন হয় সর্বধর্মকর্তা । কৃষ্ণের অভক্ত সর্ব অধর্মের ভর্তা ॥
ধর্ম কর্ম করে পুন নারাদয়ে হরি । নরকে বসতি তার পুণ্য কর্ম করি ॥
কৃষ্ণহেতু দৈবে ভক্ত করে পাপ কর্ম । পাপ-হেতু নাহি হয়, সেই হয়ে ধর্ম ॥

স্বান্দে— স কন্তা সর্বধর্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব !

স কন্তা সর্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥

পাপং ভবতি ধর্মোইপি তব ভক্তৈঃ কৃতো হরে ।

নিঃশেষধর্মকন্তা বাপ্যভক্তো নরকেহরে ॥

পাদ্মে শ্রীভগবত্বক্তিঃ—মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মায় কল্পতে ।

মাননাদৃত্য ধর্মোইপি পাপং স্ত্রান্মৎপ্রভাবতঃ ॥

এই বাক্য দৃঢ় দেখ প্রভুর বচন । ভগবদগীতায় কহে—শুনহ অর্জুন !
অত্যন্ত আচারহীন নীচ চণ্ডাল-জাত । অনন্তভাবে যে মোরে সেবে অবিরত ॥
নীচ হঞা সেই হয় মহতের সম । সর্বধর্ম-ব্যবসারী হয় সেইজন ।

[গীতা ৯।৩০] অপি চেৎ স্তুতুরাচারো.....

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হো অপর । কোন বর্ণ হউ মাত্র যে ভজে ঈশ্বর ॥
বিস্তৃভক্তিযুক্ত ভক্ত হয়ে সর্বোত্তম । ধর্মী কর্মী যেবা কহ কেহ নহে সম ॥

স্বান্দে—ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ ।

বিষুভক্তি-সমাবৃত্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥

কৃষ্ণ-পদাশ্রয় বিনে অস্ত্রের শরণে । নাহি হয় ভব-জ্ঞান কহিলা পুরাণে ॥
প্রধান পুরুষ কৃষ্ণবিনে এ সংসার । ছুৎখলমুদ্র হৈতে নাহি দেখি পার ॥
সর্বপ্রাণির মহৎ ভয় যমের যন্ত্রণা । কৃষ্ণবিনে ঘুচাইতে নারে অত্যাচনা ॥

শ্রীভাগবতে কপিলবাক্যং [ভা ৩।২৫।৪১] নাশ্রুত্ব মদভগবতঃ

ভক্তবৎসল কৃষ্ণ ভক্ত-প্রিয় হন । জীব-প্রতি স্মৃতি-বাক্য করহ শ্রবণ ॥

যথা [ভা ৪।৮।২২] তমেব বৎসাশ্রয়.....

ভক্তপ্রিয় ভক্তবশ্ত হয় ভগবান্ । শুকবাক্য ভাগবতে কর অবধান ॥
উদ্বলে বাক্তিতে নারে যশোদা স্নন্দরী । মাতার দেখিগা শ্রম স্ফুটিলিত হরি ॥
কৃপা করি আপনি বন্ধন লইল । ভক্তবশা ভগবান্ গৃহে বিবরিল ॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ ভক্তবশে চলে । অশ্রীষ-প্রসঙ্গেতে ভগবান্ বলে ॥

যথা [ভা ১০।৯।১৮] স্বমাতুঃ স্থিন্নগাত্রায়া.....

ছবাসা ত্রিজগৎ ভ্রমি স্থান না পাইঞা । বিষ্ণুর শরণ লৈলা বৈকুণ্ঠেতে যাঞা ॥
অশ্রীষ-স্থানে প্রভু কর্যাছি অপরাধ । তুমি তুষ্ট হও প্রভু করহ প্রসাদ ॥
সেই কালের শুন কথা কহেন ঈশ্বর । আমি ভক্ত-পর্যবীন, নহি স্বতন্তর ॥
সাধুর হৃদয়ে বদ্ধ আমার অন্তর । এই ত কহিল সত্য শুন দ্বিজবর ॥
ছবাসাকে এই কথা কহে ভগবান্ । অপরাধ ক্ষমাইতে ভক্তস্থানকে পাইন ॥
কৃষ্ণসম ভক্তবশ্ত কে আছে দয়াল । হেন প্রভু না ভজিঞা গৌরাইল কাল ॥

[ভা ৯।৪।৬৩-৬৪] অহং ভক্তপরাধীনো.....

ভক্তগণের কৃষ্ণ বহি অত্র নাহি গতি । সংসার সমুদ্রপার এই ত মুক্তি ॥
জিতাপে তাপিত তনু যত জীবজন । তাহে যুড়াইতে সেই যুগল চরণ ॥

আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিজৈতিক আর ।

এই তিন তাপে সব তাপিত সংসার ॥

কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বারবিন্দ-অমৃত বর্ষণে । তাপিত জনার হৃৎখণ্ডেই আপনে ॥
কৃষ্ণাশ্রয় বিনে তাপ না হয় খণ্ডন । কৃষ্ণোদ্ধব-সংবাদ একাদশেত বর্ণন ॥

যথা [ভা ১১১২১৯] উদ্ধবঃ—তাপত্রয়েণাভিতস্ত

অতএব পুন কহি শুন বন্ধুগণ ! কৃষ্ণভক্তের না হয়ে কভু যম দরশন ॥
কৃষ্ণ কহেন মোর ভক্ত ভক্তি-অনুসারে । নিরন্তর মোর নাম যেবা স্মৃতি করে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম লইতে শুনিতে । আনন্দ পুলক ভাব যার হয় চিতে ॥
সেই হয় ভক্তোত্তম নামগ্রহণ-স্বরূপে । অস্তে তাহার স্থিতি আমার সদনে ॥
নাম-ফলে স্মৃতি তরে সংসার-জলধি । যাহে আছে স্ত্রীপুত্রাদি-কুন্তীর বিরোধী ॥
ভবসিন্দু তরি ভক্ত কৃষ্ণপদ পায় । কৃষ্ণভক্ত যমালয় কভু নাহি যায় ॥

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্রে—

যে গৃহস্থ নিরন্তরং মম পদং কৃষ্ণেতি ভক্তোত্তমঃ

অন্তঃসমুত-হর্বজাতপুলকা জাত-প্রমোদাশ্রবঃ ।

তে নিস্তীর্থ্য ভবাগবৎ স্মৃত-কলত্রাদ্যৈস্ত নক্রেয়ুতং

হৃষ্ট্য বারিধি-সুহৃস্তরং ময়ি পুনঃ সাধুজ্যামান্য্যপি ॥

কৃষ্ণভক্ত জনে নাহি যম-অধিকার । অজামিল-উপাখ্যান ভাগবতে প্রচার ॥
মহাপাণী অজামিল বিপ্রকুলে জন্ম । নিজ ধর্ম' তাগ করি, করিল নীচ কর্ম ॥
মত্ত মাংস ভক্ষণ কৈল ব্যাধ-আচরণ । স্বক্ৰিয়া করিঞা তাগ বেষ্ঠাতে গমন ॥
বেষ্ঠাগর্ভে জন্মাইল ছয় পুত্র তার । চৌষাষুত্তি মিথ্যা কামুক ব্যবহার ॥
কনিষ্ঠ পুত্রের নাম থুইল নারায়ণ । অতিশয় তাহে স্নেহ বাৎসল্য-কারণ ॥
কালক্রমে জরাগ্রস্ত হইল আতুর । যমদূত আইল তারে লইতে সত্ত্বর ॥
যমদূত আইল ছয় অতি ভয়ঙ্কর । লৌহ দণ্ড চর্ম' দড়ি কস্পিত অধর ॥
ঘোর রূপ ঘোর আঁখি দন্ত কড়মড়ি । মার মার বিকট শব্দ হাতে চর্ম'দড়ি ॥
ভয় পাঞা অজামিল মুর্ছাগত হন । অরে পুত্র পুত্র রাখ নারায়ণ ॥
নামাভাসে 'নারায়ণ' বলিল যখন । শ্রিয়মাণ কালে নাম হইল স্মরণ ॥

সর্বপাপ খণ্ডিল তার নামাভাস-বলে । ভয় পাঞা যমদূত কস্পিত সকলে ॥
হেনকালে বিষ্ণুদূত আইল চারিজন । অজামিলের ঘূচাইলা সকল বন্ধন ॥
যমদূত পলাইল যম বিস্তমান । অজামিলেরে কহিল সকল আখ্যান ॥
নামাভাসে মুক্ত হইল সকল বন্ধন । ভক্তিভরে নামবলের কে কর বর্ণন ॥
এই ত প্রসঙ্গে যম কন দূতগণে । বিষ্ণুভক্তগণ-নিকট না যাবে স্বপনে ॥
বিষ্ণুভক্তজন্য দণ্ডকর্তা আমি নহি । নিশ্চয় করিঞা এই দূতগণে কহি ॥

তত্র বিষ্ণুদূতা উচুঃ—[ভা ৬২৭—৮] অয়ং হি কৃতনির্বেশো

অপিচ—এতেনৈব হ্যাবোনোহস্ত

যমরাজোক্তিঃ—বিষ্ণুপুরাণে ৩৭।১৪

স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তঃ, বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে ।

পরিহর মধুসূদন-প্রপন্নান্, প্রভুরহমহানুগাং ন বৈষ্ণবাণাম্ ॥

বৈষ্ণবের দণ্ডকর্তা আমি কভু নহি । শুন ওরে দূতগণ ! তোমা সত্তে কহি ॥

একথা শুনিয়া পুন কহে দূতগণ । কে দণ্ড, কারে আনিব যমের সদন ॥

যম কহে—শুন তাহে কহি বিবরণ । কৃষ্ণসম্বন্ধহীন যেই সব জন ॥

কৃষ্ণনাম গুণযশঃ জিহ্বায় না ফুরে । যার চিত্ত কৃষ্ণ-নাম ধ্যান নাহি করে ॥

বাহার মস্তক কৃষ্ণে না করে প্রণাম । একবার কৃষ্ণমূর্তি নাহি করে ধ্যান ॥

কৃষ্ণকর্ম'হীন যেবা মূঢ় নরাধম । তার শান্তিকর্তা আমি দণ্ডের যম ॥

সেই সব লোকেরে আনহ যমপুরে । কৃষ্ণসম্বন্ধহীন যে আছরে সংসারে ॥

[শ্রীভাগ ৬।৩২৯] জিহ্বা ন বক্তি.....

কৃষ্ণসেবা পরিচর্যা কৃষ্ণভক্তি বিনে । কলিযুগে গতি নাই কৃষ্ণনাম বিনে ॥

'এব'-কার দিয়া ব্যাস কহে বারবার । গতি নাই গতি নাই নাম বিনে আর ॥

কৃষ্ণনাম বিনে গতি নাহি কলিকালে । এই সত্য, এই সত্য ধর্ম'শাস্ত্রে বলে ॥

যথা—হরেন'ম হরেন'ম হরেন'মৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥

কলিকালে সরসার নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন । সর্বধর্ম লভে নামে এই নিরূপণ ॥

[ভাগ [১১।৫।৩৬] কলিং সভায়স্থ্যার্থাঃ.....

দৌষের সমূহ কলি পাণের নিচয় । কিন্তু এক কলিযুগে মহাশুণ হয় ॥
কৃষ্ণনাম সর্বসার কলিযুগে ধর্ম । শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে হয় সিদ্ধ সর্ব কর্ম ॥
কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে লোক কৃতার্থ হইঞা । পরমপদ পায় সেই মুক্তবন্ধ হইঞা ॥

[ভাগ ১২।৩।৫১] কলৈর্দৌষনিধেঃ রাজন.....

বাগযোগ যজ্ঞ ধর্মের অপেক্ষা নাই কল্যে । সর্বসিদ্ধি হয় লোকের কৃষ্ণনাম লৈলে ॥
সত্যযুগে ধ্যানযোগে হইতা কৃতার্থ । ত্রেতাযুগে যজ্ঞধর্মে হইতা দীক্ষিত ॥
দ্বাপরযুগে কৃষ্ণসেবা অর্চন পূজন । সর্বসিদ্ধি কলিযুগে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন ॥
ধ্যান, যজ্ঞ, পূজা বিধির তিনযুগের ফল । কলিযুগে কৃষ্ণনামে সিদ্ধি সকল ॥

যথা নারদীয়ে—ধ্যায়ন কৃতে যজ্ঞ যজ্ঞঃ

বিষ্ণুরহস্যে—অভ্যচিতো হরিং ভক্ত্যা কৃতে বর্ষশতত্রয়ম্ ।

ফলমাপ্নোত্যবিকলং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনে ॥

সত্যযুগে বিধিমতে ভক্তি করি হরি । তিনশত বর্ষ যদি আরাধনা করি ॥
সেই ফল কলিযুগে নাম-সঙ্কীৰ্ত্তনে । সর্বসিদ্ধি হয় লোকের নামাদি গ্রহণে ॥
নারদীয় পুরাণে শুন যুগধর্ম-কথন । চারিযুগের ফল কলৌ নামসঙ্কীৰ্ত্তন ॥
অতএব মনে আমি পুন প্রবোধিয়ে । ভজ কৃষ্ণ, চিন্ত কৃষ্ণ—কহিল নিশ্চয়ে ॥
না করিহ অশুভ অশু আলাপন । অশুদেব না ভজিহ অশুর অর্চন ॥
অসৎকথা, অসৎ চেষ্টা, অসতের সঙ্গ । অসৎশাস্ত্র, অসৎদ্বাদ, অসৎক্রীড়ারঙ্গ ॥
এ সব ছাড়িয়া মন সাধুসঙ্গ করি । অকপটে কায়মনে সদা ভজ হরি ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করহ তেজন । মদ-মাৎসর্য্য-পরিত্যাগ ইন্দ্రిয়-দমন ॥
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ছাড়িঞা বাসনা । সাধুসঙ্গ করি কর গোবিন্দ-অর্চনা ॥
সাধুসঙ্গ তুলনা নহে চতুর্বর্গফল । স্বর্গাদি পদ জানি তুচ্ছ সকল ॥

[ভাগ ১।১৮।১৩] তুল্যাম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।

ধর্মধর্ম করি ত্যাগ কর কৃষ্ণচর্চন । পাণপুণ্য দুই হয় বন্ধের কারণ ॥
যথা ভক্তিরসমঞ্জস্যম্—অধর্মো লৌহনিগড়ো ধর্মো হি পূর্ণশৃঙ্খলঃ ।

ঈষদ্ব্যাক্রবিশেষোহপি প্রতিবন্ধকরাবৃভো ॥

অপিচ—অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কস্য শুভাশুভম্ ॥

অতএব মনে কহি হবে সাবধান । অভিলাষ শুভাশুভ ছাড়িবে সর্বকাম ॥
অশু অশু দেবতার তৎপর না হবে । অবিনাশী নহে পদ, বিনাশী জানিবে ॥

যথা [গীতায়্যং ৭।২।৩] অস্তুবন্ধু ফলং তেবাং

সাধুসঙ্গ কর মন ! যদি হবে পার । সাধুসঙ্গ হয় মুক্তপথের দ্বার ॥
যোষিতক্রীড়াসক্ত যত কামুক লুপ্তগণ । তাহা সস্তার সঙ্গ সদা করিবে তেজন ॥
ধর্মবিনাশন হেতু অসতের সঙ্গ । কুমতি বাড়ায় তাহে, বাড়ি দেহবন্ধ ॥
সত্য-শৌচ-দয়া-মৌন বৃদ্ধিবিনাশন । যশ শোভা, কমা, শম, দম কয় হন ॥
এই সব নষ্ট হয় অসতের সঙ্গে । কুমতি বাড়য়ে নিতি দেহ গবর্গঙ্গে ॥

[ভাগ ৫।৫।২] মহৎসেবাং ধারমাজঃ

অপিচ—[ভা ৩।৩১ ৩৩-৩৪] সত্যং শৌচং দয়া মৌনঃ.....

স্বজাতীয়াশয় ভক্ত করিয়া সঙ্গতি । ভজ কৃষ্ণ অরে মন ! কহিল যুগতি ॥
তবে যে দেখিয়ে অশু দেবের মহিমা । আগম পুরাণ তন্ত্র রহস্য রচনা ॥
সে সব জানিহ কেবল ব্যামোহ-কারণ । চরাচর মনুষ্যের তুলাইতে যন ॥
কল্পাবধি অপেক্ষা তাহা নাহি পরিজ্ঞান । পরম দেবতা বাক্যে বলে অল্পজ্ঞান ॥
অস্ত্রে বিক্ষুবিনে গতি অস্ত্রে নাহি হয় । সিদ্ধান্তে জানিহ মূল বিক্ষুবর্ণশ্রয় ॥

যথা পাদ্মে—ব্যামোহায় চরাচরশু....

আগমে দেখিয়া যে অস্ত্রের প্রধানতা । শিবদ্বারে করেন কৃষ্ণ আপনার গোপ্যতা ॥
তাহার কারণ কহি—শুন বিজ্ঞ জন । যম-অধিকার নাহি যে বৈফব হন ॥
সবলোক বৈফব হলে যুচে যমাদিকার । জন্ম মৃত্যু গতায়াত যুচে বারম্বার ॥
সর্বপাপ-ক্ষংশ হয় কৃষ্ণ-আরাধনে । মুক্ত-বন্ধ হয় লোক কৃষ্ণের সাধনে ॥

সর্বজীব মুক্ত হৈলে সৃষ্টি না বাঢ়য়ে। পাপপুণ্যক্রমে বমালয়ে নাহি যারে ॥
ব্রাহ্মার না হয় সৃষ্টি এত চিন্তি মনে। রহস্ত দেখিতে কৃষ্ণ কহিলা আপনে ॥
কৃষ্ণ কহে—শুন অহে দেব পঞ্চানন! আমাতে বিমুখ যেন হয় মুঢ় জন ॥
স্বমতে আগম তুমি করহ রচনা। যা দেখিঞা লুকাইয় ঐহিক ভোগিজনা ॥
তোমার স্বাগম তত্ত্ব আমার মায়াতে। মুগ্ধ করহ তুমি এই ত্রিজগতে ॥
এইরূপে ভগবান্ মহাদেবে আস্ত্রা দিল। স্বাগম করিয়া ব্রাহ্মার সৃষ্টি বাঢ়াইল ॥
যথা পাদ্মে— স্বাগমৈঃ কলিতস্ত্বং হি...

তত্রৈব পার্বতীং প্রতি মহেশঃ—

বৈদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈঃ ভিন্নৈঃ বিভ্রান্তচেতসঃ।

নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং পরমং পদম্ ॥

শিবমুখ-বিনির্গত শ্রোতা ভগবতী। বাসুদেবের যেই মত আগম-খেয়াতি ॥
বাসুদেব মত ভিন্ন যে সব আচার। স্বাগম বলিয়া সেই জানিহ বিচার ॥
যথাগম-লক্ষণম্—আগতং শিববক্ত্রে ভ্যোগতঞ্চ গিরিজামুখম্।

মতন্ত বাসুদেবস্ত তেনৈবাগম উচ্যতে ॥

এইরূপে আগম স্বাগম ভেদ হন। তৈছে পুরাণ শুন ব্যাসের বর্ণন ॥
অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাস করিলা বর্ণনা। তাহে তরতম শুন পুরাণ-লক্ষণা ॥
সদ্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ জানি। তিনগুণে পুরাণ করিলা ব্যাসমুনি ॥
অতএব সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক মতে। তিন হয় অষ্টাদশ পুরাণ শাস্ত্রেতে ॥
১ ব্রহ্মপুরাণ আর ২ পদ্মপুরাণ। ৩ বৈষ্ণবপুরাণ আদি কর অবধান ॥
৪ শৈবপুরাণ আদি অনেক বেকত। সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি ৫ শ্রীভাগবত ॥
৬ নারদীয় আর ৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ৮ আগ্নেয় ৯ ভবিষ্যৎ ১০ ব্রহ্মবৈবর্তনাম ॥

১১ লিঙ্গ পুরাণ, ১২ বামন, ১৩ বরাহ আদি করি।

১৪ মাৎস্য, ১৫ কোম, ১৬ গরুড় পুরাণ বিচারি ॥

১৭ স্বন্দ পুরাণ আর ১৮ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। এইত কহিল অষ্টাদশ পুরাণ প্রমাণ ॥

তার মধ্যে সাত্বিক পুরাণ ছয় খানি। রাজসিক ছয়, তামসিক ছয় গণি ॥
বৈষ্ণব পুরাণ আর নারদীয় পুরাণ। শ্রীভাগবত আর গরুড় আখ্যান ॥
পদ্মপুরাণ আর পুরাণ বরাহ। সাত্বিক পুরাণ মধ্যে জানি এই ছয় ॥
যথা পাদ্মে শিব-পার্বতী-সম্বাদে—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।

গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বরাহং শুভদর্শনৈঃ ॥

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ ॥

রাজস পুরাণ ছয় করহ শ্রবণ। ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয় হন ॥
ভবিষ্য, বামন আর ব্রহ্ম পুরাণ। রাজস এই ছয় পুরাণ প্রমাণ ॥
যথা তত্রৈব পাদ্মে—ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।
ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥

তামস পুরাণ ছয় কর অবধান। শৈব, স্বন্দ, মাৎস্য আর লিঙ্গপুরাণ ॥
কুম্ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ এই ছয়। তামসের মধ্যে ইহারা হইল নির্ণয় ॥
যথা তত্রৈব—শৈবং স্বন্দং তথা লিঙ্গং মাৎস্যং কোমং তথৈব চ।

আগ্নেয়ং বৈ ষড়্ভেতানি তামসানি নিবোধত ॥

সাত্ত্বিক পুরাণ হন মোক্ষের কারণ। রাজসিকের ফল হয় স্বর্গাদি-ভ্রমণ ॥
তামস জানিহ কেবল নিরয়-কারণ। তাহার প্রমাণ শুন পাদ্মীয় বচন ॥

যথা—সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।

তথৈব তামসা দেবি! নিরয়-প্রাপ্তি-হেতবঃ ॥

তথৈব স্মৃত্যঃ প্রোক্তা ঋষিভিজ্ঞিগুণাধিতাঃ।

সাত্ত্বিকা রাজসাস্শৈব তামসাঃ শুভদর্শনৈঃ ॥

কিমত্র বহুনোক্তেন পুরাণেষু শতেষুপি।

তামসা নরকায়ৈব বর্জয়েত্তান্ বিচক্ষণঃ ॥

এবং শ্রীভগবদ্গীতায়াং (১৪।১৮) উক্তং গচ্ছন্তি...

অতএব সর্বাশ্রয় বাসুদেব হন। সত্ত্বভাবে সতে ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
কৃষ্ণ-মায়াতে মুগ্ধ—এ তিন ভুবন। মোহক্রমে কৃষ্ণেতে বিমুগ্ধ লোক হন।
প্রাক্তন অদষ্টক্রমে মৃত অচেতন। আশ্রয়ী ভাব-প্রপন্ন যাঁরা হন।
সেই সেই কালেতে জীব হতচিত্ত হৈঞ। অত্মদেব সেবা করে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িঞ।
কৃষ্ণ কহেন—শুন সখা হৈ অর্জুন! অশ্রুতভাবে মোরে ছাড়ে মৃত অচেতন।
দন্ত দর্প অভিমান ক্রোধ পরুষতা। আশ্রয় ভাবেতে এই জানিহ সর্বথা।

[গীতা ৭।১৫] ন মাং হৃকৃতিনো মৃঢ়াঃ.....

ইত্যাদি-বিধানেন মন শিখাইল তোরে। না ভজহ হেন কৃষ্ণ হৃৎ পাবার তরে।
কর্মক্রমে দুর্লভ মনুষ্যদেহ পাইঞ। নাহি তরে ভবসিন্ধু গুরুপদাশ্রয়।
অসং দেহের গর্ব করে অভিমান। পশুবুদ্ধো মৃত না ভজে ভগবান্।
মহা অন্ধরূপে যেন পশু পড়ি রয়। তৈছে গৃহ-মহাকূপে রহয়ে নিশ্চয়।

ভাগ [১০।৫।১৪৬] শ্রীমুচুকুন্দরাজা—লক্শ্মী জনো দুর্লভমত্র...
অপি চ [গীতা ৭।২০] কামস্তুস্তেহৃতজ্ঞানাঃ প্রপদাস্তুহৃদেবতাঃ।
সেই লোক আশ্রয়বঞ্চক নাশেন আপনা। সকল হইতে নিন্দিত জানি সেই জনা।
দেবদত্ত দুর্লভ মনুষ্যদেহ পাইঞ। কৃষ্ণপদ নারায়ণ আপনা বঞ্চিত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শ্রীকৃষ্ণঃ [১০।৬।৪১] দেবদত্তমিমং লক্শ্মী।
হেন কৃষ্ণ-সেবামর্ম অর্চন শ্রবণ। ইহা ছাড়ি অত্মদেব করে আরাধন।
নিশ্চয় জানিহ সেই ছুদৈব-ঘটনা। কৃষ্ণ-কথা তাগ করি শুনে অগ্র বর্ণনা।
কৃষ্ণকথা রসময় অমৃত-সমান। এ অমৃত তাগ করি শুনে অগ্র গান।
অসং কথা আলাপন যন্ত্রেতে শুনে। অগ্র দ্রব্য ছাড়ি শূকরবিষ্ঠা-গর্তে ধায়ে।
কৃষ্ণ-কথা ছাড়িঞ অসহ্যতা শ্রবণ। অমৃত ছাড়িঞ যেন গরল-ভক্ষণ।

যথা—[ভাঃ ৩।৩২।১৯] নুনং দৈবেন নিহতাঃ...
ভবসিন্ধু পারাবার সেই জন হয়। কৃষ্ণসেবা করে লঞা গুরুতে আশ্রয়।
কৃষ্ণ কহেন—সেই তরে এই ত সংসার। ভবাণবে কাণ্ডারী যার গুরু কর্ণধার।

দেহির দেহ প্রব করি তাহাতে উদ্ধার। গুরুরূপ আমি তাহে হইত কাণ্ডারী।
অনুকূল রূপে বায়ু করিয়ে সঞ্চার। ভবসিন্ধু এইরূপে করি আমি পার।
এতে কেহ তরিবার উপায় না করে। না পারে তরিতে আশ্রয়বাতী হৈঞ।
যমের বস্ত্রণা হৃৎ নানা যোনিতে ভ্রমণ। কৃষ্ণ না ভজিলে হয় নরকে গমন।

ভাগ [১১।২০।১৭] নৃদেহমাষ্টাং সুলভং...

যদবধি কৃষ্ণানুশীলন না হয় শরীরে। তদবধি জন্মমৃত্যু হৃৎ এ সংসারে।

যথা পাদ্মে—যাবজ্জনো ভজতি নো ভূবি বিষ্ণুভক্তি-

বাস্তাশুধারসমশেষ-রসৈকসারম্।

তাবজ্জরা-মরণজন্মশতাব্যাত-

দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি।

চৌরাশি লক্ষ যোনি জীব করিঞ ভ্রমণ। ভাগ্যফলে মনুষ্যজন্ম আসি হন।
হেন জন্ম পাইঞ যে না ভজিল হরি। আশ্রয়বঞ্চক শোচ্য সংসার-ভিতরি।
ব্রহ্মবৈবর্তে— অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষ্যস্তান্ জীবজাতিষু

ভ্রমদৃতিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মায়াং জন্ম পর্যায়াৎ।

তদপ্যফলতাং যাতং তেষাং দেশাভিমানিঃ

বরাকাগামনাস্রিত্য গোবিন্দ-চরণাশুজম্।

ইথে কেহো জানি না ভজিঞ হরি। সংসার তরিব মোরা স্ব-স্ব ধর্ম করি।
ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ করি নিজাচার। নিজাচারে সংসার-সমুদ্র হৈব পার।
ব্রাহ্মণের দ্বাদশ গুণ ধর্ম আদি করি। ক্ষেত্রির বৃদ্ধাদি ধর্ম শাস্ত্রে ত বিচারি।
বৈশ্যের বাণিজ্যাদি সত্য আচরণ। শূত্রের ধর্ম হয় ব্রাহ্মণ-সেবন।
এইসব স্বধর্মের মোরা কৃতার্থ হইব। অতএব অলভ্য আর কিছু না রহিব।

ব্রাহ্মণের দ্বাদশগুণ করহ শ্রবণ।

সত্যকথা, ধর্মশাচার, তপ, ইন্দ্রিয়-দম। শাস্ত্রস্বর্ধীন, লজ্জাবিত, যার বুদ্ধি সম।
অনহ্যা, তিতিক্ষা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি। ব্রাহ্মণের দ্বাদশ ব্রত এই কথা শ্রুতি।

এই দ্বাদশ গুণ হয় ব্রাহ্মণের ধর্ম। ইত্যাদিনিষ্ঠ হৈঞ করে নিজকর্ম ॥
সব আচরে আর কৃষ্ণেতে বিমুখ। ইহকালে পরকালে নাহি তার সুখ ॥
কৃষ্ণ ভজে কায়মনে চণ্ডালকূলে হয়। কৃষ্ণ-বিমুখ দ্বিজ তার সম কেই নয় ॥

[ভাগ ৭।১।১০] বিপ্রাদ্ দ্বিষড়-গুণযুতাৎ

বিপ্র হৈতে চণ্ডালের কহিল গরিমা। তাহার আশয় শুন সেইখানে বর্ণনা ॥
চণ্ডাল হইয়া হয় কৃষ্ণ-পরায়ণ। আত্মা সহ কোটি পুরুষ করয়ে তারণ ॥
কৃষ্ণ-বিমুখ দ্বিজ সর্বধর্ম করি। অগ্র কি আপনাকে পূত করিতে নারি ॥
তত্রৈব তস্মার্কং—মন্যে তদপিত-মনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পুনাতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ।

তথা ষষ্ঠে যমবাক্যেন—[ভা ৬।৩।২৯] জিহ্বা ন বক্তি...
স্বধর্ম্মাচার-রত যত মুক্ত অভিমানী। বাদবিরুদ্ধবুদ্ধি যেই সব জানি ॥
বহু দুঃখে তপ করি উচ্চপদ পায়। কৃষ্ণ-বিমুখ হইলে অধঃপাতে যায় ॥

শ্রীদশমে— [ভা ১০।২।৫২] যেন্তোরবিন্দাক্ষ.....

তত্র— [ভা ১০।২।৫৩] তথ্য ন তে মাধব!...

[ভা ১০।২।৩৯] ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবিদ্...

অতএব মনে আমি কহি বার বার। হরি ভজ, হরি চিন্ত, হরি কর সার ॥
আত্মঘাতী হৈলে যোবা পাপ কর। না ভজ হরি যদি সেই পাপ হয় ॥
শ্রীশুক গোপাল ভগ্ন কৃষ্ণভক্তগণ। রূপা করি দেহ মোরে চরণ-শরণ ॥
শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ শ্রীপরিগোপাল। রূপা কর গুণনাথ ঠাকুর দয়াল ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সার্বভৌম শ্রীগোকুলচন্দ্র। দীন হীন মদমতি এ নয়নানন্দ ॥
গোপালচরণপ্রভু করি অভিলাষ। কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব করিলা প্রকাশ ॥
কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব অমৃতের সম। সর্বোৎকর্ষ কৃষ্ণসেবা দ্বিতীয় প্রকরণ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব সর্বোৎকর্ষ-কৃষ্ণসাধননিরূপণঃ

দ্বিতীয় প্রকরণম্ ॥ ২ ॥

তৃতীয় প্রকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভজে।

জয়রে জয়রে হরে,	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	ধন্য ধন্য অবতার।
দীনজন্যার বন্ধু,	কেবল কদম্বাসিন্দু,	দীন দেখি করহ উদ্ধার ॥
পরম আনন্দ,	জয় জয় নিত্যানন্দ,	ঠাকুর পরম দয়াল।
জয় জয় জয়দ্বৈত,	প্রেমরসযুত,	জয় জয় সুন্দর গোপাল ॥
শ্রীচৈতন্য-অনুগত,	ভক্তিবাবয়ুত,	জয় জয় বৈষ্ণবসমাজ।
সবাঁকার পদে নতি,	শত কোটি কোটি স্তুতি,	সিদ্ধি কর এই নিজ কাজ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে নাহি কালাকালনিয়ম।	দিবানিশি ভজ কৃষ্ণ ছাড়ি' অগ্র কর্ম ॥	
বালককালে আরম্ভিঞা জীবন পর্য্যন্ত।	ভজ কৃষ্ণ নিরবধি করিঞা একান্ত ॥	

সপ্তমে প্রহ্লাদঃ [ভা ৭।৬।১] কৌমার আচরেন...

বাল্য হৈতে যে না ভজে পাপ মূঢ়মতি। বুদ্ধ হৈলে ভজিব কৃষ্ণ এই আশা তথি ॥

আজি কালি করিতে তার আয়ু বহি যায়।

সেবাস্বাধর্ম নাহি হয়, মরিঞা ক্রোধ পায় ॥

বাল্যকালে কহে—কৃষ্ণ ভজিব যৌবনে। নানাক্রীড়া করে শিশু বালকগণ সনে ॥
বাল্যকাল এইরূপে যুথ দেখ যায়। হিতাহিত নাহি জানে ঈশ্বর-মায়ায় ॥
যৌবন বয়সে হয় যুবতী-বিলাস। বিষয়-বাসনা বাড়ে ধনতে প্রয়াস ॥
ধন উপার্জন আদি বাড়ে নানা রঙ্গ। গ্রাম্যস্থখে মগ্ন হয় বিষয়ীর সঙ্গ ॥
দেহ-গর্বে তখন না জানে ভালমন্দ। ঈশ্বরের মায়াতে বিষয়ে হয়ে বন্ধ ॥
যৌবনদশাতে করি ধন-উপার্জন। বুদ্ধাবস্থা হৈলে কৃষ্ণ করিব সাধন ॥
এইরূপে যুবা যায় বার্ককা উপস্থিতি। বুদ্ধাবস্থা হৈলে ভাই বড়ই জুগতি ॥
সর্ব কার্যে অসমর্থ সদাই পীড়িত। ক্ষুধাতৃষ্ণা সহিতে নারে সদা শিপাসিত ॥
কর্ণপথ বদ্ধ হয়, নাম নাহি শুনে। চক্ষুদৃষ্টি খাট হয়, কম্প ক্ষণে ক্ষণে ॥

কাশ, খাস, জরাগ্রস্ত, কণ্ঠ ঘরঘর হয়। কফ-বাত-শ্লেষ্মাগ্রস্ত সতত আশয় ॥
পরাদীন হয় তখন, লোভ হয় সদা। জী পুত্র বান্ধবগণে করে অমর্যাদা ॥
তখন কহয়ে বুদ্ধকাল মোর গেল। তিন কালের মধ্যে কভু হরিসেবা নৈল ॥
বুদ্ধ হৈলে কেহ জানি লোক-লাজে কয়।

কোন মূঢ়ের বুদ্ধ হৈলেও চিন্তা নাহি হয় ॥

অসংসদের ফল কৃষ্ণকর্মহীন। অসং ব্যাপার করি মজাইল দিন ॥
তিনকাল এইরূপে রুথা তার যায়। নিজ কর্ম ভুঞ্জে লোক ঈশ্বর-মায়ায় ॥

তাঁহে বুদ্ধ কেহ হৈছে, কেহ বাল্যে মরে।

যুবাকালে মৃত্যু বা দেখহ কোন নরে ॥

এতেক দেখিয় মূঢ় না বুঝয়ে যারা। ঈশ্বরের মায়ায় জু তরিতে পারে কারা ?
যথা বিষ্ণুপুরাণে—[১১৭।৭২—৭৩]

বালোহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা।

যুবাং বার্কিকে প্রাপ্তে করিগ্রাম্যান্নো হিতম্ ॥

বুদ্ধোহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে।

কিং করিগ্রামি মন্দাত্মা সামর্থেন ন যং যং কৃতম্ ॥

পাইঞা ছলভ দেহ যদি বাঞ্ছ সুখ। ভজ কৃষ্ণ সদা তবে ছাড়ি বিষয়ানুশুখ ॥
নানা যোনি ভ্রমি জীব বহুপুণ্যফলে। নরদেহ পায় যদি এই ভূমিতলে ॥
পাপ পুণ্য কহ সব নরদেহে জানি। শুভাশুভ কর্ম্মকাণ্ড এই কর্ম্মভূমি ॥
পাইঞা ছলভ দেহ হেলে হারাইল। কাঁচ মূল্যে চিন্তামণি আপনি বেচিল ॥
অমূল্য রতন দেহ পাইঞা যতনে। মিথ্যা বিষয় পাইঞা বেচিলাম আপনে ॥
ভবভোগ বিষয় লাগি হেন দেহ গেল। পাইঞা ছলভ দেহ হরি না ভজিল ॥
যথা শাস্ত্রশতকে—জন্মেদং বন্ধাতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।

কাচমূল্যেন বিক্রীতো হস্ত চিন্তামণির্ময়া ॥

হেন জন্ম বন্ধা হৈল, নহিল সফল। সকল ঈশ্বরমায়া মোহ-মহিমা কেবল ॥

তবে কেহ জ্ঞাতা শুভা কেন মোহ কর। মোহরূপ বিপদজালে বন্ধ-কলেবর ॥
অগ্নিশিখা দেখিঞা পতঙ্গগণ ধায়। ভক্ষ্য সামগ্রী বলি উড়ি পড়ে তায় ॥
ভক্ষ্যভক্ষ্য নাহি জ্ঞান, তারা অচেতন। ভাগ্যমন্দ না জানিঞা হইল নিধন ॥
অজ্ঞানে দেখহ মীন বড়শি ভক্ষয়ে। তাহার যাতনা তারা আগে না জানয়ে ॥
না জানিঞা মৃত্যু হয়, তারা অচেতন। আমা সভার দেখ আছে বিশিষ্ট চৈতন ॥
জানিঞা আমরা ততু অজ্ঞান সকলে। বন্ধ হইছি দেখ সংসার-বিপৎ জালে ॥

অজ্ঞানন্ দাহার্ন্তিঃ বিশতি শলভো দীপদহনঃ

ন মীনোহপি জ্ঞানান্নৃতবড়িশমশ্রুতি পিশিতম্।

বিজ্ঞানন্তোহপোতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্

ন্ন মুঞ্চামঃ কামমহহ গহনো মোহ-মহিমা ॥

বিষয়াবিষ্টমতি না হইও আর। বিষয়-জন্যর কভু না দেখি উদ্ধার ॥
সর্ব বিষয় ছাড়ি ভজ ভগবান্। বিষয়ী জনার দেখ নাহি পরিত্রাণ ॥
বিষয় কাহাকে কহি কর অবধান। গ্রাম্য সুখ গ্রাম্য কর্ম গ্রাম্য গীত গান ॥
বাহেদ্রিয়-সংযমাভাব অজিতেদ্রিয়। নিজ অভিলাষ বাথে সেই ত বিষয় ॥
বদেহ-সুখ-তাৎপর্য যেবা কর্ম হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীন তারে বিষয় কহয় ॥
বিষয়-আসক্ত দোষ করহ স্মরণ। ভগবান্ অর্জুনে কেন গীতার বর্ণন ॥
বিষয় ভাবিতে পুরুষের বিষয়সঙ্গ হয়। সঙ্গ হইলে তাহে আসক্তি বাড়য় ॥
কামাশক্ত হইলে পুন কার্যে হয় ক্রোধ। ক্রোধে হয় মোহ, বাহে ক্ষীণ হয় বোধ ॥
মোহে হয় স্তুতি নষ্ট শাস্ত্রজ্ঞান যত। কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান তাহে হয় হত ॥
স্তুতিভ্রষ্ট হৈলে হয় বুদ্ধি-বিনাশন। বুদ্ধি-লোপ হৈলে হয় তাহাতে মরণ ॥
যথা [গীতা ২।৬২—৬৩]

ধায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ...ক্রোধাদ্ভবতি...

বিষয়ীতে কৃষ্ণাবেশ কভু নাহি হয়। পুরাণ প্রমাণ তাহে গুনহ নিশ্চয় ॥
বিষয়-জন্যর চিত্তে বিষয়-আবেশ। তার দেহে দূর গত সদা কৃষ্ণাবেশ ॥

তাহাতে সামান্য এক শুনহ উপমা । বিষুপুত্রের শ্লোক বাসের বর্ণনা ॥
 একদেশে এক বস্ত্র রাখিঞ যদি যায় । সেই বস্ত্র অত্র দেশে উকটিবে যায় ॥
 পশ্চিম দেশে রাখ দ্রব্য, উকট পূর্বদেশে । যাহা না রাখিল পুন তাঁহা পাবে কিসে ॥
 বিষয়-জন্যের মত বিষয় বাসনা । তার দেহে দূরগত সদা কৃষ্ণপ্রেমা ॥
 কৃষ্ণাবেশ থাকে যেবা কৃষ্ণপ্রেমী হয় । বিষয়ের চিত্তে সদা বিষয়-ধর্ম হয় ॥
 অতএব বিষয়ীতে নাহি কৃষ্ণাবেশ । এই ত কহিল দোষ বিষয়-আবেশ ॥
 কৃষ্ণভক্তগণে হয় কৃষ্ণাবেশ সদা । কৃষ্ণবিহ্ন তার চিত্তে না রহে একদা ॥
 অতএব ভাগবতে কহে ভগবান্ । বিষয় ভারিতে জন বিষয়ে পান ॥
 আমাকে চিত্তয়ে যেবা সে আমাকে পায় । আমাছাড়ি ভক্তচিত্ত কাঁহে নাহি যায় ॥
 ভক্তজনের চিত্ত আমাতে সদা লীন । অতএব বিষয়ী লোক সদা আমায় হীন ॥

যথা বিষুপুত্রাণে—

বিষয়াবিষ্ট-চিত্তানাং কৃষ্ণাবেশঃ সূদূরতঃ ।

বারুণীদিগ্গতং বস্ত্র ব্রজেন্নৈন্দ্রীঃ কিমাপুয়াৎ ?

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে ।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং মযোব প্রবিলীয়তে ॥

বিষয়-বাসনা লঞা যদি বন যায় । বনেতে থাকিঞা তার বিষয়ে মন ধায় ॥
 কিবা বন, কিবা গৃহ, বিষয়াবেশ যার । দেহে নাহি উপজয়ে কৃষ্ণাবেশ তার ॥
 রাগী জন যদি করে বনেতে বসতি । তথাপি সকল দোষ সঙ্গেতে বসতি ॥
 গৃহে থাকি পঞ্চেন্দ্রিয় করয়ে দমন । নিবৃত্ত-রাগের হয় গৃহ তপোবন ॥
 গৃহী ভক্ত অশ্রীষ আদি মহাশয় । বন্ধন-নিমিত্ত তার গৃহ নাহি হয় ॥

যথা শাস্তিশতকে—

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং, গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়সংযমস্তপঃ ।

অকুৎসিতে কর্মণি যঃ প্রবর্ততে, নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥

তাহা দেখ ভাগবতে কহে ভগবান্ । সাধুজন গৃহে থাকি হুঃখ নাহি পান ॥

গৃহে থাকি কৃষ্ণকর্ম করি হর্ষমানে । প্রহর প্রহরাদি কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥
 তার গৃহ বন্ধন-নিমিত্ত নাহি হয় । দিন রাত্রি চারি দণ্ড কৃষ্ণকে সেবয় ॥

যথা [ভা ৪।৩।০।১৯] গৃহেদ্বাবিশতাং বাপি...

জিতেন্দ্রিয় জন বাস করু যাহা তাঁহা । কৃতার্থ শ্রীকৃষ্ণভক্ত বাস করে যাহা ॥
 গৃহাসক্ত জন যেই করে গৃহকর্ম । গৃহে থাকে, করে সদা গৃহাচার ধর্ম ॥
 সে জনার নহে কভু কৃষ্ণপদে রতি । পরে শিখাইলে না হয় কৃষ্ণে মতি ॥
 পরস্পর শিক্ষা শ্রবণ সঙ্গগুণে । নাহি হয় কৃষ্ণে মতি গৃহাসক্ত জনে ॥
 অজিতেন্দ্রিয় বিষয়ী বিষয়-আস্বাদন । পুনঃ পুনঃ করে তারা চবিত-চবণ ॥
 গৃহাসক্ত বিষয়ীর কভু নহে গতি । শ্রীকৃষ্ণসেবার যার নাহি দেখি মতি ॥

[শ্রীভাগ ৭।৫।৩০] মতিন্ কৃষ্ণে পরতঃ...

কৃষ্ণকর্ম-বহিমুখ সদা শোচ্য হয় । কৃষ্ণ-কর্মহীন জনের বুখা আয়ুবায় ॥
 হৃদ্য উদয় অন্ত দিবস রজনী । এইরূপে দিন মাস বৎসরাদি গণি ॥
 দিন মাস বর্ষক্রমে আয়ু পূর্ণ হয় । মৃত্যু হয় যমপুরে প্রাপ্তন ভুঞ্জয় ॥
 সেই ক্ষণ নাহি যায় বুখা আয়ু বাদ । যেবা ক্ষণে কৃষ্ণকথা সাধুর সম্বাদ ॥
 কৃষ্ণবিষয়ে যেবা কালব্যয় করে । সদায় আয়ু সেই কহিল বিচারে ॥
 ইহা নাহি জানে মূঢ় বিষয়ের ভোলে । কোনরূপে দিন যাউক এইমাত্র বোলে ॥
 কিন্তু দিন মাস বর্ষ শীত গ্রীষ্ম যত । চক্রপ্রায় সেই সব ফিরে অবিরত ॥
 কাল নিত্যরূপ হন তার নাহি ক্ষয় । মনুষ্যের আয়ুমাত্র হরয়ে নিশ্চয় ॥

যথা [ভা ২।৩।১৭] আয়ুর্হরতি বৈ...

দিন রাত্রি প্রহর দণ্ড ক্ষণ আদি করি । কৃষ্ণকর্মহীন কাল বিফল হয় তারি ॥
 সেই দিন দীন হয় দরিদ্রতুল্য মানি । কৃষ্ণকর্ম লীলাগুণ যবে নাহি শুনি ॥
 সেই ক্ষণ ক্ষীণ হয় জলবিধপ্রায় । কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনে যেবা ক্ষণ যায় ॥
 অষ্ট প্রহর মধ্যে না স্মরে যবে হরি । প্রহর প্রহার তুল্য জানিহ তাহারি ॥
 কৃষ্ণকর্ম কৃষ্ণবার্তা যবে নাহি হয় । সেই সব জানিহ ভাই বুখা আয়ুক্ষয় ॥

রুদ্রযামলে—দিনং দীনং ক্ষণঃ ক্লীণো দণ্ডো ভবতি দণ্ডবৎ ।

প্রহরোহপি প্রহারঃ স্যাদ্যত্র ন স্মর্যতে হরিঃ ॥

কৃষ্ণকথাবিমুখ জনের আয়ু বুথা । বৃক্ষগণ বহুকাল বাঁচি রহে যথা ॥

যথা [ভা ২।৩।১৮] তরবঃ কিং ন জীবন্তি...

কৃষ্ণ-বিমুখ জন পণ্ডতে গণনা । পশু মধ্যে অতিনিন্দিত তাহার বর্ণনা ॥

কুকুর শূকর উষ্ট্র গর্দভ-সমান । নাহি গেল কর্ণপথে যার কৃষ্ণনাম ॥

তত্রৈব [ভা ২।৩।২] শ্ববিড় বরাহোষ্ট্রখরৈঃ

সেই লোকের বুথা জন্ম, নরাধম সেই । পুরাণ পুরুষ কৃষ্ণ নারাধিল যেই ॥

ভাগবত পুরাণ যেই না কৈল শ্রবণ । ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবমুখে না কৈল হবন ॥

সেই লোক নরাধম, বুথা জন্ম তার । এই ত কহিল কথা পুরাণের সার ॥

যৈন শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং, নারাধিতো যৈঃ পুরুষঃ পুংগবঃ ।

মুখে হতঃ যৈন ধরামরাণাং, তেষাং বুথা জন্ম নরাধমানাম্ ॥

কৃষ্ণকথা-শ্রবণাদিরহিত যেবা জন । ব্যর্থ ইন্দ্রিয় তার করহ শ্রবণ ॥

সর্বোদ্রিয় থাকিতে সেই ইন্দ্রিয়বিহীন । যে ইন্দ্রিয় নাহি হয় কৃষ্ণসম্বন্ধ-অধীন ॥

যার কর্ণে নাহি প্রবেশিল কৃষ্ণনাম । তার ছই কর্ণ বিল-গর্তের সমান ॥

যার জিহবা কৃষ্ণকথা না করে কীর্তন । ভেকজিহবাতুল্য তার জিহ্বার গণন ॥

ভেক যেন কনকন শব্দকে করিঞা । সর্পকে আহ্বান করে গর্ভেতে থাকিঞা ॥

তেনমতে পুরুষ নানা গ্রাম্যকথাগানে । আশ্রয় আয়ু বুথা নেয় নষ্ট করে যমে ॥

স্বর্ণ-মুকুটরত্ন যদি শিরে ধরে । সে মস্তকে গুরু কৃষ্ণ প্রণাম নাহি করে ॥

তাহার মস্তক কেবল ভারের সমান । না করিল শ্রীগোবিন্দ বাহাতে প্রণাম ॥

স্বর্ণকঙ্কণ আদি যেবা হস্তে ধরে । কৃষ্ণ-পরিচর্যা সেই হস্তে নাহি করে ॥

তার ছই হস্ত থাকি কিবা প্রয়োজন । মৃতদেহের হস্ততুল্য তাহার গণন ॥

সাপুষ্কর্তি কৃষ্ণমূর্তি না দেখে লোচনে । তার চক্ষু বুথা মাত্র অন্ধের সমানে ॥

ময়ূরের পুচ্ছ যেন চক্ষু-সমাকার । শ্রীমূর্তি না দেখিল তৈছে চক্ষু তার ॥

কৃষ্ণক্ষেত্র সাধুতীর্থ শ্রীশ্রুদর্শনে । যেবা জন নাহি বান—থাকিতে চরণে ॥

তাহার চরণ ছই সচল বৃক্ষোপম । ইন্দ্রিয় থাকিতে হয় অনিন্দ্রিয়-সম ॥

কৃষ্ণপদ-পুলিবাঞ্ছারহিত যত জন । দেহ থাকিতে তার জীবনে মরণ ॥

শ্রীভাগবতে [২।৩।২০—২৩] শৌনকবাক্যং স্মৃতং প্রতি যথা—

‘বিলে বতোরুক্রম.....

ভারঃ পরং পট্টকিরীট-জুষ্টং.....

বর্হায়িতে তে নয়নে.....

ইত্যাদি প্রকারে মন শিখাইল তোরে । ভজিঞা গোবিন্দ-পদ কৃতার্থ কর মোরে ॥

ভক্তি করি ভজ হরি সকল ছাড়িঞা । কায়মনবাক্যানিষ্ঠা স্মৃদুত করিঞা ॥

আধ্যাত্মিক জ্ঞানযোগ সাংখ্যজ্ঞান যত । কর্মযোগ ক্রিয়া-যোগে হইঞা বিরত ॥

ভক্তিভাবে ভক্তবৎ হয় ভগবান্ । উদ্ধবে কহেন কৃষ্ণ ভাগবতে প্রমাণ ॥

কৃষ্ণ কহেন শুন উদ্ধব প্রিয় মোর । ভক্তিভাবে বশীভূত আমি হই তোর ॥

যোগের সাধনে আমি যত বশ নই । সাংখ্য, যোগ, দান, তপস্যা আদি কই ॥

এ সব সাধনে বশ করিতে সে ত নাহে । ভক্তিভাবে ভক্তগণ বশ করে মোরে ॥

একাদশে [ভা ১।১।১৪২০] ন সাধয়তি মাং যোগো...

এই কথা কহেন ব্রহ্মা সাক্ষাতে ভগবানে । দৈন্ত্য করি আপনাকে প্রভুর চরণে ॥

মুক্তি হেতু ভক্তি ছাড়ি জ্ঞান উপাসয়ে । তার সিদ্ধি নাহি হয় ক্রেশভাগী হয়ে ॥

সর্ব কল্যাণের হেতু ভক্তির সাধন । তাহা ছাড়ি মুক্তিহেতু জ্ঞাননিষ্ঠ হন ॥

ধাত্য ভাগ করি পুন পরম যতনে । তুষ আগড়া ভানে তণ্ডুল কারণে ॥

ধাত্য বিনা তণ্ডুল প্রাপ্তি আগড়ায় নাহি হন । অতএব ক্রেশভাগী শ্রম অকারণ ॥

ভক্তি বিনা কৃষ্ণপ্রিয় কোন কর্ম নয় । সাংখ্য জ্ঞান আদি করি যেবা শাস্ত্রে কর ॥

শ্রীদশমে [ভা ১।১।১৪১৪] শ্রেয়ঃস্বতিং ভক্তিমুদয়ং...

জ্ঞানং যদি অচ্যুতভাব বজ্রিতং, তদা ন শোভতে তত্র যজ্ঞাদি কর্মণা কা
কথা ?

যথা প্রথমে [ভা ১।৫।১২] নৈকম্যমপ্যচ্যুত...

ভক্তবশ্যং যথা—[ভা ১।৫।২১] নায়ং স্মৃথাপো...

কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তিবিনে অগ্র কৰ্ম নন। দ্বিজধৰ্ম দৈবকৰ্ম আদি আচরণ ॥
ধনবায় তপঃ শ্রুতি তেজঃ পৌরুষাদি। কৃষ্ণপ্রিয় নাহি হয় যোগ বল বুদ্ধি ॥

ষষ্ঠে চ [ভা ৬।৩।৩২] শৃণুতাং গুণতাং...

জ্ঞান তপ যজ্ঞ শৌচ ব্রত-আচরণ। ভক্তিবিনে ইথে কৃষ্ণ তৃপ্ত নাহি হন ॥
শ্রীকৃষ্ণগীণনহেতু ভক্তি আরাধনা। ভক্তিবিনে তপস্তাদি সব বিড়ম্বনা ॥

যথা [ভাগ ৭।৭।৫১ - ৫২] নানাং দ্বিজস্বঃ

ভক্তিভাব সম কেহ নহে কৃষ্ণপ্রিয়। জ্ঞান তপঃ পুণ্য ব্রত দান ধৰ্মাদয় ॥

যথা পাদে অৰ্জুনং প্রতি ভগবদ্বক্তিঃ—

ন চ ভক্তিসমং জ্ঞানং ন চ ভক্তিসমং তপঃ।

ন চ ভক্তিসমং পুণ্যং ন চ ভক্তিপয়ং ফলম্ ॥

ন চ ভক্তিসমং ধ্যানং ন চ ভক্তিসমং ব্রতম্।

ন হি ভক্তিসমং দানং নাস্তি ভক্তিসমা গতিঃ ॥

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ-পুরুষার্থ সাধন। ভক্তি কাছে এই সব তুণতুল্য হন ॥

কৃষ্ণকথামৃতদিশু-মগ্ন ভক্তগণ। তুণতুল্য চতুর্ভাগ ফল তারা কন ॥

যথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ * (১০।৮।৭।২১)

স্বংকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।

কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ভাগং তৃণোপমম্ ॥

ভক্তি সম কেহ নয় চতুর্ভাগ ফল। ভক্তি বিনে ভক্তগণের অগ্র নাহি বল ॥

সকল পুরুষার্থ ফল মুক্তিপদ হন। হেন মুক্তি না বাঞ্জে কৃষ্ণভক্তগণ ॥

কৃষ্ণ কহেন—যদি মুক্তি দিয়ে ভক্তগণে। ভক্তি বিনে মুক্তি তারা না করে গ্রহণে ॥

* মোকোয়ঃ শ্রীধরখামিপাদ-কৃত-শ্রীশ্রীমুসিংহন্তবে নবমপাঠে দৃষ্টতে।

[ভাগ ৩।২।১৩] সালোক্য-সাপ্তি

সেবা বিনে মুক্তিপদ ভক্ত না বাঞ্জে। ব্রহ্মবৈবর্ত গ্রন্থে বিবরিয়া কহে ॥

ভক্তি মুক্তি-ভেদ তাহে করহ শ্রবণ। মুক্তি হয় চতুর্বিধ তাহাতে বর্ণন ॥

বিষুলোক-বসতি আর তৎস্বরূপ ধারণ। সমীপবাসী আর ব্রহ্মে লীন হন ॥

এইমত চতুর্বিধ মুক্তির লক্ষণ। জন্মমৃত্যু-রহিত হয় মুক্ত যেই জনা ॥

জরাব্যাধি নাহি তাথে দুঃখশোক রোগ। কোন ক্লেশ নাহি তাহে পরানন্দ ভোগ ॥

হেন মুক্তিসুখবাঞ্ছা না করে ভক্তগণ। সেবাসেবক ভাব যাথে নাহি রন ॥

মুক্ত হৈলে সেবাসুখ না পায় তাহাতে। সেবাসুখ ভক্তিকল সতত ভকতে ॥

ভক্তি-মুক্তি এই ভেদ পুরাণে লক্ষণ। ভক্তগণ সেবানন্দ করয়ে প্রার্থনা ॥

যথা ব্রহ্মবৈবর্তে—

সালোক্য-সাপ্তি-সারূপ্য-সামীপ্যাদিপদং শুভম্।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-ভয়শোকাদি-খণ্ডনম্ ॥

দিব্যরূপধরং নিত্যং নির্বাণং মোক্ষণং বিদুঃ।

মুক্তিঞ্চ সেবারহিতা ভক্তিঃ সেবাবিবক্ষিকা ॥

ভক্তিমুক্ত্যোরয়ং ভেদঃ নিষেক্-বচনং যথা ॥

তত্রৈব—ভক্তিভগবতঃ সেবা মুক্তিস্তং পদলক্ষণম্।

কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি ॥

কৈবল্য মুক্তি ভক্ত না করে বাসনা। কৃষ্ণ দিলেহ নাহি নেন দাস্ত ভাব বিনা ॥

একাদশে [ভা ১।১।৩৪] উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বক্তিঃ—

ন কিঞ্চিং সাধবো.....

নারায়ণ-বাহুস্তবে—

ন ধর্মঃ কামমর্থঃ বা মোক্ষঃ বা বরদেষ্বর।

প্রার্থয়ে তব পাদাজে দাস্যমেবাভিকাময়ে ॥

নিবাণ কৈবল্যমুক্তি ভক্তের তুচ্ছ হন। সেবানিষ্ঠ সালোক্যাদি দৃষ্ট অতি নন ॥

যথা— অত্র ত্যাজ্য তয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ সর্ববিধাপি চেৎ।

সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুদ্ধ্যতে ॥

এই ত কহিল ভেদ—ভক্তি মুক্তি হই। ভক্তিরফলে কোন্ গতি তাহা শুন কই ॥
ভক্তগণ ভক্তিক্রমে পায় কৃষ্ণগতি। সেবানিষ্ঠ সামীপ্যরূপে ভাগবতী গতি ॥
ইত্যাদি বিধানে করি মনে সম্বোধন। ভক্তিভাবে কর সেবা শ্রীনন্দনন্দন ॥
ভক্তি হয়ে তাহে জানি দ্বিবিধ প্রকার। সকামা নিকামা ভক্তি—এইত বিচার ॥
দৃঢ় করি ভক্তিভাবে ভজে ভগবান্। উভয় ভক্তিতে ভক্ত বাঞ্ছারূপে পান ॥
যার যে বাসনা তার তৈছে সিদ্ধ হয়। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে জন বাঞ্ছয় ॥
কামী ভক্তের কামপূর্ণ ভক্তি হৈতে হন। নিকাম ভক্তির ফল—গোবিন্দ-সেবন ॥

[ভাগ ২।৩।১০] অকামঃ সর্বকামো বা.....

[তীত্রেণ ব্যভিচারাদিদোষ-রহিতেন]

যজ্ঞাদি-বিধানে যেবা ভজে ভগবান্। স্বর্গাদি অভিলাষ করি হইঞা সকাম ॥
বেদ বিধি আচরিঞা পুণ্য কর্ম করি। করয়ে বিভোগ সেই অমর-নগরী ॥
স্বর্গাদি করয়ে ভোগ পুণ্য যাবৎ রয়। পুণ্যক্ষয়ে পুন আসি সংসারে জন্ম হয় ॥
শুভাশুভ কম ফলে জন্মমৃত্যু হয়ে। বারংবার গতায়ত নিজ কর্মশায়ে ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে নহে যমের শাসন। শুভাশুভ কম ফলে করয়ে ভ্রমণ ॥
[গীতা ৯।২১] এবং ত্র্যধীর্মমতুপ্রপন্ন। গত্যাগতং কামকামা লভন্তে।

তত্রৈব [গী ৯।২০] তে পুণ্যমাসাদ্

[গী ৯।২১] তে তং ভুক্ত্বা পর্লোকং

সকাম ভজনে হয় গতায়ত জানি। জন্মমৃত্যু গর্ভবাস স্থখদুঃখ শূনি ॥
অভিলাষ ত্যাগ করি প্রীতে ভজ হরি। তার জন্ম নাহি হয় সংসার ভিতরি ॥
নিমিত্ত-রহিত ভক্তি হয় সর্বোত্তম। সিদ্ধাদিক পদ তার কেহ নহে সম ॥
নিকাম ভক্তির ফলে হয় কৃষ্ণপ্রাপ্তি। জীবোপাধি নষ্ট করি হয় কৃষ্ণগতি ॥

ভাগবতী মুক্তি হয় নিকাম সাধনে। সেবাস্থ পায় সেই শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥
ভুক্ত অন্ন জীর্ণ যেন করে জঠরানিলে। সেই রসে করে পুষ্ট ইন্দ্রিয়-সকলে ॥
তৈছে ভক্তি জীবোপাধি করি বিনাশনে। ভাগবতী গতি দেন সেবা-পরায়ণে ॥
নিকাম ভক্তিতে হয় কৃষ্ণানন্দে স্থিতি। জন্মমৃত্যু গর্ভবাস নাহি গত্যাগতি ॥

[ভাগ ২।২।৩২] অনিমিত্তা ভাগবতী

[ভরয়তি শোষয়তি, কোশং লিপ্যশরীরং জীবীবাং, অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-
ভক্তানাং প্রলয়াদৌ ন সুখচ্যুতিন্ পতনম্]
কাশীখণ্ডে—ন চ্যাবস্তি হি তদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।

অতোহচ্যুতোহস্থিলে লোকে স এব সর্বগোহব্যয়ঃ ॥

আত্মক ভুবনের হয় জন্ম মৃত্যু গতি। কৃষ্ণপদ পাইলে পুন নাহিক আবৃষ্টি ॥

[গীতা ৮।১৬] আত্মকভুবনাল্লোকাঃ

কোন ভক্ত ভজে হরি বিষয় লাগিঞা। বিষে যেন যত্ন করে অমৃত ছাড়িঞা ॥
কৃষ্ণানন্দ স্থখামৃত না জানে সে জন। বিষয়-বাসনাবিষে করয়ে যতন ॥
দয়ালু স্বভাব কৃষ্ণ করুণ হৃদয়। সেই সেবকেরে প্রভু সৎকরণ হয় ॥
বিষয় না দিঞা দেন নিজ পাদদ্বন্দ্ব। নির্মল হৃদয় করে পরম আনন্দ ॥
কৃষ্ণরূপা হৈলে ঘৃতে সংসার-বাসনা। তাহাতে সিদ্ধান্ত শুন প্রাকৃত্তে উপমা ॥
অন্ধ বালক যেন করিঞা রোদন। আশ্র ইচ্ছায় করে মুক্তিকা-ভক্ষণ ॥
তাহা দেখি তার পিতা মুক্তিকা ফেলাঞা। শর্করা সন্দেশ দেয় তার মুখে লঞা ॥
শর্করার স্বাদ পাঞা মুক্তিকা ত্যাগ করে। পিতাস্থানে সেই দ্রব্য চাহে বারংবারে ॥
তৈছে ভক্তের পিতা হয় ভগবান্। নিজ পাদপদ্ম তারে দিতে যত্ন পান ॥

যথা— সকামমপি ভজ্যতামতদ্ভিদাং

ভক্তপ্রিয়ঃ কাম-নিবর্তয়ন্নৃণাম্।

দাতুং ঘনানন্দদ্ব্যং পদাশুজং

পিতা মুদাসাদিশিশোঃ সিতামিব ॥

সর্বকামনা ছাড়ি সেবে ভগবান্। কৃষ্ণদাস বলি যার মনে অভিমান।
কোনই না মাগে বর মুক্তি আদি করি। নারায়ণ-বৃহত্তবে দেখে বিচারি ॥

যথা— ন ধন্যঃ কামমর্থং বা মোক্ষং বা বরদেবশ্বর।

প্রার্থয়ে তব পাদাজে দাস্তমেবাভিকাময়ে ॥

কৃষ্ণদাস্তপদ বিনে নাহি কিছু বড়। সর্বশাস্ত্রে এই কথা কহিলেন দঢ় ॥
যে হয় কৃষ্ণের দাস কায় মন প্রাণে। সেই হয় পূজনীয় এই ত্রিভুবনে ॥
আচার অনাচারাদি স্থতি উক্ত যত। নাহি করে অগ্রপূজা বিধি-অভিमत ॥
দেবগণের হোম ঋষি-তর্পণ। ভূতে বলিদান, পিতৃশ্রাদ্ধাদি করণ ॥
স্বত্বাক্ত নিত্যক্রিয়া পঞ্চ মহাযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, আর ভোত যজ্ঞ ॥
ব্রহ্মযজ্ঞ, নরযজ্ঞ-আদি ক্রিয়া যত। গৃহস্থের প্রতি এই বিধিশাস্ত্র মত ॥
কৃষ্ণদাস হয় যেবা কৃষ্ণপরায়ণ। সেই যদি এইসব না করে অর্চন ॥
দেবঋষি পিতৃগণের নাহি হয় ঋণী। প্রত্যবায় কৃষ্ণ তার ঘুচান আপনি ॥

[ভাগ ১১।৫।৪১] দেবযিভূতাপ্তনুগাং

কৃষ্ণভক্ত না পূজে কেনে অগ্র দেবগণ। গীতার প্রমাণ শুন প্রভুর বচন ॥
দেবযাজক লোক দেবতা পূজিঞা। দেবলোকে বসতি করে তৎপর হৈঞা ॥
পিতৃলোক যজি' হয় পিতৃলোকগতি। ভূতগণ যজিঞা হয় ভূতলোক প্রাপ্তি ॥
কৃষ্ণ কহে যেবা মোরে ভজে দঢ় মনে। শাস্ত্রত বসতি করে সেই মোর স্থানে ॥
মোর ভক্ত আমা বহি কাছ নাহি যায়। অজু'নে কহিলা কৃষ্ণ ভগবদগীতায় ॥

[গীতা ৯।২৫] যাস্তি দেবব্রতা দেবান্

শ্রদ্ধা করি অগ্র দেব করয়ে যজ্ঞন। সেহত সাধন হয় শ্রীকৃষ্ণ-অর্চন ॥
এই কথা প্রভু কহে গীতা ভাগবতে। অবিধি ভজনে সেই, নহে বিধিমতে ॥
'অবিধি' শব্দের ব্যাখ্যা স্বামির লিখন। মুক্তি বিনে অগ্র ফল দেবতাস্ত্রে হন ॥
ত্রিবার্গফলদাতা হয় দেবগণে। মুক্তিপদ নাহি হয় কৃষ্ণসেবা বিনে ॥
সাক্ষাৎ সেবাতে আর দেবতাস্ত্র সেবনে। বৈষম্য তাহাতে কহি, কর অবধানে ॥

যথা— [গীতা ৯।২৩] যেহপ্যান্দ্বেদবতা-ভক্তাঃ

সাক্ষাৎ ভজনে হয় কৃষ্ণলোক গতি। দেবতা যজিঞা হয় দেবলোক প্রাপ্তি ॥
সেই সব দেবলোকের হয় বিনাশন। অতএব ব্রহ্মাদি দেবের আছয়ে পতন ॥
অতএব বিনাশি-ফল দেখি দেবগণে। তবে তা সভার সেবা কিবা প্রয়োজনে ?
কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সেবা অবিনাশি-ফল। পরমানন্দ নিত্যস্থখ নিত্যানন্দ স্থল ॥

[গীতা ৭।২৩] অন্তবন্তু ফলং তেবাং।

শ্রীধরস্বামিপাদান্যং তত্রৈব—যতপি সর্বা অপি দেবতা মমৈব
তনবোহিতস্তদারাদনমপি বস্তুতো মদারাদনমেব, তত্ত্বফলদাতা চাহ-
মেব; তথাপি সাক্ষাৎমদভক্তানাঞ্চ তেবাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—
অন্তবদতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীণাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ
বিনাশি ভবতি, তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজ্ঞস্তে দেবানস্তবতো
যাস্তি, মদভক্তাস্তু মামনাগ্ননস্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥
কৃষ্ণদাসের এই কহিল প্রস্তুতি। সর্বতাগ করি কর গোবিন্দ-ভকতি ॥
তাবৎ কর্ম' করে, নাহি করে তাগ। যদবধি কৃষ্ণনামে নহে অহুরাগ ॥
কৃষ্ণকথা শ্রবণাদৌ যবে হয়ে মতি। সর্ব কর্ম' তাগ হয় কহিল যুগতি ॥

[ভাগ ১১।২০।৯] উক্তবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং যথা—

তাবৎ কর্মাণি কুবীত

বিধি অবিধি করি শাস্ত্রমত যত। সেবানিষ্ঠ জন যেবা শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত ॥
সকল করয়ে তাগ ধর্ম'ধর্ম' বিধি। কায়মনে কৃষ্ণসেবা যার নিরবধি ॥
সেই ত উত্তম ভক্ত কহে ভগবান্। একাদশে ভাগবতে তাহার প্রমাণ ॥

যথা [ভা ১১।১১।৩২] অংজ্ঞায়ৈবং গুণান্।

এবং [গীতা ১৮।৬৬] সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য।

ধর্ম'তাগ করিলে কহ বিকর্ম' জানি হয়। বিকর্মেতে হয় জানি পাপাদি-সঞ্চয় ॥

হেন চিন্তা না করিহ কৃষ্ণভক্তগণ । কায়মনে যেন করে শ্রীকৃষ্ণচিন্তন ॥
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রবেশ করিঞা । বিকর্ম তাহার খণ্ডে সদয় হইঞা ॥

একাদশে যথা [ভা ১১।৫।৪২] স্বপাদমূলং ভজতঃ

ভক্তি-অঙ্গ অকরণে হয় প্রতাবায়ী । এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে করিলেন স্থায়ী ।
কমাস না করিলে ভক্ত ছুট নয় । ভক্তিফলে ভক্তের সকল স্থলত হয় ॥

যথা [ভা ১২।৬৩] অনমুষ্ঠানতো দোষো ভক্ত্যঙ্গানাং প্রজায়তে ॥

ন কর্মণামকরণাদেষ ভক্ত্যাধিকারিণাম্ ॥

শ্রীগোবিন্দ-পদধ্বন্দ্বং প্রণম্য শিরসা গুরুম্ ।

বৈষ্ণবান্ ভগবৎপ্রোষ্ঠান্নত্ৰা চ লিখিতং ময়া ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য । অভিরাম সুন্দরানন্দ মহাস্তগণ আৰ্য্য ॥

শ্রীপর্ণিগোপাল প্রভু গোপাল-চরণ । কাতর দেখিঞা দিহ চরণে শরণ ॥

কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব-শ্রবণে উল্লাস । কাতরে বর্ণিলা শ্রীনয়নানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্বে তৃতীয়ঃ প্রকরণম্ ॥ ৩৯ ॥

চতুর্থ প্রকরণ

শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মমাস্ত ॥

কৈশোরং জলদপ্রভং শশিমুখং শ্যামং জগন্নাভলং

শ্রীবংশীবদনং সুরারি-দলনং গোগোপবালৈর্বৃতম্ ॥

বন্দ্যং নারদ-সিদ্ধ-কিন্মরগণৈঃ স্তব্যং মহেন্দ্রাদিভি-

বৃন্দারণ্যবিহারিণং ভজ মনো গোবর্জ্জনোদ্ধারিণম্ ॥

জয় কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় । জয় রাম নিত্যানন্দ ভক্তিরসময় ॥

সগণ সহিতে জয় শ্রীসুন্দরানন্দ । শ্রীদাম সুদাম জয় সখাগণ বৃন্দ ॥

সকলের সার ভক্তি—ভক্তি সর্বোত্তম । ভাগবতে ভক্তি পরমধর্ম কন ॥

অকৈতব পরমধর্ম কহে ভাগবতে ।

[ভা ১।১।২] ধর্মঃ প্রোঞ্জিতকৈতবোহিত্রঃ.....

‘অত্র শ্রীভাগবতে পরমো ধর্মো নিরূপ্যতে । ধর্মঃ কিং বিশিষ্টঃ —
প্রোজ্জ্বলিতকৈতবঃ, প্রকর্ষণে উজ্জ্বলিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং
কপটং যস্মিন্ সঃ । প্রশংসনৈঃ মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ । কিঞ্চ
কেবলমীশ্বরারাধনালক্ষণো ধর্মঃ । অধিকারিতোহপি ধর্মস্ত পরমত্ব-
মাহ—নির্মৎসরাণাং, পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরস্তদ্রহিতানাং সতাম্ ।
এবং কর্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমাহ—বেদমিতি । বাস্তবং পরমার্থ-
ভূতং ন তু বৈশেষিকানাং মিব দ্রব্যগুণাদিরূপং, বেদম্ অযত্নেনৈব
জ্ঞাতুং শক্যম্ । অপরূপ্যতে স্থিরীক্রিয়তে, শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিঃ ।
তৎক্ষণাৎ সদ্য এব ।’ ইতি যদুক্তং সা ভক্তিরেব ।

যথা— [ভাগ ৬।৩।২২] এতাবানৈব লোকেহস্মিন.....

[ভা ১।২।২৬] স বৈ পুংসাং পরো.....

জ্ঞান সাংখ্যযোগ কর্ম সন্ন্যাসাদি মত । কর্ম আদি চতুর্ধ্ব ধর্ম আছে যত ॥

সর্বধর্মসার এই ভক্তিযোগ হন । পরমধর্ম ভাগবতে কৈল নিরূপণ ॥

তাহে ভক্তি হয়ে জানি ত্রিবিধ লক্ষণা । সাধনভক্তি, ভাবভক্তি আর ভক্তি প্রেমা ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের বর্ণন। তাহাতে পরিপাটি গোস্বামির বচন ॥
সেই সিদ্ধলহরী পরশিতে কণা। সাধুরূপা অবলেশে হঞাছে বাসনা ॥
শতকোটি প্রণতি সহস্র নিবেদন। ভাষা বর্ণনের দোষ না কর গ্রহণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের চরণস্মরণ করি মনে। ভাবভক্তি আদি লেখা ত্রিবিধ লক্ষণে ॥
যথা—[ভ ১২।১] সা ভক্তিঃ সাধনং ভাব প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা ॥
ভক্তি হয় তাহে সাধন সাধ্যরূপা নাম। ভঙ্গিক্রমে গৌসামিঃ কহেন অভিধান ॥
ইন্দ্রিয়-প্রেমপ্রাক্রমে দেহে সাধি থাকে। সাধ্যভাব সাধনভক্তি বলি কহি তাকে ॥
সাধনভক্তি কৃতি সাধ্যা কহিলা লক্ষণ। দেহেন্দ্রিয়ে সাধি যারে সে কৃতিসাধন ॥
কৃতিসাধ্যা বলি সবে ভক্তিতে কহিল। তখন ভক্তের চিত্তে সন্দেহ উপজিল ॥
ইন্দ্রিয়-সাধন জ্ঞাত যদি ভক্তি হন। ভক্তিতে করায় দেহে ভাবের উদগম ॥
ভাবসাধ্য প্রেমবস্ত্র সেহ কৃতি হয়। প্রেম নিত্যসিদ্ধি ইথে সন্দেহ উপজয় ॥
তাহাতে সিদ্ধান্ত শুন প্রভুর বচন। ‘নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত’ সন্দেহ-ভঞ্জন ॥
ভাবসাধ্য নহে, নিত্যসিদ্ধ ভাব হয়। অমুভাবব্বারে জ্ঞান বিক্রিয়াদি ময় ॥
ভাবের লক্ষণ চিহ্ন অশ্রু আদি করি। তাহার আখ্যান হয় শাস্ত্রে ‘ভক্তি’ বলি ॥
সেই ভাব হৃদয়ে প্রকটরূপ হয়। ‘সাধনভক্তি’ বলি তখন নাম কর ॥

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ.....সাধ্যতা [ভ ১২।২] *

ভক্তি কারে কহি তাহা করহ শ্রবণ। যে প্রকারে কৃষ্ণে মতি হয় নিষেবন ॥

[ভা ৩২।৩২] দেবানাং গুণলিঙ্গানাম.....

কৃষ্ণে মতি প্রবেশন অনেক প্রকারে। কাম দ্বৈষ ভয়াদি আছেয়ে বিচারে ॥
তবে বৈরাগ্যবন্ধের আবেশ ভক্তি হৈত। আনুকূল্য রহিতে নহিল ভক্তি যত ॥
আনুকূল্যে কোন ক্রিয়া কৃষ্ণোদ্দেশে হয়। সামান্যত ভক্তি বলি তাহাকারে কয় ॥
ভঙ্গিক্রমে ঋষিগণ এই কথা কন। ‘তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন’ ইত্যাদি বচন ॥

সা ভক্তিঃ সপ্তমস্কন্ধে.....[ভ ১২।৩] *

* শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকগুলির ইত্যংগ প্রতীক উদ্ধৃত করা হইবে। শ্লোকান্তরে
নির্দেশমত শ্রীগৌড়ীয়গ্রন্থটিকা-সংস্করণ দেখিয়া সমগ্র শ্লোক দেখিতে হইবে।

কৃষ্ণে নিম্নলম্বিত জ্ঞানকর্মাদি-রহিত। জ্ঞানশব্দে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহে অনাবৃত।
ভজনীয় সন্ধান জ্ঞান ভক্তি-অভিমত। সে জ্ঞান সাধনে মতি রাখিবে সতত ॥
কর্মশব্দে স্মৃতি-উক্ত নিত্যক্রিয়া কর্ম। তাহে অনাবৃত হয় উত্তমভক্তি মর্ম ॥
কৃষ্ণপরিচর্যা কর্ম না কৈব তেজন। কৃষ্ণকর্ম হয়ে জানি ভক্তাস্ত্র নিরূপণ ॥
কর্মাদির আদিপদে বৈরাগ্য সাংখ্যযোগ। ইহাতেহ অনাবৃত ভক্তির প্রয়োগ ॥
আনুকূল্যে প্রীতি স্নেহে সেবে ভগবান্। সবেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা-পরমভক্তি নাম ॥

সর্বোপাধি-বিনির্মুক্তং.....[ভ ১১।১২]

অত্যাভিলাষিতাশূন্যং.....[ভ ১১।১১]

সবেন্দ্রিয় যার কৃষ্ণকর্মে নিয়োজিত। অত্ৰ শুভাশুভ কর্মে সঙ্গত-রহিত ॥
কৃষ্ণসম্বন্ধি-ক্রিয়া তারে ভক্তি কয়। নামাত্ত ভক্তি হৈলে হয় মহাভক্ত্যুদয় ॥

যথা পঞ্চরাত্রে - সুর্যে বিহিতাশাস্ত্রে

পরম ভক্তির হৃত করহ শ্রবণ। সর্বোপাধি-রহিত হৈঞ কৃষ্ণনিষ্ঠ মন ॥
সর্বোপাধিরহিত অত্যাভিলাষ শূন্য। নাহি অভিলাষ মুক্তি-দর্গাদিক জ্ঞাত ॥
বাক্যেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনাম-গুণাদি বর্ণন। শ্রবণেতে করে নাম গুণাদি-শ্রবণ ॥
হস্তে পরিচর্যা সেবার আয়োজন। মনেতে করয়ে সদা শ্রীমুণ্ডিতাবন ॥
মস্তকের কার্য পাদপদ্মযুগে নতি। দেহে আলিঙ্গন ভক্তজনের সঙ্গতি ॥
চক্ষুর সাক্ষ্য কৃষ্ণমুণ্ডি-আলোকনে। তথা ভক্ত গুরু সাধু তীর্থ সন্দর্শনে ॥
সবেন্দ্রিয় যার কৃষ্ণকর্মে নিয়োজিল। তার দেহে পরম ভক্তি বলিঞ কহিল ॥

যথা শ্রীদশমে [ভা ১০।১০।৩৮] বাণী গুণানুকথনে

সেই ত সাধনভক্তি হয়ে দুই নাম। বিধিভক্তি, রাগভক্তি—কর অবধান ॥

যথা—বৈধী রাগানুগাচেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা ॥ [ভ ১২।৫]

তত্র বৈধী যথা—

রাগহীন ভজন যেন শাস্ত্রের শাসনে। প্রীতিশূন্য কৃষ্ণভজে দেবতার জ্ঞানে ॥
কৃষ্ণ না ভজিলে হয় নরক-গমন। ভজিলে অতীষ্টপূর্ণ নিত্যস্থ হন ॥

পাপপুণ্য-ভয়ে ভজে শাস্ত্রের আদেশে । পরমাখ্যা ভগবান্ অশেষ বিশেষে ॥
অনুকূল স্নেহহীন ভজন বিফলজ্ঞানে । সেই বৈধীভক্তি হয় পূজাপূজকের ক্রমে ॥

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ.....[ভ ১২১৬]

রাগহীন ভক্তির শাসন গ্রহে কন । পদ্মপুরাণাদি গ্রন্থে মূনির বচন ॥
অভর বাঞ্ছিবে যে আপন কল্যাণ । ইহকাল পরকাল স্নেহের বিধান ॥
যম ভবরোগক্ষয় শ্রীকৃষ্ণসাধনে । অতএব ভজ হরি সদা সাবধানে ॥
শ্রবণ কীর্তন কর স্মরণ মনন । গোবিন্দ-ভজনে সর্ব আপদ-খণ্ডন ॥

তস্মাদ্ভারত !.....[ভ ১২১৭]

পাদ্মে চ—স্মার্তব্যঃ সততং বিষ্ণুবিষ্ণুভ্যো [ভ ১২১৮]

ইত্যাদি শুনিঞা শাস্ত্রে বিধিভয়ে ভজে । বৈধীভক্তিলক্ষণ কহিল বিজ্ঞমাত্রে ॥
সববর্ণাশ্রম প্রতি ঐছে বাক্য কয় । গোবিন্দ-সাধন বিহু নরক নিশ্চয় ॥

মুখবাহুৰূপাদেভ্যঃ.....[ভ ১২১৯]

য এষাং পুরুষং.....[ভ ১২১১]

বিধিমার্গে বৈদিক তান্ত্রিক পূজারীতে । ভজিলে কৃতার্থ জীব উভয়কালেতে ॥
তাহার প্রমাণ শুন শ্রীমুখের শাসন । গুণক্রমে ভক্তির হয় ছয়টি লক্ষণ ॥
সাধন ভক্তির ফল ছই তাতে কয় । ভাবভক্তি ছই আর প্রেমে ছই হয় ॥
ক্লেশমী, শুভদা-এই বৈধীভক্তিফল । মোক্ষ লঘুতাকুৎ, সুচূর্ণতা ভাবভক্তি বল ॥
সাক্তানন্দ-বিশেষাখ্যা শ্রীকৃষ্ণাকবিলি । প্রেমভক্তিফল এই শাস্ত্রে মত শুনি ॥

ক্লেশমী শুভদা.....[ভ ১১১৭]

তত্র ক্লেশমী—ক্লেশাস্তু ত্রিবিধাঃ পাপং, তদ্বীজমবিচ্ছাদেতি । তত্র পাপং
দ্বিবিধম্—অপ্রারব্ধং প্রারব্ধং । অপ্রারব্ধমৈহিকং পাপম্ ।

যথাগ্নিঃ হুসমিদ্ধাচিঃ.....[ভ ১১২০]

প্রারব্ধং পৌৰ্বকালিকং, পূৰ্বাপরাধেন চণ্ডালাদিকূলে জন্ম, তদপি
কৃষ্ণনাম-গ্রহণাদিনা পূয়তে, যজ্ঞকৰ্মাধিকারিসমো ভবতি, যথা—

যন্নামধেয়ব্রবণাহুকীৰ্ত্তনাৎ.....[ভ ১১২১]

পাদ্মে—অপ্রারব্ধকলং পাপং.....[ভ ১১২২]

বীজহরত্বং—বীজমজ্ঞানরূপং চিত্তস্থং পাপং তপস্যাদিনা পুণ্যতি-
কিন্তু চিত্তং ন শুধ্যতি কৃষ্ণাঙ্গু সেবয়া বিনা ।

যথা— তৈস্তাত্ত্বানি পূয়ন্তে.....[ভ ১১২৪]

অবিচ্ছাদা রত্বং—

অবিচ্ছাদা কৰ্মাশয়রূপ-বন্ধনং, তৎকৃষ্ণভক্ত্যা উদ্বৃদ্ধং ভবতি যথা-
তথা যতয়ঃ জিতেন্দ্রিয়গণা ন ইতি, তথাহি—

যৎপাদপঙ্কজং.....[ভ ১১২৫]

ইতি ক্লেশমী

অথ শুভদা—সা ত্রিধা ভবতি ; সর্বজগৎপ্রীণনত্বং, সর্বসদৃশগুণপ্রদত্বং

(১) সুখদত্বং । তত্রাত্ত্বা যথা—

যেনাচিত্তো হরিস্তেন.....[ভ ১১২৮]

(২) সদৃশগুণপ্রদত্বং যথা—

যস্ত্যাস্তি ভক্তিঃ.....[ভ ১১২৯]

(৩) সুখদত্বং যথা—[সুখং ত্রিবিধং বৈষয়িকং ভোগাদিকম্,

ব্রাহ্মণ্যমোক্ষঃ ; ঐশ্বর্যং নিত্যপরমানন্দম্ । ভক্ত্যা ত্রিবিধং ভবতি]

সিদ্ধয়ঃ পরমার্চ্যাসাঃ.....[ভ ১১৩১]

ইতি সাধনভক্তি-ফল কথনে ক্লেশমী-শুভদা ইতি ।

অথ ভাবভক্তি ফল কথনে—

(১) মোক্ষলঘুতাকুৎ-যথা—

হরিভক্তি-মহাদেব্যঃ.....[ভ ১১৩৪]

(২) সুচূর্ণতা—

জ্ঞানতঃ সুলভা.....[ভ ১১১৩৬]

রাজন্! পতিপ্তরুরলং.....[ভ ১১১৩৭]

এইত কহিল মাত্র ভাবভক্তি-ফলে। মোক্ষলযুতাক্ষঃ, সূচনভা ছই বলে ॥
অথ প্রেমভক্তিফল-কথনে—

(১) সাল্লানন্দবিশেষাত্মা—

হৃৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদী.....[ভ ১১১৩৯]

(২) শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী—

ন সাধয়তি মাং যোগো.....[ভ ১১১৪২]

এইত কহিল ভাই ভক্তির ছয় গুণ। গৌসাক্ষির হৃৎ তাহে করহ শ্রবণ ॥
সাধন ভক্তিতে দুইগুণ আগে কহে। ক্রেশরী শুভদা এই ছই গুণ হয়ে ॥
ভাবভক্তিতে চারিগুণ পূর্ব ছই লঞ। নিজগুণ সহ চারি অল্পগত হঞ ॥
প্রেমভক্তিতে ষড়গুণ নিজগুণ সহ। পূর্বপূর্ব অল্পগত ষড়গুণ হয় ॥

অগ্রতো বক্ষ্যমাণায়াঃ.....[ভ ১১১৪৪]

এবে কহি সেই ভক্তি সাধে কোন জন।

ভক্তিলাভে কহে তার অধিকারি-নিয়ম ॥

সংসার ভ্রমিতে কেহ নিজ পুণ্যফলে। কোনরূপে কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গ মিলে ॥
সেই সঙ্গ হয় তার সদগতি-কারণ। শ্রীকৃষ্ণচরণাবিন্দে রতি আসি হন ॥
যথা— [ভা ১০৫১৫৩] ভবাপবর্গো ভ্রমতে।

কোন জন অতিভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণসাধনে। শ্রদ্ধা জন্মায় যার সেবাহেতু মনে ॥
গৃহে থাকিয়া বিষয়ে অতিসক্ত নয়। অতিশয় বৈরাগ্যও তাহে নাহি হয় ॥
সেই হয় অধিকারী ভক্তির সাধনে। একাদশে উদ্ধবের কহেন আপনে ॥

যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন[ভ ১১২১৪]

যদুচ্ছয়া মৎকথাদৌ ... [ভ ১১২১৫]

সেই ভক্ত হয় ত্রিবিধ লক্ষণ। উত্তম, মধ্যম, আর কনিষ্ঠ কখন ॥

তত্র উত্তম ভক্ত—

শাস্ত্রযুক্তিতে নিপুণ দৃঢ় নিশ্চয় সদা। শাস্ত্রে বিশ্বাস অতি কহিল সর্বথা ॥
‘দৃঢ় নিশ্চয়’-শব্দে কহি বস্তু বিচারাদি। পুরুষার্থ-সাধন-বিচারে দৃঢ় বদ্বি ॥
প্রোচশ্রদ্ধা ভক্তিলাভে বিশ্বাসাতি যার। ‘উত্তম’ বলিঞ হয় আখ্যান তাহার ॥
শাস্ত্রে যুক্তো চ নিপুণঃ.....[ভ ১১২১৭]

অথ মধ্যম—

শাস্ত্রে তরতম বুদ্ধি নহেত নিপুণ। ভক্তিলাভে কহে সেই মধ্যম লক্ষণ ॥
শ্রদ্ধা অতিশয় যার, বিশ্বাস সমান। মধ্যম ভক্ত বলি তাহার আখ্যান ॥
যঃ শাস্ত্রাদির্ভবনিপুণঃ.....[ভ ১১২১৮]

অথ কনিষ্ঠ—

শাস্ত্রাদিতে যেবা নিপুণ অতি নয়। সাধনে কোমল শ্রদ্ধা কনিষ্ঠ তারে কয় ॥
বিচারাদি ক্রমে অন্তরের ভেদ হন। কোমলশ্রদ্ধা বলি তাহা শাস্ত্রকারে কন ॥
শ্রীভাগবতমতে শুন ভক্তির লক্ষণ। উত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ঠ বর্ণন ॥
উত্তম—সর্বভূতে সমভাবে নিজপর সম। জীবৈ আত্মাতে যার ভগবান ॥
সম—শত্রু মিত্র বার মান অপমান। নিন্দাস্তুতি স্নেহ হুঃখ নাহি ভিন্ন জ্ঞান ॥
স্তিরমতি ভক্তিমান্ হয়ে ভক্তোত্তম। গীতা ভাগবতে কহে প্রভু সনাতন ॥

[ভা ১১২১৪৫] সর্বভূতেষু যিঃ পশ্চেদু.....

[গীতা ১২।১৮।১৯] সমঃ সর্বেষু ভূতেষু

একাদশে কহে হরি উদ্ধবের প্রতি। গোবিন্দে সতত যার রহে নিষ্ঠা মতি ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণ-পদ্ম সদা যার ধ্যান। দেবগণ যেবা পদ ধ্যানে নাহি পান ॥
সেই পদে সদা মতি হয় ভক্তজনে। নিমেষাঙ্কি চিত্ত যার না যায় অস্ত স্থানে ॥

[ভা ১১২।৫৩] ত্রিভুবন-বিভব-হেতবে

উত্তমের গৃহে নাহি বসতি-বাসনা। শ্রামহুন্দর সদা করয়ে ভাবনা ॥
ক্রোধহীন বিরক্ততা ইন্দ্রিয়দমন। ক্ষমাচিহ্ন, জীবৈ দয়া, পরহুঃখাসহন ॥

সবজনপ্রিয় সদা বিষয়লোভহীন। দানযুক্ত, ভয়শোক-রহিত প্রবীণ ॥
ভক্তিয়ুক্ত জনের এ দশ লক্ষণ। পুরাণান্তরের গুন कहিয়ে বচন ॥

অক্ৰোধ-বৈরাগ্য-জিতেন্দ্রিয়ত্বং, ক্ষমা দয়া সর্বজনপ্রিয়ত্বম্ ।
নির্লোভদানং ভয়শোকহীনং, ভক্তস্ত চিহ্নং দশ লক্ষণং তৎ ॥

তত্র মধ্যম—

ঈশ্বরে করয়ে প্রেম ভক্তি আচরণ । বৈষ্ণবে করয়ে মৈত্র ভাব প্রকাশন ॥
অহংগত কিম্বা মুখ্যে কৃপা করে অতি । দ্বৈষিকে উপেক্ষা করে মধ্যম থেয়াতি ॥
যথা— [ভা ১১২১৪৬] ঈশ্বরে তদবিনেষু

অথ কনিষ্ঠ—

শ্রীকৃষ্ণসেবন করে হইঞা তৎপর । স্বদীয় বৈষ্ণবাদিক না পূজে অপর ॥
প্রাকৃত ভক্তের এই कहিল লক্ষণ । শ্রীলভাগবতমতে ত্রিবিধ বর্ণন ॥

[ভা ১১২১৪৭] অর্চায়ামেব হরয়ে

এইত कहিল তিন ভক্তের লক্ষণ । সগুণ নিগুণ ভক্তি করহ শ্রবণ ॥
সদ্ব, রজঃ, তমঃ—এই প্রকৃতিজাত হয় । এই তিনযুক্ত ভক্তি সগুণভক্তি কর ॥
নিগুণ হরির ভক্তি সকলে উত্তম । গুণাগুণ-ভেদ তাহে করহ শ্রবণ ॥
সাত্বিক শ্রদ্ধা স্নেহজ্ঞ, কর্মজ্ঞ রাজস । অধর্মজ্ঞ যে শ্রদ্ধা সে হয় তামস ॥
কৃষ্ণাশ্রয় যেই শ্রদ্ধা গুণাতীত হন । অতএব নিগুণ বলি তাহাকারে কন ॥
একাদশে শ্রীকৃষ্ণঃ—[ভা ১১২৫১২৯, ২৭] সাত্ত্বিকং স্নেহমাত্মোৎসাহং.....

সাত্ত্বিক্যাদ্যাত্মিকী.....

তিনগুণে বিজগৎ করিছে মোহন । গুণাতীত হঞা সেব গোবিন্দ-চরণ ॥
কৃষ্ণ कहেন বিমল ভক্তিতে আমা সেবে ।

ত্রিগুণ লজ্বিয়া সে আমার ভাব লভে ॥

[গীতা ১৪২৬] মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ

নিগুণ ভগবান্ কৃষ্ণ প্রকৃতির পর । তিহৌ সকলের দ্রষ্টা সর্বপরাংপর ॥

তারে যেবা ভজে সেই হয়েত নিগুণ । ভাগবতে শুকদেব कहিলা বচন ॥

[ভা ১০৮৮৫] হরিশিনিগুণঃ সাক্ষাৎ

চতুবিধ ভাবে কৃষ্ণ কিম্বা কৃষ্ণদাস । যারে কৃপা করে তার ভক্তি-অভিলাষ ॥
চতুবিধ প্রবর্তক গীতায় বর্ণিল । আর্ত, বিজ্ঞান, অর্থার্থী, জ্ঞানী যে कहিল ॥

[গীতা ৭১১৬] চতুবিধা ভক্তন্তে মাং

অপি চ— যথেন্তঃ শৌনকাदिश्च ऋषः स च चतुःसमः [ভা ১১২১১]
গজেন্দ্র ভজিল কৃষ্ণে গ্রাহ-আর্ত হৈঞা । জিজ্ঞাসু শৌনকাদি মহিমা শুনিঞা ॥
অর্থাকাজী হৈঞা ঋষ ভজে ভগবান্ । জ্ঞানী ভক্ত সনকাদি সকলে প্রধান ॥
এইমত চতুবিধ প্রবর্ত कहিল । যারে ভক্তকৃপা হৈল, সে ভক্তি পাইল ॥
কৃষ্ণভক্তি হয় বহু তপস্তাদি বলে । কোটি কোটি মধ্যে কেহ বহুভাগ্যফলে ॥
স্বধমে তে শত শত জন্ম আরাধিঞা । কোন জন মুক্ত হয় জ্ঞানযোগ পাঞা ॥
প্রাকৃত শরীরে থাকি মুক্ত-অভিমানী । কিম্বা সিদ্ধগণ বত সালোক্যাদিগামী ॥
মুক্তসিদ্ধ কোটি কোটি মধ্যে কোনজন । সূহৃদ হ'রিত্ত ভক্তিয়ুক্ত হন ॥

যথা— [ভা ৬১৪১৫] মুক্তানাংপি সিদ্ধানাং.....

কৃষ্ণ कहেন—মোর ভক্ত একান্তিক মন । ধীর সাধুজন সব আমা-পরায়ণ ॥
যদি আমি কৈবল্যাদি দিতে চাই মুক্তি । নাহি লয় মুক্তিবর বিনা দাস্যভক্তি ॥

একাদশে শ্রীকৃষ্ণঃ [ভা ১১২০১৩৪] ন কিঞ্চিং সাধবো...

অপি চ— ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রবিষয়ং.....[ভা ১১২৪২]

অতএব ঋষ-উক্তি করহ শ্রবণ । আপনাকে দেখ ঋষ করিয়াছে নিন্দন ॥

উচ্চপদ সর্বোৎকৃষ্ট পাইল কৃষ্ণহানে । সেই পদ তুচ্ছ করে ভক্তিতাব বিনে ॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবায় যে আনন্দ হয় । ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথায় সে গ সুখোদয় ॥

তার কাছে ব্রহ্মসুখ তুচ্ছ করি মানি । সেবাসুখ নাহি তাহে তেঞি হৈয় জানি ॥

অতএব স্বর্গাদি পদ অতিতুচ্ছ হয় । তাহা দিঞা অহে প্রভু ভুলাইলে নিশ্চয় ॥

যথা— চতুর্থ (৯১০) যা নিবৃতিস্তুভূতাং.....[ভা ১২১২৯]

(মুক্তিস্ত পঞ্চবিধা যথা—সালোক্যং, সাষ্টি, সামীপ্যং, সাক্ষ্যং, সাযুজ্যং। শ্রীকৃষ্ণেন দীয়মানাপি পঞ্চবিধা মুক্তীঃ সেবাভিরতা ভক্তা ন গৃহস্তু। চতুবিধা তু ভক্ত্যা নাতিবিরুদ্ধা, যথা—

অত্র ত্যাজ্যত্বৈবোক্তা.....[ভ ১২।৫৫]

(সা সালোক্যাদিমুক্তির্দ্বিধা ভবতি, সুখৈশ্বর্যোত্তরা, নিজস্ব-তাৎপর্য্য, তথা প্রেমসেবোত্তরা চেতি দ্বিধা; প্রেম্ণা প্রেম-স্বাভাব্যেন সৈবৈব উত্তরা যস্তাঃ সা প্রেমসেবোত্তরা, সেবাজুযাঃ ভক্তানাংমতিবিরুদ্ধা ন, আত্মসুখোত্তরা তু ন সম্মতা; যথা—

সুখৈশ্বর্যোত্তরা সেয়ং.....[ভ ১২।৫৬]

(কিঞ্চ প্রেমমাধুর্য্যাকাজিঞ্চঃ একান্তিনো ভক্তা পঞ্চবিধামপি মুক্তিং নাপ্তীকুর্বস্তু—ইতি পরামর্শঃ)

শ্রীকৃষ্ণে একান্ত ভক্তি যার উপজয়ে। ভোগাদি বিলাস তার হয় তুচ্ছ প্রায়ে ॥
শ্রীনন্দনন্দন-মাধুর্য্য যার আশ্বাদন। বিচালিতে নারে কেহ তাহাংকার মন ॥
বৈষ্ণব-পরিপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত হয়ে। ব্রজভক্তগণের সেহ সুখ নাহি ভায়ে ॥
গোবিন্দ হরিল যার নিরবধি মন। মন বিচালিতে তার না পারে নারায়ণ ॥
অতঃসুখ তার কাছে অতি তুচ্ছ প্রায়। ত্রিবিধাদি ফল বত সেহ কোন্ দায় ॥
জিহো কৃষ্ণ তিহো পরব্যোম নারায়ণ। তথাপি প্রেমরসোৎকর্ষ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠাঃ.....[ভ ১২।৫৮]

সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেহপি.....[ভ ১২।৫৯]

ভক্তির সাধনে নরমাত্র অধিকারী। নীচ অনীচ আদি নাহিক বিচারি ॥
দেব অন্তর আদি মনুষ্য বক্ষণ। গন্ধর্বাদি যোবা ভজে সেই ভাগ্যবান ॥

সবেহধিকারিণো হত্ৰ.....[ভ ১২।৬১]

প্রহ্লাদোক্তিঃ— দেবোহনুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব এব বা।

ভজন্-মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ শ্রাদ্ধধারয় ॥

কৃষ্ণভক্তি-পথে কেহ প্রবর্ত হইঞা। মুদ্রা তিলক ধরে বিফলীকা পাইঞা ॥

সুনীচ হইঞা সেই মহাভাগ্যবান্। যজ্ঞের দৌক্ষিততুল্য তার অভিমান ॥

অস্ত্যাজ্ঞা অপি তদ্রাষ্ট্রে.....[ভ ১২।৬২]

ভক্তি-অধিকারীর ভক্ত্যঙ্গ সাধন। নিত্যরূপ ভক্তি-অঙ্গ হরত লিখন ॥

ভক্ত্যঙ্গ সাধে আর কর্মঙ্গ না করে। প্রত্যাবারী নাহি হয় জানি ভক্ত নরে ॥

কর্মঙ্গ-অকরণে না হয়ে প্রত্যাবারী। ভক্তি-অধিকারী জনের এই কথা স্বারী ॥

অনমুষ্ঠানতো দোষো.....[ভ ১২।৬৩]

স্বকীয় স্বকীয় অধিকারে নিষ্ঠা হৈলে। সেই হয় সদৃশ সর্বশাঙ্গে বলে ॥

স্বস্বধর্ম-বিপর্য্যয়ে হয়ে দোষ জানি। নিশ্চয় কহিলা এই ভক্তিশাঙ্গে মুনি ॥

স্বৈবৈধিকারে.....[ভ ১২।৬৫]

(বিষুভক্তানাং কদাচিদ্ দৈবাৎ বিকর্ম ভবেৎ, তথাপি প্রায়শ্চিত্তস্ত নোচিতম্—ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রানাং রহস্যম্।)

স্বপাদমূলং ভজতঃ.....[ভ ১২।৭১]

এবং—তাত্ত্বা স্বধর্মং.....[ভ ১২।৬৬]

এবং—যস্ত্যস্তি ভক্তিঃ... [ভা ৫।১৮।২২]

জয় কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়দৈতচন্দ্র প্রভু শ্রীমুন্দরানন্দ ॥

শ্রীপর্ণিগোপাল জয় কৃষ্ণভক্তগণ। এ নয়নানন্দে দেহ চরণে শরণ ॥

গোপাল-চরণারবিন্দ করি অভিলাষ। কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব করিলা প্রকাশ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব চতুর্থঃ প্রকরণম্ ॥৫॥

পঞ্চম প্রকরণ

ত্রীদামাত্মাশ্চ সূক্ষ্মদো রাধিকা যন্ত বল্লভা
প্রসূর্যশোদা জনকঃ শ্রীনন্দো ব্রজবল্লবঃ ।
সঙ্ঘর্ষণেইগ্রজো যন্ত যন্ত বৃন্দাবনং পুরী
মুরলীবাদনং যন্ত তন্ত বন্দে পদান্বজম্ ॥

জয় শচীতনয় পরম অবতার । বেদ পুরাণ নিগম শ্রুতি স্মৃতিসার ॥
আনন্দকন্দ নিত্যানন্দ রায় । কলিভবতারণ কারণ বাহার কুপায় ॥
জয় জয় পার্শ্বদ সখাগণবন্দ । জয় জয় শ্রীঅভিরাম সুল্লরানন্দ ॥
আবশ্যক হয় ভক্তের ভক্ত্যঙ্গসাধন । অকরণে প্রত্যবায়ী তেত্রি নিত্য ক'ন ॥
করিলে অভীষ্টসিদ্ধি, না করিলে ক্ষতি । এই কথা কাহিলেন সববর্ণ-প্রতি ॥

ইত্যমৌ স্মাদ্বিধিনিত্যঃ..... [ভ ১২।১৯]

সাধন ভক্তির অঙ্গ আছে বহুমত । হরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে স্মৃতিবিত ॥
ত্রীকূপগোস্থায়ী তাহা বর্ণিলেন পুন । রসামৃতসিদ্ধি গ্রন্থে চতুষ্টয় ক্রম ॥
যথা অঙ্গানি—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্যাং ...প্রারম্ভরূপতা [ভ ১২।৭৪-৭৭]

এইত কহিল অঙ্গ প্রারম্ভরূপ দশে । বাতিরেকে কহি গুন পুন দশ শেষে ॥

যথা— সঙ্গত্যাগো ...স্মাদনুষ্ঠিতিঃ [ভ ১২।৭৮-৮২]

(একত্র বিংশতি)

ধৃতিবৈষ্ণবচিহ্নানাং... শংসনম্ [ভ ১২।৮৩-৯৩]

অথ তত্র (১) শ্রীগুরুপাদাশ্রয়—

শ্রীগুরুপাদাশ্রয় আগে করিবে যতনে । শাস্ত্রব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম নিষ্যাত শাস্ত্রস্থানে ॥

তস্মাদ্গুরুং... [ভ ১২।৯৭]

(২) শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণ—

কৃষ্ণদীক্ষা করি পুন ভজন-লক্ষণ । ভাগবতধর্মশিক্ষা অবশ্য করণ ॥

তত্র ভাগবতান..... [ভ ১২।৯৮]

(৩) বিশ্বাসে গুরুসেবা—

বিশ্বাস করিঞা গুরুর করিবে সেবন । গুরু সর্বদেবময় কৃষ্ণতুলা হন ॥
মনুষ্যবুদ্ধি না করিহ, না করিহ অগ্নজ্ঞান । আচার্য্যরূপ আমি হই কহে ভগবান্ ॥

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ..... [ভ ১২।৯৯]

(৪) সাধুবস্তুানুবর্তন—

পূর্ব মহাস্তম সব যে ধর্ম আচরিল । সাধুর বস্তু বলি তাহারে কহিল ॥
সে পথে চলিলে আর আপদ না হন । অতএব সাধুপথ কর অবশ্য ॥

স মৃগ্যাঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ..... [ভ ১২।১০০]

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধি । সাধুপথ দেখাইতে এসব প্রসিদ্ধি ॥
তাহাতে যে ভক্তিভাব কৈলা নিরূপণ । তদনুসারে আচরিলে আপদ থওন ॥
ইহা ছাড়ি' আত্মান্তিক করে আচরণ । ভক্তি নহে, সেই হয় উৎপাত-কারণ ॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি..... [ভ ১২।১০১]

শাস্ত্রবিরহিত ভক্তি করে আচরণ । বিধিপ্রাপ্ত নহে সেই উৎপাতজন্য হন ॥

(৫) অথ সঙ্কম পৃচ্ছা—

সদ্বর্ষ-জিজ্ঞাসাতে যার নিষ্ঠা মতি । অচিরাৎ তাহার সবসিদ্ধি শীঘ্রগতি ॥

(৬) কৃষ্ণার্থে ভোগাদিত্যাগ—

কৃষ্ণোদ্দেশে ভোগ্য, প্রিয় করয়ে তেজনে । আপনে না থায়, দেয় কৃষ্ণভক্ত্যগণে ॥
কৃষ্ণলোকে বসতি হয় অতুল সম্পদ । নাহি হয় সেই জনের কখন আপদ ॥

(৭) অথ দ্বারকাদি নিবাস—

দ্বারাবতীপুরে বাস সবলক্ষণ । চতুর্ভুজতুলা হয় সেই সব জন ॥
বৎসর যথাসিদ্ধি কিম্বা মাসার্দ্ধ পক্ষ জানি । দ্বারাবতীপুরে বাস বহুভাগ্য মানি ॥
আদি-পদে পুরুষোত্তমক্ষেত্র গঙ্গাবাস । এই সব জানিহ ভক্ত্যঙ্গপ্রকাশ ॥

(৮) যাবদর্থানুবর্তিতা -

স্বকীয় নিবাহহেতু করিবে গ্রহণ। যাহাতে সে হয় জানি আত্মীয়-ভরণ ॥
নানাধিক ভিক্ষা না করিহ সঞ্চয়। পরমার্থে চ্যুত হন সংগ্রহে নিশ্চয় ॥

যাবতা স্ম্যৎ স্বনিবাহঃ.....[ভ ১২।১০৮]

(৯) অথ হরিবাসর-সম্মান -

সর্বপাপ-প্রশমন সর্বধর্ম-প্রায়। কৃষ্ণভক্তিকরী একাদশীব্রত হয় ॥

(১০) অথ ধাত্র্যস্থানাদি-গৌরব -

অস্থত, তুলসী, ধাত্রী, গো, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব। তদীয় সেবন হয় ভক্ত্যঙ্গ-অনুভব ॥
এই ত কহিল দশাঙ্গ প্রবৃত্তিরূপে নিরূপণ। নিষেধরূপে পুন দশ করহ শ্রবণ ॥

(১১) শ্রীকৃষ্ণবিমুখজন-সঙ্গত্যাগ -

শ্রীকৃষ্ণবিমুখ-সঙ্গত্যাগ হয় যেন। অভক্তের সঙ্গ হয় ধর্ম-বিনাশন ॥
অগ্রিতাপে দেহ যায়, পঙ্করে বসতি। সেহ শ্রেষ্ঠ তত্ব নহে অভক্ত-সঙ্গতি ॥
শ্রীকৃষ্ণবিমুখ-সঙ্গ নাহি হয় যেন। অগ্রিজালা হৈতে জুখ পাষণ্ড-সঙ্গম ॥

বরং হৃতবহ-জালা.....[ভ ১২।১১১]

(১২-১৪) অথ শিষ্যাগুনানুবন্ধিহাদি-ত্রয় -

বহ শিষ্য না করিবে শ্রদ্ধাহীন দেখি। হেতুবাদী যেবা গণ শাস্ত্রমত লেখি ॥
বহ গ্রন্থ না পড়িবে ভক্তিগ্রন্থ বিনে। মন বিচলিত হয় আগমাদি-দর্শনে ॥
এককালে বহুকর্ম নাহি আরম্ভিবে। ব্যাখ্যা বাদার্থ আদি গ্রন্থ তেয়াগিবে ॥

(১৫-১৬) ব্যবহারে অকার্পণ্য, শোকাদ্যবশতা -

লাভালাভ অপচয়ে শোক তেয়াগিবে।

শোক-রোষ-ক্রোধ-মোহে আবিষ্ট না হবে ॥

শোকাদিতে অবশ যাহার চিত্ত হয়। তার দেহে গোবিন্দ-স্মরণ কৈছে রয় ॥
গোবিন্দ স্মরণ বিনে নিফল জীবন। অতএব শোকাদি সদা করিবে তেজন ॥

শোঃামর্ষাদিভির্ভাবৈঃ.....[ভ ১২।১১৫]

(১৭) অশ্রুদেবানবজ্ঞা -

অশ্রু দেবতার কভু না করি নিন্দন। নিন্দা হয় জানি অপরাধ-কারণ ॥

(১৮) ভূতানুদ্বেষ্টগদায়িতা -

ভূতানুদ্বেষ্টগদায়ী ত' হবে ভক্তগণ। প্রাণিমাত্র হিংসা না করিহ কখন ॥
সর্বজীবে পুত্রপ্রায় স্নেহ দেখি যার। অচিরে গোবিন্দ হয় সুপ্রসন্ন তার ॥

পিত্তেব পুত্রং করুণো.....[ভ ১২।১১৭]

(১৯) সেবানামাপরাধ-বর্জন -

সেবা-নাম-অপরাধ বর্জিবে যতনে। পশ্চাতে লিখিব তাহা করি বিবরণে ॥

(২০) কৃষ্ণনিন্দাতদসিঁফুতা -

কৃষ্ণনিন্দা-অসিঁফু ত' হবে ভক্তগণে। কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্ত-নিন্দা না কৈব শ্রবণে ॥
যে করে নিন্দন সেই অসংখ্য পাতকী। সেহ পাতকী যেবা শুনে তাহা থাকি ॥
বিষ্ণুনিন্দক জনের মুখ না দেখিবে। কর্ণে হস্ত দিয়া স্থানান্তরে পলাইবে ॥

নিন্দাং ভগবতঃ শৃণুঃ.....[ভ ১২।১২১]

প্রবৃত্তিরূপ দশ, নিষেধরূপ আর। বিংশতি অঙ্গ এই করিল প্রচার ॥

(২১) নৈষ্ণবচিহ্নধারণ ভক্তি-অঙ্গ হন। তুলসীমালা উর্দ্ধপুণ্ড্র মুদ্রাধারণ ॥

যে কণ্ঠলগ্নতুলসী.....[ভ ১২।১২২]

(২২) নামাক্ষরস্মৃতি হয় ভক্ত্যঙ্গলক্ষণ। কৃষ্ণনামাঙ্কিত মুদ্রা ত্রীগোপীচন্দন ॥
তুলসীর মালা বক্ষে ধারণ যে করে। কদাচিত্ত যম তারে পরশিতে নারে ॥

হরিনামাক্ষরযুতঃ.....[ভ ১২।১২৩]

(২৩) নির্মাল্যস্মৃতি প্রসাদী পুষ্পচন্দন। সে লোক কৃতার্থ হয় যে করে ধারণ ॥

(২৪) অগ্রে তাণ্ডব কৃষ্ণের করয়ে নর্তন। কক্ষবাণ্ড করতালি নাম-সঙ্কীর্তন ॥
ভক্তিভাবে নৃত্য করে হৃষ্ট আত্মা হৈঞা। শরীরের পাতক-পঙ্ক যায় পলাইঞা ॥
সাধারণ বৃক্ষে যেন রহে পক্ষীগণ। করতালি-শব্দ হৈতে করে পলায়ন ॥
কৃষ্ণাগ্রনর্তনে তৈছে পাতকপক্ষী যত। দূরে পালাইয়া যায় হৈঞা অতিভীত ॥

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে..... [ভ ১২।১২৮]

(২৫) দণ্ডবৎ নতি করে শ্রীকৃষ্ণচরণে। দশ অশ্বমেধযাজী নহে তার সমে ॥

একোইপি কৃষ্ণায়..... [ভ ১২।১২৯]

(২৬) অভ্যুত্থান কৃষ্ণ দেখি যে করে সন্তমে। সর্বপাতক তার খণ্ডয়ে সেইক্ষণে ॥

(২৭) কৃষ্ণ-পশ্চাদ্গমন অনুভ্রজ্য নাম। রথ-দোল-যাত্রাকালে পশ্চাতে পরান ॥

(২৮) কৃষ্ণস্থানে গতি হয় ভক্তাঙ্গ লক্ষণ। তীর্থক্ষেত্রে কৃষ্ণালয় করিতে দর্শন ॥

(২৯) চতুর্বার প্রদক্ষিণ কৃষ্ণালয়ে করে। সেই আবর্তন, পুন না ভ্রমে সংসারে ॥

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্বন..... [ভ ১২।১৩৫]

(৩০) অর্চন—

শুদ্ধিহাসাদি-পূর্বান্ধং..... [ভ ১২।১৩৭]

ভক্তিকরি' কৃষ্ণার্চন করে যেবা জন। শাশ্বত গোবিন্দপদে সে করে গমন ॥

(৩১) কৃষ্ণপরিচর্যা হয় ভক্তাঙ্গ-প্রধান। সেই পরিচর্যা হয় অনেক বিধান ॥

মন্দির-মার্জন সেবা পাদপীঠ-সমর্পণ। ছত্র পাছুকা পুষ্পমালাদি-রচন ॥

কৃষ্ণ-পরিচর্যায় খণ্ডে বহু জনের মল। ত্রিলোক পবিত্র যৈছে করে গঙ্গাজল ॥

যৎপাদসেবাভিরুচি..... [ভ ১২।১৪২]

(৩২) অথ গীত—

নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গান হর্ষমনে। বিশেষে শ্রীকৃষ্ণভক্ত যে সব ব্রাহ্মণে ॥

রুদ্রগান অধিক হয় ব্রাহ্মণের গান। অন্তে সেই লোক, স্নুখে কৃষ্ণলোক পান ॥

যথা লৈঙ্গে—ব্রাহ্মণো বাস্তুদেবাখ্যং গায়মানোহনিশং পরম্।

হরেং সালোক্যমাপ্নোতি রুদ্রগানাদিকো ভবেৎ ॥

(৩৩) অথ সংকীৰ্ত্তন—

তৎ সঙ্কীৰ্ত্তনং ত্রিবিধং—নামকীৰ্ত্তনং, লীলাকীৰ্ত্তনং, গুণাদিকীৰ্ত্তনঞ্চ।

(ক) নামকীৰ্ত্তন—

(খ) লীলাকীৰ্ত্তন—সোহং প্রিয়স্ত..... [ভ ১২।১৪৭]

(গ) গুণকীৰ্ত্তন—উদং হি পুংসঃ..... [ভ ১২।১৪৮]

জন্মে জন্মে যেবা করে তপস্তাদি ধর্ম। বেদপাঠ জ্ঞান যজ্ঞ দান বেদ-কর্ম ॥

সকল ধর্মের ফল ইহকালে জানি। যার মুখে গুণানুকীৰ্ত্তন কৃষ্ণের শুনি ॥

পণ্ডিত সব নিরূপিল ধর্ম সনাতন। পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণ গুণানুবর্ণন ॥

(৩৪) জপ কৃষ্ণনাম মন্ত্র শুলভ উচ্চারণ। শ্রীযুতের কারিকা তাহে করহ শ্রবণ ॥

মন্ত্রস্ত শুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে। [ভ ১২।১৪৯]

‘কৃষ্ণায় নমঃ’—এই মন্ত্রের রাজী কর। চতুর্বর্গফল প্রাপ্ত জপমাত্র হয় ॥

কৃষ্ণায় নম ইত্যেব..... [ভ ১২।১৫০]

(৩৫) বিজ্ঞাপন হয় কৃষ্ণ তিনরূপ জানি। প্রার্থনাত্মিকা তথা বিজ্ঞাপন-বাণী ॥

দৈন্তবোধিকা আর লালসাময়ী কহে। এইরূপে বিজ্ঞাপন তিনরূপ হয়ে ॥

তত্র (ক) সংপ্রার্থনাত্মিকা—

যুবতীর মন যেন যুবকের প্রতি। যুবার প্রেম হয় যুবতীতে অতি ॥

লোকলজ্জা নাহি মানে, ছাড়িলে না ছাড়ে। বিচ্ছেদ হইলে প্রেম অতিশয় বাড়ে ॥

তৈছে আমার মতি রহ কৃষ্ণপ্রেমে। প্রার্থনাত্মিকা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিধানে ॥

যুবতীনাং যথা যুনি [ভ ১২।১৫৩]

(খ) দৈন্তবোধিকা—

আমা সম নাহি পাপী অপরাধী আন। লজ্জায় কি নিবেদিব ওহে ভগবান্ ॥

সর্বগুণহীনে দয়া আছয়ে তোমার। অকিঞ্চন আমা বহি কেহ নাহি আর ॥

আমি কি করিব দৈন্ত তোমার চরণে। দৈন্তপাত্র তোমার ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥

আমি ছার তোমার প্রভু কি জানি ভক্তি।

সদাশিব আদি দেব যার ভক্ত খ্যাতি ॥

ইন্দ্র চন্দ্র দিকপাল সেবক-গণনা। তাহা মধ্যে আমি জীব কীট ক্ষুদ্রোপমা ॥

কিবা নিবেদিব প্রভু তোমার চরণে। যে উচিত হয় প্রভু কর অকিঞ্চনে ॥

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে..... [ভ ১২।১২৮]

(২৫) দণ্ডবৎ নতি করে শ্রীকৃষ্ণচরণে। দশ অশ্বমেধযাজী নহে তার সমে ॥

একোহপি কৃষ্ণায়..... [ভ ১২।১২৯]

(২৬) অভ্যুত্থান কৃষ্ণ দেখি যে করে সন্তমে। সর্বপাতক তার খণ্ডয়ে সেইক্ষণে ॥

(২৭) কৃষ্ণ-পশ্চাদগমন অমুরজ্যা নাম। রথ-দোল-যাত্রাকালে পশ্চাতে পয়ান ॥

(২৮) কৃষ্ণস্থানে গতি হয় ভক্তাদ্গ লক্ষণ। তীর্থক্ষেত্র কৃষ্ণালয় করিতে দর্শন ॥

(২৯) চতুর্বার প্রদক্ষিণ কৃষ্ণালয়ে করে। সেই আবর্তন, পুন না ভ্রমে সংসারে ॥

বিষ্ণুং প্রদক্ষিণীকুর্বন..... [ভ ১২।১৩৫]

(৩০) অর্চন—

শুদ্ধিহাসাদি-পূর্বাক্ষং..... [ভ ১২।১৩৭]

ভক্তিকরি' কৃষ্ণার্চন করে যেবা জন। শাস্ত গোবিন্দপদে সে করে গমন ॥

(৩১) কৃষ্ণপরিচর্যা হয় ভক্তাদ্গ-প্রধান। সেই পরিচর্যা হয় অনেক বিধান ॥

মন্দির-মার্জন সেবা পাদপীঠ-সমর্পণ। ছত্র পাছকা পুষ্পমালাদি-রচন ॥

কৃষ্ণ-পরিচর্যায় খণ্ডে বহু জন্মের মল। ত্রিলোক পবিত্র বৈছে করে গঙ্গাজল ॥

যৎপাদসেবাভিরুচি..... [ভ ১২।১৪২]

(৩২) অথ গীত—

নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গান হর্ষমনে। বিশেষে শ্রীকৃষ্ণভক্ত যে সব ব্রাহ্মণে ॥

রুদ্রগান অধিক হয় ব্রাহ্মণের গান। অস্ত্রে সেই লোক, সুখে কৃষ্ণলোক পান ॥

যথা লৈঙ্গে—ব্রাহ্মণো বাসুদেবাখ্যং গায়মানোহনিশং পরম্ ॥

হরেং সালোক্যামাপ্নোতি রুদ্রগানাদ্বিকো ভবেৎ ॥

(৩৩) অথ সংকীৰ্ত্তন—

তৎ সঙ্কীৰ্ত্তনং ত্রিবিধং—নামকীৰ্ত্তনং, লীলাকীৰ্ত্তনং, গুণাদিকীৰ্ত্তনঞ্চ ॥

(ক) নামকীৰ্ত্তন—কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম..... [ভ ১২।১৪৬]

(খ) লীলাকীৰ্ত্তন—সোহং প্রিয়ম্..... [ভ ১২।১৪৭]

(গ) গুণকীৰ্ত্তন—ইদং হি পুংসঃ..... [ভ ১২।১৪৮]

জন্মে জন্মে যেবা করে তপস্তাদি ধর্ম। বেদপাঠ জ্ঞান যজ্ঞ দান বেদ-কর্ম ॥

সকল ধর্মের ফল ইহকালে জানি। বার মুখে গুণায়কীৰ্ত্তন কৃষ্ণের শুনি ॥

পণ্ডিত সব নিরুপলব্ধ ধর্ম সনাতন। পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণ গুণানুবর্ণন ॥

(৩৪) জপ কৃষ্ণনাম মন্ত্র স্থলত উচ্চারণ। শ্রীযুতের কারিকা তাহে করহ শ্রবণ ॥

মন্ত্রস্ত স্থলঘৃচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে। [ভ ১২।১৪৯]

'কৃষ্ণায় নমঃ'—এই মন্ত্রের রাজী কর। চতুর্বার্গফল প্রাপ্ত জপমাত্র হয় ॥

কৃষ্ণায় নম ইত্যেব..... [ভ ১২।১৫০]

(৩৫) বিজ্ঞাপন হয় কৃষ্ণে তিনরূপ জানি। প্রার্থনাস্বীকা তথা বিজ্ঞাপন-বাণী ॥

দৈন্তবোধিকা আর লালসাময়ী কহে। এইরূপে বিজ্ঞাপন তিনরূপ হয়ে ॥

তত্র (ক) সংপ্রার্থনাস্বীকা—

যুবতীর মন যেন যুবকের প্রতি। যুবার প্রেম হয় যুবতীতে অতি ॥

লোকলজ্জা নাহি মানে, ছাড়িলে না ছাড়ে। বিচ্ছেদ হইলে প্রেম অতিশয় বাড়ে ॥

তৈছে আমার মতি রহ কৃষ্ণপ্রেমে। প্রার্থনাস্বীকা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিধানে ॥

যুবতীনাং যথা যুনি [ভ ১২।১৫৩]

(খ) দৈন্তবোধিকা—

আমা সম নাহি পাপী অপরাধী আন। লজ্জায় কি নিবেদিব ওহে ভগবান্ ॥

সর্বগুণহীনে দয়া আছয়ে তোমার। অকিঞ্চন আমি বহি কেহ নাহি আর ॥

আমি কি করিব দৈন্ত তোমার চরণে। দৈন্তপাত্র তোমার ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥

আমি ছার তোমার প্রভু কি জানি ভকতি।

সদাশিব আদি দেব যার ভক্ত খ্যাতি ॥

ইন্দ চন্দ্র দিক্‌পাল সেবক-গণনা। তাহা মধ্যে আমি জীব কীট ক্ষুদ্রোপমা ॥

কিবা নিবেদিব প্রভু তোমার চরণে। যে উচিত হয় প্রভু কর অকিঞ্চনে ॥

মন্ত্ৰলো নাস্তি পাপাত্মা... [ভ ১২।১৫৪]

(গ) লালসাময়ী—

কবে আমি সব তেজি গৃহ ধন জন। তোমার বিহারস্থল করিব ভ্রমণ ॥
যমুনার তীরে তীরে নামগুণ গাঞ। তাণ্ডব পূরিব কবে আনন্দিত হৈঞা ॥
রামকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী। নাম গান করিয়া ভ্রমিব কুতূহলী ॥
এইরূপ লালসা করি মনে অভিলাষ। করিব শ্রীঅঙ্গসেবা হৈঞা তব দাস ॥

কদাহং যমুনাতীরে... [ভ ১২।১৫৬]

(৩৬) শ্রীকৃষ্ণ-স্তুবপাঠ জিহ্বায় বেবা করে। দেবাদির বন্দ্য সেই ভবসিদ্ধ তরে ॥
গৌতমীর স্তবরাজ করিবে পঠন। নিজকৃত স্তোত্র কিম্বা গীতাদি বচন ॥

প্রোক্তা মনীবীতিঃ... [ভ ১২।১৫৭]

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদ যে করে ভক্ষণ। অমৃত বস্ত্রের ফল তার নয় সম ॥

নৈবেদ্যমগ্নঃ... [ভ ১২।১৬০]

(৩৮) নাহি করে দান যজ্ঞ অথ শুভ ক্রিয়া।

পানদৌদক পান করে আনন্দিত হৈঞা ॥

বিষ্ণুলোক-বসতি হয় শাশ্বত তাহার। পদ্মপুরাণে শুন তাহার বিচার ॥

ন দানং ন হবির্ঘেষাং... [ভ ১২।১৬১]

(৩৯) কৃষ্ণদত্ত ধূপশেষ আত্মাণ যে লয়ে।

গন্ধ পুষ্প নির্মালাদি ধারণ করয়ে ॥

সর্বপাপ নাশ হয় তৎক্ষণে তাহার ॥ হরিভক্তিসুধোদয়ে তাহার বিচার ॥

(৪০) শুচি হৈঞা সপবিত্র সশ্রদ্ধিত মনে।

শ্রীমুর্তি করয়ে স্পর্শ ভক্তি তার ভণে ॥

অশেষ-বিধান পাপ তৎক্ষণে খণ্ডয়ে। সর্ব অভিলাষ পূর্ণ তৎক্ষণে সে হয়ে ॥

(৪১) শ্রীমুর্তিদর্শন-ফল বরাহপুরাণে। পৃথিবীর প্রতি কন বরাহ আপনে ॥

বৃন্দাবনে গোবিন্দরূপ যে করয়ে দর্শন। স্বপ্নেই না হয় তার যমালয়-গমন ॥

বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং... [ভ ১২।১৬৬]

(৪২) আরতির কালে কৃষ্ণমুখ-সন্দর্শন। ব্রহ্মহত্যাদি পাপ তার খণ্ডয়ে তৎক্ষণ ॥

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানাং... [ভ ১২।১৬৭]

দোলযাত্রা, রথযাত্রা, রাস মহোৎসব। যে করে দর্শন কৃষ্ণের বিহার বৈভব ॥
চণ্ডালাদি দর্শনমাত্রে মহাপূত হন। ভক্তিভাবে তারা হয় দেবতার সম ॥

(৪৩) শ্রবণং যথা—

সেই ত শ্রবণ হয়ে ত্রিবিধ লক্ষণ। নাম-শ্রবণ আর লীলাদি-শ্রবণ
গুণ-শ্রবণ—এই ত্রিবিধ কহেন। তাহাতে সোদাহরণ গৌসান্ডিক বর্ণন ॥

শ্রবণং নামচরিত-গুণাদীনাং প্রতিভবেৎ। [ভ ১২।১৭০]

(ক) নামশ্রবণ—

কৃষ্ণনামমহামন্ত্র যে করে শ্রবণ। সর্বপাপ রোগ শোক খণ্ডয়ে তখন ॥
সংসার-সর্পেতে দষ্ট নষ্ট যত জন। কৃষ্ণনাম হয়ে তাহে বিধাপহরণ ॥

সংসারসর্পসংদষ্ট... [ভ ১২।১৭১]

(খ) চরিত-শ্রবণ—

শ্রীকৃষ্ণচরিতলীলা বালাদি-আচরণ। আনন্দিত মন হৈঞা যে করে শ্রবণ ॥
সাধুসঙ্গে বিগলিত কৃষ্ণলীলামৃত। কর্ণপথে করে পান তাহা পরীক্ষিত ॥
সে অমৃত পানে ক্ষুধাতৃষ্ণা যায় দূরে। ক্ষুধা তৃষ্ণা বিবর বাধিতে নারে তারে ॥

নৈষাতিভূঃসহা..... [ভা ১০।১।১৩]

(গ) অথ গুণশ্রবণ—

কৃষ্ণ-গুণানুবাদ বিপদবিনাশ। তাহার শ্রবণে যার সদা অভিলাষ ॥
সর্ব অমঙ্গল তার খণ্ডয়ে তৎক্ষণে। বিমল ভক্তি হয় শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥

যস্মৈ স্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ..... [ভ ১২।১৭৩]

(৪৪) অথ তৎকুপেক্ষণ—

কৃষ্ণ-অহুকম্পা রূপাদৃষ্টি হয়ে জানি। আপনাতে রূপার ভাজন করে মানি ॥

ঘরে থাকি' কায়মনোবাক্যে করে নতি । দায়ভাগী মুক্তিপদের রূপাবলে তথি ॥
তন্ত্বেহলুকম্পাং.....[ভ ১২।১৭৪]

(৪৫) অর্থ স্মৃতি—

যথা কথঞ্চিগ্ননসা সম্বন্ধঃ স্মৃতিরূচাতে । [ভ ১২।১৭৫]
শ্রীকৃষ্ণচরণ যদি মনে স্মৃতি করে । সর্বকল্যাণযুক্ত হয় সেই নরে ॥
স্মৃতে সকল-কল্যাণ.....[ভ ১২।১৭৬]

(৪৬) অর্থ ধ্যান—

ধ্যানং রূপগুণক্ৰীড়াসেবাদেঃ স্তূৰ্ণ চিন্তনম্ । [ভ ১২।১৭৮]
(ক) রূপধ্যান—
অশেষ পাপের পাপী যদি সেহ হয় । শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম হৃদয়ে ভাবয় ॥
সর্বপাপ নাশ হয় কৃষ্ণপদধ্যানে । এই কথা কহিলেন নৃসিংহপুরাণে ॥
ভগবচ্চরণ.....[ভ ১২।১৭৯]

(খ) গুণধ্যান—

যে করে স্মরণ সদা শ্রীকৃষ্ণের গুণ । বৈকুণ্ঠবসতি হয় সর্বপাপহীন ॥

(গ) ক্রীড়াধ্যান—

কৃষ্ণলীলা-চরিত্র সর্বমাধুর্য্যের সার । অদভুত সর্বলীলা ব্রজের বিহার ॥
সেই সব চরিত্র চিত্তে করয়ে ধ্যান । সর্বদুঃখ হইতে পার তারা সবে পান ॥

(ঘ) সেবাধ্যান—

সেবাধ্যান তাহে কহি—করহ শ্রবণ । মানসিক উপচার কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা কর অবধান । প্রতিষ্ঠানপরে পূর্বে স্তম্ভ-আধান ॥
সেই পুরে বিপ্র রহে অতি অকিঞ্চন । কোনই সামগ্রী নাই বিতরণ ধন ॥
একদিন সেই বিপ্র গেলা পর্যটনে । মূনির সভাকে গেলা আনন্দিত মনে ॥
সেই ত সভায় শুনে বৈষ্ণবধর্মচার । মানস-সেবাতে হয় সিদ্ধি সবাকার ॥
এত শুনি সেই পুন দরিত্র ব্রাহ্মণ । গোদাবরী-তীরে আসি করিলা স্নপন ॥

মান তিলক মুদ্রা আসন-শুদ্ধি করি' । অঙ্গহাস প্রাণায়াম ইত্যাদি আচরি ॥
মুদ্রা বাকি দৃঢ়াসনে সমাধি করিল । সর্বেন্দ্রিয় বশ করি' দৃঢ়চিত্ত হৈল ॥
মনে ত নির্মাণ কৈল রত্নসিংহাসন । মণিমুক্তা প্রবালাদি বিবিধ গঠন ॥
পট্টাধর জাদুখোঁপ বিচিত্র চামর । চন্দ্রাতপ ঝলমল শোভিত উপর ॥
রত্নাসনে বসাইলা মধ্যেত গোবিন্দ । চতুর্দিকে সেবা করে পারিষদবৃন্দ ॥
মনের মানসে বিপ্র করে আরাধন । রত্নপাণ্ডপাত্রে করায় পাদ প্রক্ষালন ॥

যবদূর্বাক্ত অর্ঘ্য করে সমর্পণ ।

আচমনীয় শিঙ্কজল মলয়জ গন্ধ । শুভ পুষ্প ধূপ দীপ করিয়া প্রবন্ধ ॥
দিব্য মিষ্ট ভোজ্য দধিভৃগু ফীর ছেনা । পক্কাত্র রস্তাকল সিতামিশ্রি পান ॥
পুন পাণ্ডপাত্রে দেয় আচমনীয় বারি । পুন পাদপ্রক্ষালন করে লঞা ঝারি ॥
পুনশ্চ পালঙ্ক করে অপূর্ব আসন । তাহে বসাইঞা করে তাষূল অর্পণ ॥
চামর লইঞা বায়ু করে শ্রাম অঙ্গে । কৃষ্ণপার্শ্ব দাস অলুগত সঙ্গে ॥
অগুরু কুঙ্কম গন্ধ কপূর মিশাল । শ্রীঅঙ্গে বিলেপন দেয় কর্ণমাল ॥
শ্বেতচ্ছত্র বিভূষণ চরণাদি ক্রমে । নানা আভরণ দেয় যে সাজে যেখানে ॥
চরণে নুপুর বন্ধ করে সমর্পণ । কটিতে কিঙ্কিণী বাস পীতবসন ॥
বক্ষে হার কৌস্তভমণি কর্ণেত কুণ্ডল । তাড় বলয়া হাতে অঙ্গুরী ঝলমল ॥
অলক তিলক ভালে চন্দনের বিন্দু । ময়ূরশিখণ্ড চূড়া শরৎকালের চন্দ ॥
সেবা করি মানসিক করয়ে দর্শন । নবজলধর-তনু চিকিণ বরণ ॥
দর্পণ অর্পণ পুন করে লঞা দেয় । পাছকায়াগল নিজ হাতে করি নেয় ॥
তৎপরে করয়ে প্রভুর পাদ সন্ধান । বিচিত্র মন্দিরমধ্যে চিত্তয়ে শয়ন ॥
এইরূপে করে সেবা সেই দ্বিজবর । সেবা সমাধিঞা পুন চলে নিজঘর ॥
এইরূপ মানস সেবা করে দিনে দিনে । মহাস্থখে থাকে বিপ্র দুঃখ নাহি জানে ॥
একদিনের তাহে শুন অপূর্ব কথন । সমাধিস্থ হৈঞা করে মানস সেবন ॥
সম্মত পরমান মনে করিলা রক্ষন । স্বর্ণ-নির্মিত পাত্রে করিল বেশন ॥
কৃষ্ণে সমর্পণ কৈল আননিত হৈঞা । হস্তে ধরি' স্বর্ণপাত্রে উর্দ্ধ করিঞা ॥

উষ্ণ হয় পাছে ভাবি' অমূল তাহে দিল। মানসে পরমার সেই উষ্ণ লাগিল ॥
উষ্ণার প্রভুকে দিল আক্ষেপ করে। সমাধি হইল ভঙ্গ ভাবিত অন্তরে ॥
বাহিরেহ অদৃষ্ট দক্ষ হৈঞাছে তাহার। মানস-সেবাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট অপার ॥
সেই বিপ্র স্বদেহে পাইল কৃষ্ণধাম। বাক্য-মন-অগোচর হয় যেই স্থান ॥

মানসেনোপচারেণ.....[ভ ১২।১৮২]

(৪৭) অথ দাস্ত্র—

দাস্ত্রভাব হয় তাহে দ্বিবিধ লক্ষণ। কিঙ্কর দাস্ত্র, আর দাস্ত্রে কর্মার্পণ ॥

(ক) কিঙ্করদাস্ত্র—

যার চেষ্টা কায় মন বাক্যক্ৰিয় গণে। নিরবধি চেষ্টা হয় কৃষ্ণদাস্ত্র কমে ॥

(খ) কর্মার্পণদাস্ত্র—

স্বাভাবিক কর্ম জপ ধ্যান পূজা-আদি। কৃষ্ণে সমর্পণ হয় সেহ দাস্ত্রবিধি ॥

দাস্ত্র্য কর্মার্পণং তস্মৈ কৈঙ্কর্যমপি সর্বথা [ভ ১২।১৮৩]

(৪৮) অথ সখ্য—

(সখ্যং দ্বিবিধং—বিশ্বাস-সখ্যং, মিত্র-সখ্যঞ্চ)

(ক) বিশ্বাস সখ্য—

দ্রোপদীর সখ্যাত কৃষ্ণে বিশ্বাসরূপে অতি।

কৃষ্ণভক্ত না হয় নষ্ট—এই কথা শ্রুতি ॥

ইতি চিন্তি দ্রোপদী প্রাণ করিলা ধারণা। দুর্যোধনের সহিলেন অশেষ গঞ্জনা ॥

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ.....[ভ ১২।১৮৯]

(খ) মিত্রসখ্য—

পরিচারকরূপে নিকটে করে স্থিতি। কৃষ্ণ মোর বন্ধু হবে হেন বার মতি ॥

নিকটে শয়ন করে, শঙ্কা নাহি চিতে। ব্যবহার করিতে চায় বন্ধুর পিরীতে ॥

মিত্রসখ্য হয় ইথি সিদ্ধ হই পথে। অতএব লিখিল বিধি রাগ-মতে ॥

পরিচর্য্যারতাঃ কেচিৎ.....[ভ ১২।১৯২]

রাগানুগান্স্তাস্ত্র.....[ভ ১২।১৯৩]

(৪৯) অথ আত্মনিবেদন—

(আত্মনিবেদনং দ্বিবিধং, দেহি-সমর্পণং দেহ-সমর্পণঞ্চ)

তত্র দেহী যথা—

বাক্য মন দেহাদিতে যে কর্ম করিবে। সব কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অর্পণ করিবে ॥

তত্র দেহ-সমর্পণ—

নিজ দেহ সমর্পণ করয়ে যে জন। তার দেহ রক্ষা করে প্রভু সনাতন ॥

প্রাণ আরো স্নেহ হৃৎখ দারা ধন গৃহ। গুরুপাদাশ্রয়কালে সমর্পিল দেহ ॥

কৃষ্ণের হইল দেহ, ভার লাগে তাঁরে। রক্ষা করেন কৃষ্ণ সর্বত্র ভক্তেরে ॥

নিজদেহের রক্ষাহেতু ভক্তের চিন্তা নাই। আপনার বলি কৃষ্ণ রাখেন সর্বঠাই ॥

তার সাক্ষী প্রহ্লাদ অশ্বরীষ বিভীষণ। সর্বত্র করিলা রক্ষা শাজে বিবরণ ॥

বিক্রয় করিয়া পশুর তত্ত্ব নাহি লয়। যে লয় কিনিঞা পশু তাহার ভার হয় ॥

তৈছে দেহ কৃষ্ণার্পণ করে যেবা জন। তারে রক্ষা করে কৃষ্ণ বলিঞা আপন ॥

চিন্ত্যং কুর্ধ্যান্ন রক্ষায়ৈ.....[ভ ১২।১৯৭]

(৫০) অথ নিজপ্রিয়োপহরণ—

আত্মপ্রিয় মিষ্ট যেবা সকল হইতে। সেই দ্রব্য ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতে ॥

কৃষ্ণার্পণ করি' করে ভক্তগণে দান। কৃষ্ণপ্রীতে সেই দ্রব্য অগণিত পান ॥

যদ্যদিষ্টতমং লোকে.....[ভ ১২।১৯৯]

[গী ৯।২৭] যৎকরোষি যদশ্রাসি.....

(৫১) কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা—

লৌকিক বৈদিক ক্রিয়া শাস্ত্রমত যত। ভক্তিঅনুকূলে ক্রিয়া করিবে বিধিমত ॥

(৫২) অথ শরণাপত্তি—

শরণাপত্তি লইবে শ্রীকৃষ্ণচরণে। কৃষ্ণদাস হই আমি কায়বাক্যমনে ॥

তবাস্মীতি বদন বাচা.....[ভ ১২।২০১]

(৫০) তুলসী-সেবা—

তুলসী দর্শনমাত্রে অশেষ পাপ নাশে । দেহ পবিত্র হয় তুলসীর পরশে ॥
তুলসী বন্দনা কৈলে রোগের বিনাশ । সিদ্ধি তুলসী দেখি যম পায় ত্রাস ॥
তুলসীর বৃক্ষ আনি যে করে রোপণ । বিষ্ণুপদ গতি হয় করিলে সেচন ॥
তুলসীর পত্রে পূজা করে জনাধন । তাহার বিমুক্তি হয় না যায় কখন ॥

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসংঘসমনী.....[ভ ১২।২০৩]

নবধা ভক্তিক্রমে সেবা তুলসীর করিবে । তুলসীর নাম কথা শ্রবণে শুনিবে ॥
তুলসী তুলসী নাম করিবে কীর্তন । তুলসাদেবীর মূর্তি করিবে স্মরণ ॥
বৃক্ষসেবা পূজন করিবে শাস্ত্রমতে । প্রদক্ষিণ বন্দনা স্তুতি ভক্তিভাব-রীতে ॥

(৫১) শাস্ত্র—

শাস্ত্র-শব্দে ইথি কহি ভক্তিগ্রন্থ প্রতি । বৈষ্ণবশাস্ত্রে সদা করিবে পিরীতি ॥

শাস্ত্রমত্র সমাখ্যাতং.....[ভ ১২।২০৬]

বৈষ্ণবশাস্ত্র পড়ে, শুনে, করায় শ্রবণ । কৃষ্ণ প্রসন্ন তাকে সফল জীবন ॥

বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি.....[ভ ১২।২০৭]

তত্র সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবতগ্রন্থ—

সর্ববেদান্তসারং হি.....[ভ ১২।২১০]

(৫২) শ্রীমথুরা—

ত্রৈলোক্যের তীর্থ রহে মথুরা-মণ্ডলে । পরমানন্দক্ষম হয় মথুরাবাস কৈলে ॥

ত্রৈলোক্যবন্তি-তীর্থানাং... [ভ ১২।২১২]

(৫৩) বৈষ্ণব-সেবা—

সর্ব আরাধনা পর কৃষ্ণ-আরাধন । তাহা হৈতে বড় হয় ভক্তের সেবন ॥

কৃষ্ণ পূজে, আর না পূজে ভক্তগণ । তদীয় না পূজে সেই মূঢ় অচেতন ॥

আরাধনানাং সর্বেষাং... [ভ ১২।২১৪]

অর্চায়ত্বা তু গোবিন্দং...

যেষাং সংস্মরণাৎ ... [ভ ১২।২১৭]

(৫৪) যথাবৈভব-মহোৎসব—

যেমন বিভব নিজ সামর্থ্যানুসারে । কৃষ্ণযাত্রা-মহোৎসব কৃষ্ণ নিয়া করে ॥
কৃষ্ণলোকে মহোৎসব তার নিত্য হয় । পাদ্মীয় উত্তরখণ্ডে এই কথা কয় ॥

(৫৫) উর্জাদর—

ভক্তবৎসল কৃষ্ণ অভীষ্ট ফল দেন । ভক্তবৎসল তৈছে কার্তিকী ব্রত হন ॥

যথা দামোদরো..... [ভ ১২।২২১]

(৫৬) অথ জন্মযাত্রা—

ভাদ্রে কৃষ্ণাষ্টমী তিথি রোহিণী সহিতে । ব্রত বিধি উপবাস করিবে যত্নেতে ॥

(৫৭) শ্রীমুক্তিপাদসেবনে শ্রীতি—

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণসেবাপরায়ণ জনা । তারে কৃষ্ণ মুক্তি ছাড়ি দেন ভক্তিপ্রেমা ॥

মম নাম সদাগ্রাহী..... [ভ ১২।২২৫]

(৫৮) শ্রীভাগবতাস্বাদ—

এইত জগতে যত রসিক ভক্তগণ । ভাগবত-রসামৃত সদা কর পান ॥

বেদকল্পতরুর ফল শ্রীল ভাগবত । শুকদেব-মুখ হৈতে সে ফল গলিত ॥

অমৃত দ্রব-সংযুক্ত রসময় ফল । তাহা পানে হয় জানি কৃষ্ণপ্রেমবল ॥

আজন্ম প্রভৃতি পান কর পুনঃ পুনঃ । স্বগষ্টি-রহিত ফল অমৃতদ্রব যেন ॥

নিগমকল্পতরোগলিতং.....[ভ ১২।২২৬]

(৫৯) অথ সজাতীয়সঙ্গ—

কৃষ্ণাসক্তচিত্ত যোবা প্রেমী ভক্তগণ । তাঁর সঙ্গে সঙ্গ একলব মাত্র হন ॥

তাঁর কাছে স্বর্গ আদি কিবা মুক্তিগতি । তুলনা না করি তাঁর—এইত যুক্তি ॥

নিমিষের ত্রিভাগকাল তাঁরে লব কন । 'তুলয়াম লবেনাপি' ইত্যাদি বচন ॥

তুলয়াম লবেনাপি [ভ ১২।২২৮]

(৬৩) অথ নামসঙ্কীৰ্ত্তন—

সর্বত্র অভয় বাঞ্ছা লাগি যার মন। সে করুক সর্বদা হরিনাম-সংস্কীৰ্ত্তন ॥

এতল্লিবিভ্রমানানাম্ [ভ ১১২।২৩০]

যেন জন্ম-সহস্রাণি [ভ ১১২।২৩২]

গীত্ৱা চ মম নামানি.....[ভ ১১২।২৩১]

(৬৪) অথ মথুরামণ্ডলে স্থিতি—

মথুরামণ্ডলে করে একদিন বসতি। অবশ্য তাহার হয় গোবিন্দে ভক্তি ॥

অহো! মধুপুরী ধন্যা.....[ভ ১১২।২৩৭]

চতুষ্টয় ভক্ত্যঙ্গ শাস্ত্র-নিরূপণ। মহিমাধিক্য শ্রদ্ধাঘার দেখিয়ে পঞ্চম ॥
 তে কারণে পুনরুক্তি আধিক্যে বর্ণনা। শ্রীমুত্তির্দর্শন, শ্রীভাগবত-মহিমা ॥
 দ্বাদশস্কন্ধ-মধ্যে দশম-প্রস্তুতি। “শঙ্কে নীতাঃ সপদি দশমস্কন্ধপাঠাঃ” ইতি ॥
 কৃষ্ণভক্ত-প্রস্তুতি, নাম-মাহাত্ম্য। মথুরা মণ্ডলে বাস—পঞ্চ পুনরুক্তি ॥

অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য.....[ভ ১১২।২৩৩]

চতুষ্টয় ভক্তি-অঙ্গ সাধন-প্রকরণে। শ্রীযুতের অনুসারে করিল বর্ণনে ॥
 কোন অঙ্গের কোন স্থলে ফলশ্রুতি দেখি। সাধারণ জনের প্রবৃতিহেতু লিখি ॥
 চতুর্বর্ণ ফল শুনি সাধারণ জন। ভক্তিঅঙ্গ-সাধনে প্রবৃত্ত আসি হন ॥
 কৃষ্ণকথা লীলাগুণ শ্রবণ শ্রবণে। রতি উপজয়ে আসি শ্রীকৃষ্ণসাধনে ॥
 সেই সব ফল তার হয় জানি দূবে। কৃষ্ণকর্মের রতি আসি হয় জানি পরে ॥
 মুখ্য ফল কৃষ্ণে রতি জানিহ কারণ। ফলশ্রুতি বহিমুখের প্রবৃতি-লক্ষণ ॥
 তত্তদগুণ-শ্রবণে আগে শ্রদ্ধা আসি হয়। শ্রদ্ধা হৈলে রতি তাহে উপজয় ॥

কেষাকিঞ্চ কচিদঙ্গানাং.....[ভ ১১২।২৪৫]

সতাং প্রসঙ্গান্মম.....[ভ ১১৩।১২]

জ্ঞান আর বৈরাগ্য ভক্ত্যঙ্গ নাহি হন। প্রথমে স্বল্পমাত্র উপযুক্ত কেহো কন ॥
 জ্ঞান ইথে কহে ঐক্য ব্রহ্মবিষয় জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানোপযুক্ত বৈরাগ্য-আখ্যান ॥

ভক্তি প্রবেশে এ দুইর অকিঞ্চৎকরণ।

তাহার ভাবনায় ভক্তির বিচ্ছেদ সে হন ॥

তাহার কারণ কহি শুন সাবধানে। সেই দুই কাঠিগ্ৰহেতু লিখিলা প্রমাণে ॥

তর্ক বিচারাদি দুঃখ করিয়া সহন। কাঠিগ্ৰহেতু জ্ঞানবৈরাগ্যযোগ কন ॥

স্বকুমার-স্বভাব ভক্তি তন্মতু কৈছে হবে।

অতএব জ্ঞান, বৈরাগ্য অঙ্গ না জানিবে ॥

শ্রীকৃষ্ণমধুরলীলা ভাবনাদিময়। অতএব ভক্তিবোগ গুরু যার হয় ॥

জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োৰ্ভক্তি.....ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা [ভ ১১২।২৪৮-৪৯]

অতএব দেখ কহেন প্রভু ভগবান। মোর ভক্ত যোগযুক্ত মরিবিত্ত-প্রাণ ॥

প্রায় তার জ্ঞানবৈরাগ্য দূরে করি। তার শ্রেয়ঃ হয়, সেহ হয়ে অধিকারী ॥

ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং.....[ভ ১১২।২৫০]

জ্ঞান বৈরাগ্যাদি যেবা সাধনের ফল। চতুর্বর্ণফলাদি সে জানিহ সকল ॥

কৃষ্ণভক্তি হৈলে সে আপনি আসি হয়ে। কোন ভক্ত স্বর্গাদি যদি বা বাঞ্ছয়ে ॥

কর্মতপ জ্ঞান বৈরাগ্যে যেবা হয় ফল। ভক্তিবলে অন্যায়সে পায় সে সকল ॥

সকাম ভক্তির বলে সালোক্যাদিগতি। সেবানিষ্ঠরূপে হয় তাহা সবার মুক্তি ॥

যৎকর্মভির্ঘতপসা.....বাহুতি [ভ ১১২।২৫২-২৫৩]

রুচিমুদ্রহতস্তস্য[ভ ১১২।২৫৪]

তত্র বৈরাগ্য-লক্ষণম্—(বৈরাগ্যং দ্বিবিধং, যুক্তবৈরাগ্যং ফলবৈরাগ্যঞ্চ)

যুক্ত বৈরাগ্য—

নিজ সুখবিষয়াদি করিয়া তেজন। ইন্দ্রিয়বিষয় নিজ করয়ে দমন।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যাদি।

কৃষ্ণসংসর্গে করে কর্ম, অগ্র বিষয় তাজি ॥

সেবোপযুক্ত করে কর্ম যেই সব জন। যুক্ত বৈরাগ্যধর্ম তা সভার কন ॥

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্[ভ ১১২।২৫৫]

ফল বৈরাগ্য—

সেবোপযুক্ত দ্রব্যে প্রপঞ্চজ্ঞান করি'। সেবাধর্ম' ত্যাগ করে যোগে ভজে হরি ॥
সেবাদ্রব্যসংগ্রহে বিষয় বলি জ্ঞান। সর্ববিষয় ছাড়ি' ভজে ভগবান্ ॥
সর্বকর্ম' ত্যাগ করে বিষয়ে বিরাগ ॥ কোন স্থখ নাহি বাঞ্ছা সর্বভোগ-ত্যাগ ॥
বিষয়জ্ঞান করি সেবা ত্যাগ করে। মুমুক্ণ সকল জ্ঞানবৈরাগ্য আচরে ॥
ফলবৈরাগ্য নাম তাহাকারে কন। ভক্ত্যঙ্গদ্বয়ে নিরূপণ তারা নাহি হন ॥

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা.....[ভ ১১২১৫৬]

কৃষ্ণ-মহাপ্রসাদাদি না করে গ্রহণ। ভোগ বলিয়া নির্মালা করয়ে তেজন ॥
এই হেতু ফল বৈরাগ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান। যেই জ্ঞানে করে ব্রহ্মভূতব-সন্ধান ॥
ভক্ত্যঙ্গদ্বয়ে অল্পযোগী এই সব হন। পুনঃ পুনঃ করিলেন অঙ্গদ্বয়ে বারণ ॥

প্রোক্তেন লক্ষণেনৈব.....[১১২১৫৭]

ধন-ব্যাপারে কিম্বা শিখ্যাদি দ্বারাতে। শ্রীমূর্ত্যাদির সেবা করয়ে তাহাতে ॥
উত্তম-ভক্তির অঙ্গ সেহ নাহি হন। জ্ঞান-কর্ম' ছানারুতাদি-শৈথিল্য হন ॥
পরিচর্যাদিরূপ তুলনাদি অর্পণ। ধনব্যাপারাত্তে উত্তমতা-হানি হন ॥
অতএব বিবেকাদি ভক্ত্যঙ্গ নাহি হয়। 'স বৈ মনঃ কৃষ্ণ' ইত্যাদি যাহে নয় ॥

ধনশিখ্যাदिभिঃ.....[ভ ১১২১৫৯]

সেই ভক্তি হয় জ্ঞানি সূদৃঢ় সাধনে। একাঙ্গ সাধয়ে কেহো কেহো বহু ক্রমে ॥
স্ববাসনাহুসারে নিষ্ঠা চিন্তে যজে। কৃষ্ণনিষ্ঠ হইয়া মাত্র কোন অঙ্গে ভজে ॥
একঅঙ্গ সাধি কেহো স্ক্রুতার্থ হন। কেহ বহু অঙ্গ সাধি হয়ত পাবন ॥

সা ভক্তিরেকমুখ্যঙ্গা.....[ভ ১১২১৬৪]

তত্র একাঙ্গা—

পরীক্ষিত কৃতার্থ নামলীলাদি-শ্রবণে। শুকদেব নিত্যমুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ॥
শ্রবণে কৃতার্থ হইলা প্রহ্লাদ দৈত্যপতি। ভজনে পাইলা লক্ষ্মী শ্রীগোবিন্দ পতি ॥
পূজনে কৃতার্থ হইলা পৃথুরাজ নরনাথ। বন্দনেতে পাইলা অক্রুর জগন্নাথ ॥

দাস্তভাবে হনুমান পাইলা রামচন্দ্র। সখে অর্জুন বশ কৈলা কৃষ্ণচন্দ্র ॥
আত্মা আত্মীয় দেহ করি' সমর্পণ। বলিরাজা কৃতার্থ হৈল পাত্য ত্রিভুবন ॥

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে[ভ ১১২১৬৫]

এইত' কহিল মাত্র একাঙ্গ-লক্ষণ। এক অঙ্গ মুখা, পূর্ণ অঙ্গ যে হন ॥
অনেকাঙ্গা ভক্তি শুভ ভাগবত নবমে। অঘরীষ করিলেন প্রভুর চরণে ॥
সর্বেক্সিয়ে কৃষ্ণকর্ম' সদা আচরণ। বহু-অঙ্গ ভক্তি হয় তাহাতে দর্শন ॥
কৃষ্ণপদযুগে মতি সদা অরুণত। বাক্যে কৃষ্ণলীলাগুণ বর্ণে অবিরত ॥
হস্তে পরিচর্য্যা শ্রীমন্দিরাদি-সংস্কার। কর্ণে কৃষ্ণকথা বিহু নাহি শুনে আর ॥
কৃষ্ণমূর্ত্তি কৃষ্ণালয় শ্রীগুরুদর্শনে। নিরবধি যার নিষ্ঠা হয় ছ'নয়নে ॥
কৃষ্ণভক্তগণ সহ দেহে আলিঙ্গন। অষ্টাঙ্গ প্রণিপাত দেহের করণ ॥
কৃষ্ণ দত্ত গন্ধপুষ্প নাসায় গ্রহণ। রসনায় তুলনাদি নির্মালা ভক্ষণ ॥
চরণের কার্য—ক্ষেত্রে তীর্থস্থানে গতি। মস্তকের কার্য—সদা পাদপদ্মে নতি ॥
সর্বকাম্য কামনা করিয়া পরিত্যাগ। কৃষ্ণদাস্তে কামনা সতত অহুরাগ ॥
বহু-অঙ্গ লক্ষণ এই অঘরীষের বচন। নবমঙ্গলে ভাগবতে ব্যাসের লিখন ॥

স বৈ মনঃ কৃষ্ণ.....রতিঃ [ভ ১১২১৬৬—১৬৮]

বাগী গুণাহু কথনে.....[ভা ১০১০৩৮]

সাধনভক্তির অঙ্গ চতুষ্টয় কন। একাঙ্গ বহুঅঙ্গ কৈল নিরূপণ ॥

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া.....[ভ ১১২১৬৯]

শ্রীগোবিন্দ-পদদ্বন্দ্ব্য তাপত্রয়বিনাশনম্।

প্রণম্য লিখিতা গ্রন্থে বৈধীভক্তিক্রিয়া ময়া ॥

শ্রীগুরু গোবিন্দ কৃষ্ণভক্তবৃন্দগণ। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করিঞা শ্রবণ ॥
অভিরাম হৃদরানন্দ পানুড়া গোপাল। কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু পরম দয়াল ॥
শ্রীগোপালচরণ শরণ অভিলাষ। সাধনাঙ্গ ভক্তি কহে নয়নানন্দ দাস ॥

ষষ্ঠ প্রকরণ

কলিন্দতনয়াতীর-নীপমূল্যধিদৈবতম্ ।

ধমন্তং মুরলীনাঙ্গমজস্রং তনুহং ভজে ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার । জয় রাম নিত্যানন্দ অনন্ত প্রচার ॥
জয় জয়দৈতচন্দ্র গৌরভক্তবৃন্দ । জয় অভিরামসহ শ্রীমুন্দরানন্দ ।
চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ কৈল নিরূপণ । সেবা-নাম-অপরাধ তাহাতে বর্জন ॥
সেবা-নাম-অপরাধ শাস্ত্রে যেবা কহে । করিবে সে সব ত্যাগ, কহি শুন আগে ॥

তত্র সেবাপরোধ—

অশ্ব, দৌলার চাপিয়া পাত্ৰকা দিয়া পায় । কৃষ্ণতীর্থক্ষেত্র-গৃহে যেবা জন যায় ॥
কৃষ্ণোৎসব কৃষ্ণমূর্তি পথেতে দেখিঞা । দম্ভে পথে চলি' যায় নতি না করিঞা ॥
অশুচি উচ্ছিষ্টমুখে প্রণাম-করণ । একহস্তে প্রণাম, সর্বধর্ম-বিনাশন ॥
অগ্রে প্রদক্ষিণ, অগ্রে পাদপ্রসারণ । সাক্ষাতে পর্যাববন্ধ, অকালে দর্শন ॥
শয়ন ভোজন মিথ্যাকথা আলাপন । উচ্চভাষা গ্রাম্য-কথা বিরোধ রোদন ॥
মহুযোত' কুরভাষা নিগ্রহ-করণ । শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে নহে এসব আচরণ ॥
পরিনন্দা পরস্তুতি উগ্রভাষা আদি । পূজাকালে নাহি দিবে আবরণ কঙ্কলাদি ॥
অধোবায়ু-পরিত্যাগ শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে । জন্মে জন্মে বিষ্ঠাভোজী হয় সেই নরে ॥
সামর্থ্যে গৌণরূপে করয়ে অর্চন । অনিবেদিত দ্রব্য যেবা করয়ে ভক্ষণ ॥
কালে প্রাপ্ত মিষ্ট ফল না করে অর্পণ । হানিযুক্ত অন্নাদি করে নিবেদন ॥
উচ্চাসনে থাকি' করে শ্রীকৃষ্ণপূজন । পূজাকালে করে অস্ত্রের অভিবাদন ॥
আত্মপোষণ করে, আত্মশৌচতা । গুরুর মহিমাগুণ করয়ে গোপিতা ॥
দেবতার নিন্দা করে যেবা সব জন । সেবা-অপরাধী হয় সেই সব গণ ॥
আগমাম্বুসারে এই সেবাপরোধ বর্ণিল । বরাহপুরাণে শুন যে সব কহিল ॥

রাজগৃহে সিদ্ধান্ত ভক্ষণ যেবা করে । শ্রীমূর্তি করয়ে স্পর্শ গৃহ-অন্ধকারে ॥
পাদপ্রক্ষালনাদি বিধি না করিঞা । শ্রীমূর্তি করয়ে স্পর্শ হঠাৎকারে বাইঞা ॥
শব্দ না করিয়া দ্বারে কবাট খুচায় । কুকুরাদি-উচ্ছিষ্ট দেন দেবতায় ॥
পূজাকালে মৌন-ভঙ্গ অস্ত্র আলাপন । মলমূত্র-ত্যাগার্থে বা করয়ে গমন ॥
মলমূত্র উপরোধে পূজা না করিবে । অতএব পূজাকালে সাবধান হবে ॥
গন্ধপুষ্প না দিয়া ধূপদীপ-সমর্পণ । নিম্নিতপুষ্পে কিবা করয়ে পূজন ॥
নিম্নিত কোন পুষ্প কর অবধান । আগম-তন্ত্রাদি মতে শুনহ প্রমাণ ॥
রক্তপুষ্প, কৃষ্ণপুষ্প, নির্গন্ধ, দুর্গন্ধ । ক্রমবিদ্ধ, ভূমে পতিত, অতিনিম্ন ॥
ভূমে পতিত দিবে শেফালি বকুল । কৌরা মধ্যে দিবে পদ্ম, চম্পকের ফুল ॥
কটকী নিম্নিতপুষ্প ঝিটি আদি করি । কটকীর মধ্যে সে কেতকী দিতে পারি ॥
ভাদ্রমাসে কেতকীর করিবে বর্জন । পূর্বে রক্তপুষ্প জানি হইঞাছে দ্বণ ॥
পদ্ম করবীর বক রক্ত-ছুই নয় । ইহা বহি অস্ত্র পুষ্প না দিবে নিশ্চয় ॥
পরিধেয় বস্ত্রে আনীত পুষ্প বত । ত্রিদলের নান পুষ্প নহে অভিমত ॥
বামহস্তে স্পৃষ্ট আর শূদ্রে বা আনীত । স্নান করি' তোলাপুষ্প বড়ই নিম্নিত ॥
উর্গাতন্ত কেশস্পর্শে ছিন্নভিন্ন দল । বাসী পুষ্প হয় জানি নিম্নিত সকল ॥
তুলসীর পত্র বিষ গঙ্গা-জল সদা । বাসী ছুই কভু নয়, পরিজ সবদা ॥
আকন্দ ধূতুর ওড় শাল্মলী না দিবে । শিরীষ, কুড়চি, কৃষ্ণা, কুটজ বর্জিবে ॥
ভেরণ্ডার পত্রে পুষ্প না কর স্থাপন । চুরি করি' ফল পুষ্প না কর গ্রহণ ॥
ইত্যাদি কহিল সে—নিম্নিত পুষ্প নাম । সেবা-অপরাধ পুন কর অবধান ॥
দম্ভধাবন প্রাতঃক্রিয়াদি নাহি করি । শ্রীবিষ্ণুপূজন কর্মে' নহে অধিকারী ॥
জীসঙ্গ করি' পুন না করিঞা স্নান । কৃষ্ণ-পরিচর্যা করি' অধঃপাতে যান ॥
রজোবতী নারীসঙ্গ কিম্বা স্পর্শ করি । শ্রীকৃষ্ণপূজনে সেই নহে অধিকারী ॥
দীপ-স্পর্শ করি হস্ত ধৌত না করিঞা । মহংপাতকী হয় পরিচর্যা করিঞা ॥
মৃতদেহ স্পর্শ কিম্বা তদ্বাহক ছু'ঞা । শব দেখি' পুন স্নান যেবা না করিঞা ॥
বিষ্ণুসেবা করে কিম্বা শ্রীমূর্তিস্পর্শন । পিতৃসহ শবমাংস সে করে ভক্ষণ ॥

রক্তবজ্র, নীলবজ্র, দধিবজ্র পরি'। অন্তচি মলিনে নহে পূজা-অধিকারী ॥
 অধোভবজ্র কিংবা পরিয়া দশাহীন। স্তূচীবিদ্ধ বজ্র কিবা গৃহস্থে কোপীন ॥
 চিত্র বজ্র বহুস না করি' ধারণ। এক বজ্রে নহে কভু ত্রীমূর্ত্তিপূজন ॥
 এই সব দোষ নাই আবিক-বসনে। উর্গাতস্ত-বজ্র হয়ে পবিত্র সর্বক্ষণে ॥
 সেবাকালে সদা হবে ক্রোধাদি-রহিত। চলাচল চিত্তে সেবা না হয় উচিত ॥
 ঘর্ম্মাক্ত শরীরে আদ্রবসন পরিএ। সেবাকর্ম না করিবে শ্মশানে যাইএ ॥
 ভোজনের পর অন্ন জীর্ণ নাহি হইতে। তৈলাভ্যঙ্গে কৃষ্ণসেবা না হয় উচিত ॥
 কুসুম, ধূস্তর আদি মাদক ভক্ষিএ। অধঃপতন হয় ত্রীমূর্ত্তি স্পর্শিএ ॥
 ভাগবত নিন্দা করে, অশ্রু করে স্তুতি। সেই অপরাধে হয় তার অধোগতি ॥
 ত্রীকৃষ্ণসমীপে করে আহার ভোজন। সম্মুখে থাকিএ করে তাম্বূল চর্বণ ॥
 আশ্রয়কালে কৃষ্ণপূজা কিম্বা পীঠাসনে। ভূমিতে বসিএ কিম্বা করয়ে পূজনে ॥
 স্নানকালে বামহস্তে ত্রীমূর্ত্তিস্পর্শন। অভক্ত জনের অন্ন না কর অর্পণ ॥
 যবন, পুষ্কর, খস, পুলিন্দ, কাপালী। পূজাকালে না দেখিবে চণ্ডাল, পুং'শলী ॥
 কুকুর শূকর খর নীচ-দরশনে। কৃষ্ণপূজা না করিবে অভক্তের সনে ॥
 পূজাকালে নিগ্গবন তির্থাকপুণ্ড্রধারী। নথাস্বতে বিষ্ণুমান অপরাধ ভারি ॥
 পাদপ্রক্ষালন বিনা মন্দিরে প্রবেশ। নির্মালা-লজ্বন আদি অশেষ বিশেষ ॥
 ইত্যাদি প্রকার হয় অপরাধ-লক্ষণ। একেক পাপের ছুঃখ বড়ই বিষম ॥
 সম্যক না লিখি তাহা বাছলোর ভয়ে। বরাহ-ধরণী-সংবাদ পুরাণেতে কহে ॥
 যথা'বারাহে ত্রীবরাহঃ—

যস্তু ক্রোধ-সমায়ুক্তঃ মম কম-পরাধণঃ।

স্পৃশেতু মম গাত্রাণি চিত্তং কৃত্বা চলাচলম্ ॥

মুখিকোহব্দশতং যাবৎ সর্পো ভবেৎ শতং পুনঃ।

ত্রিংশদ্বর্ষাণি মণ্ডুকঃ শৃগালো জায়তে ভুবি ॥

সেবা-অপরাধে ভাই! হবে সাবধান। সেবাতে হইলে পাপ, নাহি পরিত্রাণ ॥

সর্ব'অপরাধ খণ্ডে ত্রীকৃষ্ণসেবনে। সেবাপরাধ হৈলে না দেখিয়ে ত্রাপে ॥

মমার্চনাপরাধা য়ে.....[ভ ১২১১৮]

অজ্ঞানেতে যদি এই অপরাধ হয়ে। গীতা ভাগবত পাঠে সে পাপ খণ্ডয়ে ॥

স্বান্দে—অহন্যহনি যো মর্ন্ত্যো গীতাধ্যায়ং পঠেৎ শুচিঃ।

দ্বাত্রিংশদপরাধাংশচ ক্ষমতে তস্তা কেশবঃ ॥

নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে গ্রহণ। সশ্রদ্ধচিত্ত হৈএ কৃষ্ণগত মন ॥

সর্ব'অপরাধ তার অবশ্য খণ্ডয়ে। বৃহদ্রাসিংহ পুরাণের শ্লোক কহে ॥

মম নামানি লোকেহস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্ত কীর্ত্তয়েৎ।

তস্তাপরাধকোটিস্ত ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥

ত্রীকৃষ্ণনামের ফল অগণিত হয়। পাপতাপ-বিমোচন কীর্ত্তনে নিশ্চয় ॥

কৃষ্ণনামে সর্ব'পাপ হয়েত খণ্ডন। নামাপরাধ হইলে নাহি বিমোচন ॥

তাহে আগে কহি শুন নামমাহাত্ম্য। পুরাণের শ্লোক শুন পদ্মাবলি-উক্ত ॥

কল্যাণানাং নিধানং.....[পদ্মাবলী ১৯]

বেপন্তে ছুরিতানি.....[পদ্মাবলী ২০]

কৃষ্ণনাম পাতকীর যত পাপ করে। তত পাপ পাতকীলোক করিতে না পারে ॥

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—নাম্নোহিস্তা যাবতী শক্তিঃ পাপ-নির্হরণে হয়েঃ।

তাবৎ কঠুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥

ইত্যাদি কহিল কৃষ্ণনামের মহিমা। ইহা শুন' হই হয় পাপনূক্জনা ॥

কৃষ্ণনামে হয় সর্ব'পাপ-বিমোচন। পাপ করি' শেষে নামে করিব খণ্ডন ॥

এইরূপে নাম-বলে পাপ আচরণে। কৃষ্ণনামে তার পাপখণ্ডন না হয়ে ॥

দ্বিগুণ সে পাপ বাড়ে, না হয় খণ্ডন। তার দণ্ড করে যম জনমে জনম ॥

ইত্যাদি কহয়ে অপরাধ বহতর। নাম-অপরাধ কহি শুনহ অপর ॥

গুরুতে অবজ্ঞা যার বিশ্বাস না করে। কৃষ্ণনাম-অপরাধী বলি যে তাহারে ॥

বেদনিন্দা করে ভক্তিশাস্ত্র নাহি মানে। নাম-অপরাধী বলি' সেই সব জনে ॥

অর্থবাদ হরিনামে যে করে ঘটনা । অর্থান্তর করে ব্যাখ্যা মূঢ় যেই জনা ॥
 নামবলে পাপে প্রবর্ত্ত যোবা হয় । সেই অপরাধির উদ্ধার কভু নয় ॥
 সত্তের নিন্দন করে, বৈষ্ণবে অনাদর । শিবনাম স্বতন্ত্র মানে শ্রীবিষ্ণুগোচর ॥
 অত্পুণ্যকর্মসম কৃষ্ণনামে মানে । কৃষ্ণদীক্ষা উপদেশ অশ্রদ্ধিত জনে ॥
 কৃষ্ণমহিমা শুনি' ফলশ্রুতি মানে । অপরাধী হয় ভাই সেই সব জনে ॥
 কৃষ্ণনাম-লীলা শুনি' না হয় আবেশ । কৃষ্ণনামে অপ্রীত কিংবা করে কৃষ্ণদ্বेष ॥
 ইত্যাদি কহিল নামাপরাধ-লক্ষণ । পুনরপি কহি—শুন বিশেষ বর্ণন ॥
 কৃষ্ণ-পুণ্যকথা মধ্যে কহে অতুকা । সেই লোক শূকরতুল্য জানিহ সবথা ॥
 কৃষ্ণ-সাক্ষাতে অতদেবের স্তবন । ইত্যাদি জানিহ অপরাধ-নিরূপণ ॥
 যথা সনৎকুমারতন্ত্রে—

গুরোরবজা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং

তথার্থবাদো হরিনাম্যি কল্লনম্ ।

নাম্নো বলাদ্যশ্চ হি পাপবুদ্ধি-

ন' বিহতে তস্ম যমৈহি শুদ্ধিঃ ॥

সর্বঅপরাধ ক্ষয় হয় কৃষ্ণাশ্রয়ে । কৃষ্ণাপরাধ হৈলে ত্রাণ কভু নহে ॥
 নামাশ্রিত জনার হয় কৃষ্ণগতি । নামাপরাধির সদা নরক-বসতি ॥

নামাশ্রয়ঃ কদাচিত্ [ভ ১১২।১২০]

কাতায়ন-সংহিতায় শুন যমের বচন । কৃষ্ণনাম-অপরাধ শুন বোধায়ন ॥
 নামসংকীৰ্ত্তনফল বিবিধ শুনিয়া । শ্রদ্ধা নাহি হয় যার আনন্দিত হৈঞা ॥
 কৃষ্ণনামে অর্থবাদ করে মূঢ় নরে । মহা-অন্ধতমকূপে ফেলি যে তাহারে ॥

য়গ্নামকীৰ্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য

ন ব্রহ্মধাতি মনুতে যতুতার্থবাদম্ ।

যো মানুষ্যস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি

সংসার-ঘোরবিবিধাভি-নিপীড়িতাঙ্গম্ ॥

কৃষ্ণ-প্রতিমাতে বার হয় শিলাজ্ঞান । সেই জন নারকী হয় অযুত প্রমাণ ॥
 গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি সাধারণ জ্ঞানে । তাহা সম নারকী নাহি ত্রিভুবনে ॥
 বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি নরক-কারণ । গঙ্গাজলে জলবুদ্ধি নরক-গমন ॥
 সামান্য-অক্ষর বুদ্ধি করে নামমন্ত্রে । সেই সব নারকী লোক কহে সর্বতন্ত্রে ॥
 বিষ্ণুর সমান করি' অতদেব মানে । সেই সব নারকী লোক জানি ত্রিভুবনে ॥
 সেবা-নাম-অপরাধ করিঞা তেজন । নিরন্তর কর মন ! নামসংকীৰ্ত্তন ॥
 হরিনাম বিনে গতি নাহি কলিকালে । এই সত্য জানি ভাই সর্বশাস্ত্রে বলে ॥
 আদিপুরাণে—

হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

অথ নাম-মাহাত্ম্য —

কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য ভাই করহ শ্রবণ । স্মরণ করিতে সর্বপাপ-বিমোচন ॥
 মহাপুণ্য উপচয়ে হয় শুদ্ধমতি । ব্রহ্মাদি স্থানভোগ করায় বিরতি ॥
 গুরুপাদপদ্মে ভক্তি নামে সে করায় । তত্ত্বজ্ঞান শ্রীবিষ্ণুর পদে সে জন্মায় ॥
 জন্মমৃত্যু-জরাব্যাদি-দুঃখ-বিমোচন । ছায়াসনা ভ্রান্তিবীজ করয়ে খণ্ডন ॥
 এইরূপ ক'রে নামগ্রহণ করিলে । অস্তে কৃষ্ণপদগতি, নাহি চলাচলে ॥

বিষ্ণোনামৈব পুংসঃ... [পদ্মাবলী ২৭]

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং..... [পদ্মাবলী ২৯]

বর্ণমাত্র কৃষ্ণনাম করিলে গ্রহণ । পাপতাপ-বিমোচন ভক্তিবর্দ্ধন ॥
 প্রথমাস্ত, দ্বিতীয়াস্ত, কৃষ্ণা সন্ধান । নহিলে কৃষ্ণের নাম অতীষ্ট-পুরণ ॥
 প্রথমাস্ত নামফল শুন ভাগবতে । শুকদেব গোঁসামি কন রাজা পরীক্ষিতে ॥

হরিরিত্যবশো..... [ভা ৬২।১৫]

হরিরিত্যবশো..... [ভা ৬২।১৫]

দ্বিতীয়ান্ত নাম যথা—

ব্রহ্মপুরাণে—অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনম্ ।

বিষ্ণুরহস্তে—হে জিহ্বে মম নিম্নেহে হরিং কিং তন্নাভাষসে ।

তৃতীয়ান্ত নাম যথা—

বক্ষিতেহহং মহারাজ ! হরিণা বন্ধুরূপিণা [ভা ১।১৫।৫]

চতুর্থান্ত নাম যথা—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।

প্রণত-ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ [ভা ১০।৭৩।১৬]

পঞ্চম্যান্ত নাম যথা—

কৃষ্ণাদিত্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজামি ?

ষষ্ঠ্যান্ত নাম যথা—

হরেনর্দম্ হরেনর্দম্ হরেনর্দম্বেব কেবলম্ ।

সপ্তম্যান্ত নাম যথা—

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে । [ভা ৬।১২।২২]

মতির্ভবতু গোবিন্দে ত্বয়ি জন্মনি জন্মনি ।

সম্বোধন নাম যথা—

হরে মুরারে মধুকৈটাভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ।

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো, নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ ব্রহ্ম ॥

হে কৃষ্ণ হে বিষ্ণো হে হরে হে রাম—ইত্যাদি সম্বোধন-পদম্ ।

বর্ণমাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ হৈলে । কৃতার্থ সকল লোক সর্বশাস্ত্রে বলে ॥

প্রথমান্ত নাম সাক্ষাৎ অসাক্ষাতে হয় । সাক্ষাৎকারে হয় সম্বোধনের বিষয় ॥

যথা—বোদ্ধাস্তাভিমুখীকরণং সাক্ষাৎকারেণোপাদানং সম্বোধনমিতি

সাক্ষাৎ সম্বোধন সাক্ষাৎ প্রয়োগ । আহ্বান করিয়ে সম্বোধন অল্পবোণ ॥

তাহা কহে শ্রীনারদ ব্যাসদেবপ্রতি । কৃষ্ণলীলা নাম গাই হৈএণ নিষ্ঠমতি ॥

গায়িতে গায়িতে হরি দেন দরশন । সাক্ষাৎ আহুতপ্রায় চিত্তগত হন ॥

[ভা ১।৬।৪] প্রগায়তঃ স্ববীৰ্য্যাবি.....

সম্বোধন নাম গান কর নারদ মুনি । আনন্দ-অন্তরে জানি দিবসরজনী ॥

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন ।

কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

সর্ব অবতার নাম মহাফল কন । তথাপি বিশেষ ফল করহ শ্রবণ ॥

হরি কৃষ্ণ রাম—এই একত্রে শ্রবণ । সহস্র অশ্বমেধ নহে তাহার সম ॥

যথা বৃহদ্বশিষ্ঠসংহিতায়াম্—

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রামেতি হরীত্যাঙ্কু ততঃ পরম্ ।

রাজসূয়সহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥

রাজসূয়াদিক ফল প্রবর্ত্তকারণ । মুখ্যে ফল কৃষ্ণে রতি—পুরুষার্থ-সাধন ॥

অতএব মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । তিন নাম প্রকাশিঞা জগৎ কৈল ধন্য ॥

নন্দসুত শ্রীচৈতন্য হৈলা অবতার । বলরাম নিত্যানন্দ অগ্রজ যাহার ॥

পূর্ব দাস, সখা, গুরুবর্গ, প্রিয়গণ । সাক্ষোপাদে কলিমুগে অবতার হন ॥

পঞ্চরসের ভক্তগণ সঙ্গত লইঞা । হরিনাম প্রচারিলা জীবের লাগিঞা ॥

সম্বোধন হরিনাম করিলা প্রচার । ব্রহ্মাও পুরাণ, অগ্নিপুরাণ-শ্লোক আর ॥

যথা ব্রহ্মাওপুরাণে—

হবে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

ইতি জপ্তা প্রমুচ্যেত পাতকী নাত্র সংশয়ঃ ॥

অগ্নিপুরাণে যথা—হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

স্বপচোহপি জপন্নিত্যং মুচ্যেত শৃণু ভার্গব ॥

পুরাণ হইয়ের শ্লোক একত্র গাঁথিয়া । হরিনাম প্রচারিলা জীবের লাগিঞা ॥

‘হরি কৃষ্ণ রাম’—এই নামের অর্থ শুন । সদাশিব-সম্বাদ তায় করহ শ্রবণ ॥

শিব কহে, শুন প্রভু ওহে সনাতন । তব নামকীর্তনে কৃতার্থ সর্বজন ॥
তব নামগানে আমি জগতে প্রধান । স্বগণ-সহিতে পুত কহি বিজ্ঞান ॥
সর্বজীবের পাপ তোমার নামে হরে । অতএব ত্রিজগতে তব নাম করে ॥
সর্বজীবের পাপ, তাপ, ছাং দূরে করি । জগতে তোমার নাম হৈল শ্রীহরি ॥
সকলের মন কিবা করহ হরণ । এই হেতু হরি বলি' ত্রিজগতে কন ॥

যথা পাঠে—তন্মাকীর্তনাদ্ বিষ্ণো ! পুতঃ পূজ্যো জনৈরহম্ ।

স্বং হংসি সর্বজন্তুনাং মনস্তেন হরিঃ স্মৃতঃ ॥

অন্যত্র চ—সর্বেষাং জঙ্গমাदीনাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ ।

হরত্যসৌ মনো নিত্যং ততো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥

পঞ্চশ্লোকী হরিনাম করহ শ্রবণ । ভগবন্ত্ব জাত যাহাতে সে হন ॥

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ অবিজ্ঞাহরণ । অজ্ঞান মায়াকর্ম যাহাতে থাওন ॥
অবিজ্ঞা অবিজ্ঞাকর্ম যাহাতে সে হরে । পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ হরি বলি তারে ॥

যথা—বিজ্ঞাপ্য ভগবন্ত্বং চিৎস্বনানন্দবিগ্রহম্ ।

হরত্যবিদ্যাং তৎ কার্যামতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥

রামনামের অর্থ শুন কহে তত্ত্বসারে । রামনামে পূর্ণব্রহ্ম কহেন বিচারে ॥

রমণ করয়ে আত্মারামগণ যাতে । সত্যানন্দ চিন্ময়াত্মা সেই অনন্ততে ॥

এই হেতু রামনাম পরব্রহ্ম হন । তারকব্রহ্ম বলি রামনামে কন ॥

যথা তত্ত্বে—রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদান্মনি ।

ইতি রামপদেনাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

চতুর্বেদ-অধ্যয়ন ফল শ্রীবিষ্ণুস্মরণে । তাদৃক্ সহস্রনাম ফল হয় রামনামে ॥

যথা পাঠে—বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্ ।

তাদৃগ্ নামসহশ্রেণ শ্রীরামনাম সম্ভতম্ ॥

তত্র চ—রাম রামেতি রামেতি রাম রামে মনোরমে ।

সহস্রনামভিল্যুং রামনাম বরাননে ॥

ফলং যথা অন্ত্র—রাকারোচ্চারণাদেব বহির্গচ্ছন্তি পাতকাঃ ।

পুনঃ প্রবেশকালে তু মকারস্ত কবাটকম্ ॥

পুনরপি কহি শুন ব্যাখ্যান্তর করি' । 'রম' ক্রীড়ায় যৎসু সাধন তাহারি ॥

গোপগোপী লঞা কৃষ্ণ করয়ে রমণ । রামশব্দে কহি কৃষ্ণ ব্রহ্মেন্দনন্দন ॥

কোন ভক্ত কহে রাম রোহিণীতনয় । 'রামেতি লোকরমণাং' ভাগবতে কয় ॥

[ভা ১০।২।১৩] 'রামেতি লোকরমণাৎলভজং বলোচ্ছ্রয়াৎ ।'

পুন কহি মর্মব্যাখ্যা অর্থান্তর করি' । ঐছে ব্যাখ্যা তত্ত্বমতে কহিল বিচারি ॥

রা'কারে কহিয়ে রাধা, ম-কারে কৃষ্ণরাম । তিনরূপে পূর্ণ করে ব্রহ্ম-মনস্কাম ॥

অতএব হরিনাম ব্রহ্ম-উপাসনা । পুন কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা শুন সব জনা ॥

কু-বাচক কৃষিশব্দ নিরু'তি গ'কার । নিরু'তি কহিয়ে নিত্যানন্দ স্তব যার ॥

ছই ঐক্য পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান্ । সাকার পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-আখ্যান ॥

সেই কৃষ্ণনাম সব নামের মুখ্যতর । পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ যিহো সর্বেশ্বর ॥

যথা—কৃষিভূ'বাচকঃ শব্দো গন্তু নিরু'তি-বাচকঃ ।

তয়োঁরেক্যং পরব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

বৃহদ্গৌতমীয়ে—কৃষিশব্দো হি সত্ত্বার্থো গণ্টানন্দস্বরূপকঃ ।

সত্ত্বাস্বানন্দয়োঁর্যোগাৎ চিংপরং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥

অন্ত্যর্থঃ—ভবন্ত্যস্মাৎ সর্বেষথী ইতি কু-ধাত্বর্থঃ সত্ত্বোচ্যতে,

নিরু'তিরানন্দস্তয়োঁরেক্যং সামান্যধিকরণেন ব্যক্তং যৎ পরমং ব্রহ্ম,

সর্বতো হি বৃহত্তমং সর্বস্তাপি বৃংহণং বস্ত তৎ 'কৃষ্ণ' ইত্যভিধীয়তে ।

কিন্তু কৃষ্ণেরাক্ষ-প্রাচুর্য্যার্থঃ ; ব্রহ্মশব্দস্ত তত্ত্বদর্থঃ বিষ্ণুপুরাণে—

'বৃহদ্বাক্ংহণত্বাচ্চ যদ্বাক্ পরমং বিহুঃ'; অতঃ সর্বাঙ্কষণশক্তি-
বিশিষ্ট আনন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ । যস্মাদেবং সর্বাঙ্কষণ-স্বরূপোহসৌ

তস্মাদাশ্রা জীবন্ত তত্র সুখরূপো ভবেৎ, তত্র হেতুঃ ভাবঃ প্রেমাম্
তন্ময়ানন্দহৃদিতী শ্রীমদগোপামিনা ব্যাখ্যাতম্ ।
আনন্দ স্থখের কৰ্ত্তা গোকুল-মণ্ডলে । গোকুলানন্দ কৃষ্ণ নন্দহৃতে বলে ॥
পঞ্চশ্লোকী যথা—আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ ।

গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈৰ্ষাতে ॥

সর্বনামমধ্যে কৃষ্ণনাম শ্রেষ্ঠ জানি । প্রভাসপুরাণে দেখ ভক্তিগ্রহে শুনি ॥
বিষ্ণুর সহস্রনাম ত্রিবার-পঠনে । সেই ফল কৃষ্ণনাম একদা স্মরণে ॥

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিবারন্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।

একাবন্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥

হরি কৃষ্ণ রাম—এই নামযজ্ঞ সার । কলিযুগে মহাপ্রভু করিলা প্রচার ॥
কালাকাল নিয়ম নাই এনাম জপিতে । যাইতে থাকিতে পথে ভক্ষণ-কালেতে ॥
সৰ্বকাল সৰ্বদেশে করিবে কীর্তন । কৃষ্ণনাম লইতে নাই কালাকাল-নিয়ম ॥
বৃহন্নারদীয়ে—ব্রজন্ তিষ্ঠন্ স্বসন্নশ্চন্ স্বপন্ বাক্যপ্রপূরণে ।

নামসংকীৰ্ত্তনং বিষ্ণোহৈলয়া কলিবর্দ্ধনম্ ।

উক্ত্য সুরেশতাং যাতি ভক্তিয়ুক্তঃ পরং ব্রজেন্ ॥

শান্ত দাস্ত সখা বাৎসল্য ভক্তগণ । মধুরাশ্রিত-ভক্তাদি সভার সাধন ॥
অতএব মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । সর্বভক্তে হরিনাম কৈলা বিতরণ ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি আপে অবনীতে । জপি' জপাইল নাম—এই ত' জগতে ॥
সর্বভক্তের অধিকার—এই হরিনামে । নিষ্ঠা হইলে প্রাপ্তি হয় সাধনাত্মকে ॥
দাস্তরসভক্ত বৃত্ত জপি হরিনাম । রসালাদি-দাস সঙ্গে প্রাপ্তি ব্রজধাম ॥
সখ্যভক্ত জপি নাম সখা-অনুগতে । রামকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় ব্রজের সহিতে ॥
বৎসলরসের ভক্ত সাধনাত্মসারে । নন্দহৃৎ-প্রাপ্তি তার হয় নন্দীঘরে ॥
মধুর রসের ভক্ত ও নাম জপিঞা । রাধাকৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি গোপীসঙ্গ পাঞা ॥
বাহুবদেব-ভক্তগণ ও নাম জপিতে । শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি মহিষী-সহিতে ॥

বাসনাহুসারে হয় সিদ্ধি কৃষ্ণনামে । রাগাহুগাণধের প্রাপ্তি হয় বৃন্দাবনে ॥
সকাম ভক্তের হয় বাঞ্ছিত কামনা । ধর্ম অর্থ স্বর্গ ভোগ যে করে বাসনা ॥
কৃষ্ণনামে সব সিদ্ধি—নাম চিন্তামণি । নাম নামী অভেদ—পুরাণে এই শুনি ॥
কৃষ্ণ হন পরমব্রহ্ম, শব্দব্রহ্ম নাম । অতএব নাম নামী হুইত প্রধান ॥
পাদ্মে— নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ ॥

যে বৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে তেছে হন । কার পুত্র, কার মিত্র, পতি, প্রিয়জন ॥
তাহা দেখে ভাগবতে মন্বন্ধকালে । যার যেন মতি তেছে দেখে রঙ্গস্থলে ॥
মল্লগণ দেখে কৃষ্ণের বজ্রসম জানি । নরলোক দেখে যেন নরশ্রেষ্ঠ মানি ॥
জীগণ দেখয়ে যেন কন্দর্প মুষ্টিমান । সভার রমণীগণ দেখি মুগ্ধা পান ॥
গোপগণ দেখে কৃষ্ণ সেই সখাবর । ছুটগণ দেখি ভয়-ভাবিত অন্তর ॥
রাজগণ দেখে যেন সভারি শাসন । আমা সভার দণ্ডকর্ত্তা গোপবেশ হন ॥
বহুদেব দেবকী মানে শিশু হইজন । না করিল হেন পুত্র লালন পালন ॥
মৃত্যুতুল্য দেখে কংস রঙ্গস্থলে হেরি । যমরাজ হেন দেখে যেন দণ্ডধারী ॥
তবজ্ঞানী ভক্ত দেখে পরতবজ্ঞান । বুক্ষিগণ দেখে পরম দেবতা সমান ॥
যার যেন মতি তার কাছে তেছে হন । ভক্তে বাৎসল্য ভাব, অভক্তে দমন ॥
অতএব হরিনাম চিন্তামণি-সম । যে যে রূপে ভজে তারে তেমন হন ।

[ভা ১০৪৩১৭] মল্লানামশনিঃ.....

ধ্যান যজ্ঞ অর্চন বিধি ছিল যুগান্তরে । কলিযুগে নাম বিহু নাহিক নিস্তারে ॥
প্রসঙ্গ পাইয়া ইথে করিল বর্ণন । নামাপরাধমধ্যে হরিনাম-কথন ॥
সাধন-ভক্তির মধ্যে বৈধীর সাধনে । চতুঃষষ্টি ভক্তির অঙ্গ লিখিলাম ক্রমে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণের চরণ । অভিরাম হৃন্দরানন্দ করিঞা স্মরণ ॥
শ্রীপর্ণিগোপাল পদে করি অভিলাষ । এ দাঁস নয়নানন্দ করিলা প্রকাশ ॥
কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব যে করে শ্রবণ । সে জন অচলা ভক্তি পায় প্রেমধন ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্বে বট-প্রকরণম্ ৮৩৪

সপ্তম প্রকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণঃ।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গো-গোপালগণাবৃতম্।

রামেণ জলদশ্যামং শ্রীসুদাম-সখং ভজে ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ স্বগণসহিতে। শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ জয় জয়দ্বৈতে ॥
স্বগণসহিতে শ্রীগৌরান্দ বিখ্যন্তর। গোপাল মহান্ত জয় বৈষ্ণব ঠাকুর ॥
শুন শুন বহুগণ করিয়ে বিনয়। রাগানুগা সাধনের শুনহ নির্ণয় ॥
যাহার সাধনে ব্রজলোকে হয় গতি। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ গ্রহেতে প্রস্তুতি ॥
সাধন-ভক্তি হইরূপ বৈধীরাগ-ভেদে। বৈধীভক্তির হৃত্র কহিলাম আগে ॥
এবে কহি রাগানু-ভক্তিসাধনের ক্রম। বৈধী আদি করি যত কেহ নহে সম ॥
রাগবস্ত থাকে যাথে সেই রাগান্বিকা। রাগান্বিকা-নিষ্ঠা ব্রজে গোপগোপিকা ॥
দাস দাসী সখা গুরু প্রেমসীর গণে। বিরাজমান রাগান্বিকা ব্রজবাসী জনে ॥
ব্রজবাসী অনুগত যে করে সাধন। রাগানুগা বলিয়া তাহার নাম হন ॥

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং.....[ভ ১২।২৭০]

রাগানুগার বিজ্ঞানার্থে করহ শ্রবণ। আগে কহি শুন রাগান্বিকার লক্ষণ ॥
স্বপ্নঅনুকূল বিষয়ে স্বাভাবিক আবেশ। পরম আবিষ্ট তৃষ্ণা প্রেমময় শেষ ॥
স্নেহক্রমে স্বপ্ন-ভাবে প্রেমতৃষ্ণা বেই। রাগবস্ত কহিলাম কৃষ্ণতৃষ্ণা সেই ॥
রাগপ্রেমিতা ভক্তি সদা আছে যাতে। রাগান্বিকা শব্দে কহিলাম তাথে ॥

ইষ্টে স্বারসিকী রাগ.....[ভ ১২।২৭২]

[অস্য ব্যাখ্যা—ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী
পরমাবিষ্টতা তদ্ব্যক্তঃ প্রেমময়ী তৃষ্ণা সা রাগো ভবেৎ, তদাধিক্য-
হেতুতয়া তদভেদোক্তিঃ মধুরতমিতিবৎ, তন্ময়ী তদেকপ্রেমিতা।]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব

১২৩

সেই রাগান্বিকা ভেদ পুন ছই হন। কামরূপা, সখ্যরূপা—এই বিবরণ ॥
কৃষ্ণাবেশ মতি তাহে দেখি বহু মত। কাম ঘেব ভয় স্নেহ আদি হেতু কত ॥
কোনরূপে কৃষ্ণে মতি যার সদা রয়। তাহার অবগু অন্তে বিষ্ণুগতি হয় ॥

[ভা ৭।১।২৯] কামাদ্বেষাদ্.....[ভ ১২।২৭৪]

কামরূপ তৃষ্ণায় পাইলা গোপীগণ। ভয়হেতু মতি কৃষ্ণে সদা কংসের হন ॥
শিশুপাল আদি ঘেব সদা কৃষ্ণে করি। তাহারাইল মুক্ত—দেখহ বিচারি ॥
সখ্যকে রক্ষিবংশ যজ্ঞগণ যত। স্নেহে রাজা যুধিষ্ঠির ভীম আদি কত ॥
নারদাদি মুনিগণ বিধিভক্তি করি। এইরূপে বিষ্ণুগতি বহুবিধ বলি ॥
কোনরূপে কৃষ্ণে মতি-আবেশ হইলে। তার বিষ্ণুগতি হয় শুন অন্তকালে ॥

কামাদ্ গোপ্যো.....[ভ ১২।২৭৫]

সাধারণে কহিলাম সবার বিষ্ণুগতি। তাহাতে বিশেষ শুন শাস্ত্রে দেবা যুক্তি ॥
পরমাবিষ্ট স্নেহ ক্রমে কৃষ্ণে তৃষ্ণা যার। রাগান্বিকা-নিষ্ঠ ভক্তি বলি কহি তার ॥
ঈশ্বর বলিয়া ভয় কৃষ্ণে নাহি হয়। শ্রীতে করয়ে দেবা তারে রাগ কয় ॥
কৃষ্ণেতে ঈশ্বরভাব যাহার সাধনে। সেই বৈধী ভক্তি আপনায় হীনজ্ঞানে ॥
আনুকূল্য-স্নেহহীন ঘেব ভয় জানি। কংস শিশুপালাদির ভক্তি নাহি মানি ॥
যুধিষ্ঠিরাদির স্নেহ-সখ্যক জ্ঞাত হন। নারদাদির ভক্তি ঈশ্বরেতে হন ॥
অতএব ইহা সভার বৈধীতে প্রবেশ। কাম, সখ্য প্রেম রাগান্বিকাদেশ ॥

আনুকূল্য-বিপর্যাসাদ্.....[ভ ১২।২৭৬-২৭৭]

কৃষ্ণে মতি-আবেশ হইলে কৃষ্ণে গতি। তাহাতে আবেশভেদ শুনহ যুগতি ॥
কৃষ্ণে আবিষ্টতা তার তটন্ত লক্ষণ। প্রেমময় গাঢ় তৃষ্ণা স্বরূপ-কথন ॥
ভয়ে কৃষ্ণে সদা মতি কাক্র অরি-জ্ঞানে। বিষ্ণুময় কংস দেখে শয়নে স্বপনে ॥
কংস শিশুপাল আদির ভয়েতে আবেশ। অতএব তাহা সভার ব্রহ্ম-পরবেশ ॥
সামান্য শ্রীবিষ্ণুগতি সভার কহিল। কাম, ঘেব, ভয়, স্নেহ আগে যে বর্ণিল ॥
তাহে বিবরণ পুন শুন গ্রহমতে। যে যেরূপে পায় কৃষ্ণ সে সব স্থানেতে ॥

সিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানী-যোগী আর রিপুগণ। তাহা সভার ব্রহ্মপদ হয়েত গমন ॥

সিদ্ধলোকস্ত... [ভ ১১২৮০]

প্রিয়গণ অরিগণ যদি তারে পায়। প্রিয় অপ্রিয় তবে কিবা ভেদ তার ॥

হরি-হত অরিগণ হয় ব্রহ্ম নয়। প্রিয়গণ অহুকূলে পারিষদ হয় ॥

এই হেতু কৃষ্ণপ্রাপ্তি সভার কহিল। হর্য্য হর্য্যকাস্তে যেন অবিশেষ মানিল ॥

শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গের কান্তি ব্রহ্ম জ্যোতির্ময়। এই হেতু কৃষ্ণগতি সভাকার কর ॥

যদরীণ্যং প্রিয়াণাঞ্চ... [ভ ১১২৭৮]

কৃষ্ণ-অঙ্গজ্যোতি হয় ব্রহ্ম-নিরূপণ। ব্রহ্মসংহিতাদি গ্রন্থে তার বিবরণ ॥

যশ প্রভা প্রভবতো... [ব্রহ্মসং ৪০]

অপিচ কৃষ্ণোপনিষদি—অহো মৃত্যু ন জানন্তি কৃষ্ণস্ত নিত্যবৈভবম্।

যশ পাদনখ-জ্যোৎস্না পরং ব্রহ্মোতি শক্তিতম্ ॥

বিধিরূপে ভক্তি করি যোগী মুনিগণ। যে সম্পদ পান তাহা পায় অরিগণ ॥

রাগমার্গে সেবি হরি প্রেমরূপ পাঞ। কৃষ্ণসেবা পায় সেই সহচর হৈঞ ॥

গৌসাঁঞর কারিকাসুত্র করহ শ্রবণ। বাহাতে গোপিকা-উক্তি দশমে বর্ণন ॥

রাগবঞ্চে ন কেনাপি... [ভ ১১২৮১]

নিভৃতমরুন্মনো... [ভ ১১২৮২]

রাগাঙ্গিকা ভক্তি সাধয়ে ছই গণ। কামরূপা, সম্বন্ধরূপা—এই ছই হন ॥

তাহে কামরূপা পুন দেখি ছই মত। কেহ কক্ষস্থথহেতু, কেহ আশ্রমত ॥

কামরূপা সন্তোগ-তৃষ্ণা কৃষ্ণস্থ জন্তে। প্রেমরূপা সেই গোপীগণ বৃন্দারণ্যে ॥

ব্রজদেবী শ্রীমতী রাধিকাস্বাদি যত। কামরূপে প্রেমরূপা তাহাতে বিখ্যাত ॥

স্য কামরূপা... মাদুরীম্ [ভ ১১২৮৩-১২৮৪]

[স্বভামিতি স্বঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য ভাব স্বভা তামিতি । শ্রীকৃষ্ণকৌড়া-
নিদানদ্বাং কাম ইব দৃশ্যতে, কিন্তু প্রেমা এব, অতএব তন্ত্বে গোপীনাং
প্রেম কাম ইতি খ্যাতিঃ ।]

প্রেমৈব গোপারামাণ্য... [ভ ১১২৮৫]

কামরীতি দেখি তাহে কুজাতে বিখ্যাত। শুদ্ধপ্রেম নাহি দেখি তাহাতে বেকত ॥

কৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্র করে আকর্ষণ। কামপ্রায়া রতি এই দেখিয়ে লক্ষণ ॥

[অত্র ব্যাখ্যা যথা শ্রীজীবগোস্বামিনঃ—‘যন্তে সূজাত’ ইত্যাদি
শুদ্ধপ্রেমরীত্যাদর্শনাৎ, প্রত্নাত উত্তরীয়াস্তমাকুষ্যোত্যাদি কামরীতি-
মাত্র-দর্শনাৎ, তথাপি রতিস্তত্খাপাধিতয়াংশেন স্তেয়া ।]

অথ সম্বন্ধরূপা—

সম্বন্ধরূপা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতাগণ। যদ্বংশ বৃষ্ণবংশ আদি নিরূপণ ॥

‘সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ’ পণ্ডে অগ্রে দে বেকত। নন্দাণ্ডে সম্বন্ধশ্রেয়মাত্রোপলক্ষিত ॥

ব্রজে সম্বন্ধরূপা প্রেমরূপা লেখি। সম্বন্ধরূপা গোবিন্দের বহুকূলে দেখি ॥

ইহা মধ্যে কৃষ্ণে যার ঈশ-ভাবহীন। প্রেমে কৃষ্ণ যা সভার হয়েত অধীন ॥

রাগাঙ্গিকা শ্রেষ্ঠ সেই ব্রজবাসিগণ। সম্বন্ধজাত স্নেহ দেখি যদ্বংশ হন ॥

বস্তুদেবাণ্ডের কভু বাৎসল্যভাবনে। কখন ঈশ্বর-বুদ্ধি ঐখ্যাদর্শনে ॥

বংশোদা দেখিল যদি মুখে ত্রিভুবন। তথাপি ঈশ্বরভাব না হয় কখন ॥

প্রেমরূপা ব্রজবাসী রাগাঙ্গিকাগণ। কাম-সম্বন্ধশ্রেয় প্রেম-নিরূপণ ॥

সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে... [ভ ১১২৮৮]

কামসম্বন্ধরূপে তে... [ভ ১১২৮৯]

[অস্তার্থঃ—প্রেমমাত্রঃ স্বরূপং কারণং যয়োস্তে নিত্যসিদ্ধাঃ
শ্রীনন্দাদয়ো গোপগোপ্য এবাশ্রয়া মূলস্থানানি যয়োঃ কামরূপ-সম্বন্ধ-
রূপয়োস্তয়োর্ভাবঃ ইত্যর্থঃ ।]

রাগাঙ্গিকা দ্বিবিধ হইল নিরূপণ। কামাঙ্গিকা সম্বন্ধাঙ্গিকা—এই বিবরণ ॥

রাগাঙ্গিকা দ্বিবিধ হইতে রাগানুগা ছই। কামানুগা, সম্বন্ধানুগা কহিলেন এই ॥

রাগাঙ্গিকায়্য দ্বৈবিধ্যাৎ... [ভ ১১২৯০]

রাগাঙ্গিকার ভাবে লুপ্ত হয় যার মন। রাগানুগা-অধিকারী হয় সেই জন ॥

রাগান্বিকানিষ্ঠা গোপগোপী ব্রজবাসী। তত্ত্বভাবে লুক্কচিত্ত আপনাকে বাসি ॥
সেইভাবে চিত্ত লুক্ক অমুগত হন। লোভে অধিকারী হয় রাগানুগ জন ॥
শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা পরম মাধুরী। গোপগোপী সঙ্গে কৃষ্ণ নরলীলা করি ॥
বালা পোগু কৈশোর লীলাক্রমে। কৃষ্ণের মাধুর্যালীলা ভাগবতে শুনে ॥

কোন ভাগ্যবান জীবের মনে হয় ক্ষোভ।

গোপগোপিকার ভাবে তার হয় লোভ ॥

বিবি অবিধি শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে। ব্রজলোকের ভাব লঞা কৃষ্ণ সেবে প্রেমে ॥
কৃষ্ণ-স্বথ অবিধিকে বিধি করি মানে। কৃষ্ণস্বথ বিনে বিধি সে অবিধি জানে ॥
সেই হয় অধিকারী রাগানুগ-সাধনে। ব্রজলীলার লুক্কচিত্ত সদা যার প্রেমে ॥

রাগান্বিকৈকনিষ্ঠা যে.....লক্ষণম্ [ভ ১২।২৯।২৮]

বৈধীভক্তি অধিকার তদবধি রয়। যদবধি নাহি হয় ভাবের উদয় ॥
শাস্ত্রযুক্তি তর্কাপেক্ষা বৈধীর সাধনে। রাগানুগার অমুগত কিছু নাহি মানে ॥

বৈধভক্ত্যাধিকারী তু.....[ভ ১২।২৯।২৩]

রাগানুগ সাধনের পরিপাটীক্রমে। তাহার সোদাহরণ গোস্বামির বর্ণনে ॥
রাগানুগ জনে বাস করিবে ব্রজপুরে। কৃষ্ণকথাদিরত হৈঞা আনন্দ অন্তরে ॥
নিজ-সমীহিত কৃষ্ণ-আনুগত্য লঞা। স্বয়ং আশ্রিয়া সেবা ব্রজেতে বসিঞা ॥
শরীরেতে বসতি যদি বা নাহি হয়। মানসেহ ব্রজলোক করিবে আশ্রয় ॥

কৃষ্ণং স্মরন্[ভ ১২।২৯।২৪]

রাগমার্গে কৃষ্ণসেবা হইরূপে হয়ে। সাধক-দেহেতে এক আর সিদ্ধ-দেহে ॥
যথাবস্থিত দেহকে সাধক বলিয়ে। অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট দেহ সিদ্ধ বলি কহে ॥
হুই দেহে ব্রজলোকের হঞা অমুগত। ইহ রাগমার্গে সেব শ্রীকৃষ্ণ সতত ॥
রাগান্বিকানিষ্ঠ প্রেষ্ঠ ব্রজবাসিগণ। তা সভার ভাবে লুক্ক রাগানুগ জন ॥
হুই দেহে কৃষ্ণসেবা করহ বতনে। গোপগোপীর আনুগত্যে প্রীতি-আচরণে ॥

সেবা সাধকরূপে.....[ভ ১২।২৯।২৫]

ব্রজলোকের অনুসারে রাগানুগ-সাধন। সেই ব্রজলোক হয় বিবিধ লক্ষণ ॥
ব্রজলোক হয়ে এক ব্রজবাসিগণ। গোপগোপী দাসদাসী পিতামাতা জন ॥
আর ব্রজলোক কহি ভক্ত অমুগত। সিদ্ধভক্ত পূর্ব পূর্ব যে সব মহান্ত ॥
তাহে পরিপাটী গুন শাস্ত্রের বিচার। সিদ্ধদেহে আচরিবে গোপের আচার ॥
সাধক দেহেতে সিদ্ধ মহান্ত-সম্মত। এইরূপে কর সেবা ব্রজ-অমুগত ॥
পূর্ব মহান্ত সব যেকূপে আচরিল। সাধক দেহেতে সেবা তৈছন কহিল ॥
শ্রবণ কীর্তনাদি সেবা শুশ্রূষণ। সিদ্ধদেহে মানসিক শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ॥
গোপগোপীর অনুসারে মানসে সেবন। সময়ানুসারে স্বয়ংযুগের মিলন ॥
এইরূপে ব্রজলোক দ্বিবিধ কহিল। এইরূপে দুইদেহে সেবন বলিল ॥
তাহা না জানিঞা কেহ সিদ্ধরূপ জিয়া। আচরণ করিতে চায় সাধক হইঞা ॥
সেই আচরণ হয় অপরাধ লাগি। সেবাধর্ম-ত্যাগ করি অধর্মের ভাগি ॥
সাধক-দেহেতে করে সেবা-জপ-তাগ। শ্রীমুণ্ডি পূজা ধর্মে ছাড়ে অনুরাগ ॥
তাহা সভার হয়ে জানি সব অত্যাপাত। আপনার মুণ্ডে পাড়ে বজ্র দণ্ডঘাত ॥

[শ্রীজীবগোস্বামিনো ব্যাখ্যা—সাধকরূপেণ যথাবস্থিত-দেহেন।

সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টদেহেন। তস্ম ব্রজস্থ্য নিজাভীষ্ট্য
শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ্য যো ভাবঃ রতিবিশেষস্তল্লিপ্সুনা ব্রজলোকান্তন্ত
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনঃ তদনুগতাস্ত তদনুসারতঃ। অন্যচ্চ—ব্রজলোকান্ত
দ্বিবিধান্ত ব্রজস্থা যে গোপগোপাঃ, তথা তদনুগত-মহানুভবপ্রবরাশ্চ
যে মহান্তঃ শ্রীরূপাদয়স্তেহপি ব্রজলোকান্তয়োরনুসারতঃ সেবা
কার্য্যা, এবমজ্ঞাহা কেচিৎ স্বশরিসি মহাবজ্রনিপাতং মশাস্তে।]

বৈধীভক্তি প্রকরণে যে সব লিখন। রাগমার্গে কোন অঙ্গ করিবে আচরণ ॥
স্বয়ংযোগ্য অঙ্গ বুঝি করিবে স্বীকার। সাধকবস্থায় জানি নবধা প্রকার ॥
শ্রবণ কীর্তন স্থতি পাদ-সম্বাহন। অর্চন বন্দন দান্ত সখা আত্মনিবেদন ॥
সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজে করি বাস। সদা কৃষ্ণ-পরিচর্যা প্রেম-পরকাশ ॥

এইরূপে ছুইদেহে সাধন কহিল। রাগানুগা ভক্তি প্রতিগ্রহে হুচাইল।

শ্রবণোৎকীর্ণানীনি.....[ভ ১২।২২৬]

তত্ কামানুগা—

(সা কামানুগা দ্বিধা—কামরূপানুগামিনী তৃষ্ণা যা, তদাঘ্নিক ভক্তিঃ, সা কামানুগা মুখা জ্ঞেয়া। সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামপ্রায়ানুগা জ্ঞেয়া, সম্ভোগঃ সংযোগ ইতি)

কামানুগা... সা দ্বিধা [ভ ১২।২২৭-২৮]

এই হৃদের অধিকারী সেই জনা হয়। সেই সেই ভাবে লোভ বার উপজয়।
শ্রীমুত্তিরূপ সৌন্দর্য মাধুর্য দর্শনে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরণীসহ বিহার-শ্রবণে।
তত্তলীলা-আবাদনে লোভ হয় মনে। সেই হয় অধিকারী রাগানুগা-সাধনে।
অতএব ত্রৈলোক্যে ঋষিতত্ত্বগণ। দণ্ডকারণে পাইঞা রাম-সন্দর্শন।
সুবিগ্রহ রামমূর্তি মনোহর দেখি। চর্বাদনগ্রাম তনু কিশলয় আঁখি।
তৈছন রূপে ভোগ করিতে হৈল মন। শ্রীকৃষ্ণ অরণ করি তাজিল জীবন।

তাহা সতে ব্রজাঙ্গনে গোপীদেহ পাঞা।

শ্রীকৃষ্ণসম্ভোগ পাইল রাসকালে বাঞা।

পুবা মহর্ষয়ঃ সর্বে.....ভবান্বিতাঃ [ভ ১২।৩০১-৩০২]

রমণ বাদনা করে বিধিমার্গে সেবে। সেই মহিষীর সনে কৃষ্ণচন্দ্র লভে।

অগ্নিপুত্রা মহাত্মনঃ.....[ভ ১২।৩০৪]

অথ সম্ভ্রামানুগা ভক্তিঃ পিতৃহাত্ভিমানে—

সা সম্ভ্রামানুগা ভক্তিঃ.....[ভ ১২।৩০৫]

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাদি লীলামধুরী-শ্রবণে। পৌগণ্ডাদি বিহার করিল সখাসনে।
ব্রজলীলা-শ্রবণে আনন্দ হয় মনে। বাদনা বাহার হয় তত্তৎ সাধনে।
নন্দ গোপাদির ভাব করিয়া স্বীকার। বাৎসল্য-স্নেহে করে সেবা অঙ্গীকার।

সখাণ্ডের ভাবে বেবা হেন হন। সুরামাদির আনুগত্যে মানস-সেবন।
নন্দ গোপাদির ভাব বাৎসল্যাদি রতি। সেইভাবে আনুগত্যে করিবেন প্রীতি।
আমি নন্দ, কৃষ্ণ পুত্র—এমত ভাবনা। না করিহু হেন চিত্তে-মন বিজ্ঞ জনা।

গোপগোপী-অনুগত ভাবধারে হবে।

আমি পিতা, মাতা, ভাতা ইহা না জানিবে।

অপরাধ লাগি হয় এমত মনন। সেবা-সেবক-কথা ঘুচে—জন বিজ্ঞজন।

লুর্কৈবাল্যসল্যসখ্যাদৌ... [ভ ১২।৩০৬]

[শ্রীজীবগোখ্যামিনো ব্যাখ্যা—পিতৃহাত্ভিমানে হি দ্বিধা ভবতি, স্বতন্ত্রত্বেন তৎপিতৃহাত্ভিরভেদ-ভাবনয়া চ। তত্রাত্ম্যমুচ্চিৎ ভগবদ-ভেদোপাসনাবদ্ভেদু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যামাণেযু তদনৌচিত্যাৎ, তৎপরিকরেষু তদুচ্চিত্তভাবনাবিশেষণোপরাধাপাতাৎ।

তত্বেবাত্মত্ব— গোপালানাঞ্চ গোপীনাং কৃষ্ণস্ত নিত্যসঙ্গিনাম্।

বেশাদিকং ভাবনীয়ং করণীয়ং ন বৈ কচিৎ।

কেহ পতি পুত্র সখ্যদ্ ভ্রাতৃপিতৃজ্ঞানে। কৃষ্ণে সেবে প্রীতে সরা পরম বতনে।

প্রেম-সম্বন্ধে কৃষ্ণ করিঞা সেবন। বাদনাম্বলারে কৃষ্ণপ্রাপ্তি তার হন।

পতিপুত্রসখ্যদ্ভ্রাতৃ... [ভ ১২।৩০৮]

এই ত কহিল সাধনভক্তির লক্ষণ। তাহামধ্যে বৈধী রাগ হইল স্থচন।
রাগানুগা হৈঞা কৃষ্ণ সেব বৃন্দাবনে। মানসে প্রকট লীলা গোপগোপী সনে।
গোপ সনে গোপদেহ করি অঙ্গীকার। দিনরাত্রি কর সেবা স্বয়ং-অধিকার।
প্রকটপ্রকট লীলা কৃষ্ণের বিলসন। নিত্য একটরূপ সেবহ তত্ত্বজন।
বৃন্দাবনে প্রকটপ্রকটে সরা স্থিতি। ব্রজছাতি এক পদ অস্তরে নাহি গতি।
বেথানে ভগবান্ কৃষ্ণ, সেইখানে বৃন্দাবন। সেইখানে ভ্রাতৃদেবী শ্রীরাধিকা রন।
বলরামচন্দ্র নিত্য সখা সখী বত। নিত্য লীলা কৃষ্ণ সঙ্গে ব্রজে অবিরত।

যথা শ্রীকৃষ্ণযামলে—যত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণস্তত্র বৃন্দাবনং বনম্ ।
তত্রৈব রাধিকা নিত্য্য ভদ্রা দেবী চ তত্র বৈ ।
তত্রৈব বলরামস্ত গোপগোপ্যো বরাস্কনাঃ ॥

শ্রীল ভাগবতামৃতে এ সব বর্ণন । নানা গ্রন্থের মর্ম গোস্থামির লিখন ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নিত্য লীলা করে । মাতৃষের প্রায় হৈএণ বাল্যাদি আচরে ॥
স্বকীয় পার্শ্বদগণ সঙ্গতি করিএণ । প্রকটে বিহরে নিজরূপ প্রকাশিএণ ॥
সেই সেই ব্রজলীলা সখাসখী সনে । অহুগত হৈএণ তাহা করিবে সেবনে ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা হয় দ্বিবিধ প্রকার । প্রকটলীলা এক, অপ্রকটরূপ আর ॥
প্রকট লীলাতে দেখি পুন গতাগতি । অপ্রকটে সদা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে স্থিতি ॥
সিদ্ধভক্ত প্রকট সদা দেখে বৃন্দাবনে । অগ্রের অদৃশ্য হৈতে অপ্রকট মানে ॥
তিনধাম—মথুরা দ্বারকা বৃন্দাবন । প্রকটপ্রকটে কৃষ্ণের সদা বিলসন ॥
নিতালীলা বৃন্দাবনে করেন নন্দস্থত । বৃন্দাবন ছাড়ি তাহার নাহি গতাগত ॥
মথুরাতে বাসুদেব প্রকটে যৈছে রন । অপ্রকটে মথুরাতে তৈছে বিলসন ॥
যেমতে দ্বারকানাথ দ্বারাবতীপুরে । প্রকটপ্রকটে সদা লীলায় বিহরে ॥

তত্রৈকেন প্রকাশেন.....সন্তি তাঃ [লঘুভাগবতামৃত ১৭১৫-১৯]

গোপগোপীসহ কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে । ব্রজ ছাড়িয়ে কদা না যায় অত্থস্থানে ॥
তবে কহ মাথুর-বিরহ কৈছে হন । তাহাতে সিদ্ধান্ত এই করহ শ্রবণ ॥
ভাগবতামৃতগ্রন্থে সিদ্ধান্ত অপার । সম্যক্ কহিতে শক্তি নাহিক আমার ॥
যতদূর গম্য মোর, তাহা নিবেদিয়ে । শ্রীশুঙ্কগোবিন্দ-ভক্ত সাধুজন্যর পায়ে ॥
বৃন্দাবন ছাড়ি কৃষ্ণ না বান অত্থস্থান । প্রাকৃত লোকের মাত্র অগোচর হন ॥
নন্দস্থত দ্বিভূজ সদাই বৃন্দাবনে । কভু চতুভূজ তিনি না হন আপনে ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে— সর্বদা দ্বিভূজঃ কৃষ্ণে ন কদাচিচ্চতুভূজঃ ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

এই কথা ভবিষ্য কহেন স্পষ্ট করি । ব্রহ্মবৈবর্ত শ্লোক দেখহ বিচারি ॥
গোলোকের পতি হরি লীলায় অবতরে । বৃন্দাবনে নন্দস্থত যশোদা-উদরে ॥
বাসুদেব চতুভূজ দেবকী-গর্ভজাত । তিহৌ কৃষ্ণাংশ প্রাতবিলাসরূপ খ্যাত ॥
যথা তত্রৈব— স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণো যশোদাগর্ভ-সম্ভবঃ ।
তস্ম্যাংশো দৈবকীপুত্রো ভবিষ্যতি চতুভূজঃ ॥

বাসুদেব চতুভূজ দশমে লিখন । বসুদেব সেইরূপ করিলা দর্শন ॥

[ভা ১০।৩।৯] চতুভূজং শঙ্খগদাযুদায়ধম্

সেই বাসুদেব সর্ব অবতারে শ্রেষ্ঠ । সেই কথা ভাগবতে অতিশয় স্পষ্ট ॥
হতারিগতিদায়ী অবতারের কারণ । সেই ভাবে স্তুতি করে দেখে দেবগণ ॥
মৎস্ত কুম্ বরাহ বামন নরহরি । ত্রিভুবন কর রক্ষা তুবি অবতরি ॥
অতএব তুমি সর্বাবতার-কারণ । পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ কহে দেবগণ ॥

[ভা ১০।২।৪০] মৎস্যাস্বকচ্ছপনৃসিংহ.....

পরব্যোম নারায়ণ বাসুদেব হন । নন্দস্থতের বিলাস-রূপেতে বর্ণন ॥
অতএব নন্দস্থত সর্ব-অবতারী । যার অংশাংশ মহাবিশ্ব আদি করি ॥
সেই পূর্ণতম কৃষ্ণ নন্দগোপ-ঘরে । যামল হইলা জন্ম যশোদা-উদরে ॥
আত্ম সনাতনী মায়াসহ জন্মাইল । কথা পুত্র যশোদা লক্ষিতে নারিল ॥
আগেতে দেবকী রাণী প্রসবে তনয় । চতুভূজ-রূপে হৈল ভূমিতে উদয় ॥
রূপা করি পূর্বকথা কহিলা বাসুদেবে । চতুভূজ দ্বিভূজ হৈলা আপন-প্রভাবে ॥
বসুদেব বাসুদেবে আনিলা গোকুলে । অদৃশ্য আছিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥
যশোদার কোলেতে রাখিলা শিশু লঞা ।

নন্দস্থতে সেই শিশু প্রবেশিল যাঞা ॥

বসুদেব না জানিল যামল-কারণ । যশোদার কন্যা লইএণ করিল গমন ॥
বসুদেবস্থত নন্দ-তনয়ে মিলায় । যেঘে যেন ততক্ষণে বিজুরি লুকায় ॥
গোষ্ঠে নন্দ-গৃহে জনমিলা পুরুষোত্তম । বসুদেব-স্থত আদিবাহ নারায়ণ ॥

যথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে [১।৭৩৩-৩৪]

ব্যুহঃ প্রাহুর্ভবেদাতো.....পুরুষোত্তমঃ ।

অপি চ শ্রীকৃষ্ণযামলে—

যস্মাংশাংশো মহাবিশ্বৈর্যশোদাগর্ভ-সম্ভবঃ ।

জাতো নন্দগৃহে রাজন্ মায়য়া সহ বামনঃ ॥

বসুদেব-সমানীতো বাসুদেবোহখিলাত্মনি ।

লীনো নন্দসুতে রাজন্ ! যনে সৌদামিনী যথা ॥

এই কথা ভাগবতে আছেয়ে বর্ণন । রহস্ব হইতে ব্যাস স্মৃতি নাহি কন ॥

[ভা ১০।৩।৫] জায়মানহজনে.....

[ভা ১০।৩।৮] নিশীথে তম উত্ত্বতে

নন্দাত্মজ ভগবান্ দ্বিভুজ প্রমাণ । বাসুদেব চতুর্ভুজ পুরাণে ব্যাখ্যান ॥

বাসুদেব যদি হৈতা নন্দের আলয়ে । আত্মজ বলিয়া নারদ ব্যাস কৈছে কহে ॥

আত্মা হৈতে জন্মাইলে আত্মজ বলি তারে । এই কথা ভাগবতে করহ বিচারে ॥

[ভা ১০।৫।১] নন্দস্তাত্মজ উৎপন্নঃ.....

ব্রহ্মস্তুতি ভাগবতে দশমে প্রমাণ । ‘পশুপাদজায়’ বলি করিলা প্রণাম ॥

[ভা ১০।৫।১] নৌমীড়্য তে.....

অতএব নন্দস্তুত লীলা-অবতারে । যুগধর্ম পালনাদি বাসুদেব-দ্বারে ॥

যহবংশে বাসুদেব কৃষ্ণনামে খ্যাত । লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণ তিঁহো নন্দস্তুত ॥

ব্রজে ছষ্টবধাদি বাসুদেবের করণ । গোপ-গোপীসহ নন্দস্তুত-বিলসন ॥

সর্বদা দ্বিভুজ কৃষ্ণ ব্রজ-অধিকারী । রাধাসহ নিত্যলীলা সতত আচরি ॥

বুন্দাবন ছাড়ি তার কাহ্ন নাহি গতি । প্রকটাপ্রকটে কৃষ্ণ সদা ব্রজে স্থিতি ॥

যথা শ্রীকৃষ্ণযামলে—[লঘুভাগবতামৃতে ১।৭৪০-৪১]

‘কৃষ্ণোহন্তো যত্নসম্বৃতো.....নিত্যদা ॥’

প্রকটাপ্রকট কৃষ্ণের লীলাভেদ হন । সকলের দৃশ্য লীলা প্রকট লীলা কন ॥

নিত্যাসনে নিত্যলীলা অস্ত্রে অদৃশ্যমান । প্রাকৃতের অদৃশ্যলীলা অপ্রকট নাম ॥

প্রকটে ত গতায়ত মথুরাদি দেখি । কুরুপ গমন তাহা বিবরিয়া লেখি ॥

নন্দস্তুত আপনাকে করেন গোপন । আমি বাসুদেব বলি করেন ঘোষণ ॥

বাসুদেব-স্তুত বলি জগতে জানান । স্বরূপ লুকাইঞা বাসুদেবরূপে বান ॥

অপ্রকট হৈঞা কৃষ্ণ রহে বুন্দাবনে । সখাসখী সহ কৃষ্ণ সদা রহে স্থানে ॥

[শ্রীলঘু ভাগ ১।৭৪২-৪৩] অথ প্রকটরূপেণ.....যদুদ্ব্যঃ ।

পুনর্বার সেই গ্রহে বিবরিয়া কন । উদ্ধারিত ছই স্বক পুরাণের বচন ॥

দ্বারকা-বিহার কৃষ্ণ করেন যখন । সেই কালের শুন এক অপূর্ব কথন ॥

একদিন নারদ মুনি আইলা বুন্দাবনে । দেখিয়া কৃষ্ণের লীলা পরিকর-সনে ॥

ধেমুৎসব লঞা কৃষ্ণ যমুনা-পুলিনে । শ্রীদামাদি-সঙ্গে ক্রীড়া আনন্দ-বিধানে ॥

বলরামচন্দ্র-সঙ্গে গোষ্ঠে গোচারণ । পূর্বরাতে গোপীগণ লঞা বিলসন ॥

স্বাস্থ্যভাবে গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গার । প্রকট বিহার মুনি দেখিবারে পার ॥

তাহা দেখি নারদ মুনি হইলা বিস্ময় । দ্বারকার দেখিলাম কৃষ্ণ, ব্রজে কৈছে হয় ॥

পুনশ্চ নারদ গেলা দ্বারাবতী পুরে । দ্বারকার দেখিলা কৃষ্ণ প্রতি ঘরে ঘরে ॥

প্রতি মন্দিরে কৃষ্ণ-বিহার-বৈভব । বিস্ময় হৈঞা মুনি কৈল বহুস্তব ॥

এই কথা মুনি কহে—রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥ কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে ॥

স্কান্দে যথা—বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ [লঘু ভাগ ১।৭১০]

বর্ণয়ন্তি চ তং গোপ্যঃ কৃষ্ণঃ প্রেম-পরিপ্লুতঃ ।

তত্রৈব দ্বারকাং গম্য দৃষ্টঃ কৃষ্ণো গৃহে গৃহে ॥

নিত্যভক্ত শ্রীনারদ নিত্যলীলা জানে । প্রাকৃতের অদৃশ্য হৈতে অপ্রকট মানে ॥

শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থে উদ্ধারি বর্ণিলা । শ্রীযুতের কারিকায় স্পষ্ট ব্যাখিলা ॥

যদানয়োস্তু সংবাদো.....[লঘু ভাগ ১।৭১১]

কৃষ্ণপ্রিয়-প্রিয়া নিত্য গোপ-গোপীগণে । নিত্যানন্দ-বিলসন ব্রজে কৃষ্ণসনে ॥

কোন ছুংখ কেশ নাহি জানে নিত্যাগণ । নিত্যস্বখ-পরিপূর্ণ কৃষ্ণার্চিত-মন ॥

তত্র নিত্যা-লক্ষণং—অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশা.....[ভ ২।১।১৮০]

বিচ্ছেদ হৈল কৈছে নিত্যস্থ রয় । অতএব নিত্যার বিরহ নাহি হয় ॥
প্রকটাপ্রকট কৃষ্ণের লীলা হই হয় । প্রকট মাহুদী লীলার বিরহাদি কর ॥
প্রকটাপ্রকট কৃষ্ণের দ্বিধা বিলসন । পরিকর জনাহ তৈছে হইরূপ হন ॥
প্রকট লীলাহুসারে বিরহাদি দেখি । নিত্য লীলাহুসারে বিরহ না লেখি ॥

প্রেষ্ঠেভ্যোহতিপ্রিয়তমৈঃ [লঘু ভাগ ১।০৬৮]

প্রকটে বিরহ সেহ দেখি তিন মাস । তারপর ব্রজে কৃষ্ণ হইলা প্রকাশ ॥
কৃষ্ণদম্ব মিলন হইল সবে জানে । বিরহাদি স্বপ্নতুলা মানিল তখনে ॥

ব্রজে প্রকটলীলায়াং... [লঘুভাগ ১।৭৪৬]

কিরূপ সঙ্গতি হৈল কর অবধান । আবির্ভাব, আগমন—ছই ত বিধান ॥

আবির্ভাবাগতিভ্যাং সা দ্বিপ্রকারাস্তু সম্ভবেৎ—লঘু ভাগ ১।৭৪৭

উদ্ধব আইলা যবে গোবুলমণ্ডলে । কহিলেন কৃষ্ণকথা রহস্ত সকলে ॥
উদ্ধবের মুখেতে শুনিলা কৃষ্ণ-কথা । কৃষ্ণ-প্রাণুর্ভাব ব্রজে মানিলা সর্বথা ॥

উদ্ধবাৎ কৃষ্ণসন্দেশ .. [লঘু ভাগ ১।৭৪৯]

তত্রাগতিঃ -

প্রেমের অধীন কৃষ্ণ ব্রজবাসি জনের । ব্রজ-আগমন কৈল স্মৃথে স্বজনের ॥
দ্বারকাদি-বিহার স্মৃথ কৃষ্ণে নাহি ভায় । সতত কৃষ্ণের লোভ ব্রজের লীলার ॥
দন্তবক্র-বধ পরে কৃষ্ণের হৈল উল্লাস । গোপগোপী-দরশনে মন-অভিলাষ ॥
রথে চাপি ব্রজপুরে করিলা গমন । গোপগোপী সঙ্গে তথা হইল মিলন ॥
নন্দ যশোমতী আদি সব পুরীতে । কৃষ্ণ কোলে করি করেন পিরীতে ॥
শ্রীদামাদি সহ নান বিহার প্রকাশ । গোপীগণ সহ ঐছে লাভণ্য-বিলাস ॥
প্রেমানন্দে মগ্ন কৃষ্ণ পূর্বরূপ ল'লা । হুই মাস তাহা রহি বিহার করিলা ॥
তারপর দ্বারকায় কৈল আগমন হরি । ব্রজের সকল লোক প্রেমে বশ করি ॥
স্বপ্নতুলা ব্রজবাসী বিরহ মানিল । বিরহে ছুঃখ তারা কিছু না জানিল ॥

যথা পদ্মপুরাণে—কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পূণ্যবৃক্ষ-সমাচিতে ।

গোপনারীভিরনিশং ক্রীড়য়ামাস মাধবঃ ॥

রম্যকৈলিস্থথেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ ॥

বহু প্রেমবশেনাত্র মাসদ্বয়মুদাস হ ॥

তত্র পারিকা—ব্রজে বিহরমাগেহস্মিন.....[লঘু ভাগ ১।৭৫১]

প্রোক্তেয়ং বিরহাবস্থা[ভ ৩।৩।১২৮]

প্রকট লীলা মাহুধরূপে বিরহ-কথন । ব্রজবাসী কৃষ্ণ ছাড়া নহে একক্ষণ ॥
নিত্য লীলায় বিরহ নাহিক গোপগণে । প্রকটের অহুসারে নরলীলা ক্রমে ॥
বৃন্দাবনে নিত্যলীলাযুক্ত নন্দহৃত । সিদ্ধদেহে মানসে সেবহ অবিরত ॥
গোলোক গোবুল হই ভিন্ন কভু নহে । এক মুষ্টি হই স্থানে সেই কৃষ্ণ হয়ে ॥
সিদ্ধদেহে মানসিক ব্রজেন্দ্রনন্দন । নিজস্ব-আহুগতো করহ সেবন ॥
প্রসঙ্গ-সঙ্গতিক্রমে মনের সাহসে । লিখিলাম এই তত্ত্ব, করিলাম প্রকাশে ॥
সাধনভক্তিতে বৈধী রাগ নিরূপণ । সংক্ষেপেতে ভাষাছন্দে হইল বর্ণন ॥
জয় জয় গৌরকিশোর দীনবন্ধু । জয় নিত্যানন্দ রাম করুণার সিদ্ধ ॥
জয় জয় শ্রীমুন্দর ঠাকুর দয়াল । জয় মোর কুলনাথ পাহুড়া গোপাল ॥
শ্রীশ্রীগোপাল চরণ-অভিলাষ । নিত্যলীলা বর্ণিল নয়নানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্বে সপ্তম-প্রকরণং ॥৭॥

অষ্টম প্রকরণ

শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্বং ভবতাপ-নিবারণম্ ।

শরণং ভবভীতস্ত বন্দেহং কলিপাবনম্ ॥

জয় শচীনয় পরম অবতার । যার কৃপাবলে প্রেমে পূরিল সংসার ॥
জয় জয় অবধৌত শ্রীনিত্যানন্দরায় । যাহার করুণায় লোকে হরিগুণ গায় ॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তগণবৃন্দ । অতিরাম সুন্দরানন্দ পরম আনন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠামির পদ করিয়া ভাবন । সংক্ষেপে লিখিয়ে গ্রন্থ ভাবভক্তিক্রম ॥
অথ ভাবভক্তি-কথনঃ—
কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি শুদ্ধসত্ত্ব নাম । শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হয় ভাব-অভিধান ॥
সামান্য লক্ষিতা ভক্তি তারে ভাব কহি । আত্মচিন্তাবৃত্তি বিশেষণ জানি তাঁহি ॥
অশ্রু পুলকাদি অল্প সাত্বিক দর্শন । চিত্ত দ্রবরূপ হইলে ভাবভক্তি কন ॥
চিত্তদ্রব হৈলে অশ্রু পুলকাদি হয়ে । সেই বিকার প্রেমের রূপ জানি কহে ॥
প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাবভক্তি লেখি । প্রেমস্বরূপাংশুসাম্যভাক্ত তাহাতেই দেখি ॥
স্বর্ঘ্যোদয়-পূর্বে যৈছে কিরণ-দর্শন । প্রেমের প্রথম দৃশ্য ভাবাকুর হন ॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষায়া.....[ভ ১৩১]

প্রেমের প্রথম ভাব তত্ত্বমতে কহে । অশ্রু পুলকাদি সাত্বিক যাহে উপজয়ে ॥

প্রেমগুণ প্রথমাবস্থা.....[ভ ১৩২]

নিত্যরূপে ভাব সদা কৃত্রিম কারু নয় । কৃষ্ণবিষয় মনোবৃত্তো প্রাচুর্য্যব হয় ॥
আপাদস্বরূপ ভাব স্বতঃস্ফূর্তময় । কৃষ্ণাঙ্কুরভব সূত্র হেতুরূপ হয় ॥
কৃষ্ণাদির আদি-পদে পরিকর লীলা । এই অর্থ গ্রন্থকার শ্লেষে স্ফটাইলা ॥

বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদ.....[ভ ১৩৩]

সেই ভাব দ্বিধা—

সাধনাভিনিবেশজ হয় ভাবোৎপন্ন । কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ অন্ত ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব

২০৭

সাধনাভিনিবেশজ প্রায়িক ভাব নাম । ভক্ত-কৃষ্ণপ্রসাদজ বিরলোদয়াখ্যান ॥

আত্মস্তু প্রায়িকস্তুত্র.....[ভ ১৩৬]

(তত্র সাধনাভিনিবেশজঃ বৈধীরাগমার্গভেদেন দ্বিবিধঃ, তত্র বৈধী-
বীথা নারদস্ত শ্রীকৃষ্ণকথাংগান-শ্রবণ-শ্রবণাদিনা যা রতিঃ)

তত্রাব্যহং কৃষ্ণকথাঃ.....[ভ ১৩৭]

এবং—সতাং প্রসঙ্গান্মম.....[ভ ১৩৮]

তত্র রাগানুগোষ্ঠভাবো যথা পাঞ্চে—

ইত্থং মনোরথং বালা.....[ভ ১৩৯]

অথ শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তপ্রসাদজ—

সাধন ভজন বিনে আকস্মিক দেহে । যে সব জনার ভাবভক্তি উপজয়ে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ জানি সেই । তাহার সাধক শ্লোক কহিলা গোসাঞি ॥

সাধনে বিনা যন্ত.....[ভ ১৩১৫]

তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদেন শুকদেবে যথা—

অথ ভক্তপ্রসাদজ যথা—নারদস্ত প্রসাদেন.....[ভ ১৩২২]

এবং তস্ত প্রসাদেন ধম ব্যাধনাম ব্যাধন্ত শ্রীকৃষ্ণরতিযথা—

নৌচোহপ্যংপুলকো.....[ভ ১৩২৩]

অত্র রতিভাবয়োঃ সমান-পর্যায়ঃ ।

ভক্তভেদে সেই রতি পঞ্চবিধ হয় । বিবরিয়া পশ্চাতে কহিব নির্ণয় ॥

এবে কহি ভাবাকুর নবধা লক্ষণ । ক্ষান্তি আদি করি-যেমা গোসাঞির বর্ণন ॥

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা ।

আশাবন্ধং সমুৎকর্ষা নামগানে সদাকুচিঃ ॥

আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে শ্রীতিস্তুদ্বন্দ্বিত্বেনে ।

ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্যুর্জাতিভাবাকুরে জনে ॥

[ভ ১৩২৫-২৬]

দীর্ঘচ্ছন্দ ত্রিপদী

ক্ষান্তির লক্ষণ লেখি, রাজা পরীক্ষিতে দেখি, প্রায়োপবেশন গঙ্গাতীরে ॥
মনে করি একনিষ্ঠ, বিষ্ণুপদে হৈয়া আবিষ্ট, জীবন-বাসনা করি দূরে ॥
নাহিক বিষয়ে ক্ষোভ, নাহিক জীবন-লোভ, কৃষ্ণলীলা করয়ে শ্রবণ ॥
অন্ত ক্ষোভ অভিলাষ, নাহি স্থখ বিলাস, পরীক্ষিতে ক্ষান্তির লক্ষণ ॥১
নাহি বার্থ একক্ষণে, কৃষ্ণনাম-লীলাশুণে, সবেদ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণসাধন ॥
বাক্যে করে সদা স্তুতি, দেহে করে প্রণতি, হৃদে করে শ্রীমুগ্ধিভাবন ॥
হস্তে পরিচর্যা কর্ম, শ্রবণের এই কর্ম, কৃষ্ণনাম লীলাদি-শ্রবণে ॥
নয়ন সফল সেই, কৃষ্ণমুগ্ধি দেখে যেই, নাসিকাতে নির্মালা-গ্রহণে ॥
তৃপ্তি নাহি হয় কভু, কৃষ্ণকর্মে মজি রহ, আয়ুব্যয় কৃষ্ণকর্মে সদা ॥
অব্যর্থকালতা এই, কহিলাম তোরে ভাই, অনাসক্তি না হবে একদা ॥২

বাগ্ভিস্তবস্তো.....[ভ ১।৩২২]

দ্রুতাজ সংসার এই, তেজিঞা বিরাগী যেই, রাজ্য স্তত দারা ধন জনে ॥
অশ্ব-দোলা-গজগতি, বন্ধ-বান্ধবে রতি, মলবৎ করিয়া তেজনে ॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি অভিলাষে, ফিরে যেবা দেশে দেশে, সাধুজনা সঙ্গতি করিঞা ॥
লোভ মোহ করি ত্যাগ, কৃষ্ণকর্মে অহুরাগ, বিরক্তি এই শ্রীকৃষ্ণ লাগিঞা ॥
শুন তাহে বিবরণ, সকল পুরাণে কন, ভরত রাজার উপাখান ॥
রাজ্য ধন দারা স্তত, সকল করিয়া ত্যক্ত, কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঞ্ছা আন ॥৩
[ভা ৫।১৪।৪৩] যো দ্রুতাজান্দ দারসুতান্দ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিম্পৃশঃ ।

জহৌ যুবৈব মলবত্বন্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥

মানশূন্য এ বিধান, আপনাতে হীনজ্ঞান, কৃষ্ণরতি গৌরব তেজিঞা ॥
পথটন ঘরে ঘরে, অকিঞ্চন প্রায় ফিরে, আশ্বগুপ্তি মহত হইঞা ॥
তাহা ভগীরথে সাধী, পুরাণে বেকত দেখি, মানশূন্য অভীষ্ট লাগিঞা ॥
কৃষ্ণে মতি করি নিষ্ঠ, অন্ধকর্মে অনাবিষ্ট, নীচে বন্দে নরাধীপ হইঞা ॥ ৪

হরৌ রতিং বহ্নয়েষ.....[ভ ১।৩।৩৩]

কৃষ্ণপ্রাপ্তি এ বাসনা, আশাবন্ধ ভাবনা, অন্ধ কর্ম করিঞা তেজনে ॥
যোগ যাগ ক্রিয়া ধর্ম, অন্ধ শুভাশুভ কর্ম, বর্ণাশ্রমে যে সব করণ ॥
যতিস্ব-দ্বিজস্ব-ক্ষোভ, ছাড়ি স্বর্গপদে লোভ, ঐশ্বর্য বাসনা করি ত্যাগ ॥
সেই বৃন্দাবনপতি, কবে হবে মোর গতি, গোবিন্দ সেবার অহুরাগ ॥ ৫

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা.....[ভ ১।৩।৩৫]

কহ কৃষ্ণ দরশন, কবে পাব বৃন্দাবন, সমুৎকণ্ঠা ঐছে অভিলাষ ॥
নন্দের নন্দন হরি, দেখিব নয়ন ভরি, মুরলিবদন স্ববিলাস ॥
রসের নাগর কাঁহু, নব জলধর তহু, পীতবাসা ত্রিভঙ্গী স্তম্বর ॥
যমুনা পুলিন-বনে, গোবৎস বালক সনে, ভুবনমোহন নটবর ॥
অখিল জনের বন্ধু, পূর্ণপ্রেম সুধাসিদ্ধ, রসময় কিশোর মোহন ॥
কৃষ্ণ অদর্শনে ক্রটি, মানি কত যুগ কোটি, সমুৎকণ্ঠা করিতে দর্শন ॥ ৬
কোন জন আসি কয়, শুন শ্রাম রসময়, অহুরাগে বসিঞা একেলা ॥

*

*

*

*

সদা কৃষ্ণ নাম গানে, আনন্দিত হৈঞা মনে, অন্ধ কর্মে নাহি রুচি আর ॥
নাম গানে সদা মতি, নামানন্দে করে রতি, কৃষ্ণনাম করয়ে প্রচার ॥ ৭
মাধুর্য্যে মধুর অতি, কিশোর শ্রাম মুরতি, অনঙ্গ লজ্জিত দেখি কায় ॥
সেইরূপ দরশনে, আসক্তি বাড়ে রাতি দিনে, কহ জানি কি করি উপায় ॥
ময়ূখ-মখন তহু, সেই রসময় বিহু, অন্ধ কিছু নাহি ভায় চিতে ॥
কহ না উপায় মোরে, জিজ্ঞাসিঞে সভাকারে, পাব কৃষ্ণ কোন্ সমীহিতে ॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ছাঁদ, কপালে চন্দন-চাঁদ, অলকাকুন্তল শোভে ভালে ॥
জলদে বিজুরিঘটা, পীতবসন ছটা, বকপীতি মুকুতার মালে ॥
কণ্ঠেতে কুণ্ডল দোলে, নাসাতে মুকুতা হেলে, অবতংস শোভে শিখিপাথা ॥
সিংহ-জিনি কটিদেশ, ভুবনমোহন বেশ, ধ্বজ-বজ্র-গদাধ্বজ রেখা ॥
কত সুধাময় হাসি, অধরে পুরয়ে বাণী, পাষণদ্রবই যার স্বরে ॥

কি হৈল আশ্চর্য্য চিতে, নারি প্রাণ সম্বরিতে, কি করিল সেই শ্যাম মোরে !! ৮

মাধুর্যাদপি মধুরং..... [ভ ১৩৩৯]

কবে দশা হবে এই, পাব বৃন্দাবনে সেই, বসতি করিব কুঞ্জ বনে ।
তাহাতে দ্বাদশ বন, করিব সে ভ্রমণ, বিলসিব যমুনা-পুলিনে ॥
হেন দশা হবে জানি, নয়ন গোচর পুনি, মদনগোপাল গোপীনাথ ॥
গোবিন্দ-দর্শন মোর, নয়নের গোচর, কবে হবে ভক্তগণসাথ ॥
ব্রজতে বসতি করি, অঞ্জলি অঞ্জলি পুরি, পিব কবে যমুনার নীর ।
হেন দশা মোর হবে, মাধুকরী মাগি কবে, খাইয়া পালিব এ শরীর ॥
বনে বনে ভ্রমিয়া, আনন্দিত মন হৈয়া, বিহার দেখিব স্থানে স্থানে ।
ব্রজধূলি লৈয়া গায়, আনন্দিত হৈঞা তায়, কক্ষবাছ করি ক্ষণে ক্ষণে ॥
সাধুজন-সমাগমে, যমুনা-পুলিন বনে, উচ্চ গান তাণ্ডব পুরিব ।
নন্দীশ্বর গোবুল পুরী, তথা গোবর্দ্ধন গিরি, বসতি করিঞা ভরমিব ॥
বংশীবট-তলে বাস, সদা যার অভিলাষ, ইহা বহি নাহি ভায় আন ।
ভাবাকুর চিহ্ন তাহে, একপ দেখিতে যাহে, এ নয়নানন্দ দাস গান ॥ ৯

এই ভাবাকুর যার দেহে হয় জানি । তার কাছে ব্রহ্মস্থত তুচ্ছ করি মানি ॥
যোগী সদ্ধ জ্ঞানী কর্মী ধর্মী যেই সব । মুমুকু প্রভৃতিতে নহে ভাবের উদ্ভব ॥
ভুক্তি মুক্তি কামীর নহে ভক্তি-অভিলাষ । কৈছে ভাগবতী রতি হইবে প্রকাশ ॥
অতএব তাহা সতে নহে ভাবোদয় । তাপসাদির চিন্ত-কাটিন্য অতিশয় ॥

ব্যক্তং মন্থনভেবাস্তুঃ..... [ভ ১৩৪১]

তবে যদি কোন জন মুমুকু প্রভৃতি । কিম্বা ভোগাভিলাষী কিম্বা কোন বতী ॥
ভাগ্যক্রমে মহত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গ হয়ে । শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যলীলা শ্রবণ করয়ে ॥
শ্রবণাদি-অনুসারে দেহে উপজয়ে । ভাবাভাস বলিঞা তাহার নাম কহে ॥
সেই ভাবাভাস হয় দ্বিবিধ লক্ষণ । প্রতিবিম্ব তথা ভাবচ্ছায়া নাম কন ॥

প্রতিবিম্বস্তথাচ্ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধা মতঃ [ভ ১৩৪৫]

চতুর্বর্গ ফলাকাজী রাগী যোবা জন । তাহা সভার কভু যদি ভক্তসঙ্গ হন ।
ভক্তহৃদি ভাবচন্দ্র করিঞা উদয় । সেই চন্দ্রের ছায়া তাহে প্রবেশয় ॥
মুমুকু প্রভৃতির দেহে পুলকাদি দর্শন । প্রতিবিম্ব রত্যাভাস তার নাম কন ॥

কেষাঞ্চিদৃ হৃদি..... [ভ ১৩৪৮]

কোন বা বিষয়িজন কোন ভাগ্যফলে । শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যলীলা শুনে কোন ছলে ॥
কৃষ্ণলীলা মধুর রস শুনিতে শুনিতে । পরম আবেশ হয় তাহা সভার চিতে ॥
অশ্রু পুলক হয় বিষয়ির দেহে । ভাবচ্ছায়া নাম বলি তাহাকারে কহে ॥
এই ত কহিল ভাবাভাস দুই নাম । প্রতিবিম্ব আর ছায়া রতি অভিধান ॥
সেই ভাবাভাস হয় দুঃখ-বিনাশন । অতিভাগ্যে পুণ্যবস্ত্র লভে কোন জন ॥
কৃষ্ণ-ভক্তজনের যদি তাহে রূপা হয় । সেই ভাবাভাস পুন ভাবতুল্য হয় ॥

হারিপ্রিয়জনস্বৈব..... [ভ ১৩৫২]

সেই আভাস ভাব অভাব হয় ক্ষণে । অপরাধ করে যদি বৈষ্ণবের স্থানে ॥
কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র যেন দিনে দিনে ক্ষয় । তৈছে আভাস ক্ষয় দিনে দিনে হয় ॥
সাধুসঙ্গ যদি হয় বৈষ্ণব-করুণা । সেই ত আভাস ভাব হয় ভাবোপমা ॥
গুরুপক্ষ চন্দ্র প্রায় বাঢ়ে দিনে দিনে । অতএব সাধধান হবে ভক্তস্থানে ॥

তস্মিন্নেবাপরাধেন..... [ভ ১৩৫৩-৫৪]

সাধন ভজন বিম্ব অকস্মাৎ যার । ভাব উৎপন্ন হয় গাঢ় পরচার ॥
প্রাক্তন সাধনফল জানিহ নিশ্চয় । কিম্বা কৃষ্ণের রূপার গাঢ় ভাবোদয় ॥

সাধনেন বিনা..... [ভ ১৩৫৭]

কৃষ্ণভক্তে ভাবযুক্ত যে ভাবকগণ । তার যদি দৈবে কোন হয় বিঘটন ॥
আচার বিচার তার কিছু না দৃষিবে । সর্বদা কৃতার্থ তারা নিশ্চয় জানিবে ॥
যে জনা করই ভাই ভাবক-নিম্নন । সেই ত পাষণ্ডী হয় প্রভুর বিড়ম্বন ॥

জনে চেজ্জাতভাবেহপি..... [ভ ১৩৫৯]

ভগবতি চ হরাবনশ্চতেতাঃ..... [ভ ১৩৬০]

এই ত কহিল-ভাবভক্তি-নিরূপণ। এবে কহি প্রেমভক্তি-স্বরূপ লক্ষণ।

প্রেমভক্তিলক্ষণ—

কৃষ্ণ গাঢ় রতি হৈতে উপজে প্রেমধন। ভক্তিরস-আস্বাদনে স্বরূপ-লক্ষণ।
প্রেমের প্রথম ভাব তটস্থ লক্ষণ। ভাব পরিপূর্ণ হৈলে হয় ভক্তি প্রেমা।
কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শুদ্ধসত্ত্ব নাম। শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষায়া ভাবভক্ত্যাখ্যান।
সেই ভাব সাক্ষাৎ নিবিড়াত্মা হন। স্বরূপ লক্ষণ এই প্রেম নাম কন।
প্রেমরূপ মমতা সদাই কৃষ্ণসাথে। অল্প মমতা কভু নাহি দেখি তাথে।
অহৈতুক মমতা কৃষ্ণেতে সদা যেই। ভীষ্ম প্রভৃতি কহেন প্রেমভক্তি সেই।

সম্যঙ্গু-মসৃণিত-স্বাস্থ্যো.....[ভ ১৪১১]

অনন্মমতা বিধৌ.....[ভ ১৪১২]

সেই প্রেমভক্তি হয় দ্বিবিধ লক্ষণ। ভাবোথ প্রেম আর প্রসাদোথ কন।

ভাবোথোহিতিপ্রসাদোথঃ.....[ভ ১৪১৪]

তত্র ভাবোথঃ—

ভাব অন্তরঙ্গ অঙ্গ সেবাগ্নিসারে। আকৃষ্ট-উৎকর্ষ প্রেম ভাবোথ কহি তারে।

রতিরেবাস্তুরঙ্গাণামু.....[ভ ১৪১৫]

বৈধভাবোথঃ—

কভু হাসে কভু নাচে করয়ে রোদন। কৃষ্ণ-নাম-লীলা-গুণ করিঞা স্মরণ।
যখন যেমন কৃষ্ণের লীলা হয় স্মৃতি। তৈছে তেমত রূপ প্রেমায় করে গতি।
নারদের কৃষ্ণোন্মাদ পুরাণে লিখন। কভু মৌন, কভু ধ্যান, স্মরে নারায়ণ।

এবংব্রতঃ স্প্রিয়নামকীৰ্ত্ত্যো.....[১৪১৬]

রাগানুগ-ভাবোথঃ—

ন পতিং কাময়েৎ.....[ভ ১৪১৭]

অথ হরেরতিপ্রসাদোথঃ—

(স দ্বিধা মাহাত্ম্যাজ্ঞানযুক্তঃ কেবলশ্চ। তত্র মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্তস্য ফলং মুক্ত্যাদি-প্রাপকম্।)

মাহাত্ম্যাজ্ঞানযুক্ত প্রেমার ফলোদয়। বৈধভক্তিক্রমে সার্বিক মুক্ত্যাদি নিশ্চয়।
কেবল প্রেমার ফল রাগানুগানুসারে। বজ্রেন্দ্রনন্দনপ্রাপ্তি হয় ব্রজপুরে।

মহিমস্তানযুক্তঃ.....[ভ ১৪১৪]

প্রেম-সাধনক্রম আছে বহুমত। তাহে পরিপাটি কহে শাস্ত্রের সম্মত।
শাস্ত্রশ্রবণদ্বারে কোন ভাগ্যবান। শ্রীকৃষ্ণসাধনে শ্রদ্ধা হয়ত বিধান।
শ্রদ্ধা হয় শাস্ত্রার্থবিশ্বাস জানি কর। ভজনরীতি-শিক্ষা-হেতু সাধুসঙ্গ করয়।
সাধুসঙ্গ হৈলে ঘুচয়ে ছষ্ট মতি। তারপর জ্ঞাত হয় ভজনের রীতি।
ভজনের পরিপাটি তত্ত্ব জ্ঞাত হইঞা। অনর্থনিবৃত্তি হয়, নির্মল হয় হিয়া।
তবে নিষ্ঠা হয় চিত্তে স্বাভাবিক জানি। তাহাতে ভগ্নায় কুচি সাধনেতে মানি।
তবে হয় আসক্তি শ্রীকৃষ্ণসহিতে। সামান্তে যুবার যেন যুবতীর সাথে।
তবে তার দেহে হয় ভাবের অঙ্কুর। ভাবগাঢ় হৈলে হয় প্রেম মহাশূর।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ.....সুহৃৎমা [ভ ১৪১৫-১৭]

সেই প্রেম-সাধ্যধন ত্রীনন্দনন্দন। ধৃতধৃত সেই প্রেমানন্দমগ্ন জন।
কৃষ্ণানন্দ-সুখমত্ত প্রেমভক্তি বার। প্রেম সেবাক্রম সেই সকলের সার।
কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জন সতত বিহ্বল। আত্মস্বভূঃখহীন আনন্দে চঞ্চল।
এই কৃষ্ণপ্রেমা বার জন্মরে হৃদয়ে। তার ক্রিয়া অলৌকিক কেহ না বুঝয়ে।

ভাবোন্মত্তো হরেঃ.....[ভ ১৪১৮]

সেই প্রেম ক্রমে ক্রমে বাড়ে ভক্তদেহে। মেহ, মান প্রণয়, রাগ, অনুরাগ হয়ে।
ভাব আর মহাভাব ইত্যাদি পর্যাস্ত। বাঢ়ি রস স্বাদ্ধ হয় কহিল নিতান্ত।

শ্রীচৈতন্যপদান্তোজ্ঞঃ প্রণম্য শিরসা গুরুম্।

প্রেমভক্তেবিধানার্থো লিখিতোহত্র প্রযত্নতঃ।

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ গোপাল মহান্ত। শ্রীপণিগোপাল-পদ ভাবিঞা একান্ত।
গোপালচরণপ্রভুপদ-অভিলাষ। বর্ণিল কাতরে এ নয়নানন্দ দাস।

নবম প্রকরণ

ভক্তি-প্রিয়ং দাস-পতিং ব্রজেশং, নন্দাত্মজং গোপসখং নমামি ।
শ্রী বল্লবীকান্তমনন্তবীৰ্য্যং, রসাত্মকং গোপকিশোরমূৰ্ত্তিम् ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ ব্রজরাজসুত । শ্রীদাম সুদাম দাম গোপ গোপী যত ॥
সেই কৃষ্ণরতি হয় রস নাম ক্রমে । বিভাবাদি সামগ্রী একত্র মিলনে ॥
ইক্ষু গুড় রসভেদে শর্করা উপজয়ে । ছেনা মরীচাদি যোগে মণ্ডা নাম হয়ে ॥
সামগ্রী-সংযোগে গুড় বাঢ়ে আশ্বাদন । তৈছে রতি সামগ্রী-যোগে রস নাম হন ॥
পঞ্চবিধ স্থায়ী রতি বিভাবাদি-মিলনে । ভক্তহৃদি স্থখ করে রস অভিধানে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী । ভক্তিরসরূপ করে সামগ্রী এই চারি ॥
বিভাবাদিযোগে রতি রস অভিধান । উত্তরোত্তর স্বাচ্ছ বাঢ়ে মহাভাব নাম ॥

অথাষ্টাঃ কেশব-রতেঃ.....ভক্তিরসো ভবেৎ [ভ ২।১৪-৫]
প্রাক্তন সাধন বার সুদূর আছয়ে । ঐহিক সন্তুজিত যুগল জন হয়ে ॥
তাহার হৃদয়ে ভক্তিরস আশ্বাদন । ভাগবতানুরক্ত রসিকাসঙ্গ-জন ॥

প্রাক্তনৌ চাধুনিকৌ [ভ ২।১৬]

বিভাবা অনুভাবাশ্চ সাত্ত্বিকা ব্যভিচারিণঃ [ভ ২।১১৩]

তত্র বিভাবাঃ—
রতির আশ্বাদহেতু বিভাব দ্বিধা হন । আলম্বনাত্মক এক, আর উদ্দীপন ॥

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু..... [ভ ২।১১৪]

তত্র আলম্বনাঃ—
সেই আলম্বন হয় দ্বিধা ভেদ পুনঃ । বিষয়, আশ্রয় এই তাহে কহে শুন ॥
যাকে উদ্দেশ করি রতি প্রবৃত্ত হন । অতএব সর্বরতির ‘বিষয়’ কৃষ্ণ কন ॥
রতির আধার, ‘আশ্রয়’ তারে কহে । সেই ত আশ্রয় ভক্ত পঞ্চবিধ হয়ে ॥

কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত হয়ে আলম্বন । বিষয় আশ্রয়ভেদে দ্বিবিধ বর্ণন ॥

কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ [ভ ২।১১৬]

তত্র শ্রীকৃষ্ণ আলম্বনো যথা—

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি । সর্বমহাগুণ যাথে বিরাজিত জ্ঞানি ॥
সেই কৃষ্ণ স্বরূপে কভু অগ্ররূপ হন । ‘সোহগ্ররূপ-স্বরূপাত্যাং’-আলম্বন কন ॥

অগ্ররূপো যথা—

ব্রহ্মমোহন শ্রীভাগবতে বিবরণ । বৎস বালক ব্রহ্মা হরিল যখন ॥
সেইকালে কৃষ্ণ হৈলা আপনে অগ্রাকার । বৎসবালকরূপ আপনে প্রচার ॥
বলদেব-উক্তি তাহে কর অবধান । যাহা দেখি বলদেব বিশ্বয়কে পান ॥

হস্ত ! মে কথমুদেতি সবৎসে, বৎসপাল-পটলে রতিরত্ন ।

ইত্যানিচ্চিতমতিবলদেবো, বিশ্বযন্তিমতিমূর্ত্তিরবাসীং ॥

অথ স্বরূপং যথা—

সেই স্বরূপ কৃষ্ণ দ্বিধারূপ হন । আবৃত-স্বরূপ আর প্রকট-স্বরূপ কন ॥

আবৃতং প্রকটক্ষেতি..... [ভ ২।১১৯]

অনুব্রব্যাশ্চিন্দা..... [ভ ২।১২০]

প্রকটস্বরূপ—

তমাল-পল্লবদ্যতি ভুবন-মোহন । কষ্ণগ্রীব মহাভূজ কমলনয়ন ॥
শ্রীবৎসাক্ষ পীতবাস কৌস্তভধারণ । ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদ বিবিধ ভূষণ ॥
এইরূপ সৌন্দর্য্য সদা হয়ে মোর মন । উদ্ধবের বাক্য এই প্রকটরূপ কন ॥

অয়ং কষ্ণগ্রীবঃ..... [ভ ২।১২২]

অথ শ্রীকৃষ্ণস্তা গুণাঃ—

অয়ং নেতা সুরম্যাক্ষঃ.....কীর্ত্তিতাঃ [ভ ২।১২৩—২৯]

এই পঞ্চাশত গুণ পূর্ণ ভগবানে । পরিপূর্ণ ভাবে ত সঙ্গ বিরাজমানে ॥

সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্..... [ভ ২।১২৯]

কোন জীবে এই গুণ বিন্দু বিন্দু রয় । সর্বগুণ কৃষ্ণচন্দ্রে পরিপূর্ণ হয় ॥

জীবেষ্যেতে বসন্তোহপি [ভ ২।১।৩০]

মুখ্যত্বে কহিল মাত্র দিগ্‌দরশন । অবিচিত্ত্য কৃষ্ণগুণ কে করে গণন ॥

সত্যং শৌচং দয়া.....কহিচিৎ [ভ ২।১।৩৩—৩৬]

মহেশ্বরাদিগত পঞ্চ যোবা গুণ হয় । সেই সব গুণ সদা কৃষ্ণচন্দ্রে রয় ॥

অথ পঞ্চগুণাঃ.....কিলাক্ষুতাঃ [ভ ২।১।৩৭—৪০]

পঞ্চাশ গুণ আগে কহিল সাধারণ । সদাস্বরূপাদি দশ বিশেষ কথন ॥

অসাধারণ গুণ নাহিক অত্রস্থানে । বৃন্দাবনে সেই চারি শ্রীনন্দনন্দনে ॥

সর্বীভূত-চমৎকার লীলার সাগর । অতুল্য-মধুরপ্রেম-মণ্ডিত কলেবর ॥

ত্রিজগতের মন করেন আকর্ষণ । অসমানোদ্ধিরূপ সে মুরলীবদন ॥

সেই কৃষ্ণে গুণ চারি দেখি পরচার । বৃন্দাবনে রাসাদিক লীলার বিহার ॥

প্রেম-অমুরাগে প্রিয়ার অধীন হয় । বেণুমধুরী, রূপ-মধুরী পুন কর ॥

লীলা প্রেমগুণাঃ..... [ভ ২।১।৪৩]

একুন হইলে এই চতুষ্টয় গুণ । ইহার সোদাহরণ মূলগ্রন্থে গুন ॥

তত্র (১) সুরম্যাঙ্গঃ—শ্লাঘ্যাদ্‌সন্নিবেশো..... [ভ ২।১।৪৫]

মুখং চন্দ্রাকারঃ..... [ভ ২।১।৪৬]

(২) সর্বসল্লক্ষণাঙ্ঘ্রিতঃ—

(ক) গুণোথ—(রক্ততাত্ত্বতাদিভির্যোগঃ গুণোথম্)

পূর্ণভগবানে গুন অঙ্গ-সল্লক্ষণ । নন্দগৃহে বৃদ্ধ গোপ কহে কোন জন ॥

হের দেখ এই শিশুর বত্রিশ লক্ষণ । সাধারণ জীবে নাহি রহে এত গুণ ॥

সপ্তস্থলে রক্তবর্ণ দেখ বিস্তমান । নেত্রান্ত, চরণ, কর, ওষ্ঠাধর আন ॥

তালু, জিহ্বা, তথা নখ- সপ্ত রক্ত এই । তার পর ছয় উচ্চ সবাকারে কই ॥

কক্ষ, বক্ষ, নখ, নাসা, কটি, মুখ দেখি । তুঙ্গ এই ষষ্ঠ স্থান সামুদ্রকে লিখি ॥

বিস্তার তাহাতে তিন কর অবধান । কটি, ললাট, বক্ষ- এই ত্রিবিধ স্থান ॥

পুন তিন খর্ব অঙ্গ অপূর্ব লক্ষণ । মেহন, জঙ্ঘা, আর গ্রীবা খর্ব হন ॥

পুন তিন অঙ্গ হয় অত্যন্ত গভীর । নাভি, সন্থ, স্রব—এই লক্ষিত শরীর ॥

পঞ্চদীর্ঘ স্থান কৃষ্ণের গুন পরচার । নাসা, হৃদ, ভুজ, নেত্র, জাহ্নু দীর্ঘাকার ॥

পঞ্চ সূক্ষ্ম স্থান তাহে দেখ বিস্তমান । ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলি, দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব আন ॥

নন্দপ্রতি কোন গোপ করে নিবেদন । বত্রিশ চিহ্নে স্থলক্ষিত তোমার নন্দন ॥

রাগঃ সপ্তস্থ..... [ভ ২।১।৮৯]

অক্লোথ লক্ষণ কৃষ্ণের করহ শ্রবণ । রেখাময় করচরণাদিতে দরশন ॥

একদিন নন্দগোপ আনন্দে বসিয়া । কৃষ্ণ অঙ্গ নিরিখই সুদৃঢ় করিয়া ॥

রথাসাদি চিহ্ন দেখি চিন্তিত অন্তর । বোড়শ চিহ্নেতে অঙ্কিত কলেবর ॥

করযোঃ কমলং..... [ভ ২।১।৫১]

কোন্ অঙ্গে কোন্ চিহ্ন কর অবধান । স্বয়ং ভগবানের চিহ্ন পান্দ্রীয় প্রমাণ ॥

ব্রহ্মা কহে নারদ প্রতি স্বয়ং লক্ষণে । বোড়শ চিহ্ন রহে পূর্ণ ভগবানে ॥

ধ্বজ বজ্র পদ্মাস্ত্র শস্ত্রিক উর্দ্ধরেখা । যবাকৃতি অষ্টকোণ দক্ষিণ পাদলেখা ॥

বামপদে সপ্ত চিহ্ন কৃষ্ণের করে স্থিতি । ইন্দ্রচাপ, ত্রিকোণ, অর্দ্ধচক্রাকৃতি ॥

কলস, অম্বর আর মংস্ত্রচিহ্নাকার । গোপ্পদ চিহ্ন রহে বামপদে বার ॥

জম্বুফলাকৃতি চিহ্ন রহে কোন স্থানে । এইত বোড়শ চিহ্ন পূর্ণ ভগবানে ॥

হুই তিন চারি চিহ্ন রহে দেবান্তরে । পাঁচ সাত চিহ্ন রহে অন্ত অবতারে ॥

শাস্ত্রান্তরে কহে শঙ্খ চক্র ছত্রাকারে । এই সব চিহ্নেতে পূর্ণরূপে অবতার ॥

যথা পান্দ্রে—বোড়শৈব তু চিহ্নানি.....স্মৃতম্ [ভূগমসঙ্গমনৌ ২।১।৫১]

(৩) রুচিরঃ—সৌন্দর্যেণ দৃগানন্দকারী রুচির উচ্যতে [ভ ২।১।৫২] *

(৪) ভেজস্যমুক্তঃ—

তেজো ধাম প্রভাবশ্চ উচ্যতে দ্বিবিধং বৃধৈঃ । [ভ ২।১।৫৫]

দীপ্তিরাশির্ভবেদ্ধাম, প্রভাবো দৃশ্যধর্মতা । [ভ ২।১।৫৬, ৫৮]

* এই স্থান হইতে প্রকরণ-সমাপ্তি যাক্ শ্রীভক্তিরসান্তের কারিকাই উদ্ধৃত হইয়াছে ।
অনুবাদের প্রয়োজন হইলে পাঠকগণ শ্রীহরিদাস দাস-সম্পাদিত রসান্ত দেখিতে পারেন ।

- (৫) বলীয়ান্—প্রাণেন মহতা পূর্ণো বলীয়ানিতি কথ্যতে । [ভ ২১১৬০]
 যথা—ক্রীড়া কন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ [ভ ২১১৬১]
 (৬) বয়সান্বিতঃ—

বয়সো বিবিধেহপি সত্ভক্তিরসান্বয়ঃ কিশোর এব [ভ ২১১৬৩]

- (৭) বিবিধাভুতভাবাবিৎ—

নানাদেশ-ভাবাহ সংস্কৃতাভি যন্ত কোবিদঃ [ভ ২১১৬৫]

- (৮) সত্যবাক্যঃ—অন্নানৃতং বচো যন্ত সত্যবাক্যঃ স ভগ্যতে [ভ ২১১৬৭]

- (৯)—প্রিয়ষদঃ—জনে কৃতাপরাধেহপি সাত্ববাদী প্রিয়ষদঃ [ভ ২১১৭০]

- (১০) বাবদুকঃ—

স দ্বিধা—শ্রুতিপ্রেষ্ঠোক্তিতথ্যখিলবাণ্ গুণাহিতবাগপি [ভ ২১১৭২]

- (১১) সুপাণ্ডিত্যঃ—বিদ্বান্নীতিজ্ঞ ইতোষ সুপাণ্ডিত্যো দ্বিধা মতঃ ।

বিদ্বানখিলবিদ্যাবিনীতিজ্ঞস্ত যথাইকুৎ ॥ [ভ ২১১৭৫]

তত্র দ্বিতীয়ো যথা—মৃত্যুস্তম্বর-মণ্ডলে..... [২১১৭৮]

- (১২) বুদ্ধিমান্—মেধাবী হৃদধীশেতি প্রোচ্যতে বুদ্ধিমান্ দ্বিধা । [ভ ২১১৭৯]

- (১৩) প্রতিভান্বিতঃ—

সজ্ঞো নবনবোল্লেক্সিজ্ঞানঃ শ্রাৎ প্রতিভান্বিতঃ । [ভ ২১১৮২]

- (১৪) বিদগ্ধঃ—কলাবিলাসদিগ্ধাত্মা বিদগ্ধ ইতি কীর্ত্যতে [ভ ২১১৮৪]

- (১৫) চতুরঃ—চতুরো যুগপদভুরি সমাধানকুহুচ্যতে [ভ ২১১৮৭]

- (১৬) দক্ষঃ—দক্ষরে ক্ষিপ্ৰকারী যন্তং দক্ষঃ পরিচক্ষতে [ভ ২১১৮৮]

- (১৭) কুতজঃ—কুতজঃ শ্রাদ্ভিজ্ঞো যঃ কুতসেবাদিকর্মণাম্ [ভ ২১১৯১]

যথা—ঋণমেতৎ..... [ভ ২১১৯২]

- (১৮) সুদূতব্রতঃ—প্রতিজ্ঞানিয়মো যন্ত সত্যো স সুদূতব্রতঃ [ভ ২১১৯৪]

- (১৯) দেশকাল-সুপাত্রস্তঃ—

দেশকাল-সুপাত্রস্তত্তদ্যোগ্যক্রিয়াকৃতিঃ [ভ ২১১৯৮]

- (২০) শাস্ত্রচক্ষুঃ—

শাস্ত্রানুসারি-কর্মী যঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ স কথ্যতে [ভ ২১১৯০]

- (২১) শুচিঃ—পাবনশ্চ বিশুদ্ধশ্চেত্যাচ্যতে দ্বিবিধঃ শুচিঃ ।

পাবনঃ পাপনাশী শ্রাদ্ বিশুদ্ধস্ত্যক্তদ্বয়ঃ ॥ [ভ ২১১৯২]

- (২২) বশী—বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রোক্তঃ [ভ ২১১৯৫]

- (২৩) স্থিরঃ—আফলোদয়কুৎ স্থিরঃ [ভ ২১১৯৭]

- (২৪) দান্তঃ—স দান্তো হৃৎসহমপি যোগ্যং ক্লেশং সহতে যঃ [ভ ২১১৯৯]

- (২৫) ক্ষমাশীলঃ—ক্ষমাশীলোহপরাদানং সহনঃ পরিকীর্ত্যতে [ভ ২১১৯৯]

যথা—প্রতিবাচমদন্ত..... [ভ ২১১৯১২]

- (২৬) গম্ভীরঃ—হ্রিবোধাশয়ো যন্ত স গম্ভীর ইতীর্ঘ্যতে [ভ ২১১৯১৪]

- (২৭) শ্রুতিমান্—পূর্ণস্পৃহশ্চ শ্রুতিমান্ সুশাস্তঃ ক্ষোভ-কারণে [ভ ২১১৯১৭]

- (২৮) সমঃ—রাগদ্বेष-বিমুক্তো যঃ সমঃ স কথিতো বৃধৈঃ [ভ ২১১৯২০]

- (২৯) বদান্তঃ—দানবীরো ভবেদ্ যন্ত স বদান্তো নিগম্যতে [ভ ২১১৯২৩]

- (৩০) ধার্মিকঃ—

কুবন্ কারয়তে ধর্মং যঃ স ধার্মিক উচ্যতে [ভ ২১১৯২৬]

- (৩১) শূরঃ—উৎসাহী যুধি শূরোহঙ্গপ্রয়োগে চ বিচক্ষণঃ [ভ ২১১৯২৯]

- (৩২) করুণঃ—পরহুঃখাসহো যন্ত করুণঃ স নিগম্যতে [ভ ২১১৯৩২]

- (৩৩) মান্যমানকুৎ—

গুরুব্রাহ্মণবুদ্ধাদি-পূজকো মান্যমানকুৎ [ভ ২১১৯৩৫]

- (৩৪) দক্ষিণঃ—সৌশীল্য-সৌম্য-চরিতো দক্ষিণঃ কীর্ত্যতে বৃধৈঃ [ভ ২১১৯৩৭]

- (৩৫) বিনয়ী—গুরুভ্য-পরিহারী যঃ কথ্যতে বিনয়ীত্যসৌ [ভ ২১১৯৩৯]

- (৩৬) হ্রীমান্—জ্ঞাতেহম্মরহস্তেহস্তৈঃ ক্রিয়মাণে স্তবেধবা ।

শালীনত্বেন সঙ্কোচং ভজন্ হ্রীমাহুদীর্ঘ্যতে ॥ [ভ ২১১৯৪১]

- (৩৭) শরণাগত-পালকঃ—

পালয়ন্ শরণাপন্নান্ শরণাগত-পালকঃ [ভ ২১১৯৪৩]

- (৩৮) সুখী—তোক্তা চ হুঃখগন্ধৈরপ্যম্পৃষ্টে চ সুখীভবেৎ [ভ ২।১।১৪৫]
ন হানিং ন শ্লানিং... [ভ ২।১।১৪৭]
- (৩৯) ভক্ত-সুখং—সুসেবো দাসবন্ধুচ দ্বিধা ভক্তসুখমতঃ [ভ ২।১।১৪৮]
- (৪০) প্রেমবশঃ—প্রিয়তমাত্রবশো যঃ প্রেমবশো ভবেদসৌ [ভ ২।১।১৫১]
যথা—স্বমাতুঃ শিন্নগাত্রায়াঃ [ভ ২।১।১৫৩]
- (৪১) সর্বশুভক্ষরঃ—সর্বেষাং হিতকারী যঃ স শ্রাং সর্বশুভক্ষরঃ [ভ ২।১।১৫৪]
- (৪২) প্রতাপী—
প্রতাপী পৌরুষোদ্ধতশক্ততপি-প্রসিদ্ধিতাক্ [ভ ২।১।১৫৬]
- (৪৩) কীর্ত্তিমান্—যশোভিনিম্নলৈযুক্তঃ কীর্ত্তিমানিতি কথ্যতে [ভ ২।১।১৫৮]
- (৪৪) রক্তলোকঃ—
পাত্রং লোকানুরাগাণাং রক্তলোকং বিহুবুধাঃ [ভ ২।১।১৬১]
- (৪৫) সাধুসমাশ্রয়ঃ—সদেকপক্ষপাতী যঃ স শ্রাং সাধুসমাশ্রয়ঃ [ভ ২।১।১৬৪]
- (৪৬) নারীগণ-মনোহারী—
নারীগণ-মনোহারী স্তনরীগণ-মোহনঃ [ভ ২।১।১৬৬]
- (৪৭) সর্বারাধ্যঃ—সর্বেষামগ্রপূজ্যো যঃ স সর্বারাধ্য উচ্যতে [ভ ২।১।১৬৯]
- (৪৮) সমুদ্ভিমান্—মহাসম্পত্তিযুক্তো যঃ স ভবেচ্চ সমুদ্ভিমান্ [ভ ২।১।১৭১]
- (৪৯) বরীয়ান্—সর্বেষামপি মুখ্যো যঃ স বরীয়ানিতীয্যতে [ভ ২।১।১৭৪]
- (৫০) ঈশ্বরঃ—দ্বিধেশ্বরঃ স্বতন্ত্রশ্চ চূড়জ্যাজ্ঞশ্চ কীর্ত্ত্যতে [ভ ২।১।১৭৬]
- (৫১) সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তঃ—
সদাস্বরূপ-সংপ্রাপ্তো মান্নাকার্য্যাবশীকৃতঃ [ভ ২।১।১৮০]
- (৫২) সর্বপ্রঃ—পরচিত্তস্থিতং দেশকালান্তরিতং তথা ।
যো জানাতি সমস্তার্থং স সর্বপ্রো নিগন্ততে ॥ [ভ ২।১।১৮২]
- (৫৩) নিতানূতনঃ—সদানুভূয়মানোহপি কেরোত্যাননুভূতবৎ ।
বিস্ময়ং মধুরীতির্থঃ স প্রোক্তো নিতানূতনঃ ॥ [ভ ২।১।১৮৪]

(৫৪) সচ্চিদানন্দসান্দ্রাজঃ—

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাজঃ সচ্চিদানন্দমনাকৃতিঃ [ভ ২।১।১৮৭]

(৫৫) সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ—

স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ শ্রাং সর্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ [ভ ২।১।১৯২]

(৫৬) অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ—

দিব্যসর্গাদি-কর্তৃস্থং ব্রহ্মরূপাদি-মোহনম্ ।

ভক্ত-প্রারক-বিশ্বংস ইত্যাদিচিন্ত্যশক্তিঃ ॥ [ভ ২।১।১৯৪]

(৫৭) কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ—

অগণ্যজগদগুণাঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ । [ভ ২।১।১৯৬]

ক্লাহং তমো..... [ভ ২।১।২০০]

(৫৮) অবতারাবলীবিজম্—অবতারাবলীবিজমবতারী নিগন্ততে [ভ ২।১।২০২]

বেদানুদ্বরতে..... [ভ ২।১।২০৩]

(৫৯) হতারিগতিদায়কঃ—

মুক্তিদাতা হতারীগাং হতারিগতিদায়কঃ [ভ ২।১।২০৪]

(৬০) আত্মারামগণাকর্ষী—এতদ্ব্যক্তার্থম্ ।

অসাধারণ-চতুষ্কং যথা—

(৬১) লীলামাধুর্য্যম্—সন্তি যথপি..... [ভ ২।১।২০৯]

(৬২) প্রেমণা প্রেয়াধিক্যম্—অটতি যন্তবানহি..... [ভ ২।১।২১১]

(৬৩) বেণুমাধুর্য্যম্—রুদ্ররসভূতঃ..... [ভ ২।১।২১৪]

(৬৪) রূপমাধুর্য্যম্—কা স্ত্যাক্ তে..... [ভ ২।১।২১৬]

দিগ্‌মাত্র কহিল ইথে গুণের কখন । সমাক্ কৃষ্ণের গুণ কে করে বর্ণন ॥

আকাশের তারা কিম্বা পৃথিবীর ধূলি । বরং গণনা করে যে হয় সুকলী ॥

সমুদ্রের ঢেউ গণন বরং সাধ্য হয় । কৃষ্ণের অচিন্তা গুণ সংখ্যা নাহি হয় ॥

এই কথা ব্রহ্মস্তুতি ভাগবত দশমে । দৈত্য-উক্তি করি স্তুতি কৈল প্রভুহানে ॥

গুণাঅনন্তেহপি..... [ভ ২।১।২১৯]

নিত্যগুণযুক্ত কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি । ভক্তাপেক্ষিক কৃষ্ণ ত্রিবিধ বাখানি ॥
পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ ভগবান্ । নাটক শাস্ত্রে কহেন এই তিন নাম ॥

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা [ভ ২।১।২২১]

অখিল গুণ-প্রকাশক সর্বগুণোপেত । পূর্ণতম নন্দগৃহে ভগবান্ খ্যাত ॥
তাহা হৈতে কোন গুণ অল্প-সন্দর্শন । পূর্ণতর নাম বলি হয় বিশেষণ ॥
তাহা হৈতে নানগুণ বাহাতে দেখিয়ে । পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ সেখানে কহিয়ে ॥

প্রকাশিতাখিলগুণঃ.....[ভ ২।১।২২২]

শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম গোকুল নগরে । পূর্ণতর মথুরাতে, পূর্ণ দ্বারকাপুরে ॥

কৃষ্ণস্ত পূর্ণতমতা.....[ভ ২।১।২২৩]

লীলাভেদে ক্রীড়ালগি রসের পোষণ । সেই কৃষ্ণ চতুর্বিধ নায়ক নাম হন ॥
ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত নাম । ধীরোদাত্ত বলি এই চারি অভিধান ॥

অথ ধীরোদাত্তঃ—

গভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণতা । ধীরোদাত্ত দৃঢ়ত্বতাদি গুণগর্ভতা ॥
ধীরোদাত্ত গুণ দেখি শ্রীরঘুনন্দনে । লীলাক্রমে ভক্ত কৃষ্ণে তাহা মানে ॥

ইদং হি ধীরোদাত্তত্বং.....[ভ ২।১।২২৪]

অথ ধীরললিতঃ—

বিদগ্ধ, নব তরুণ, রস-পরিহাস । প্রিয়ার অধীন হয় বিবিধ বিলাস ॥
ধীরললিতের গুণ এইরূপ দেখি । নন্দস্থতে ব্রজপুরে সর্বভাবে লেখি ॥
ললিতের গুণ প্রায় কন্দর্পে উদাহরণ । প্রকট ললিত ধীর শ্রীনন্দনন্দন ॥

গোবিন্দে প্রকটং.....[ভ ২।১।২৩২]

অথ ধীরশান্তঃ—

শমপ্রকৃতি, সুধী, বিনয়ী, জিতেন্দ্রিয় । ক্রোশাদিসহন গুণ ধীরশান্তে হয় ॥
এই গুণ যুধিষ্ঠির রাজাতে দেখিয়ে । লীলাক্রমে সেই গুণ শ্রীকৃষ্ণে লেখিয়ে ॥

যুধিষ্ঠিরাদিকৌ.....[ভ ২।১।২৩৫]

অথ ধীরোদাত্তঃ—

মাৎস্যর্য্য, অহঙ্কার আর মায়া, রোষ, ছল । ধীরোদাত্তে দেখি পুন এইত সকল ॥
ধীরোদাত্তাদির গুণ রয় ভীমসেনে । লীলাভেদে কভু দেখি শ্রীনন্দনন্দনে ॥

ধীরোদাত্তস্ত.....[ভ ২।১।২৩৮]

ধীরোদাত্তের গুণ মাৎস্যর্য্যাদি করি । অহঙ্কার মায়াদি হয় দোষের ভিতরি ॥
সর্বদোষহীন হয় ভগবানের দেহ । ধীরোদাত্ত গুণ তবে কিসে কৃষ্ণে কহ ॥
এই দোষ নাহি কৃষ্ণে প্রচারে বাহিরে । লীলাক্রমে কোন রস পোষণের তরে ॥

মাৎস্যর্য্যাত্মাঃ প্রতীয়ন্তে.....[ভ ২।১।২৩৯]

শ্রীকৃষ্ণদেহেতে সর্বদোষ-অদর্শন । মাৎস্যর্য্যাদিক সেহ লীলার কারণ ॥
বৈষ্ণবতন্ত্রে কহে তাহার প্রমাণ । অষ্টাদশ মহাদোষে রহিত ভগবান্ ॥

অষ্টাদশ-মহাদোষৈঃ.....[ভ ২।১।২৪৬]

অষ্টাদশ-মহাদোষা যথা—

মোহস্তম্ভা.....অষ্টাদশোদিতাঃ [ভ ২।১।২৪৭-৪৮]

তারপর শুন কৃষ্ণের অষ্ট মহাগুণ । শোভা, বিলাস, আর মাধুর্য্য লক্ষণ ॥
মাঙ্গল্য, স্থৈর্য্য, তেজ, ললিত, ঔদার্য্য । এইত কহিল পুন অষ্টগুণ ধৈর্য্য ॥
ইত্যাদি কহিল কৃষ্ণগুণাদি-লক্ষণ । এবে কহি শ্রীকৃষ্ণের সহায় যোবা জন ॥
গর্গ, সান্দীপনি মুনি আদি যোবা গণ । ধর্মবিষয়ে তারা সহায়রূপ হন ॥
যুযুধান আদি হয় যুদ্ধাদি সহায় । উদ্ধবাদি করি হয় প্রিয় মন্ত্রণায় ॥
এবে কহি শুন তার ভক্তের লক্ষণ । সত্যবাক্যাদি-গুণযুক্ত যোবা সব হন ॥
সেই সব ভক্তভেদবিশেষ লেখিয়ে । সাধক আর সিদ্ধনাম দ্বিবিধ কহিয়ে ॥
ভক্তাঃ—তে সাধকাস্ত সিদ্ধাস্ত দ্বিবিধাঃ পরিকীর্তিতাঃ [ভ ২।১।২৭৫]

তত্র সাধকাঃ—উৎপন্নরতঃ.....[ভ ২।১।২৭৬]

বিশ্বমঙ্গলতুল্যা যে.....[ভ ২।১।২৭৯]

অথ সিদ্ধাঃ—

নাহি জানে কোন ক্লেশ কৃষ্ণশ্রয়ক্রিয়া । প্রেমসুখাষাদ যার সদানন্দ হিয়া ॥
সিদ্ধভক্ত বলি কহি সেই সবগণ । তাহে সেই সিদ্ধ দেখি দ্বিবিধ লক্ষণ ॥

সম্প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধাঃ.....[ভ ২।১।২৮১]

সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ—

সাধনালুক্রেমে কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের রূপায় । সংপ্রাপ্তসিদ্ধ হয় দ্বিধা পুন তায় ॥
সাধনসিদ্ধ, রূপাসিদ্ধ ছই বিবরণ । মার্কণ্ডেয় আদি করি সাধনসিদ্ধ হন ॥

মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ.....[ভ ২।১।২৮৫]

রূপাসিদ্ধাঃ—

নাশাং দ্বিজাতি-সংস্কারো.....শুকাদয়ঃ [ভ ২।১।২৮৬-৮৯]

অথ নিত্যসিদ্ধাঃ—

নিত্যসিদ্ধগণ হয় কৃষ্ণ-সহচর । নিত্যানন্দগুণ সবে আনন্দ অন্তর ॥
আত্মা হৈতে কোটিগুণ কৃষ্ণে প্রেম যার । কৃষ্ণস্বখে স্থখী সদা সতত বিহার ॥
কৃষ্ণতুল্যা অভিমানী বিহার সমান । নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী সকলে প্রধান ॥

আত্মাকোটীগুণং কৃষ্ণে.....[ভ ২।১।২৯০]

অপিচ— ইত্যতঃ কথিতা নিত্যপ্রিয়া.....[ভ ২।১।২৯৬]

পঞ্চাশৎ যোবা গুণ লিখিল কৃষ্ণেতে । কোন গুণ রয় তার নিত্যসিদ্ধেতে ॥
এইত কহিল ধুলে ভক্তের লক্ষণ । রতিভেদে পুন তাহে পঞ্চবিধ হন ॥
শান্তভক্ত, দাসভক্ত, স্নত ভ্রাতৃগণ । সখা, গুরুবর্গপ্রিয়া এই নিরূপণ ॥

ভক্তাস্ত কীর্তিতাঃ.....[ভ ২।১।৩০০]

আলম্বন-স্বত এই কহিল বর্ণন । উদ্দীপন করে কহি করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয় যার শ্রবণ কীর্তনে । উদ্দীপন তারে কহি শাস্ত্রের শাসনে ॥
উদ্দীপন তাহে দেখি অনেক প্রকার । শ্রীকৃষ্ণের গুণ চেষ্টাদি প্রসাধন আর ॥
হাস্তাদসৌভ-বংশী নৃপূরুর ধ্বনি । শিঙ্গারব পদাঙ্ক-চিহ্ন বহুবিধ জানি ॥

ঐশ্বর্যো—তুলসীগন্ধ, পাঞ্চজন্তরব । কৃষ্ণক্ষেত্র, হরিবাসর, বাত্রা মহোৎসব ॥

উদ্দীপনাস্ত তে.....[ভ ২।১।৩০১-৩০৪]

(এবামালম্বনমুদ্দীপনত্বঞ্চ—যদা কৃষ্ণঃ সুরম্যাদ্রো ভাব্যতে, তদালম্বনং,
যদা তু কৃষ্ণস্ত সুরম্যাদ্রত্বং ভাব্যতে, তদা উদ্দীপনম্)

এবামালম্বনত্বঞ্চ তথোদ্দীপনতাপি চ [ভ ২।১।৩০৭]

তত্র বয়ঃ—(কৌমারং পৌগণ্ডং কৈশোরমিতি ব্রজে ত্রিবিধম্)

পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার কহিয়ে । দশ বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড লেখিয়ে ॥

ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর মোহন । তার পর হয় কৃষ্ণের যৌবন-দর্শন ॥

কৌমারং পঞ্চমাবাস্তং.....[ভ ২।১।৩০৯]

সর্বরসের উপযুক্ত কৈশোর-ভাবনা । ব্রজাছুগা সভাকার কৈশোর বাসনা ॥

কৈশোর বয়স-ভেদ ত্রিবিধ লক্ষণ । আত্ম, মধ্য, শেষ—এই শাস্ত্রের নিরূপণ ॥

প্রথম কৈশোর একাদশ বর্ষ অষ্ট মাস ।

প্রথম কৈশোরে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যপ্রকাশ ।

নেত্রান্তে অরুণ ছবি উজ্জল বরণ । লোমাবলী বক্ষে হয় প্রকট দর্শন ॥

বৈজয়ন্তী মালা গলে, শিরে শিখিপাখা । নটবেশ বংশীধারী শোভার নাহি লেখা ॥

বহুপীড়ং নটবরবপুঃ.....[ভ ২।১।৩১৬]

খরতাত্র নখাগ্রাণাং.....[ভ ২।১।৩১৭]

অথ মধ্যকৈশোরম্—

উরু বাহ স্তবলন, তুঙ্গ বক্ষঃস্থল । নব নাগরী-রস আরম্ভ কেবল ॥

সহাস মধুর হাস নয়ন-ভঙ্গিমা । কুঙ্কলি রাসারম্ভ পরিহাসিনী ॥

উরুদ্বয়স্ত বাহুবোচ্চ.....[ভ ২।১।৩২০]

অথ শেষ-কৈশোরম্—

পূর্ব হইতে অঙ্গের শোভা অতিশয় । পার্শ্বে ত্রিবিধি ব্যক্ত, মধ্য ক্ষীণ হয় ॥

পূর্বতোহপ্যধিকোৎকর্ষঃ.....[ভ ২।১।৩২৭]

নব যৌবন কৃষ্ণ কৈশোর শেষে কন । ব্রজদেবীর যিহৌ সর্বস্বরূপ হন ॥
রাসাদিক লীলা নানা রসপরকাশ । কর্ণাকর্ণি কথলাপ বিবিধ উল্লাস ॥
ইত্যাদি ত্রিবিধ ভেদ রয় উদ্দীপনে । বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ত্রিবিধ লক্ষণে ॥

অথ সৌন্দর্য্যং—(অঙ্গানাম্ বথোচিতং সন্নিবেশঃ)

ঘনছাতি পীতবাস সর্বাঙ্গ সুন্দর । কর পদ মুখ নাসা শোভন অধর ॥

অথ রূপম্—

আভরণ পরিধানে বিবিধ ভূষণে । রূপ বলি নরে কয়—শুন বিজ্ঞজনে ॥

অথ মৃদুতা—

মৃদুতা কহিয়ে যাথে অত্যন্ত কোমল । স্পর্শে মুহু বেন মালতীর দল ॥

অথ চেষ্টা—

চেষ্টা রাসাদিলীলা আর ছুট-বধে । গোপীগণ লঞা ব্রজে রাসলীলা সাধে ॥

বুঝভাষ্মর আদি করি ছুটদলন । অহুসঙ্গে ইত্যাদি চেষ্টাভূকরণ ॥

ছুটবধো ললিতমাধবে—

শম্ভুসুৰ্ঘং নয়তি.....[ভ ২।১।৩৪৫]

অথ প্রসাধনম্—(বস্ত্রাকলমণ্ডনাতঃ প্রসাধনম্) ।

তত্র বসন—

পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ, সূর্য্যকান্তিসম । শ্রীকৃষ্ণের পরিধেয় ত্রিবিধ বসন ।

যুগ, চতুষ্ক, তথা ভূয়িষ্ঠ বসন । সংক্ষেপতঃ কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥

নবাকরশি....[ভ ২।১।৩৪৭]

(তত্র যুগং দ্বিবস্ত্রং—পরিধেয়মুত্তরীয়ঞ্চ । চতুষ্কং—পরিধেয়ং কঙ্কুং,
কটিবেষ্টিতধটিং শিরোবেষ্টনঞ্চ । ভূয়িষ্ঠং—অনেক বর্ণবসনং নটবেশক্রিয়োচিতম্) ।

অথ আকল্লঃ—

(কবরী, চূড়া, বেণী চেতি ত্রিবিধ আকল্লঃ । পুষ্পাদিকেশবেশঃ
কবরী, উদ্ধবদ্ধকচা চূড়া, পৃষ্ঠভাগে দীর্ঘতয়া কেশপুশ্পনং বেণী)

মালা ত্রিধা বৈজয়ন্তী, রত্নমালা, বনস্রজশ্চ । পত্রপুষ্পময়ী চরণ-
পর্য্যন্তং চ বনমালা ; পুনর্ভেদঃ—বৈকঙ্ককম্, আপীড়ম্, শেখরক্ষেতি ।
উবসি তির্থকৃ ক্ষিপ্তং বৈকঙ্ককম্, শিখাস্থ ক্ষিপ্তে মাল্যে আপীড়-শেখরৌ,
পুনর্ভেদঃ—কণ্ঠাদৃজুলম্বিমাল্যং প্রালম্বম্ । রত্নমালা স্বর্ণাদি-নির্মিতা,
বনমালা নানাপুষ্পরচিতচন্দ্রিকাষিতা ॥

অথ মণ্ডনম্—(কিরীট-মণ্ডল-হার-মুক্তাদিনির্মিত-বলয়ানুসূরীয়ক-কেয়ুর-
নৃপরাগ্নং রত্নমণ্ডনম্)

স্মিতং—মধুরহাস্তম্ ।

অঙ্গসৌরভম্—সর্বদৈব অঙ্কুরকুলুমাদিবৎ ।

অথ বংশঃ—

সেই বংশ হয় জানি ত্রিবিধ প্রকার । বেণু, মুরলী, বংশী ত্রিবিধ ভেদ যার ॥

এষ ত্রিধা ভবেদ বেণু মুরলী বংশিকেত্যপি (ভ ২।১।৩৬৫)

তত্র বেণুঃ—

দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘে স্থূল অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ । ষড়্‌বক্রাঘ্রিত বেণু পাবিকাথ্য নাম ॥

অথ মুরলী—

হস্তদ্বয়-পরিমিত মুখরঙ্গমুত । চতুরন্ধু-সমায়ুক্ত মুরলী বিখ্যাত ।

অথ বংশী—

সপ্তদশাঙ্গুল দীর্ঘে স্থূলাঙ্গুষ্ঠসমান । অষ্টরন্ধু-স্থশোভিত তারকা-প্রমাণ ॥

চতুরঙ্গুল ছাড়ি মুখরন্ধু ভাগে । পশ্চাতে ত্র্যাঙ্গুল ছাড়ি এই ক্রম লাগে ॥

নবরজাঘ্রিতা বংশী জগতমোহন । পুন ভেদ কহি শুন বংশীর লক্ষণ ॥

দশাঙ্গুল পর অষ্টরন্ধু স্থশোভিত । মহানন্দা সেই বংশী মুখরন্ধু যুত ॥

সম্বোধিনী, আনন্দিনী পুন তার নাম ।

জগতমোহিনী বংশী গোপিকার প্রাণ ॥

বংশিকা ত্রিবিধরূপে তাহাতে গঠন । মণিময়ী, স্বর্ণময়ী, বৈণবী কথন ॥

অথ শৃঙ্গম্—

শিক্ষা হয়ে দ্বিধারূপ কর অবধান। মদ্রঘোষ তথা আর গবল-আখ্যান ॥
মহিষের শৃঙ্গ তাহে গবল কহিয়ে। স্বর্ণবন্ধ দুই পাশ যাহার দেখিয়ে ॥
নানারত্নমণিবন্ধ ধাতুময়ী য়াথে। মদ্রঘোষ বলিয়া আখ্যান কহি তাথে ॥

অথ নৃপুরম্—

স্বর্ণাদি-নিমিত হয় নৃপুর চরণে। নৃপুরের ধ্বনি পুন হয় উদ্দীপনে ॥

অথ কন্যুঃ—

কন্যুশব্দে শ্রীকৃষ্ণের শব্দ পাঞ্চজন্ত হন। দ্বারকা ভক্তের হয় সেহ উদ্দীপন ॥

অথ পদাঙ্কঃ—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুরেখা ভূমিতে দর্শন। অকুর দেখিয়া পথে পুলকাস্ত হন ॥

কৃষ্ণপদচিহ্ন ধূলায়ে দেখিল। অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব তাহার উপজিল ॥

অথ ক্ষেত্রম্—

কৃষ্ণক্ষেত্র মথুরা দ্বারকাদি করি। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রাদি য়াথে হন সদা হরি ॥

অথ তুলসী—

কৃষ্ণদত্ত তুলসীগন্ধ হয় উদ্দীপন। তুলসী-সৌরভে করায় শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ॥

অথ ভক্তঃ—

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ হয় পরম কারণ। ভক্তসঙ্গে মহাসুখ শ্রীকৃষ্ণস্মরণ ॥

অথ ভদ্রাসরঃ—

শ্রীকৃষ্ণবাসর জন্মাষ্টমী আদি করি। উদ্দীপন যত্র এই সংক্ষেপ বিচারি ॥

বিভাবের মধ্যে হইল দুই নিরূপণ। আলম্বন-সুত্র তথা আর উদ্দীপন ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য। অভিরাম সুন্দরানন্দ সর্বগুণবর্ষ্য ॥

শ্রীপাণিগোপালপ্রভু গোপালচরণ। যার পদে কায়মনে লইএগ শরণ ॥

কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব শরণ উল্লাস। কাতরে বর্ণিল এই নয়নানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব নবম-প্রকরণম্ ॥ ৯ ॥

দশম প্রকরণ

শ্রীরামকৃষ্ণে জয়তাম্।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার। জয় নিত্যানন্দ প্রভু অগ্রজ তাহার ॥

গৌরভক্ত জয় জয় সুন্দর গোপাল। শ্রীপাণিগোপাল প্রভু পরম দয়াল ॥

বিভাব-লক্ষণ আগে হইল লিখন। অনুভাব-সুত্র পরে করহ শ্রবণ ॥

অনুভাবাঃ—

শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব হয় চিত্তগত। বাহ্যে বিক্রিয়ার প্রায় দেখিয়ে বেকত ॥

ভাবনার অববোধে যখন যেমন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুণ হয়ত স্মরণ ॥

নৃত্য গীত বিলুপ্তন নানা চেষ্টা দেখি। কভু হান্ত, ঘৃণা কভু হয় অপেক্ষা ॥

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ.....[ভ ২১২১]

তে যথা—নৃত্যং বিলুপ্তিতং গীতং.....[ভ ২১২২]

তাহে অনুভাব পুন ভেদ হয় দুই। শীত আর ক্ষেপণ বলিয়া পুনঃ সেই ॥

শীতাঃ স্যুর্গীতজ্জন্তাঃ.....[ভ ২১২৩]

তত্র নৃত্যং—

একদা শ্রীমহেশ্বর নাচে উর্দ্ধপথে। পরম হরিষে শিব-গণেশের সাথে ॥

মুরলীবদন-মুখ শ্রীকৃষ্ণের হেরি। আনন্দে নাচয়ে হর সকল পাসরি ॥

সম্মানে গগনে হর ডুমুক বাজায়। অন্তরে ভাবের চেষ্টা বাহিরে নাচায় ॥

মুরলী-খুরলী... [ভ ২১২৪]

বিলুপ্তিতং—

কচিদ্বিধঃ স্বস্তানমীব.....[ভ ২১২৫]

গীতং—

রাগভঙ্গকরস্থিতচেতাঃ.....[ভ ২১২৬]

ক্ৰোশনং—

হরিকীর্তনজীবিক্রিয়ঃ.....[ভ ২১২৮]

ভনুমোটনং—

কৃষ্ণনামানি মুদোপবীণিতে.....[২১২৯]

হৃৎকারঃ—হৃৎকতিঃ।

জন্তনং—প্রসিক্তম্ ।

শ্বাসভূমা—(নিশ্বাসরূপকজাবায়ঃ)

লোকানপেক্ষিতা— পরিবদতু জনো.....(ভ ২।২।১৫)

লালাশ্রবঃ— (কৃষ্ণপ্রেমদদমন্তস্ত জনস্ত অচেষ্টস্ত মুখাং লাল্লাশ্রবঃ)

অট্টহাসঃ— হাসাদ্ভিন্নোহট্টহাসোহয়ং(ভ ২।২।১৭)

ঘূর্ণা—(মুরলীগানশ্রবণেন চেতোভ্রমণম্)

হিক্কা—(হরিপ্রণয়বিক্রিয়াকুলতয়া রোদনেন হিক্কা ভবতি)

সংক্ষেপে কহিল অমুভাব-লক্ষণ । তারপর কহি শুন সাত্ত্বিক-বর্ণন ॥

সাত্ত্বিক কহিতে আগি সত্ত্বরূপ কহি । সত্ত্ব-উৎপন্ন ভাব—সাত্ত্বিক বলি তহি ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধিভাব রয়ে সাক্ষাৎ ক্রমে । কিম্বা শ্রীকৃষ্ণভাব কিছু ব্যবধানে ॥

ভাবক্রমে চিত্ত আক্রান্ত যাথে হয় । 'সত্ত্ব' বলিয়া নাম তাহাকারে কয় ॥

সেই সত্ত্বে উৎপন্ন ভাব সাত্ত্বিক বলি তারে ।

তাহা দেখ গোসাঁঞের গ্রন্থ-অনুসারে ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ.....[ভ ২।৩।১-২]

সাত্ত্বিক ভাব পুন ত্রিবিধ আখ্যান । স্নিগ্ধ, দিগ্ধ রুক্ষ—ত্রিবিধ বিধান ॥

স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা.....[ভ ২।৩।২]

তত্র স্নিগ্ধাঃ—(তে দ্বিধা মুখ্যা গোণাশ্চ, তত্র মুখ্যাঃ কৃষ্ণে সস্বকঃ সাক্ষাৎ মুখ্যরত্নাক্রমণাং, মুখ্যান্তে সাত্ত্বিকাঃ) ।

কুন্দৈর্মুকুন্দায় মুদা.....[ভ ২।৩।৫]

মুখ্যঃ স্তম্ভোহয়ং.....[ভ ২।৩।৬]

অথ গোণাঃ—(শ্রীকৃষ্ণস্ত সস্বকঃ কিঞ্চিদ ব্যবধানতো গোণভূতয়া রত্নাক্রমণাং গোণান্তে সাত্ত্বিকাঃ) ।

স্ববিলাচন-চাতকান্বদে.....[ভ ২।৩।৮]

(ইমৌ গোণৌ বৈবৰ্ণ্য-স্বরভেদৌ)

অথ দিগ্ধাঃ—

মুখ্যা গোণরতি ছাড়া চিত্ত-আক্রমণে । যে সত্ত্ব উপজয়ে কৃষ্ণ-সস্বক বিনে ॥

যথা—পূতনা আইল ব্রজে ঐছে হৈল ধরনি ।

পুত্রহেতু কম্পিতা হৈল নন্দরাণী ॥

(অত্র কম্পরত্নানুগামিত্বাদ্দিগ্ধাঃ)

অথ রুক্ষাঃ—

কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-লীলাদি করিয়া স্মরণে । রোমাঞ্চাদি যদি হয় ভাবশূন্য জনে ॥

ভোগ-মোক্ষাভিলাষীর যে সত্ত্ব উদয় । রুক্ষ সাত্ত্বিক ভাব তাহাকারে কয় ॥

জাতা ভক্তোপমে.....[ভ ২।৪।১২]

অষ্টপ্রকার হয় সাত্ত্বিক-লক্ষণ । স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চাদি করিয়ে লক্ষণ ॥

স্বরভেদ, বেপথু, বৈবৰ্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় । এই ত কহিল অষ্ট-সাত্ত্বিক-নির্ণয় ॥

কিরূপে এই সব ভাব দেহে উপজয়ে । শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যরসে চিত্তাক্রান্ত হয়ে ॥

চিত্ত যবে প্রাণবায়ু সমাগত হয় । সেই প্রাণ বিক্রিয়াপ্রায় দেহে উপজয় ॥

তবে দেহে শূন্য হয় স্তম্ভাদিক চিহ্ন । প্রাণের বিক্রিয়া হয় স্তম্ভাদির জন্ম ॥

চিন্তং সত্ত্বীভবৎ..... সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ [ভ ২।৩।১৫-১৬]

পাঞ্চভৌতিক দেহ হয়ত নির্মাণ । পঞ্চ ভূতগণ কহি কর অবধান ॥

পৃথিব্যপ্তেজ বায়ু আকাশাদি ক্রমে । দেহ-নির্মাণ হয় অবয়ব-বিধানে ॥

চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সহ জীবের অধিষ্ঠান । ইন্দ্রিয়গণ সহ করে বিবিধ বিধান ॥

পৃথিব্যপ্তেজ আকাশাদি চারিস্থানে । প্রাণবায়ু যখন যাথে করে আলম্বনে ॥

তখন তেমনে বাহ্যে হয়ত দর্শন । ভূমিগত প্রাণ হৈলে স্তম্ভ দেহে হন ॥

জলস্থিত প্রাণ হৈলে অশ্রুপাত হয় । তেজোগত হৈল স্বেদ বৈবৰ্ণ্য উপজয় ॥

আকাশ আশ্রয় হইলে প্রলয় উপস্থিতি । স্বস্থানে থাকিয়া হয় ত্রিবিধরূপ তথি ॥

রোমাঞ্চ, কম্প, বৈবৰ্ণ্য—তিন উপজয় । কনিষ্ঠ, মধ্যম, তীব্ররূপ তায় কয় ॥

চত্বারি স্মাদিভূতানি.....[ভ ২।৩।১৭-১৯]

অত্র স্তম্ভঃ— হর্ষ ভয় আশ্চর্য্য বিবাদ রোষ হইতে ।
বাক্যের রাহিত্য হয় 'স্তম্ভ' বলি তাকে ॥
স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্য.....[ভ ২।৩।২১]
ভয়াং স্তম্ভো যথা—গিরিসম্নিত.....[ভ ২।৩।২৩]

অথ শ্বেদঃ—
হর্ষ ভয় ক্রোধ হৈতে শ্বেদ উপজয় । দেহ ক্লেদ করে ঘর্ম, তারে শ্বেদ কর ॥
শ্বেদো হর্ষভয়ক্রোধ.....[ভ ২।৩।২৮]

অথ রোমাঞ্চঃ—
আশ্চর্য্যদর্শন আর হর্ষ-উৎসাহেতে । রোমাঞ্চ জন্ময়ে তথা ত্রাস, ভয় হৈতে ॥
রোমাঞ্চোহয়ং কিলার্শ্চর্য্য.....[ভ ২।৩।৩২]

অথ স্বরভেদঃ—
বিবাদ বিষন্ন রোষ হর্ষ ভয় জানি । দেহের গদগদিকায় স্বরভেদ মানি ॥
বিস্ময়াৎ—শনৈরুথায় বিমূঢ়্য লোচনে [ভ ২।৩।৩৯]

অথ বেগথুঃ—
বিত্রাস অমর্ষ হর্ষ জন্তু কম্প হয় । গাত্রলোলভারুৎ 'বেগথু' নাম কর ॥
বিত্রাসামর্ষহর্ষাত্মৈঃ.....[ভ ২।৩।৪৩]
শঙ্খচূড়মধিরূঢ়বিক্রমং.....[২।৩।৪৪]

অথ বৈবৰ্ণ্যম্—
বিবাদ আর রোষ, ভয়ে বৈবৰ্ণ্য আসি হয় । মলিনাঙ্গ কুশতাদি দেহে উপজয় ॥
বিবাদ-রোষ-ভীত্যাৎ.....(ভ ২।৩।৪৭)

বিবাদে শ্বেতিমা প্রোক্তো ধৌসর্ঘ্যং কালিমা কুচিং ।
রোষে তু রক্তিমা ভীত্যাং কালিমা ক্রাপি শুক্রিমা ॥ [ভা২।৩।৫১]
অথ অশ্রুঃ—
হর্ষ রোষ বিবাদোনে নেত্রে অশ্রুপাত । নয়ন মার্জন রাগ হয়েত বিখ্যাত ॥

হর্ষরোষবিবাদাত্তৈরশ্রু... (ভ ২।৩।৫৩)
পদা সূজাতেন.....(ভ ২।৩।৫৭)

অথ প্রলয়ঃ—
সুখ আর দুঃখ হৈতে প্রলয় উপজয়ে । চেষ্টা-জ্ঞান-রহিত বাহাতে সে হয়ে ॥
ভূমিপতনাদি তাহে অনুভাব-দর্শন । তাহার কারিকাসূত্র করহ শ্রবণ ॥

প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং.....(ভ ২।৩।৫৮)

তত্র সুখেন যথা—মিলন্তং হরিমালোক্য.....[ভ ২।৩।৫৯]
এইত কহিল অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণ । তাহা মধ্যে কহি শুন ছোট বড় ক্রম ॥
সত্ত্বে উৎপন্ন ভাব সাত্ত্বিক তার নাম । তারতম্য ক্রমে হয় চতুর্ধা আখ্যান ॥

(সত্ত্বস্ত তারতম্যাং প্রাণতনুক্ষোভ-তারতম্যং ভবতি, অতএব
সাত্ত্বিকভাবানাং সর্বেষাং তারতম্যং ভবতি; অনেন সাত্ত্বিকভাবা-
শ্চতুর্বিধাঃ—ধুমায়িতা জলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তাশ্চ । এষামুত্তরোত্তরং
শ্রেষ্ঠত্বং বৃদ্ধিং যাতি, সা বৃদ্ধিপ্রিধা—যথা বহুকাল-ব্যাপিত্বং,
বহুজ্বল্যাপিত্বং, স্বরূপেণোৎকর্ষত্বমিতি ত্রিধা) ।

তত্র ধুমায়িতাঃ—অদ্বিতীয়া অথবা সদ্বিতীয়া দ্বৈতবাক্তা গোপয়িতুং শক্যা
ধুমায়িতাঃ ।

অথ জলিতাঃ—দ্বৌ ত্রয়ো বা একদা যুগপৎ সূপ্রকটাং দশাং যান্তঃ বহুকাষ্টেন
গোপয়িতুং শক্যান্তে জলিতাঃ ।

অথ দীপ্তাঃ—একদা প্রোচাং ত্রিচতুরা পঞ্চ বা ব্যক্তিং যান্তঃ সম্বরিতুমশক্যাস্তে
দীপ্তাঃ ।

অথ উদ্দীপ্তাঃ—একদা ব্যক্তিমা পদ্মাঃ পঞ্চবাঃ সর্ব এব বা ।
আকৃতাঃ পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি শব্দিতাঃ ॥ [ভ ২।৩।৬২]
মহাভাবে উদ্দীপ্তা এব হৃদীপ্তা ভবন্তি ।

অথ সাহিত্যভাষ্যচতুর্বিধাঃ—রত্নাভাসবাঃ, সহ্যভাসভবাঃ, নিঃসহ্যঃ,
প্রতীপাশ্চ বথা পূর্বমমী শ্রেষ্ঠাঃ ।

তত্র রত্নাভাসভবা বথা মুমুকুর্গাং দৃশ্যতে কদাচিৎ ।

অথ সহ্যভাসভবাঃ—মীমাংসকমতাবলম্বিনাং শ্রীকৃষ্ণগুণাদিশ্রবণেন
পুলকাদয়ো যে তে সহ্যভাসভবাঃ ।

অথ নিঃসহ্যঃ—শ্রীকৃষ্ণচরিতং নিশম্য নহি স্তম্ভঃখাদয়ো ভাবাঃ, কিন্তু
অনভিনিবেশাৎ অশ্রুজলং পততি ইতি নিঃসহ্যঃ ।

অথ প্রতীপাঃ—শ্রীকৃষ্ণস্ত হিতাদিত্য ক্রুদ্রাদিভিঃ প্রতীতাঃ । বথা
কংসস্ত—তস্ত প্রক্ষুরিতৌষ্টস্ত.....[ভ ২।৩।২৩]

ইতি চতুর্বিধ-সহ্যভাসকথনম্ ॥

সংক্ষেপে কহিলা অষ্ট সাহিত্য-লক্ষণ । সম্যক্ কহিবারে শক্তি মোর নাহি হন ॥

শ্রীকৃষ্ণের লিখন গ্রন্থ বৈষ্ণবমুখে শুনি । তাহার আভাস কিছু ভাবাতে বাখানি ॥

শ্রীচৈতন্যপদদন্দ-মকরন্দ আশে । কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব করিল প্রকাশে ॥

শ্রীমৎস্বন্দরানন্দ-গোপালপদে আশ । দশম প্রকরণ কহে নয়নানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব দশম-প্রকরণম্ ॥১০॥

একাদশ প্রকরণ

পীতাম্বরং কনকযষ্টিবিবাণ-পাণিং

লীলাজুবোত্র-জলদপ্রভমচ্যুতং তম ।

গোবিন্দমিন্দুবদনং শিশুভিবরশ্চৈঃ

ক্ৰীড়ারতং নবকিশোরবরং নভোহস্মি ॥

জয় জয় শচীর তনয় দ্বিজরায় । বাহার করণাবলে কৃষ্ণভক্তি পায় ॥
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত অভিরাম সুন্দর । গোপাল মহাস্তসহ জয় বিশ্বস্তর ॥
স্থায়ী রতি রসরূপ সামগ্রীমিলনে । রসোপযোগ্য সামগ্রী ব্যাভিচারি-নামে ॥
তেত্রিশ প্রকার হন ব্যাভিচারিগণ । স্থায়ী রতি প্রতি সতে করিছে গমন ॥
বাক্য অঙ্গ ক্রনেত্রাদি ক্রমে স্থ্যমান । সবক্রমে জ্ঞাত তার হইছে বিধান ॥
নিবেদাদি তেত্রিশ হয় ব্যাভিচারী । ভাবগতি সঞ্চারিয়া বলিয়ে সঞ্চারী ॥
স্থায়ী ভাব-রসসিন্ধু এ সব মিলনে । উন্মজ্জ নিমজ্জ করে ব্যাভিচারি-গণে ॥

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদভাবা.....তদ্রূপতাক্ষতে [ভ ২।৪।১-৩]
নিবেদ, বিবাদ, দৈহ্য, গ্লানি, শ্রম, মদ । গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, তথা বেগ, উন্মাদ ॥

অপস্বপ্তি, ব্যাধি, মোহ, মূতি, আলস্য আর ।

জাড্য, ব্রীড়া, অবহিতা, স্মৃতি পরচার ॥

বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎস্রক ।

ওগ্যা, অমর্ষ, অহ্যা, চাপল্য, নিজাদিক ॥

সুপ্তি, বোধ—এই ব্যাভিচারি-গণ । তেত্রিশ প্রকার এই কহিল বর্ণন

তত্র নিবেদঃ—

বিবাদঃ—ইষ্টানবাণ্ডে প্রারক্কাৰ্য্যাস্তাসিক্কে বিপত্তেঃ অপরাধাদিত্যঃ
অনুতাপঃ বিবাদঃ । অত্র উপায়-সহায়ামুসন্ধিঃ চিন্তা, রোদনং, বিলাপঃ,
বৈবর্ণ্যং, খাসঃ, মুখশোবাদয়ঃ ভবন্তি ।

দৈত্যম্—

ছংখত্রাপরাধাধৈরনৌজিতাস্ত দীনতা ।

চাটুকুন্ডালান্যালিনাচিন্তাসজ্জিমা দিক্ ॥ [ভ ২।৪।২১]

ত্রাসেন জড়িমা যথা উত্তরয়াঃ—

অভিভবতি.....[ভ ২।৪।২৩]

অথ গ্লানিঃ—(শ্রমাধিরতাত্মৈঃ ওজসঃ ক্ষয়ঃ গ্লানিঃ । তত্র কম্পাসজ্জাভা-
বৈবর্ণ্য-ক্লেশদুর্গ-ভ্রমণাদয়ঃ ।)অথ শ্রমঃ—অধ্ব-নৃত্য-রতাত্মাঃ খেদঃ শ্রম ইতীৰ্য্যতে । অত্র নিদ্রা-শ্বেদসম্বাদ-
জ্জুস্তাসাদয়ঃ ।

অধ্বনৌ যথা—কৃতাগসং পুত্রম্.....[ভ ২।৪।৩২]*

অথ মদঃ—বিবেকহর উল্লাসো.....[ভ ২।৪।৩৫]

মধুপানভবো যথা—ভত ভ্রমতি মেদিনী.....[ভ ২।৪।৩৭]

* * * * *

[দ্বাদশ প্রকরণ]

* * * * *

শ্রবণে—মেঘবর্ণ বৃষাস্তর ঘোর শব্দ করে । পুত্রহেতু মহাভীত যশোদা অন্তরে ॥

কৃষ্ণকে লইয়া রাণী যায় অন্তঃপুরে । সর্বদা অবশ হৈয়া কাঁপে থরহরে ॥

যথা—ভৈরবং রুবতি.....[ভ ২।৫।৭০]

অথ জুগুপ্সারতিঃ—[হৃদি অহুভবাদিনা চিত্তনিমীলনং জুগুপ্সা ।]

তত্র পীবনং বক্তৃ-কৃণনং কুংসনাদয়শ্চ । কৃণনং মুখস্থ কুটিলীকরণম্ ।

* মুদ্রিত-গ্রন্থে এতাবদুদ্রুতং । অতঃপরং 'গয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে' সঙ্কলিতমিতি
জ্ঞেয়ম্ । তত্রাপি ৭৪-তম-পত্রতঃ ৮২-তম-পত্রপধ্যস্তং ক্রটিতমাস্তে ।

কোন সখী সখীপ্রতি কহে মনের কথা । বিরলে বসিঞা জানি গোবিন্দ-বারতা ॥

যদবধি মৌর মন গোবিন্দ-চরণে । নব নব রসধাম হৈঞাছে উত্তমে ॥

তদবধি শুন সখি ! করি নিবেদনে । কোনরূপে যদি হয় ক্লীসঙ্গ-শ্ররণে ॥

সুস্থ নিষ্ঠীবন হয় মুখেত বিকার । ইহাতে দেখিয়ে দেহে জুগুপ্সা প্রচার ॥

যথা—যদবধি মম চেতঃ.....[ভ ২।৫।৭২]

শান্তাদি পঞ্চস্থায়ীরূপে এক রতি । হাসাদি গৌণরূপে সপ্ত রতি-প্ৰাতি ॥

এইত কহিল রতি অষ্ট নিরূপণ । যদবধি রসসামগ্রী না হয় মিলন ॥

অনুভাবাদি-মিলনে হয় ভক্তিরস নাম । তত্তদভক্তদেহে হয় রসের বিশ্রাম ॥

যথা—রতিত্বাৎ প্রথমৈকৈব.....[ভ ২।৫।৭৩]

শান্তাদি পঞ্চরতি মুখ্য নিরূপণ । হাসাদি সপ্ত সহ দ্বাদশ রতি হন ॥

বিভাবাদি-সংযোগে রতি রসরূপ হয়ে । ভক্তিরস আশ্বাদন তাহাতে জন্মে ॥

বিভাব অনুভাব সাত্বিক সঞ্চারিণ । এই সব মিলনে রতি রসরূপ হন ॥

তথাহি—প্রতীয়মানাঃ প্রথমঃ.....[ভ ২।৫।৮৩]

রতি-কারণ—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তগণ । কার্যাত্ত স্তম্ভাদি সাত্বিক-লক্ষণ ॥

চিন্তস্থ ভাবনার অনুভব-বোধক । নৃত্য-বিলুষ্ঠনাদি অনুভাব-সংজ্ঞক ॥

ভাব-গতি বিচিত্র রূপ করিয়া সঞ্চার । নির্বেদাদি হয় ব্যভিচারী নাম তার ॥

এই সামগ্রীমিলনে ভক্তিরস হন । ভক্ত রসিকগণ করে আশ্বাদন ॥

মুখ্য গৌণরূপে রতি পূর্বে নিরূপণ । মুখ্য গৌণ-ভেদে ভক্তিরস দ্বিধা হন ॥

যথা—পূর্বমুক্তাদ্বিধা.....[ভ ২।৫।১১৩]

পঞ্চ রতি একো এক মুখ্য নিরূপণ । সপ্ত গৌণ সহ রস অষ্ট সংজ্ঞা হন ॥

শান্ত, প্রীত, প্রেম, তথা বৎসল, মধুর । এই পক্ষে এক মুখ্য শ্রেষ্ঠ যথোক্ত ॥

হাস্য, অদ্বুত, বীর, করুণ, রোদ্র নাম । ভয়ানক, বীতংসক রস গৌণ আখ্যান ॥

পঞ্চধাপি রতেরৈক্যাৎ.....[ভ ২।৫।১১৪]

মুখ্য-গৌণ-ভেদে পৃথক্ গণনা করিতে । দ্বাদশ ভক্তিরস হইল সংখ্যাত্তে ॥

বস্তুতত্ত্ব পঞ্চ রস পুরাণাদৌ দেখি । রসশাস্ত্রে মুখ্য গোণ ভেদে দ্বাদশ লেখি।

এবং ভক্তিরসো.....[ভ ২।৫।১১৭]

করুণাদি রস অতিস্পষ্ট রামায়ণে । হনুমান আশ্বাদই তাহা রাজিদিনে ॥

যত্বেপি সে হুঃখ-প্রায় হয়ত শ্রবণ । প্রৌঢ়ানন্দ রস ভক্তে করে আশ্বাদন ॥

যথা নাট্যাদৌ—

করুণাদাবপি রসে.....[ভ ২।৫।১২৫]

প্রীত্যা রামায়ণং.....[ভ ২।৫।১২৭]

কহিল সামাগ্রে ভক্তিরস-নিরূপণ । অভক্ত জনকে সদা করিবে গোপন ॥

ফল বৈরাগী, শুদ্ধ তাকিক জ্ঞানিজনে । মীমাংসক আদি ভক্তিরসশূন্যগণে ॥

অপ্রকাশ্য সদা হয় এই সব বিচার । অভক্তের নিকট কতু না কর প্রচার ॥

কৃষ্ণপ্রেমী ভক্তিরসযুক্ত ভক্তগণ । তাহা সভার এই তত্ত্ব হয়ে প্রাণ ধন ॥

সর্বথৈব দুর্জাহোহয়ম্.....[ভ ২।৫।১৩১]

রস-কথনং—ব্যতীত্য ভাবনাবজ্ঞ.....[ভ ২।৫।১৩২]

অথ ভাব-কথনং—ভাবনায়াঃ পদে.....[ভ ২।৫।১৩৩] ইতি

শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্বং সাভিরামঞ্চ সুন্দরম্ ।

প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা শ্রীরূপং শ্রীসনাতনম্ ॥

ব্যলেখি যত্নতঃ শ্রীমদ্বক্তে রসনিরূপণম্ ।

প্রকরণং দ্বাদশধৈতদ্রসভক্তিকদম্বকে ॥

শ্রীপণিগোপালপ্রভু গোপালচরণ । এ দাস নয়নানন্দের অভীষ্ট-পূরণ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্বে সামান্যভক্তিরসনিরূপণং দ্বাদশ-প্রকরণম্ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ প্রকরণ

জয় শচীতনয় গৌরাঙ্গ বিশ্বস্তর । জয় নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীযুত সুন্দর ॥

শুন শুন শ্রোতা কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ । মুখ্য ভক্তি-রস পঞ্চ করহ শ্রবণ ॥

শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর । এই পঞ্চ মুখ্য রস অমৃতরসপূর ॥

অথামী পঞ্চ লক্ষ্যন্তে.....[ভ ৩।১।৩]

তত্রাদৌ শান্তভক্তিরসঃ—

পূর্বে যে কহিল শান্তিরতির লক্ষণ । বিভাবাদি-যোগে শান্তভক্তিরস হন ॥

নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ দর্শন । নিজানন্দে সদা স্থিতি আত্মারামগণ ॥

কৃষ্ণকনিষ্ঠতাচিত্ত সর্বহুঃখহীন । ঈশ্বরের সুখে সদা দাসবৎ সেবন ॥

লীলাবিশেষক্রমে মমতারহিত । ঈশ্বরানুভবজ্ঞানে শান্তরস খ্যাত ॥

তত্রাপীশ.....[ভ ৩।১।৬]

তত্রালম্বনাঃ—

চতুর্ভূজরূপে কৃষ্ণ তাহে আলম্বন । শান্ত ভক্তগণ তার আশ্রয়রূপ হন ॥

চতুর্ভূজশ্চ শাস্তাশ্চ.....[ভ ৩।১।৭]

শ্রীমলসুন্দর তনু চারু চতুর্বাহ । আনন্দ-তরঙ্গসিদ্ধ রসময় প্রভু ॥

পরমহংসগণ চিন্তয়ে অবিরত । লক্ষ্মীকান্ত চতুর্ভূজরূপে বিরাজিত ॥

চতুর্ভূজে যেই সব গুণগণ হয় । সচ্চিদানন্দসাক্ষাদি করিঞা নিশ্চয় ॥

সচ্চিদানন্দ হরিঃ.....[ভ ৩।১।৯-১০]

অথ শান্তভক্তাঃ—আত্মারামা বহুশ্রদ্ধাতাপশাশ্চ ইতি ত্রিধা ।

আত্মারাম শ্রীসনক সনাতন আদি । সুন্দর সনৎকুমার পুরাণে প্রসিদ্ধি ॥

এই চারি ব্রহ্মার নন্দন সুকুমার । গৌরবর্ণ, দিগম্বর, পঞ্চদশ বাল্যাকার ॥

এবং তাপসা যে মুমুক্ষাবিরক্তান্তেহপি শাস্তাঃ ।

শান্তে উদ্দীপনাঃ—

বেদপাঠ উপনিষৎ বিরক্ত ভক্তস্থান। জ্ঞানিতত্ত্ব-সঙ্গ তথা ব্রহ্মসত্ত্বগান।
কৃষ্ণপাদ-তুলসীগন্ধ তথা শঙ্খধ্বনি। পুণ্য শৈল্য, শুভারণ্য, সিদ্ধক্ষেত্র জানি।
ইত্যাদি করিঞা শান্তে হয়ে উদ্দীপন। পাদাঙ্ক-তুলসীগন্ধ করই গ্রহণ।
একদা বৈকুণ্ঠদ্বারে সনকাদিগণ। প্রভুর দর্শন হেতু করিছে গমন।
দূরে থাকি পাঞা পাদ-তুলসীর গন্ধে। সর্বাঙ্গ হইল ক্ষোভ, বাড়িল আনন্দে।

যথা তৃতীয়ে—তস্যারবিন্দ.....[ভ ৩।১।২৩]

বিভাব কহিল শান্তে আলম্বন উদ্দীপন। শান্তরসে কহি যেনা অহুভাব-লক্ষণ।
নাসাভ্রাণ প্রাণায়াম অবধুতাদি চেষ্টা। নিরপেক্ষ নির্মমতা মৌন ধ্যাননিষ্ঠা।
নিরহঙ্কারতা আদি অহুভাব-দর্শন। তার পর শুন শান্তে সাত্ত্বিক-বর্ণন।
তত্র সাত্ত্বিকাঃ—

রোমাঞ্চ, শ্বেদ, কম্প আদি সাত্ত্বিক যত। প্রলয় নাহিক শান্তে এই ত বিখ্যাত।

রোমাঞ্চশ্বেদ.....[ভ ৩।১।৩০]

তাপসাদি-যোগিগণে জলিত-দর্শন। দীপ্ত স্নদীপ্ত শান্ত ভক্তে নাহি হন।

সাত্ত্বিকাস্ত জলন্ত্যেব.....[ভ ৩।১।৩২]

অথ ব্যভিচারিণঃ—

নিবেদ, বিবাদ, হর্ষ, ধৃতি, মতি, স্থিতি। ঔৎসুক্য, বিতর্ক, বেগ, সঞ্চারিভাব ইষি।

অথ স্থায়ী—

সর্বত্র ভগবদ্বুদ্ধি তারে কহিলাম। ‘শমো মনিষ্ঠ্যতাবুদ্ধি’ ভাগবতে কন।
অতএব বিষুধমৌন্তর গ্রহে কর। সর্বাঙ্গীবে সমবুদ্ধি শান্ত বলি হয়।
কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণা সদা পরব্রহ্ম-জ্ঞানে। সুখ দুঃখ লাভালাভ নাহি শান্ত-গুণে।
সুখদুঃখ, দোষগুণ নাহিক গ্রহণ। সর্বত্র সমান জ্ঞান শান্তরস হন।

নাস্তি যত্র সুখং দুঃখং.....[ভ ৩।১।৪৮]

শ্রীচৈতন্য-পদদ্বন্দ্ব করিঞা ভাবন। শান্তভক্তিরস কৈল সংক্ষেপে বর্ণন।

—•—

অথ প্রীতভক্তিরসঃ—

যথোচিত বিভাবাদি-সামগ্রী মিলনে। আশ্বাদনে প্রীতিরতি রস হয় নামে।
সেই প্রীতিরতি হন দ্বিবিধ বর্ণনে। অমুগ্রাহ আর তথা লাল্য-অভিধানে।
অমুগ্রাহে সংভ্রম প্রীতি দাস-অভিধানে। গৌরব প্রীতি দেখি লাল্য পুত্রাদিগণে।

দাসাভিমানিনাং.....[ভ ৩।২।৫]

অথ তত্র আলম্বনাঃ—

কৃষ্ণ আর কৃষ্ণদাস হয়ে আলম্বন। তাহে কহি শুন কৃষ্ণ যেনা রূপে হন।
গোকুলে দ্বিভুজ কৃষ্ণ আলম্বন দেখি। অতএব দ্বিভুজ, কহু চতুভুজ লেখি।

আলম্বনোইশ্বিনাং.....[ভ ৩।২।৭]

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণে যথা—

নবজলধর-তনু পীতবসন। স্মিতমধুরানন মুরলীবদন।
ময়ুরশিখণ্ডচূড়া সখাগণসঙ্গ। যমুনাগুলিন বনে পরিহাস রঙ্গ।
দাসগণের অভিলাষ করিছে পূরণ। রক্তক প্রভৃতির কৃষ্ণ হয়ে আলম্বন।

অতএব দ্বিভুজো যথা—

মথুরামণ্ডলে কৃষ্ণ এ নব যৌবন। শ্রামসুন্দর তনু চিকণ-বরণ।
হস্তিগুঞ্জিনি কর আজানুলব্ধিত। কণ্ঠহার মণিমালা কৌস্তভ-সহিত।
কেয়ুর কুণ্ডল শোভা পাঞ্চজন্ম করে। দর্শনের ছলেতে অখিলের মন হয়ে।
চতুভুজরূপে যথা—

জলধরবর্ণ পীতকৌষেয় বসন। চতুভুজ কন্ডকণ্ঠ কমল-লোচন।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম নানায়ুগধারী। লক্ষ্মীকান্ত ভগবান বৈকুণ্ঠ-অধিকারী।
দাস্তরসে কৃষ্ণগুণ করহ শ্রবণ। ‘ব্রহ্মাণ্ডকোটীধামৈক’ ইত্যাদি লক্ষণ।

ব্রহ্মাণ্ডকোটী.....[ভ ৩।২।১১-১২]

অথ কৃষ্ণদাসাঃ—

তাহে কৃষ্ণদাস হন চারিভেদ তার। অধিকৃত আদি করি গ্রহণেতে স্ফটয়।

অধিকৃত দাস আর আশ্রিত দাস। পার্শ্বদ, অহুগত—চতুর্থা প্রকাশ ॥
চতুর্ধামী.....[ভ ৩২।১৮]

তত্র অধিকৃতাঃ—

ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র, দিক্‌পালগণ। অধিকৃত কৃষ্ণদাস এ সব গণন ॥
ব্রহ্মশঙ্কর.....[ভ ৩২।১৯]

অথ আশ্রিতাঃ—

সেই ত আশ্রিত দাসে তিন ভেদ হন। শরণ্য, জ্ঞানিচর, সেবানিষ্ঠ কন ॥
তে শরণ্যাঃ.....[ভ ৩২।২১]

তত্র শরণ্যাঃ—

শরণ্য ভক্ত দেখ কালীয় আদি করি। জরাসন্ধ-বন্ধ রাজা শরণ নিল হরি ॥

অথ জ্ঞানিচরাঃ—

মুমুক্‌ সকল ছাড়ি করে কৃষ্ণাশ্রয়। শৌনক প্রভৃতি জ্ঞানিচর ভক্ত হয় ॥
যে মুমুক্‌ পরিভ্যজ্য.....[ভ ৩২।২৬]

অথ সেবানিষ্ঠাঃ—

আমূলক কৃষ্ণসেবানিষ্ঠ যেবা জন। চন্দ্রধ্বজ হরিহর আদি বহু জন ॥
বহুলাশ্ব, ইক্ষাকু রাজা শ্রুতদেবাদি। পুণ্ডরীকাদি সেবানিষ্ঠেতে প্রসিদ্ধি ॥

অথ পারিষদাঃ—

উদ্ধব, দারুক আর মৈত্রেয়, শ্রুতদেব। নন্দ সনন্দোপনন্দ পারিষদ সব ॥
মন্ত্রী, সারথি কেহো কার কোন কর্ম। পরিচর্যা দি হয় পারিষদের ধর্ম ॥
কুরবংশে পারিষদ শাস্ত্র-তনয়। ভীষ্ম, পরীক্ষিত আর বিদুর মহাশয় ॥
এতেষাং মধ্যে উদ্ধবঃ শ্রেষ্ঠঃ।

অথ অনুগাঃ—

কৃষ্ণ-পরিচর্যারত অনুগাগণ হয়। পুরহু, ব্রজহু—তায় অনুগা দ্বিধা কয় ॥

তত্র পুরহু অনুগাঃ—

সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব, স্তুতবাদি গণ। পারিষদতুল্য হন সেবাদি-করণ ॥
কেহো ছত্র ধরে, কেহো তাবুল যোগান। চামর ব্যাজন করে, কেহো গন্ধদান ॥

তত্র ব্রজহু অনুগাঃ—

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ নাম। মধুব্রত, রসালাদি, স্থবিলাসাখ্যান ॥
প্রেমকন্দ, মকরন্দ, আনন্দ, চন্দ্রহাস। পয়োদ, রসদ আদি ব্রজেতে প্রকাশ ॥
এই সতে করে সেবা পরিচর্যা কর্ম। ব্রজসেবা আদি করি যার যেই ধর্ম ॥
বস্ত্র শয্যা মালাদি-গ্রন্থন ধারণ। সময়ানুসারে করে শ্রীকৃষ্ণসেবন ॥
ব্রজে পারিষদাদি ত্রিবিধ ভেদ দেখি। ধূর্য্য, ধীর, বীর বলি রসশাস্ত্রে লেখি ॥

তত্র ধূর্য্যঃ—

কৃষ্ণে, কৃষ্ণপ্রিয়াগণে, দাসগণে তথা। সর্বত্র বাহার প্রীতি দেখিয়ে মমতা ॥
তাহাকে কহিয়ে ধূর্য্য অনুগা-গণন। ধীর অনুগা যেবা করহ শ্রবণ ॥

তত্র ধীরঃ—

কৃষ্ণপ্রিয়াগণমাত্র করয়ে আশ্রয়। অতিশয় সেবামর্মে নিষ্ঠ নাহি হয় ॥
কৃষ্ণপ্রসাদপাত্র করয়ে গ্রহণ। ধীর অনুগ বলি তাহা সতে কন ॥

অথ বীরঃ—

শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত রূপা আপনাতে মানে।

অনথাপেক্ষ কৃষ্ণে প্রীতি অল্প নাহি জানে ॥

এই ত কহিল বীর অনুগাদি করি। তাহা মধ্যে ভেদ পুন ত্রিবিধ বিচারি ॥
নিত্যসিদ্ধ, তথা সিদ্ধ, সাধকসিদ্ধগণ। এইরূপে দাসাদিক ত্রিবিধ গণন ॥

এতেষু তত্ত্ব দাসেষু.....[ভ ৩২।৫৬]

অথ দাস্যে উদ্ধীপনাঃ—

কৃষ্ণানুগ্রহ-সংপ্রাপ্তি চরণের ধূলি। মহাপ্রসাদাবশেষ ভক্তসঙ্গস্থলী ॥
শৃঙ্গ-মুরলীর ধ্বনি, হাত্তাবলোকন। শ্রীকৃষ্ণের সদৃশগাদি উৎকৃষ্ট শ্রবণ ॥
পদ্মপুষ্প, নবমেঘ, শ্রীঅঙ্গসৌরভ। পদারু-দর্শনাদি উদ্ধীপন-বিভাব ॥

অথ দাশ্যে অনুভাবাঃ—

নৃত্য গীত আদি করি যে পূর্ব লিখন । ‘শ্রীত’ বলি যে কহিলা উদ্ভাস্বরগণ ॥
সুহৃদাদির আদি আর বিরাগাদি যত । দাস্তরসে অনুভাব সেই সব খ্যাত ॥

উদ্ভাস্বরঃ পুরোক্তা যে [ভ ৩২।৬৩]

অথ দাশ্যে সাত্ত্বিকাঃ—

স্তম্ভ আদিক অষ্ট সাত্ত্বিক ইথে দেখি । দাস্তরূপে সংক্ষেপেতে এইরূপ লেখি ॥

স ইন্দ্রসেনো.....[ভ ৩২।৬৮]

অথ দাশ্যে ব্যাভিচারিণঃ—

হর্ষ, গর্ব, বিষয়তা, নিবেদ আর ধৃতি ।

দৈহ্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, ঔৎসুক্য তথা মতি ॥

বিতর্ক, চাপল্য, বেগ, হ্রী, জাড়া, মোহতা ।

উন্মাদ, অবহিথিকা, বোধ, স্বপ্ন তথা ॥

ক্রম, ব্যাধি, মৃতি আদি ব্যাভিচারিণ । তাহে যোগ, অযোগ বলি ছুই ভেদ হন ॥

অথ দাশ্যে স্থায়ী—

সম্ভ্রম প্রভুতাজ্ঞানে আজ্ঞাদি-পালন । এ রূপে উভয়নিষ্ঠ সম্ভ্রম-প্ৰীতি হন ॥

পূর্ণৈশ্বর্য প্রভুজ্ঞান অধিক দাস্তরসে । সম্ভ্রম ঈশ্বরজ্ঞানে তথা গৌরব-প্রকাশে ॥

এইত সম্ভ্রম প্ৰীতি বাঢ়ি উত্তরোত্তর । প্রেম স্নেহ রাগ নাম হয়ে তারপর ॥

বুদ্ধিং প্রেমা.....[ভ ৩২।৭৮]

অধিকৃত আশ্রিত গণে প্রেমরূপ হন । পারিষদে স্নেহ-পর্যন্ত বুদ্ধি-দর্শন ॥

অহুগে ত্রিপরাঙ্কিৎ, উদ্ধব, দারুকে । রাগ-পর্য্যন্ত বুদ্ধি দেখি অহুগ-লোকে ॥

ব্রজাহুগে দেখি সখ্যাসগন্ধযুত । রক্তক পত্রকাদি যোবা অহুগত ॥

অযোগ, ধোগ এই তাহে ভেদ হয় । কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়া হৈলে ‘অযোগ’ বলি কয় ॥

সেই অযোগে পুন দ্বিধা ভেদ দেখি । উৎকণ্ঠা আর বিরোগ বলিএগ তাহে লেখি ॥

তত্র উৎকণ্ঠা—

আগে নাহি দরশন, লোকমুখে শুনে । কৃষ্ণরূপ মাদুরী লীলা করিএগ শ্রবণে ॥

শ্রীকৃষ্ণদর্শনহেতু হয়ে অভিলাষ । অযোগে উৎকণ্ঠা ভাব—এই পরকাশ ॥

ইচ্ছাকু নৃপতির ক্ষোভ কৃষ্ণ-সন্দর্শনে । নারদাদির মুখে শুন করিএগ শ্রবণে ॥

কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখি কৃষ্ণ হয় মনে । কৃষ্ণসার হরিণ দেখি করয়ে সম্মানে ॥

মৃগের লোচন তথা পদ্ম-সন্দর্শনে । শ্রীকৃষ্ণদর্শনহেতু উৎকণ্ঠা বাড়ে মনে ॥

চকার মেঘে[ভ ৩২।৯৭]

এইত অযোগে কহি উৎকণ্ঠা-লক্ষণ । অদৃষ্টপূর্বের চেষ্টা দর্শন-কারণ ॥

অযোগের ক্রিয়া শুন এসব বিধান । তন্ময়ন্বত তথা তদগুণাহুসন্ধান ॥

তার প্রাপ্ত্যুপায় ক্রিয়া দেখিয়ে বাহাতে । সঞ্চারি ভাব কহি শুন যোবা তাথে ॥

ঔৎসুক্য, দৈহ্য, নিবেদ, চিন্তা, চপলতা । উন্মাদ, মোহ আর দেখিয়ে জড়তা ॥

অথ বিরোগঃ— বিরোগো লক্ষসঙ্গেন.....[ভ ৩২।১১৪]

লক্ষসঙ্গের পুন সঙ্গ ছাড়া হৈলে । অযোগের মধ্যে সেই ‘বিরোগ’ বলিয়ে ॥

অযোগে সম্ভ্রমপ্ৰীতে দশাবস্থা দেখি ।

অঙ্গে তাপ, ক্লেশতা আর জাগরণ লেখি ॥

আলম্বন-শূন্যতা তথা অধৃতি, জড়তা । ব্যাধি, উন্মাদ, মুচ্ছা, মৃতি দেখি তথা ॥

বিরোগে সম্ভ্রমঃ.....[ভ ৩২।১১৬]

অথ যোগঃ— কৃষ্ণেন সঙ্গমো.....[ভ ৩২।১২২]

কৃষ্ণ-সঙ্গে সদা বাস যোগ কহি তাকে ।

সেই যোগ সিদ্ধি, তুষ্টি, স্থিতি-ভেদ লেখে ॥

তত্র সিদ্ধিঃ—

উৎকণ্ঠিতের পর শ্রীকৃষ্ণ-মিলন । যোগে সিদ্ধি বলিএগ তাকে গ্রহে কন ॥

রথান্ত্রণমবপ্লুত্যা... [ভ ৩২।১৩২]

অথ তুষ্টিঃ—

বিরোগের পরে কৃষ্ণসহ সঙ্গ হয় । যোগে তুষ্টি বলিএগ তাকে গ্রহে কয় ॥

সমক্ষমক্ষমঃ.....[ভ ৩২।১৩৫]

অথ যোগে স্থিতিঃ—সহবাসো মুকুন্দেন.....[ভ ৩২।১৩৬]

শ্রীকৃষ্ণসহিত বাস তারে 'স্থিতি' কয়। সন্তমপ্রীত রসে কহিল নির্ণয় ॥

অথ গৌরবপ্রীতিঃ—

লাল্যাভিমানির প্রীতি গৌরব-উত্তরে। বিভাবাদিযোগে প্রীতরস বলি তারে ॥

তাহে আলম্বন হরি আর লাল্যাগণ। 'হরিশ্চ তল্লাল্যাশ্চ' গ্রহকার কন ॥

তত্র হরিঃ— মহাশুক্লমহাকীর্তিঃ.....[ভ ৩২।১৪৮]

অথ লাল্যঃ—

লাল্য কৃষ্ণের হন কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ। পুত্র পৌত্রাভিমানে যাইঁ সভা হন ॥

সারণ, গদ, স্তম্ভদ্রা ভ্রাতৃগণ যত। প্রহ্লাদ, চারুদেব্যাদি পুত্রস্বে বিখ্যাত ॥

সাষ আদি করি যেন কৃষ্ণপৌত্রগণ। কৃষ্ণের লাল্যাভিমানে এই সব হন ॥

অথ তত্র উদ্বীপনাঃ—বাৎসল্য-স্মিতপ্রেক্ষাদয়ো হরেঃ।

তত্র অনুভাবাঃ—কৃষ্ণাগ্রে নীচাসন-নিবেশনং গুরুবদ্ব্যাহুসারিষ্মৎ—ইত্যাদিঃ ॥

প্রণাম-মৌনবাহুল্যং.....[ভ ৩২।১৬১]

তত্র সাত্ত্বিকাঃ—অশ্রু-পুলকাদয়ঃ।

তত্র ব্যভিচারিণঃ—হর্বনিবেদাদয়ঃ।

তত্র স্থায়ী—শ্রীকৃষ্ণে লালকে প্রীতিগৌরবপ্রীতিরূচ্যতে।

অথ গৌরবপ্রীতিঃ—প্রেম-স্নেহ-রাগ-পর্যন্ত-বুদ্ধিঃ

অত্রাপি পূর্ববদ্ যোগাযোগো ভেদৌ বোদ্ধব্যৌ ॥

এইত কহিল দাস্তরস-নিরূপণ। মূখ্য ভক্তিমধ্যে ত্রয়োদশ প্রকরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নিত্যানন্দ রূপাময়। শ্রীযুত সুন্দরানন্দ করিঞা আশ্রয় ॥

কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব শ্রবণ উল্লাস। কাতরে বর্ণয়ে শ্রীনয়নানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব শাস্ত্রভক্তি-দাস্ত্রভক্তিরসকদম্ব ত্রয়োদশপ্রকরণম্ ॥১৩॥

চতুর্দশ প্রকরণ

শ্রীদামাঠেঃ পরিবৃতং কৃষ্ণং গোকুল-বাসিনম্ ॥

সখ্য প্রেমরসানন্দং শ্রীসুদামসখং ভজে ॥

জয়জয় পরম করুণাময় মূর্তি। কলিয়ুগে জয় জয় গৌরচন্দ্র-কীর্তি ॥

শচীর তনয় জয় জগজনবন্ধু। পতিত তরাইতে করুণার দিকু ॥

জয় জয় অবদৌত নিত্যানন্দ নাম। জয় জয়দৈতচন্দ্র গৌরপ্রিয় ধাম ॥

জয় শ্রীসুন্দরানন্দ গোপাল মহান্ত। ভক্ত বৈষ্ণবগণ ভাবিঞা নিতান্ত ॥

এবে কহি প্রয়োভক্তিরসের আখ্যান। পরম ছলভ রস প্রেয়ান্ তেঞি নাম ॥

প্রিয় হৈতে প্রিয় এই প্রেয়ান্ নাম কয়। 'প্রেয়ান্' পদ সিদ্ধ ইয়সু-প্রত্যয় ॥

যথা বৈষ্ণাকরণাঃ—অয়ং প্রিয়ঃ অয়ং প্রিয়ঃ আভ্যাম্ অতিশয়েন

প্রিয় ইত্যর্থো অতিশয়ার্থো ইয়সু-প্রত্যয়ঃ, প্রিয়স্থানে প্র-আদেশঃ।

সর্বরস হৈতে কৃষ্ণের প্রিয় সখ্যরস। অতএব প্রেয়ান্ রসে কৃষ্ণ হন বশ ॥

তাহা দেখ শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থেতে লিখন। সর্বরস হৈতে প্রিয়, প্রেয়ান্ তেঞি কন ॥

প্রেয়ানেব ভবেৎ.....[ভ ৩৩।১৩৬]

অথ প্রয়োভক্তিরসঃ—

স্থায়ী সখ্যরসরতি যেন পূর্বত্র লিখন। সখ্যোচিত বিভাবাদি হইঞা মিলন ॥

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। এই সবে চিত্তগত রসপুষ্টি করি ॥

প্রয়োভক্তিরস হয় বিভাবাদি ক্রমে। বিভাবে কহিলা আলম্বন উদ্বীপনে ॥

স্থায়ী ভাবো বিভাবাঠেঃ.....[ভ ৩৩।১]

বিষয়, আশ্রয়-ভেদে শুন আলম্বন। শ্রীকৃষ্ণ, আর তার বয়স্ত যত গণ ॥

হরিশ্চ তদ্ব্যস্তাশ্চ.....[ভ ৩৩।২]

তত্র শ্রীকৃষ্ণঃ—

দ্বিভূজ সর্বদা কৃষ্ণ গোকুল বৃন্দাবনে । বনমালা গুঞ্জাহার, মুরলী বদনে ॥
শিখিচূড়া, নটবেশ, জলদ-বরণ । বেগুরবে আকর্ষণে বয়স্তের গণ ॥

অগ্নিস্তম্ভঃ.....[ভ ৩৩৪]

মথুরা-দ্বারকাপুরে শ্রীকৃষ্ণযৌবন । নবজলধর তনু কোমলভূষণ ॥
কিরীট কুণ্ডল হার পাঞ্চজন্তধারী । নানাযুগ চক্রপাণি পাণ্ডব-সহ হরি ॥
চতুষ্টয় কৃষ্ণগুণ হৈরাছে কথন । সখে যত গুণ হয়ে করহ শ্রবণ ॥

সুবোধঃ সর্বসম্পদঃ.....[ভ ৩৩৬-৭]

অথ শ্রীকৃষ্ণবয়স্কাঃ—

রূপ-বেশ-গুণক্রেমে শ্রীকৃষ্ণসমান । অসঙ্কোচ কৃষ্ণসনে যা সভার জ্ঞান ॥
বিশ্বাস সন্তুত আত্মা বয়স্তের গণ । শ্রীকৃষ্ণবয়স্গুণের এইত লক্ষণ ॥

রূপবেশগুণাঠৈস্ত.....[ভ ৩৩৮]

সেই কৃষ্ণবয়স্গুণ দেখি দুই স্থানে । পুরীঘরে তথা শ্রীগোকুলবৃন্দাবনে ॥
পুর-সম্বন্ধী সখা—অজু'ন ভীম আদি । দ্রোপদী, শ্রীদাম বিপ্র জগতে প্রসিদ্ধি ॥

অজু'নো ভীমসেনশচ.....[ভ ৩৩৯]

ইহা সভার সখ্যতা কৃষ্ণে করহ শ্রবণ । যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য-মিশ্রিত সখ্য হন ॥
আশীর্বাদ শিরোভ্রাণ মঙ্গলচরণ । ভীমার্জুনের সখ্য প্রেম-আলিঙ্গন ॥
দ্রোপদীর বিশ্বাস সখ্য শ্রীকৃষ্ণের সনে । দ্বারকায় মিত্র-সখ্য শ্রীদাম ব্রাহ্মণে ॥
এই সব সখার মধ্যে অজু'ন প্রধান । কৃষ্ণপ্রিয় অভিষয় বিশ্বাসের স্থান ॥

তত্র অজু'নস্ত রূপং—গাণ্ডীবপাণিঃ.....[ভ ৩৩৯]

অস্ত্র সখ্যং—এক পালঙ্ক-শয়নাদিকম্ ।

অথ ব্রজবয়স্যঃ—

ব্রজের বয়স্গুণ শ্রীকৃষ্ণের সনে । প্রেমানন্দে বিহরই সদা রাত্ৰিদিনে ॥
এককণ কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়া নাহি হয় । কৃষ্ণস্নেহে বিহরই সদানন্দময় ॥

দৈবে যদি সম্ভ্রাড়া এক ক্ষণ হয় । কোটিযুগ সেই ক্ষণ বিচ্ছেদে গণয় ॥
শ্রীকৃষ্ণজীবিত সখার জীবন-উপায় । ব্রজের বয়স্গ বলি তাহা সবে গায় ॥

ক্ষণদর্শনতো দীনাঃ.....[ভ ৩৩৯]

অনন্ত অব্দ ব্রজে বয়স্তের গণ । কাহার শক্তি সমুদায় করয়ে গণন ॥
রূপ বেশ গুণ ক্রিয়া বস্ত্র আভরণ । কলকোটি বর্ণিলেহ না যার কথন ॥
প্রধান প্রধান যুগ শাস্ত্রে যে কহিল । তাহা সভার রূপ গুণ কিছু প্রচারিল ॥
কৃষ্ণ-সম বয়োবেশ বিলাসরূপ শোভা । ইন্দ্রনীলমণি কেহো ক্ষটিকের আভা ॥
কেহো স্বর্ণরূপ কীতি, কেহো কোন বর্ণ । পদ্মরাগ নীলমণি, কেহো চন্দ্রবর্ণ ॥
প্রধান প্রধান যত বয়স্গ বিখ্যাত । তা সভার সখ্যতা দেখে পুরাণে বেকত ॥
দেখহ অদ্ভুত লীলা কৃষ্ণের আচরণ । ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি ধরে গোবর্দ্ধন ॥
সপ্তাহ ধরিলা গিরি, বিশ্রাম নাহি মানে । তা দেখি ভাবিত চিন্তে হয় সখ্যগণে ॥
আত্মা অধিক কৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেম । সোহাগা সহিত যেন জাম্বুনদ হেম ॥
আত্মস্নেহে স্থখী, আত্মদুঃখে দুঃখী নয় । কৃষ্ণস্নেহগুণ আত্মা-অধিক জানয় ॥
কৃষ্ণহস্তে গোবর্দ্ধন দেখিয়া আকুল । কাঁদিয়া সকল সখা হৈছে ব্যাকুল ॥
শুন শুন প্রিয়সখা ! কর অবধান । দেখিয়া তোমার শ্রম বিদরে পরাণ ॥
সপ্তাহ তোমার হাতে গিরিগোবর্দ্ধন । কত না হইছে ভাই অঙ্গের বেদন ॥
এই নিবেদন করি—শুন ভাই তোরে । ক্ষণেক পবন দাও শ্রীদামের করে ॥
শ্রীদামের হাতে দিঞ করহ বিশ্রামে । নতুবা পর্বত নাও ক্ষণেক দক্ষিণে ॥
কত বা হইছে বাম হস্তের বেদন । আমরা সভা করি বামহস্তের মদন ॥
সখার সখ্যতা কৃষ্ণে হয় অগণিত । ইত্যাদি বিবিধ প্রেম পুরাণে বেকত ॥

উল্লিঙ্গস্ত.....[ভ ৩৩৯]

শ্রীকৃষ্ণসহিত প্রীত অকৈতব জানি । প্রাকৃত প্রাকৃত-সনে ক্রীড়া হেন মানি ॥
কৃষ্ণসঙ্গে সখারা বিবিধ লীলা করে । প্রেমরূপ আচরণ ইত্যাদি প্রকারে ॥
যে কৃষ্ণ-পদারবিন্দ-প্রাপ্তির লাগিয়া । ধূতাক্ষা যোগীন্দ্রগণ সাথে দড়াইঞা ॥
ব্রহ্মপাহুভূত জানে সন্ন্যাসীর গণ । পরং ব্রহ্ম বলি যাকে করয়ে ভাবন ॥

দাস্তগত গণ যাকে পরমদেব-জ্ঞানে । পরম দেবতা বলি ভজে সাবধানে ॥
মায়ান্ত্রিতগণ দেখে নরবপুঞ্জায় । তাহা সঙ্গে বিহরই প্রাকৃত লীলায় ॥
কৃষ্ণগায়দগণ যাহার তনয় । সেই গোপ ধাতু ধাতু কৃতপুণ্য কয় ॥
বহুপুণ্যফলে হেন পুত্র পাইল তারা । কৃষ্ণসঙ্গে নিরবধি বিহরই যারা ॥

ইথং সতাং ব্রহ্ম..... [ভ ৩৩।১৯]

অস্ত্য ব্যাখ্যা—কৃতপুণ্যশ্চ তে পুমাংসশ্চৈতি কৃতপুণ্যপুমাংসঃ ।
কৃতপুণ্যপুম্ভ্যো জাতান্তে কৃতপুণ্যপুঞ্জা গোপালা য়ে বয়স্য ইতি
পঞ্চম্যন্ত্যাজ্ঞনো ভূতে ইতি ড-প্রত্যয়ঃ ।

এইরূপ সখার সখ্যতা-আচরণ । কৃষ্ণ-সখ্যতা সখ্য করহ স্মরণ ॥
একদিন শিশুগণ-সঙ্গে লঞা হরি । বিহার করয়ে স্নেহে বৃন্দাবন-ভিতরি ॥
সেদিন রোহিণীস্থত রহিলেন ঘরে । অত্ৰ সখ্যাসঙ্গে কৃষ্ণ গেলা অতিদূরে ॥
আগে ধেঁলু পিছে বৎস তৎপরে রাখাল । তার পিছু নাচি যায় নন্দের গোপাল ॥
শিক্ষা পুরে জোড়ে জোড়ে মুরলী বিবাণ । লণ্ডু পাঁচনি বেত্র পতাকা নিশান ॥
আবা আবা করতালি কণ্ঠের গর্জন । তুমুল শব্দে পূর্ণ হৈল শ্রীবৃন্দাবন ॥
হেন বেলে অঘাস্তর বক-সহোদর । আইল শ্রীবৃন্দাবনে ব্যালরূপধর ॥
কৃষ্ণের বৈভব দেখি কুপিল অন্তরে । এই নষ্ট করিয়াছে মোর সহোদরে ॥
সেই ছুঃখ নিবারণ সত্যারে করি নাশ । যাহাতে অধিক হবে কংসের উল্লাস ॥
এত চিন্তি অঘাস্তর পাতিলেক মায়া । বিপরীত করিল মায়াতে নিজ কায় ॥
উদ্ভি ওঠ ঠেকাইল গগনমণ্ডলে । অধঃ ওঠ স্থাপিঞা রাখিল ক্ষিতিতলে ॥
অঘের মুখের ছাতি অরুণের আভা । গিরি গোবর্দন যেন হৈঞাছে শোভা ॥
তাহা দেখি সখাগণে করে অল্পমান । বৃন্দাবনের বড় শোভা দেখে বিহ্বমান ॥
আবা আবা দিঞা সখা নাচিঞা নাচিঞা ।
অঘাস্তরের মুখে তারা প্রবেশিলা যাঞা ॥
তাহা দেখি অঘাস্তর চিন্তাই অন্তরে । মোর ভ্রাতৃবৈরি হরি, সে রহিল দূরে ॥

সেহ আসি মোর মুখে করক প্রবেশ । সভাকে করিব চূর্ণ, না রাখিব শেষ ॥
এত ভাবি অঘাস্তর রহিল মুখ মেলি । দূরে থাকি দেখিলেন তাহা বনমালী ॥
অঘমুখে প্রবেশিল সব সখাগণ । তা' দেখি আকুল হৈলা নন্দের নন্দন ॥
বলরাম নাহি সঙ্গে, রহিলেন ঘরে । এসব ছুঃখের কথা কে কহিব তারে ॥
কেনে বা আইলু বনে বলাইকে ছাড়িঞা । কেমনে যাইব ঘরে সখা হারাঞা ॥
হায় হায় বিষাদ করি ডাকে উচ্চসরে ।

সখাকে গ্রাসিলি কেনে ছাড়িঞা আমারে ॥
সখায় না দেখি কৃষ্ণ ব্যাকুল হইলা । সখাগণের নাম ধরি ডাকিতে লাগিলা ॥
কোথারে শ্রীদাম দাম স্তবল বিশাল । স্তদাম অজুন সখা কিঙ্কিণি গোপাল ॥
ভদ্রসেন মহাবল বসুদাম সখা । কোথা গেলে মোরে ছাড়ি নাহি দাও দেখা ॥
সভা মিল্যা নাচ্যা খেলা আইল বৃন্দাবনে ।
ঘরেতে যাইব ভাই একেলা কেমনে ?
কি বলিব ঘরে মায়ে, কি বলিব রাম ।
কোথা বা রাখিঞা আলে শ্রীদাম স্তদাম ॥

এতেক বলিঞা হরি করে হায় হায় । প্রবেশিলা অঘ-মুখে সখার মায়ায় ॥
স্নেহে যদি প্রবেশিল অঘমুখে হরি । দেবগণ বিস্ময় পায় হাহা শব্দ করি ॥
হেনকালে ভগবান্ কণ্ঠে ত লাগিঞা । উঠিলেন শির ভেদি অস্তুর নাশিঞা ॥
সেই পথে সব শিশু বাহির হইল । স্বর্গে ছন্দুতি বাত বাজিতে লাগিল ॥
সখারা উঠিঞা কৃষ্ণে করয়ে সন্ধান । অস্তুর নাশিলি ভাই বড় বলবান্ ॥
সাধু সাধু ওহে কৃষ্ণ তুমি বড় বলী । আর ভাই সভা মেলি করি কোলাকুলি ॥
বাহবাহ আলিঙ্গন সখাগণ-সনে । ইত্যাদি সখ্যতা-রূপ দেখি বৃন্দাবনে ॥

সহচর-নিকুরস্ব..... [ভ ৩৩।২০]

ব্রজতে কৃষ্ণের সখা মুখ্য চতুর্বিধা । অবাস্তর তার মধ্যে পুন লেখি দ্বিধা ॥
স্বহৃৎ সখা আর সখা প্রিয়সখা নাম । প্রিয়নম্ সখা এই মুখে অভিধান ॥
স্বহৃদশ্চ সখায়শ্চ..... [ভ ৩৩।২১]

তত্র স্তব্ধঃ—

বাৎসল্য-মিশ্রিত সখ্য বয়োধিকগণ। ছুট ভয় হৈতে বনে করিথা রক্ষণ
যশোদা সমপিণ্ড দিখা বিপিন-গমনে। অজ ধরি কৃষ্ণ রক্ষা করিথা কাননে ॥

বাৎসল্যগন্ধিসখ্যাস্ত ... [ভ ৩৩২২]

মুভদ্রমণ্ডলাভ্রঃ..... [ভ ৩৩২৩]

এই সব স্তব্ধ মধ্যে প্রধান দুই হন। মণ্ডলীভদ্র, বলভদ্র শ্রুতি নিরূপণ।
মণ্ডলীভদ্রের সখ্য বাৎসল্য মিলন। কৃষ্ণের করিথা বনে লালন পালন।
এক দিন বনে বনে সখাগণ লৈঞ। ধবলী চরায় কৃষ্ণ আনন্দিত হঞ।
প্রচণ্ড রবির তাপে মলিন বদন। নিদ্রায় কুটিল হয় যুগল নয়ন।
তা দেখি মণ্ডলীভদ্র ভাবে মনে মনে। কানাইর বিশ্রম দূর হইব কেমনে ॥

আর না ধাইহ কৃষ্ণ! রৌদ্রের কিরণে।

দেখিছি তোমার মুখ হৈঞাছে মলিনে ॥

হের আশ্রু অহে কৃষ্ণ শোণ মোর কোলে।

ক্ষণেক বিশ্রাম কর ভাণ্ডারের তলে ॥

নম'কথা কহ স্তবল! মধুর বচন। মুহু মুহু আমি করি মস্তক মর্দন ॥
দেবপ্রস্থ করে মুহু চরণ-সেবন। মণ্ডলীভদ্রের কোলে করিলা শয়ন ॥

বনভ্রমণ-কেলিভিঃ..... [ভ ৩৩২৭]

যতপি শ্রীবলরাম কৃষ্ণের অদ্বয়। তথাপি স্তব্ধপক্ষে তাহার নিগয় ॥
শরৎকালের চন্দ্র নিমিঞ বরণ। মেঘরুচি-নিমি শোভে নীল বসন ॥
গওতে লম্বিত মণিকুণ্ডল যুগল। তাহাতে লম্বিত শোভে নীল উৎপল ॥
কন্তুরীতিলক চিত্র ললাট মণ্ডলে। গুঞ্জা মণিহার মালা প্রসন্ন বক্ষঃস্থলে ॥
অরুণ নয়ন রামের গস্তীর স্বনন। আজাহুললম্বিত ভুজ প্রলম্ব-নাশন ॥
এখানে রামের রূপ সংক্ষেপে কহিল। অতঃপাশ্য পূজা বিশেষ বর্ণিল ॥

গণ্ডাস্তঃসুরদেকঃ..... [ভ ৩৩২৮]

অথ সখায়ঃ—

কেবল সখার কহি এবে সে লক্ষণ। কৃষ্ণ হৈতে বয়ঃক্রমে কিছু নান হন ॥
কনিষ্ঠকল্প সেবানিষ্ঠ শ্রীতিগন্ধযুত। বিশাল বুভব আদি সখ্যরূপে খ্যাত ॥

কনিষ্ঠকল্পাঃ.....রাগিণিঃ [ভ ৩৩৩০-৩১]

এসকল মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবপ্রস্থ হন। সেবানিষ্ঠ ইহা সভার সখ্য-আচরণ ॥

অথ প্রিয়সখাঃ—

প্রিয়সখার গণ কৃষ্ণের না যায় কথন। তাহা মধ্যে যুথেশ্বর হয় বার জন ॥
বয়সে কৃষ্ণের সম, সম-আচরণ। শুদ্ধসখ্যভাবযুত প্রিয়সখাগণ ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম কিঙ্কিণি। স্তোত্রকৃষ্ণাংগু তথা ভদ্রসেন জানি ॥
বিলাসী পুণ্ডরীক শ্রীবিটক আখ্যান। কলবিষ্কাদি প্রিয় দ্বাদশ সখা নাম ॥
গগোদদেশে প্রিয়ঙ্কর সহ বার জন। দাম সহ দ্বাদশ সখা এখানে লিখন ॥

বয়স্কল্যাঃ প্রিয়সখাঃ..... [ভ ৩৩৩৬-৭]

কৃষ্ণসঙ্গে প্রিয়গণ সতত বিহরে। বিবিধ বিনোদ থেলা সমভাবে করে ॥
বাহুযুক্ত দণ্ডাদি লগুড় পাঁচনে। কৃষ্ণকে জিনিব মৌরা আজি ক্রীড়া রণে ॥
হস্তাহন্তি স্বকাক্ষিকি আনন্দিত হিয়া। এইরূপে শুদ্ধ প্রেমে প্রিয় সখার ক্রিয়া ॥
রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ..... [ভ ৩৩৩৮]

প্রিয় সখার সখ্যতা কহিলা পুরাণে। ব্রজেশ্বরীর আগে কয় কোন সখীজনে ॥
শুন শুন প্রিয়সখি! কহিয়ে বিরলে। দেখিছু তোমার সখা আজি যাঞা জলে ॥
যমুনা পুলিন বনে সখাগণ সনে। বিবিধ লাভ্য নীলা প্রেম-আচরণে ॥
সগদগদ বাক্যে কেহো করে পরিহাস। বক্র উক্তি করি কেহো করায় বিভ্রাস ॥
কেহো বাহু ধরাধরি করে আলিঙ্গন। কেহ পথ নিবারয়ে, করে আফালন ॥
কৃষ্ণের হাতের ফুল নেয়ত কাড়িঞা। তার পিছে পিছে কেহো যায়ত ধাইঞা ॥
কেহো নাচে কেহো গায় পুলকিত অঙ্গ। দেখিল তোমার পুত্র প্রিয়সখা সঙ্গ ॥

সগদগদপদৈঃ..... [ভ ৩৩৩৯]

প্রিয়সখা মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত্রীদাম গোপাল।

সুদাম, শ্রীবসুদাম কিঙ্কিণি রাখাল ॥

সর্বশাস্ত্রে এই চারি প্রধান দেখিএ। গোতমী ক্রমদীপিকা তন্ত্রসারে কহে ॥

কিন্তু দামসুদামাচ্ছা হরেরতিপ্রিয়া মতাঃ।

গৌতমীয়াদিষু প্রোক্তং তন্মাহাত্ম্যং যদ্ব্যন্তমম্ ॥

এই চারি সখা কৃষ্ণের অন্তঃকরণ। কৃষ্ণসম রূপ বেশ, কৃষ্ণসম গুণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আত্মাভেদে পূজ্য এই চারি। গোতমীয়তন্ত্রে তাহা দেখহ বিচারি ॥

অন্তঃকরণশব্দে গোস্বামির লিখন। বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত মনোরূপ কন ॥

বুদ্ধিরূপ শ্রীদাম, সুদাম অহঙ্কার। বসুদাম চিত্তরূপ, কিঙ্কিণি মন যার ॥

যথা গোতমীয়ে—

দাম-সুদাম-বসুদাম-কিঙ্কিণীন্ গন্ধপুষ্পকৈঃ।

অন্তঃকরণরূপান্তে কৃষ্ণস্ত পরিবর্তিতাঃ ॥

আত্মাভেদেন তে পূজ্যা যথা কৃষ্ণস্তথৈব তে ॥

(অন্তঃকরণরূপাঃ ক্রমেণ বুদ্ধ্যাহঙ্কারচিত্তমনোরূপা ইত্যর্থঃ)

তজ্জোরূপ এই চারি তন্ত্রে নিরূপণ। কৃষ্ণপূজার এই চারি প্রথম আবরণ ॥

কৃষ্ণে পূজি নাহি পূজে আবরণগণ। পূজা সিদ্ধ নাহি হয়, যায় অকারণ ॥

“দ্ব-কণিকামধ্যে গোবিন্দের স্থিতি। চারি সখা চারি দিকে আবরণ তথি ॥

যথা ক্রমদীপিকায়াং—দিক্ষুথ দামসুদামৌ……যজ্ঞে

কৃষ্ণ-আত্মা—প্রিয়গণের কৃষ্ণস্থখে স্থখী। কৃষ্ণবিহ্ন এক ক্রটি স্থির নাহি দেখি ॥

তাহা দেখ একদিন যমুনা-পুলিনে। গোচারণ করে কৃষ্ণ সখাগণ-সনে ॥

অকস্মাৎ তাঁহা কৃষ্ণ হৈল অদর্শন। সুবলাদি লঞা সঙ্গে সঙ্কেতে গমন ॥

শ্রীদাম সুদাম তাঁহি সঙ্গেছাড়া হৈঞা। বনে বনে ভ্রমই কৃষ্ণ না দেখিঞা ॥

অস্থির হৈঞা শ্রীদাম ডাকে উচ্চস্বরে।

কোথারে পরাগের সখা দেখা দাও মোরে ॥

শ্রীদামে ব্যাকুল দেখি অখিলের হরি। সখাগণে দেখা দিল ধেমু-পুচ্ছ ধরি ॥

মৃতদেহে প্রাণদান সখাগণ মানে। ভায়া ভায়া বলি ডাকে সজল নয়নে ॥

পাইল পাইল বলি হের বনমালী। বাহু পাসরিঞা শ্রীদাম করে কোলাকুলি ॥

আমাসবা ছাড়ি ভাই বাঞাছিলি কোথা। তোমা অদর্শনমাত্রে হৈঞাছি অনাথা ॥

আছিল ভাগ্যের ফল, পাইল দরশন। নাহি যাবে আর কভু গম্ভীর গহন ॥

সত্য কহি—গুন সখা, তুমি সে পরাণ। তোমা বিনে ধন জন প্রিয় নহে আন ॥

কিবা আমি, কিবা গোষ্ঠী কি অভীষ্ট হয়। তোমা সঙ্গে ছাড়া হৈলে সব বিপর্যয় ॥

ভং নঃ প্রোজ্যব্য কঠোর!……[ভ ৩৩৪২]

আত্মা আত্মীয় প্রিয় নারী ধন জন। প্রিয় সখাগণের সব কৃষ্ণে সমর্পণ ॥

শ্রীল ভাগবত-উক্তি দশমে বর্ণন। যখন করিলা কৃষ্ণ কালিয়-দমন ॥

তন্নাগভোগ-পরিবীত……[ভা ১০১৬১০]

ঐশ্বর্যজ্ঞান নাহি কখন সখার। তুমি আমি সমভাব সমান আচার ॥

একদিন সকল সখা ভাগীর-তলাতে। আরন্তিল শিশুলাী রামকৃষ্ণ-সাথে ॥

খেলাইতে সবে মিলি কৈল এই পণ। যে জিনিব সে করিব স্বন্ধ-আরোহণ ॥

সেবার খেলাতে রাম-গণ জিত হৈল। শ্রীকৃষ্ণের গণ হারি স্বন্ধেতে বহিল ॥

মণ্ডলীভদ্রের ভ্রমে প্রলম্বের কান্দে। জিনিঞা চাপিল রাম পরম আনন্দে ॥

শ্রীদাম জিনিঞা বলে গুনরে কানাঞা। জিনিলাম চল ভাই কান্দে ত করিঞা ॥

হারিঞা নন্দের সূত শ্রীদামে কান্দে বয়। যার যোবা সমখেলি সে তাহারে লয় ॥

ইত্যাদি বিবিধ ক্রাড়া সখাগণ সঙ্গে। ভাগীরতলাতে নানা পরিহাস সঙ্গে ॥

রামসংঘটিনো……পরাজিতঃ [ভা ১০১৮১২৩-২৪]

অজিত গোবিন্দ সদা বিজয়গতে কয়। প্রেমের অধীন হৈঞা পরাজিত হয় ॥

অজিতো ভগবান্ কৃষ্ণব্রজগংগস্থ সুরাসুরৈঃ।

অসমানোদ্ধ বলাবান্ প্রেমুণা গোপৈঃ পরাজিতঃ ॥

শুক সখে শ্রীদাম কৈল স্বন্ধে আরোহণ। এমত না দেখি কাঁহ অহৈতুক প্রেম

গোপমঙ্গ, গোপলীলা, গোপের আচার । শয়ন ভোজন সঙ্গে সম-ব্যবহার ॥
উচ্ছিন্ন খান খাওয়ান, নাহি ছোট বড় । সে কথা প্রমাণ শুন ভাগবতে দঢ় ॥
স্বকীয় স্বকীয় ভোজ্য খাইতে খাইতে । কৃষ্ণমুখে দেয় সখা সুস্বাদ জানিতে ॥

সর্ব মিতো দর্শয়ন্তঃ.....[ভা ১০।১৩।১০]

বিভ্রদবেণুং জঠরপটয়োঃ..... ভা ১০।১৩।১১]

শ্রীদাম, সুদাম আর বসুদাম, কিঙ্কিণি । প্রিয়সখামধ্যে চারি হয় অগ্রগণি ॥

তত্র শ্রীদাম্নো রূপং যথা—

বাসঃ পিঙ্গং.....[ভ ৩।৩।৪১]

অথ সুদাম্নো রূপং—

আরক্তগৌর-শশিবক্ত্র-বিলোলনেত্র

আনন্দ এব পরিসুন্দর এব ধীরঃ ।

ক্রীড়াগভীর-ভরভার-বিমত্তবেশঃ

কৃষ্ণা রাজতি কলা সুবলঃ সুদামা ॥

অথ বসুদাম্নো রূপং—

তপ্তকাক্ষনগৌরান্ধোহরুণবাসা মনোহরঃ ।

বসুদামা জয়ে শ্রীমান্ সুখা বা পূর্ণচন্দ্রমা ॥

অথ কিঙ্কিণ্যঃ রূপং—

ফুলপঙ্কেত-শ্রীমান্ নবনীত-প্রিয়ঃ সদা ।

নটলীলো নম শীলো কিঙ্কিণিকোহত্র রাজতে ॥

এইত কহিল ব্রজে প্রিয়সখার গণ । তারপর শুন প্রিয়নমের লক্ষণ ॥
আত্মস্তিক রহস্তবেত্তা অতিশয় মর্ম । কৃষ্ণের প্রণয়কারী সদা উক্তি নর্ম ॥
সুবল, অর্জুন আর গন্ধর্ব, বসন্ত । উজ্জল, কোকিল তথা সনন্দ, বিদগ্ধ ॥
এই সব সখা কৃষ্ণপ্রিয় অতি । গোপলীলা গোপলীলা উভয়েতে স্থিতি ॥
প্রিয় নম সখার কর সখ্যতা-শ্রবণ । গোপীগণের দৌত্যক্রিয়া প্রণয়-কথন ॥

রাধিকার সন্দেশবাক্য সংগোপ্য-কথন । কৃষ্ণের সমীপে আসি করে নিবেদন ॥
কৃষ্ণের সন্দেশ কথা কহে গোপীগণে । বিবিধ রহস্তকথা সঙ্কেত-গমনে ॥
নর্ম বয়স্বে মধ্যে শ্রেষ্ঠ দুইজন । সর্বরহস্তবেত্তা—সুবল আর অর্জুন ॥
তত্র সুবলস্য রূপং—

তনুর্কুচি-বিজিতঃ.....[ভ ৩।৩।৪৬]

অথ উজ্জলস্য রূপং—

উজ্জলোহয়ং বিশেষণ সদা নমোক্তিলালসঃ [ভ ৩।৩।৫০]

এইত কহিল ব্রজের বয়স্বেমুখ্যগণ । বিট, বিদূষক তায় হয়ে দুই গোণ ॥

বেশোপচারনিপুণো ধূর্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ ।

কামতন্তুকলাবেদৌ বিট ইত্যভিধীয়তে ॥

তে যথা—কড়ার-ভারতীবন্ধ-গন্ধবেধাদয়ো বিটাঃ ।

বসন্তাত্তিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ ॥

বিকৃতান্ধবয়োবেশৈর্হাস্তকারী বিদূষকঃ ।

তে যথা—মধুমঙ্গল-পুষ্পাঙ্ক-হাসাঙ্কাষ্ঠা বিদূষকাঃ ॥

সখ্যরসে কহিলাম আলম্বন-সুত্র । উদ্দীপন কহি তাহে সখ্যোপবিহিত ॥

শ্রীকৃষ্ণের বয়েস তাহে ত্রিবিধ লক্ষণ । কোমার, পোগণ্ড আর কৈশোর-দর্শন ॥

রূপ-বেশ-অলঙ্কার শিক্ষা-বেগুধ্বনি । বিনোদ নর্ম উক্তি পাঞ্চজন্তু শুনি ॥

শ্রীকৃষ্ণের গুণ-শ্রবণ কৃষ্ণ-প্রেম জন । রাজদেবাবতারাদি চেষ্টামুদ্রকরণ ॥

এই উদ্দীপন সখে দেখি স্থানভেদে । ব্রজে রূপ বেশ শিক্ষা আদি বেগুনা দে ॥

অন্যত্র পাঞ্চজন্তু আদি উদ্দীপন । তাহা মধ্যে ব্রজে কহি বয়েস-নিরূপণ ॥

কৃষ্ণের বয়েস ব্রজে ত্রিবিধ বিচার । কোমার, পোগণ্ড তথা কৈশোর দশা আর ॥

বালা, পোগণ্ড, প্রথম কৈশোর ভেদ আর । ব্রজেত গোপের বেশে বিবিধ বিহার ॥

মথুরায় কৈশোর-শেষে যৌবন-দর্শন । পূর্ণ যৌবন দ্বারকাপুরে বিলসন ॥

বয়ঃ কোমারঃ.....[ভ ৩।৩।৫৮]

কৌমার বাৎসল্যরসে পুষ্ট দেখি অতি । অন্নহি তাহাতে মাত্র সখা-প্রবৃত্তি ॥
কৌমারং বৎসলে [ভ ৩৩৫৯]

কৌমার বয়স হয় পঞ্চদশ পর্য্যন্ত । সেই ত কৌমার-ভেদ আদি, মধ্য, অন্ত্য ॥
প্রথম কৌমারে মাতৃকোলে বিলসন । অম্পষ্টবাক্যাদি তথা জাম্বু-সংবর্ষণ ॥
মধ্যকৌমার গৃহে ইতি উতি গতি । শিশুসঙ্গে গৃহান্তরে গ্রামমধ্যে স্থিতি ॥
শেষ কৌমারে হয় বৎস আদি-চালন । বয়না-সমীপে গতি বন উপবন ॥
পঞ্চ বৎসরের হরি সখাগণসনে । বৎসচারণ করে বয়না-উপবনে ॥
অবাস্তুর-বিনাশ কৈলা সহচর সাথে । সেই কথা স্পষ্ট-লিপি শ্রীভাগবতে ॥

যৎকৌমারে হরি..... [ভা ১০১২৪১]

সেকালে বিহার দেখে সখাগণ সনে । বা দেখি মোহিত হৈল ব্রহ্মদি সগণে ॥
সখাগণ মধ্যে ক্রুদ্ধ করে নানা কেলি । চতুর্দিকে শিশুগণ করিঞা মণ্ডলী ॥
তারকা-বেষ্টিত যেন শোভে পূর্ণচন্দ্র । তৈছে শিশুগণমধ্যে শোভে গোকুলেন্দ্র ॥
বিপিন-ভোজন করে সখাগণ সুখে । কৃষ্ণসহ পরিহাস আনন্দ-কৌতুকে ॥
সদধি অন্নের গ্রাস বাম করে রাখে । ঈঠরে বিভ্রংশবেণু শিঙ্গা বেক্র কাখে ॥
অম্বুলির মধ্যে মধ্যে পকু আত্র ফল । বামকক্ষতলে রাখে শিঙ্গা ভরি জল ॥
সখা উপসথাসে ভোজন-বিনাস । ভোজন-রহস্ত কত হাস্ত পরিহাস ॥
তাহা দেখি দেবগণ মনে ত বিস্ময় । বজ্রভোক্তা ভগবান্ বালকরূপ হয় ॥
গোপের উচ্ছিন্ন থান গোপ-অভিমাত্রী । এতক দেখিয়া ব্রহ্ম সংশ্রমচিত্ত জানি ॥

বিভ্রদ্ববেগুং..... [ভা ১০১৩১১]

কৌমার বিহার এইরূপ সথাসনে । পৌগণ্ড বিচার এবে করহ শ্রবণে ॥

অথ পৌগণ্ডং—

আম্র, মধ্য, অন্ত্য পৌগণ্ড ত্রিধা হন । পঞ্চ হৈতে দশ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড বয়স জন ॥

তত্র আম্র-পৌগণ্ডং—

গুপ্তাধরে আরক্তিম, উদরে তুন্দরতা । কষুগ্রীবা-সন্দর্শন, বাহুর পুষ্টতা ॥

দন্তপংক্তি স্নানিমল পৌগণ্ড-প্রথমে । পুষ্পমণ্ডন গিরিধাকৃ প্রসাধনে ॥
সর্ববনগমন ধেমুরকণ সথাসঙ্গে । নৃত্যকেলি নিম্ন-শিক্ষণ চেষ্টা রঙ্গে ॥
বৃন্দারণ্যে সমস্তাং..... [ভ ৩৩৬৬]

অথ মধ্য-পৌগণ্ডং—

মধ্যপৌগণ্ডে কৃষ্ণে সৌন্দর্য্য অগণিত । বিচিত্র তিলক চূড়া কেশবেশ কত ॥
স্বর্ণবষ্টি-ধারণাদি ভাণ্ডারে বিহার । গোবর্ধন-ধারণাদি চেষ্টা দেখি বার ॥

অথ শেষ-পৌগণ্ডং—

নিতম্ব-সম্বিতবেগি অলক কুন্তল । শ্রীবৎসসহিত শোভে প্রসন্ন বক্ষঃস্থল ॥
উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারী বক্রচূড়া শিখি-পাখা । নর্মকথা স্রবলাদি লঞা সুখে সখা ॥
শ্রীমাদিক অত্র চেষ্টাভুকরণ । পৌগণ্ড মধ্যে কৃষ্ণের কৈশোর্য্য-দর্শন ॥

অথ কৈশোরং—

কৈশোরবয়স-বিচার পূর্বে হৈঞাছে লিখন ।

আম্র, মধ্য, শেষ কৈশোর ত্রিধা হন ॥

পূর্ব হৈতে অঙ্গে অতি দেখিরে সৌন্দর্য্য । লাভ্যা প্রকাশ অতি পরম মাধুর্য্য ॥
লোমাবলি বক্ষঃস্থলে প্রকট দর্শন । সিংহজিনি কটদেশ ত্রিবি-মোহন ॥
নানা ধাতু-আভরণ, কোমল ভূষণ । সখাগণসঙ্গে সর্ববিপিন-ভ্রমণ ॥
উদ্বীপন-প্রকরণে কৈশোর বিচার । অতএব সংক্ষেপে ইধি কহিলাম তার ॥
কিশোর মোহন কৃষ্ণ সখাগণসঙ্গে । প্রবিশই বৃন্দাবনে গোষ্ঠকীড়ারঙ্গে ॥
মধুর-শিখণ্ড চূড়া অতি মনোহর । স্রবলিত চারু অঙ্গ জিনি নটবর ॥
ছই কর্ণে কর্ণিকার সপত্র-কুসুম । স্বর্ণবর্ণ পীতধতি অতি অল্পম ॥
বৈজয়ন্তী মালা গলে পুরে মোহন বেহু । গোপসখাগণসঙ্গে রঙ্গে চলে কাহ্ন ॥
গীতরসে মগ্ন হৈঞা চলে বৃন্দাবন । স্বপদ-রমণ-স্থান করিছে গমন ॥

বর্ষাপীড়ং নটবরবপুঃ..... [ভা ১০২১৫]

বৃন্দাবনে সথাসনে বিবিধ বিহার । কিশোর মোহন কৃষ্ণ মধুর আকার ॥

আগে অগণিত ধেনু পিছে বৎস ধায় । যুথে যুথে শিশুগণ ধবলি চালায় ॥
কৃষ্ণের সমান-বেশ কিশোর গোপাল । হৈ হৈ শব্দে সভে চালাইছে পাল ॥
তার মাঝে রামকৃষ্ণ মত্তহস্তিগতি । লীলায় দোলিত অঙ্গ মনোহর ভাঁতি ॥
ময়ূর-শিখণ্ডচূড়া হুঁহু অনুপাম । লণ্ডু পাঁচনি করে শিক্সা কক্ষ বাম ॥
গোষ্ঠকীড়া-রভসে চঞ্চল হুঁহু অঙ্গ । সেই রামকৃষ্ণ ভজি সখাগণ সঙ্গ ॥

অগ্রে গাবস্তদনু চলিতান্তল্যবেশাঃ কিশোরাঃ ।

মধ্যে মত্তদ্বিরদগমনৌ লীলয়া দোলিতাঙ্গৌ ॥

পিচ্ছাপীড়ৌ ধৃতমুরলিকৌ শৃঙ্গবেত্রানুসঙ্কৌ ।

গোষ্ঠকীড়া-রভসচপলৌ রামকৃষ্ণৌ ভজামি ॥

ব্রজেতে কিশোরমূর্তি নিত্য উপাসনা । সর্বভক্তের অভিলাষ কৈশোর-সাধনা ॥
দাস, সখা, গুরুবর্গ আর প্রিয়াগণে । সতীর বাসনা কৈশোর-লীলাস্বাদনে ॥
অতএব ব্রজে না লিখি ঘোঁষন বিচারি । কৈশোর-সাধনে ব্রজভক্তে অধিকারী ॥

প্রায়ঃ কিশোর এবায়ং.....[ভ ৩৩৮০]

এইত কহিল কৃষ্ণের বয়স উদ্দীপন । তার পর শুন ব্রজে রূপ-নিরূপণ ॥

অথ রূপং—

শ্রীদাম গোপের উক্তি কৃষ্ণে সম্বোধিয়া । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অতি সৌন্দর্য্য দেখিঞা ॥
তোমার অঙ্গের ছাতি হরে সখার মনে । অলঙ্কার তুচ্ছ হয় অঙ্গের কিরণে ॥

অলঙ্কারমলং.....[ভ ৩৩৮১]

অথ শৃঙ্গং—

প্রভাতে উঠিয়া রাম শিক্সায় দিল শান । সকল বালকগণ নিদ্রাভঙ্গ পান ॥
জাগল সকল সখা রামের নিশানে । একে একে ভেটে সবে নন্দের ভবনে ॥

বেণুযুগ্মা—

একদিন সখাগণ সঙ্গছাড়া হৈঞা । কৃষ্ণ অন্বেষণ করে বিপিনে ভ্রমিঞা ॥
সঙ্গ না পাইঞা সভে সচিন্তিত মনে । অকস্মাৎ বেণুরব শুনিল শ্রবণে ॥

বেণুরব শুনি সখার কিবা সে আনন্দ । সর্বাস্তে পুলক হৈল বাঢ়ি প্রেমানন্দ ॥
বিবিধ বিনোদ লীলা শ্রবলাদি-সনে । গোচারগাদি ক্রমে হয়ে উদ্দীপনে ॥
মথুরায়ে উদ্দীপন পাঞ্চজন্তু-ধ্বনি । পাণ্ডুরতের প্রেমানন্দ বার রব শুনি ।
তারপর শুন সখে অনুভাব-লক্ষণ । নৃত্যাদি করি পূর্বে হৈঞাছে লিখন ॥
সখ্যরসের উপযুক্ত তায় যেবা হন । বিবরিঞা কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধকীড়া তাহাতে তোষণ । কন্দুকীড়া, দ্যুতকীড়া বিবিধ লক্ষণ ॥
স্বকাস্তকি ধাওয়াধাই একত্র গমন । লণ্ডু-চাপনে যুদ্ধ কৃষ্ণ সন্তোষণ ॥
এক দোলারোহণ, এক পালঙ্কে শয়ন । পরিহাস বিহারাদি সঙ্গীত বাদন ॥
সাধারণ ক্রিয়া এই কহিল সখ্যরসে । বাছল্যের ভয়ে হৈল সংক্ষেপ প্রকাশে ॥

নিযুদ্ধকন্দুকদ্যুত.....[ভ ৩৩৮৬—৮৮]

তারপর শুন বড়-বিধ সখার আচরণ । স্নহ সংস্কার ক্রিয়া করহ শ্রবণ ॥
বয়োধিক কৃষ্ণে বাৎসল্যমিশ্র হন । ছুট-ভয়ে বনে রক্ষা করিখা পালন ॥
কর্তব্যাকর্তব্য-শিক্ষা, হিত-উপদেশ । কাননে কৃষ্ণের রক্ষা অশেষ বিশেষ ॥

যুক্তাযুক্তাদি ...[ভ ৩, ৩৯০]

অথ কেবল সখাগণক্রিয়া—

কনিষ্ঠকল্প সখাগণ করিখা সেবন । তাহুল অর্পণ, অঙ্গে গন্ধাদিলেপন ॥

তাহুলাদ্যর্পণমঙ্গা.....[ভ ৩৩৯১]

প্রিয় সখাগণের ক্রিয়া কর অবধান । সমবয়, সমভাব, সকল সমান ॥
নির্জাতিকরণ যুদ্ধে বস্ত্র-আকর্ষণ । কৃষ্ণকে জিনিব যুদ্ধে হেন বার মন ॥

কৃষ্ণের হস্তের পুষ্পাদি লয়ত কাড়িঞা ।

থেলাতে জিনিলে কাকে চাপে খেলি হৈয়া ॥

ইত্যাদি কহিলাম প্রিয়সখার ক্রিয়া । নমস্কার আচরণ শুন মন দিয়া ॥
রাধিকার দৌত্যকর্ম, প্রণয়-কথন । কর্ণাকণি গুপ্তকথা, নমস্কার আচরণ ॥
সকল রহস্যবেত্তা লীলার সহায় । প্রিয় নমস্কার কৃষ্ণস্থখে নাচে গায় ॥

সাধারণ সখার ক্রিয়া কৃষ্ণের সেবন। বনপুষ্প বনধাতুর করয়ে ভূষণ ॥
কেহো বেদনও ধবে, পল্লবে করে বা'। শ্রম হৈলে কৃষ্ণের মদয়ে কেহো পান' ॥
কেহো দধিহুঙ্ক আনি সময়ে যোগান। সামান্ত সখার ক্রিয়া ইত্যাদি বিধান।

অথ সাত্ত্বিকাঃ—

সথ্যে সাত্ত্বিক ভাব কর অবধান। শুভাদিক অষ্ট সাত্ত্বিক আখ্যান ॥
স্তুত, স্নেহ, হর্ষাশ্র, রোমাঞ্চ, পুলক। বিবর্ণতা, প্রলয়াদি-অষ্ট সাত্ত্বিক।

অথ সথ্যে ব্যভিচারিণঃ—

নিবেদ বিষাদাদি ব্যভিচারি-গণ। তেত্রিশ প্রকার পূর্বে হৈঞাছে লিখন ॥
ঔগ্র্য, ত্রাস, আলস্য—তাহা মধ্যে তিন। ইহা ছাড়া ব্যভিচারী কহি সমীচীন ॥

ঔগ্র্য ত্রাসং.....[ভ ৩৩।১০২]

অযোগ আর যোগ-ভেদ তাহে দুই হন।

কৃষ্ণসঙ্গ ছাড়া হৈলে 'অযোগ' বলি কন ॥

অযোগ নাহিক যেনা শুনহ যুগতি। মদ, হর্ষ, গর্ব, নিদ্রা—নাহি দেখি ধৃতি ॥
কৃষ্ণসহ স্থিতি হইলে যোগ বলি কয়। মৃতি, ক্রম, ব্যাধি, স্মৃতি, বিলাপ না হয় ॥

তত্রায়োগে মদং.....[ভ ৩৩।১০৩]

অথ সথ্যে স্থায়ী—

দৌহে দৌহা সমরূপে দুহঁনিষ্ঠ রতি। দৌহার বিশ্বাস দৌহে প্রেমরূপে অতি ॥
উভয়ে সন্তমহীন সম-অভিমান। স্থায়ী সখ্য রতি বলি হয় অভিধানে ॥
শান্তের নিষ্ঠা আর দাস্ত্রের সেবন। সথ্যের বিশ্বাসসহ হয় তিন গুণ ॥

বিমুক্ত-সংভ্রমা.....[ভ ৩৩।১০৫-৬]

এই সখ্যরতি বুদ্ধি হৈঞা ক্রমে ক্রমে। ভক্তিশাস্ত্রে কহে তার পঞ্চ অভিধানে ॥
রতি, প্রণয়, প্রেম, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত। সখ্যরস-আস্বাদনে কহিল নিতান্ত ॥

এষা সখ্যরতিঃ....[ভ ৩৩।১০৬]

এইত কহিল আগে রত্নির লক্ষণ। প্রণয় কাহাকে বলি করহ শ্রবণ ॥

অথ প্রণয়ঃ—

সংভ্রম-বিষয়যোগ্যে সংভ্রম'না হয়। সেই রতি বুদ্ধি হৈলে প্রণয় নাম কয় ॥

প্রাপ্তায়াং সংভ্রমাদীন্যং.....[ভ ৩৩।১০৮]

পরমৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ করে অম্বর-খণ্ডন। তথাপি অজুন-চিত্তে না হরে সংভ্রম।

প্রণয় হৈঞা বুদ্ধি প্রেম নাম হন। শঙ্কারহিত বাথে আমূল সেবন ॥

সুখ দুঃখ আপনার কোনরূপে তথি। পরগৃহে বনবাসে পাণ্ডবের স্থিতি ॥

তথাপিহ কৃষ্ণপ্রেম বাঢ়ই দ্বিগুণ। আমূলক একরূপ প্রেম-আচরণ ॥

হাসশঙ্কাচ্যুতা বদ্ধমূলা প্রেমের মুচ্যতে ॥

স্নেহো যথা—

সেই প্রেম নিবিড়াত্মা কৃষ্ণে যবে হন। দ্ববরূপ হৈলে তারে স্নেহ বলি কন ॥

চিত্তের দবীভাব স্নেহ বলি কহে। সেই স্নেহ দ্বিধা—মধু ঘৃতোপম হয়ে ॥

সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুব্ধং প্রেমা স্নেহ ইতীর্থ্যতে ॥

ইহাতে বিচ্ছেদ নাহি সহে একক্ষণ। ক্ষণাঙ্কি বিচ্ছেদ হৈলে সংশয় জীবন ॥

অথ রাগঃ—

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে হুংখ সুখ করি মান। আপনার সুখ দুঃখ কিছু নাহি জান ॥

কৃষ্ণস্নেহে স্থখী, কৃষ্ণদুঃখে দুঃখী হয়। স্নেহবুদ্ধিক্রমে দেখি হয়ে রাগোদয় ॥

স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখদুঃখমপি ক্ষুণ্ণম্। ইত্যাদি

নর্মবয়স্গুণে অমুরাগান্ত সীমা। নবনবাহুভাবে অমুরাগ উপমা ॥

সুবলাদির হয় ভাবান্ত-দর্শন। কৃষ্ণানন্দ-পরিপূর্ণ কৃষ্ণার্পিত-মন ॥

রতি নর্মবয়স্যান্যং.....[উ ১৪।২৩৩]

যোগ অযোগ পূর্বে হৈঞাছে লিখন। অযোগে উৎকর্ষা বিরোধ ভেদ কন ॥

অযোগে উৎকর্ষা আগে করহ শ্রবণ। অদৃষ্টপূর্ব-দর্শনেচ্ছা উৎকর্ষা কন ॥

পাপুহুত অজুন যবে করে অধ্যয়নে। কৃষ্ণের মাধুর্যাগুণ লোকমুখে শুনে ॥

কৃষ্ণদর্শনহেতু উৎকর্ষা হয় মনে। অদৃষ্টপূর্বদর্শনেচ্ছা ইত্যাদি-বিধানে ॥

অথ বিয়োগঃ—

লব্ধসঙ্গের বিচ্ছেদ বিয়োগ বলিয়ে । মথুরাদি প্রবাস কৃষ্ণের যবে হয়ে ॥
সেই কালের বিরহোক্তি করহ শ্রবণ । কৃষ্ণ-উদ্দেশে সখা করয়ে রোদিন ॥
শুনহে পরাণবদ্ধ গোপের জীবন ! তোমার বিরহ জরে প্রাণ নাহি রন ॥
অবাসরের জঠরে, আনলে বাঁচাইলে । কালিহুদ-বিষজলে সখায় রাখিলে ॥
দাবানলে সখাগণে দিলে প্রাণদান । বিরহ-আনলে সখার বিকল পরাণ ॥
তখন রাখিলে কৃষ্ণ আপন বলিঞা । এখন না রাখ কেনে দরশন দিঞা ॥
তখন তোমার ছিল খেলাবার সাথী । কত না করিতে ভাব বাঢ়াঞা পিরীতি ॥
মায়ের কোলে খেলাতে নহে যত সুখ । সখাসনে গহন বনে পাইথে কৌতুক ॥

এবে কেনে সখাসনে পুন দেখা নাঞি ।

কিবা দোষে আমা সভা ছাড়িলি কানাঞি ॥

জাগরণ দিনরাত্রি, নাহি আলসন । ধৃতি মতি নাহি করে কোন আচরণ ॥
জড়রূপ সতে হৈলা বিফলাচরণ । বিরহ-ব্যাধিতে হয় সর্বাস-মূর্ণন ॥
কখন উন্মাদ চিত্তে ইতি উতি ধায় । কৃষ্ণসঙ্গ না পাইঞা ধূলিগড়ি যায় ॥
কভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুচ্ছাপন্ন হয় । নাসামুখে শ্বাসমান্দ্য, মৃতপ্রায় রয় ॥
অযোগে দশ দশা বিয়োগে উপজয়ে । তাপ-ক্লেশতা আদি সংক্ষেপে বর্ণিয়ে ॥

অত্রাপি পূর্ববৎ.....[ভ ৩.৩.১১৭]

তদ্যথা—অঙ্গেষু তাপঃ.....[ভ ৩.৩.১১৬] ইতি

প্রকট লীলাসুসারে বিরহ-লিখন । কিন্তু ব্রজবাসিগণে বিয়োগ না হন ॥
সখাসখীসনে কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে । ব্রজছাড়ি কৃষ্ণ সে না বান অত্থানে ॥
প্রকটপ্রকট লীলা করে বিলসন । প্রকটে মথুরা-গতি নরলীলাক্রম ॥
অপ্রকট লীলা করে সখাসখীগণে । নিত্য বিহার ব্রজে নিত্যগণসনে ॥

প্রোক্তেষু বিরহাবস্থা.....[ভ ৩.৩.১১৮]

ইত্যাদি বিচার পূর্বে হৈঞাছে বর্ণনে । সাধনভক্তির মধ্যে সপ্তম প্রকরণে ॥

অযোগে কহিল এই উৎকর্ষা বিয়োগ । লব্ধসঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের তাথে কহি যোগ ॥
সেই যোগে দেখি পুন ত্রিবিধ লক্ষণ । সিদ্ধি, তৃষ্টি, স্থিতি বলি যোগে তিন হন ॥

যোগেহপি ত্রিবিধা প্রোক্তাঃ সিদ্ধিস্তৃষ্টিস্তথা স্থিতিঃ ।

তত্র সিদ্ধিঃ—

উৎকর্ষণের পর হয় কৃষ্ণসন্দর্শন । যোগে সিদ্ধি বলি তাহাকারে কন ॥
ক্রপদনগরে কুন্তকারের ভবনে । অর্জুন সহিত কৃষ্ণের হইল মিলনে ॥
মিত্রযোগ্য চিত্তরূপ সাক্ষাতে কৃষ্ণ দেখি । অর্জুন হইলা অতি প্রেমানন্দ সুধী ॥

পাণ্ডবঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ.....[ভ ৩.৩.১৩০]

অথ যোগে তৃষ্টিঃ—

লব্ধসঙ্গের বিচ্ছেদপর পুনশ্চ মিলন । যোগে তৃষ্টি বলিঞা তাহার নাম কন ॥
কুরুজাঙ্গলে তীর্থযাত্রা সভাকার গতি । নন্দ, বশোদা, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি ॥
দ্বারকানিবাসী আর কৃষ্ণ বলরাম । কুরুজাঙ্গলে একযোগে হইল বিশ্বাম ॥
শ্রীদাম সুদাম কৃষ্ণের পাইঞা মিলন । ভুজ পসারিঞা কৈল প্রেমালিঙ্গন ॥

কুরুজাঙ্গলে হরিমবেক্ষ্য.....[ভ ৩.৩.১৩২]

যোগে স্থিতিঃ—

বৃন্দাবনে শিশুগণে কিবা সে সৌভাগ্য । কৃষ্ণসঙ্গে বিহরই পরম আশ্চর্য্য ॥
যে কৃষ্ণের পাদপদ্ম না পায় যোগিগণ । বহু জন্ম জপ তপ করি আরাধন ॥
সে কৃষ্ণ ব্রজবাসির নয়ন-গোচর । ব্রজবাসী গোপগোপীর কি সৌভাগ্য গুর ॥
যোগ স্থিতি বলি এই কহিল লক্ষণ । কৃষ্ণসঙ্গে বিহরই সখাসখীগণ ॥

যৎপাদপল্লব.....[ভা ১.০.১২.১২]

ভাব-মাধুর্য্য দোহে সমরূপ দেখি । প্রেয়ান্ রস চিত্তচমৎকৃতি লেখি ॥

দ্বয়োরপ্যেক ..[ভ ৩.৩.১৩১]

এইত কহিল সখ্যরসের বিচার । সম্যক কথনে শক্তি নাহিক আমার ॥

শ্রীশুক-গোবিন্দ কৃষ্ণভক্তের স্মরণে । সখ্যরস সংক্ষেপে করিল বর্ণনে ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধৈত আচার্য্য । অভিরাম স্বন্দরানন্দ পরম সৌন্দর্য্য ॥
শ্রীপর্ণিগোপালপ্রভু গোপালচরণ । স্মরণ হউক মোর জনম জনম ॥
অগ্রজ গোবিন্দচন্দ্র জগতে প্রকাশ । প্রয়োভক্তিরস কহে নয়নানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্বে চতুর্দশং প্রকরণম্ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ প্রকরণ

বন্দে নন্দসুতং শ্যামং শিশুবেশধরং হারম্ ।

যশোদাক্ষস্থিতং কৃষ্ণং ক্রীড়ন্তং তং স্তনকরম্ ॥

জয় জয় নন্দনয় গিরিধারী । হলধরসহ জয় বিপিনবিহারী ॥
জয় শচীনন্দন পরম অবতার । যাহার করুণা বলে জীবের নিস্তার ॥
জয় জয় সদয়-হৃদয় নিত্যানন্দ । শ্রীযুত স্বন্দর জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
এবে কহি শুনহ বাৎসল্য ভক্তিরস । অকৈতব যাহে প্রেম পরম সুরস ॥
বিভাবাদি-সংযোগে সেই বৎসলাখ্যরতি । বৎসলরস নাম তাহার খেয়াতি ॥

বিভাবাত্তৈস্ত বাৎসল্যং.....[ভ ৩৪১]

তত্র আলম্বনাঃ—

কৃষ্ণ আদি শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্ণগণ । বিষয়-আশ্রয়ভেদে দ্বিবিধ লক্ষণ ॥

কৃষ্ণং তন্তু.....[ভ ৩৪২]

তত্র কৃষ্ণো যথা—

জলদ-বরণ অতি কোমল চরণ । হার মালা কণ্ঠহার বিবিধ ভূষণ ॥
যশোদার হৃদয়ানন্দ অখিল-মনোহর । কভু ধনী-পরিধান কভু দিগম্বর ॥
বাৎসল্য রসে শুন কৃষ্ণের যেবা গুণ । শ্রীমাঙ্গ আদি করি যাথে সন্মুখ ॥

শ্রীমাঙ্গ রুচির সর্বসন্মুখগুণ । প্রিয়ষদ সরলাদি মায়ামানকৃত ॥
বিনয়ী দাতাদিগুণযুক্ত ভগবান্ । বৎসলরসে এই গুণের বিধান ॥

অথ গুরবঃ—

আপনাতে মায়া জ্ঞান, পাল্য কৃষ্ণে মানে ।

হিতবাক্য, কার্য্যাকার্য্য করায় শিক্ষণে ॥

শ্রীমতী যশোদা রাণী, নন্দগোপরাজ । রোহিণী প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপিকা-সমাজ ॥
দেবকী, শ্রীবৃন্দদেব, তন্তু পরীগণ । কুন্তী, সান্দীপনি মুনি, মুখরাদি হন ॥
গুরুবর্গমধ্যে শ্রেষ্ঠ নন্দ যশোমতী । রোহিণ্যাদি পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ দেখি তথি ॥

ব্রজেশ্বরী-ব্রজাধীশৌ.....[ভ ৩৪১১]

শ্রীযশোদায়া রূপং—

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথু.....[ভা ১০৯৩]

যশোদার বাৎসল্য প্রেম লালন পালন । সামান্য বালকবুদ্ধো করয়ে বন্ধন ॥
মস্ত পড়ি রক্ষা বান্ধে, মুখাদি-মার্জন । আনন্দে করয়ে হরির শ্রীমুখ চূষন ॥

অথ নন্দস্য রূপম্—

তিলতগুলিতৈঃ ... [ভ ৩৪১৫]

অথ বাৎসল্যে উদ্দীপনাঃ—

কৌমার বয়েস আর রূপ বেশ আদি । শিশুগীলা চপলতা জন্মিত হাস্যাদি ॥
তত্র কৌমার বয়েস করহ শ্রবণ । পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার-নিরূপণ ॥
সেই ত কৌমার-ভেদ ত্রিবিধ লক্ষণ । আনন্দ, মধ্য, শেষ হয়ে ত্রিবিধ গণন ॥

তত্র আনন্দ-কৌমারম্—

মধ্যদেশে স্থল কিছু মুহু অঙ্গ অতি । অঙ্গ দন্ত দুই চারি মুখে দৃষ্টি তথি ॥
নব কুবলয়-ছাতি যশোদার কোলে । করে ধরি স্তন পান করে কুতূহলে ॥
চলিতে চরণযুগে বাজই নুপুর । মুখ হেরি যশোদার আনন্দ অন্তর ॥
পাদক্ষেপণ হয় কখন রোদন । কখন কবুর হাত, উত্তান শয়ন ॥

নিজগদাস্তৃষ্টপান ইত্যাদি চেষ্টিত। আত্মকৌমারে হয় কৃষ্ণের এই ত মত ॥

মুখপুটকৃত..... [ভ ৩৪১২২]

ব্যাঘ্রনখ স্বর্ণবজ্র কর্ত্তে ভূষণ। রক্ষাতিলক-পটুহুতাদি-ধারণ ॥

মধ্য কৌমারে হয় ঈষৎ গমন। মুহু কথা মাতৃউক্তি, চঞ্চল নয়ন ॥

কর্ণবেধ, পীতধটি, বিবিধ ভূষণ। নাসাগ্রে লম্বিত মুক্তা, নৃত্যাদি চেষ্টন ॥

দৃক্‌তটীভাগলকতা... [ভ ৩৪১২৫]

শেষ কৌমার হয় পঞ্চবর্ষ কালে। মধ্য ক্ষীণ প্রসন্ন বক্ষ কুক্ষিত কুন্তলে ॥

কাকপক্ষ দুই পার্শ্বে বেত্রাদি-ধারণ। পীতধটি কোন বস্ত্র বেশ বিভূষণ ॥

শিশুসঙ্গে বৎসরক্ষা ব্রজ-অভ্যন্তরে। শিক্ষা-বেণু-বাঘ-চেষ্টা শেষ কৌমারে ॥

বৎসরক্ষা..... [ভ ৩৪১৩২]

পৌগণ্ড-বিচার পূর্বে হৈঞাছে বর্ণন। অতএব সংক্ষেপে উক্তি করিয়ে লিখন ॥

বৎস-চারণ করি হরি আইলা ঘরে। অঙ্গ মলিন দেখি ভাবিত অন্তরে ॥

মুখানি মোছই রাণী গদগদ অঙ্গ। আর না পাঠাব বনে শিশুগণ সঙ্গ ॥

ইত্যাদি বাৎসল্যভাবে যশোদার প্রেম। পৌগণ্ড-বিচার পূর্বে হৈঞাছে বিধান ॥

অথ কৈশোরম্—

অরুণ নয়নযুগ উচ্চ বক্ষঃস্থল। হারমালা ঝলমল কর্ত্তে কুণ্ডল ॥

লোমাবলী বক্ষঃস্থলে ক্ষাণ মধ্যদেশ। নিতম্ব-লম্বিত বৈণী স্নকুক্ষিত কেশ ॥

বিভাবে বৎসল রসে ইত্যাদি উদ্দীপন। এবে কহি ইথি পুন অহুভাব-লক্ষণ ॥

অহুভাব বাৎসল্যে হয় মেহাদিকরণ। শিরোভ্রাণ, অঙ্গস্পর্শ, ত্রীঅঙ্গমাজ্জ ন ॥

আশীর্বাদ হিতশিক্ষা লালন পালন। কার্যে নিদেশাদি অহুভাব ইথি হন ॥

চুষ, আল্লেব তথা নামাদিকরণ। হিত বাক্যাদি কহিঞা কার্যে নিয়োজন ॥

তারপর শুন কহি সাহসিক-লক্ষণ। স্তম্ভস্রাব সহ ইথি নবধা বর্ণনা ॥

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্রবভেদ, বৈবর্ণ্য। অশ্রু, প্রলয়াদি সাহসিক লক্ষণ ॥

স্তম্ভস্রাবসহ হয় বাৎসল্যে নবধা। স্তম্ভাদি-লক্ষণ পূর্বে হইয়াছে সমাধা ॥

তত্র স্তম্ভস্রাবো যথা—

ধেমুগণ চরাঞা কৃষ্ণ সথাগণসনে। প্রবেশ করেন গৃহে আনন্দিত মনে ॥

শিক্ষাবেণু জোড়ে জোড়ে আবা আবা ধ্বনি।

তাহা শুনি আনন্দিত গোপের রমণী ॥

ছাড়ি সব গৃহ-কাজ হইলা বাহির। কৃষ্ণপ্রেমানন্দে স্তন বাহি পড়ে ক্ষীর ॥

যশোদা রোহিণীআদি স্নত করি কোলে। স্তনপান করে হরি জননী বিহ্বলে ॥

পরংব্রজ ভগবান্ নিজস্নত-জ্ঞানে। যশোদা করয়ে প্রেম লালন পালনে ॥

তন্মাতরো বেণুরবো... [ভা ১০১১৩২২]

অথ বাৎসল্যে ব্যভিচারিণঃ—

অপস্মার, গর্ব, হর্ষ, আর বিষয়াতা। নির্বেদ, ধৃতি আদি দৈন্ত, চিন্তা তথা ॥

স্মৃতি, শঙ্কা, ঔৎসুক্য, বিতর্ক আর মতি। চপলতা, বেগ, হ্রী, জাড়া, মোহ তথি ॥

উন্মাদ, অবহিথিকা, স্বপ্ন, বোধ তথা। ক্রম, ব্যাধি, মৃতি আদি কহিল সবধা ॥

যোগ, অযোগ-ভেদ ইথি দুই হন। দাস্তরসে যেই সব তাহা ইথি কন ॥

অত্রাপস্মারসহিতাঃ..... [ভ ৩৪১৪৯]

অথ বাৎসল্যে স্থায়ী—

বাৎসল্যে তিন রসের গুণ অহুগত। নিজগুণ সহ চারি বাৎসল্যে বেকত ॥

শান্তের নিষ্ঠা আর দাস্তের সেবন। সেইত সেবন ইথি লালন পালন ॥

অনেকোচ সন্ধ্যের গুণ গৌরব-রহিত। লাল্যলালকভাবে বৎসলে বিদিত ॥

গৌরব-সম্মমহীন আহুকূল্যময়ী। মেহাহুবন্ধ যাথে বৎসল রতি স্থায়ী ॥

এই ত বাৎসল্য রতি দেখি গুরুগণে। রতি প্রেম মেহ রাগ বৃদ্ধি হয় ক্রমে ॥

সংভ্রমাদিচ্যুতা.....[রাগবৎ [ভ ৩৪১৫২-৫৩]

রতির্থথা—নন্দঃ স্বপুত্রমাদায়.....[ভা ১০৬১৪৩]

এবং প্রেমাদয়ঃ—

অযোগে উৎকণ্ঠা আর কহিল বিরোগ। দেবক্যাদির দেখি উৎকণ্ঠা-প্রয়োগ ॥

বিয়োগ যশোদাগণে মথুরা গেলে হরি। চিন্তা আদি করি অষ্ট তাহার ভিতরি ॥
চিন্তা, বিষাদ, দৈন্ত, নিবেদ, জাড্যতা। চাপলা, উন্মাদ, মোহ দশা দেখি তথা ॥

চিন্তাবিষাদনিবেদ.....[ভ ৩৪।৬৪]

অথ তত্র যোগে সিদ্ধিস্থিতিঃ স্থিতিশ্চ—

সিদ্ধির্থা—বিলোক্য রঙ্গস্থল.....[ভ ৩৪.৭৩]

এবং তুষ্টিস্থিতিশ্চ বোদ্ধব্য।

সংক্ষেপে কহিল এই বৎসল্যার্থ রস। যাহার সাধনে কৃষ্ণ সদা হন বশ ॥
দাস্ত সখ্য বাৎসল্যরতি হই নাম হয়। কেবলা, সঙ্কুলা বলি হৈঞাছে নির্ণয় ॥
তাহে ইথি সঙ্কুলা রতির দেখি চিহ্ন। সঙ্কর্ষণাদিকের দেখিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ॥
বলরামের সখ্যপ্রীত বাৎসল্য-মিশ্রিত। যুধিষ্ঠিরের বাৎসল্য দাস্তসখ্যযুত ॥
দারুক প্রভৃতির দাস্ত বাৎসল্য-মিলনে। বড়াই প্রভৃতি বাৎসল্য সখ্য ক্রমে ॥
নকুল সহদেবের দেখি সখ্য দাস্তময়। নারদ প্রভৃতির দাস্ত সখ্যমিশ্র হয় ॥
রুদ্র ইন্দ্র উদ্ধবাদের দাস্ত সখ্যগত। অনিরুদ্ধাদির প্রীত ইত্যাদি বিদিত ॥
এইত কহিল স্ত্রী বৎসলভক্তিক্রম। কৃষ্ণ-পরিবার কহি গণোদ্দেশ-ক্রম ॥
বৈশুজাতি গোপ-বৃত্তি নন্দ অভিধান। গোপালন করিঞা গোপাল হৈল নাম ॥
তাহার তনয় রূপে গোলোকের নাথ। অবতার করিলেন পার্শ্বদগণ-সাথ ॥
বসুদেব বলি নন্দের গোপ্য নাম হয়। আনকছন্দুভি বলি পুন নাম কর ॥
অতএব বাসুদেব নন্দস্বতে বলি। যশোদার হই নাম গুন কুতূহলী ॥
দেবকী দেবকীসখী যশোদার আখ্যান। দৈবকীনন্দন কৃষ্ণ ব্রজে তেঞি নাম ॥
তেঞি বসুদেবে নন্দে হৈঞাছে বন্ধুতা। যশোদায় দেবকীতে স্বনামে মিত্রতা ॥
পর্জন্ম নন্দের পিতা পিতৃব্য হই জন। উজ্জ্বল রাজহ—নাম কহি বিবরণ ॥
নন্দ গোপের জ্যেষ্ঠ উপনন্দ, অভিনন্দ। কনিষ্ঠকল্প নন্দন তথা শ্রীসনন্দ ॥
কৃষ্ণের পিতামহী বরায়সী নাম। মাতামহ-নাম কহি কর অবধান ॥
মাতামহ মহোৎসাহ, পাটলা মাতামহী। স্নুমুখী স্নন্দরী নামা পুত্র তারে কহি ॥

সানন্দা নন্দিনী হই নন্দের ভগিনী। ভগ্নীপতি মহানীল, সুনীল নাম জানি ॥
জ্যেষ্ঠাই কৃষ্ণের হই তুঙ্গী, পীবরী। তুলা, কুবলা-নামা গুড়ী হন তারি ॥
বলরামচন্দ্রের মাতা শ্রীমতী রোহিণী। কৃষ্ণের কহিরে মাতামহীর ভ্রাতা জানি ॥
গোল-অভিধান, তার পত্নী জটীলা-নামা। যশোধর যশোদেব বসুদেব নামা ॥
মাতুলানী ধুম্রজটা কর্কটা আখ্যান। কুসুমদ্বিবা—এই তিনের অভিধান ॥
যশোদেবী বশস্বিনী মাসা হইজন। কৃষ্ণ পিতামহী-তুল্যা জটীলার গণ ॥
পৌর্ণমাসী, ঘর্ষরা, মুখরা, ভগবতী। মাতামহীতুলা এই কহিলেন ইথি ॥
বেদগর্ভা, মহাযজ্ঞা, পুরোধা গোকুলে। ভাণ্ডরি আদি করি আছরে সকলে ॥

গণোদ্দেশ মতে কৃষ্ণের কহিল পরিবার।

বাহুল্যের ভয়ে সংক্ষেপে করল প্রচার।

শ্রীচৈতন্যপদদ্বন্দ্ব প্রণম্য শিরসোপরি।

বৎসল্যার্থরতেভাষা লিখিতা যত্নতো ময়া ॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণে। শ্রীযুত স্নন্দরানন্দ গোপাল-অরণ্যে ॥

শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব শ্রবণ-উল্লাস। কহিল বাৎসল্যরস নন্দনানন্দ দাস ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব পঞ্চদশ-প্রকরণম্ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ প্রকরণ

শ্রীরাধেশং তথা রাধাং রাধামাধবরোরপি ।
প্রথম্য মধুরাখ্যস্য ভক্তভাবা প্রকাশ্যতে ॥

জয় জয় গোকুলনগর শ্রাম । শ্রীরাধামাধব সহ বলরাম ॥
জয় দাম-শ্রীদাম-সুদাম-সখা । জয় নন্দ বশোমতী চন্দ্রমুখা ॥
শ্রীবল্লবীবল্লভ গোকুলধাম । শ্রীবৃন্দাবন জয় মোহন নাম ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র দীনবন্ধু । পতিতপাবন করুণার সিদ্ধ ॥
দীনে কর প্রভু করুণা প্রচার । বাঞ্ছিত পূরণ করহ আমার ॥
অথ মধুরভক্তিরসঃ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণের সন্তোষের আদি কারণ । মধুরাখ্য রতি বলি তাহাকারে কন ॥
মধুর রতি উপযুক্ত সামগ্রী-মিলনে । বিভাবানুভাব সাত্ত্বিক সঞ্চারি-ক্রমে ॥
এসব সামগ্রী আয়োচিত সংমিলনে । রসরূপ হয় রতি মধুর আখ্যানে ॥

আয়োচিতে বিভাবাচ্ছে: [ভ ৩৫১]

মধুর রসের কহি বিস্তার লক্ষণ । বিভাবে কহিল আলম্বন উদ্দীপন ॥
আলম্বন ভেদ তাহে বিষয় আশ্রয় । সর্বরসের বিষয় ব্রজে কৃষ্ণ হয় ॥
মধুরে বিষয় কৃষ্ণ, আশ্রয় প্রিয়াগণ । তাহার কারিকাসূত্র করহ শ্রবণ ॥

অগ্নিলাভনঃ: [ভ ৩৫৩]

তত্র কৃষ্ণো যথা—
কি কহিব মধুরে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন । সর্বলীলা মাধুর্য্যসার জগতমোহন ॥
অসমোদ্ধি রূপগুণে কৃষ্ণ আলম্বন । মধুর রসের বিষয় শ্রীন্দনন্দন ॥

অসমানোদ্ধঃ: [ভ ৩৫৪]

শ্রীকৃষ্ণগুণাঃ মধুরে যথা—

অয়ং সুরম্যো.....কীর্তিতাঃ [উ ১১৬—১]

সেই কৃষ্ণ নায়কভেদ চতুর্বিধ হন । দীরোদাত্ত, দীরললিত, দীরোদ্ধত কন ॥
দীরপ্রশান্ত নাম গুণক্রমে হয় । সংক্ষেপে তাহার পূর্বে হৈক্যাছে নির্ণয় ॥
দীরোদাত্ত আদি চারি নায়ক-লক্ষণ । পতি-উপপতি ভেদে হইরূপ হন ॥
তত্র পতিঃ—উক্তঃ পতিঃ স..... [উ ১১১]
পাগিগ্রহবিধিক্রমে বিবাহ-করণ । পতি বলিঞা সেই নায়কের কন ॥
কল্পিণী প্রভৃতির পতি পুরী-বিগমনে । ব্রজে পতিভাব দেখি কোন রামাগনে ॥
কাত্যায়নোব্রতপরা বারা ব্রজবালা । পতিভাবে পাইলেন সেই সে অবলা ॥
কাত্যায়নি মহামায়ে..... হরাবভূৎ [উ ১১৪-১৫]
মূলমাধবগ্রন্থে আছয়ে লিখন । সে সব গোপিকাগণের বিবাহ-বর্ণন ॥
তার পর কহি শুন উপপতির লক্ষণ । ধর্ম-ভ্যাগ করি রাগে করয়ে সেবন ॥
গুরুধর্ম লঙ্ঘা ভয় ছাড়ি প্রেমবশ । সেই সে জনয়ে নারী উপপতির-স ॥

যথা—রাগেগোপ্তবন..... [উ ১১৭]

পত্নাবলি-গান তাহে করহ শ্রবণ । সঙ্কেত করিঞা কৃষ্ণ করে আকর্ষণ ॥
একদিন রজনীকালে রাধার প্রাঙ্গণে । একাকী আইলা কৃষ্ণ কেহো নাহি জানে ॥
দ্বারেতে সঙ্কেত করে কোকিলের ধ্বনি । তাহা শুনি স্বরায় উঠিলা বিনোদিনী ॥
কবাট খুলিতে হয় কল্পণের রোল । ‘কেও কেও’ জটীলা বোলয়ে ঘন বোল ॥
‘তাহা শুনি কানাকি পলাঞা গেলা দূরে । কম্পিতা হইলা রাধা ননরীর ডরে ॥
ভয়ে কৃষ্ণ সেই রাত্রি প্রাঙ্গণ-অকলে । জাগত রহিলা তখি বিটপীর তলে ॥
ইত্যাদি বিহার দেখি উপপতিগণে । উজ্জললীলমণি গ্রন্থে বিশেষ বর্ণনে ॥
পতি, উপপতি—এই নায়কভেদ কয় । সেই ছই মধ্যে পুন নায়ক চারি হয় ॥
অমুকুল, দক্ষিণ, শঠ, দুষ্টগুণ দেখি । পতিউপপতি ভেদে চতুর্বিধ লেখি ॥

অমুকুল-দক্ষিণ..... [উ ১১২৩]

তত্র অনুকুলঃ—
নিরন্তর প্রিয়া প্রতি অমুগত মন । নাগরীকে না পাসরে কান্ত একক্ষণ ॥
অমুকুল নায়ক এই করিয়ে লক্ষণ । শ্রীমতী রাধিকার যথা শ্রীকৃষ্ণ উপমা ॥
অতিরিক্ততয়া নার্য্যাং... [উ ১১২৫]

গীতা প্রতি অমুকুল সদা যেন রাম । সেই ত নায়কে কহি অমুকুল নাম ॥

রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য.....[উ ১২৬]

অথ ধীরোদাত্তামুকুল-ধীরললিতামুকুল-ধীরশান্তামুকুল-ধীরোদ্ধতামুকুল-শান্ত
জ্যেষ্ঠাঃ ।

অথ দক্ষিণঃ—

সকল নায়িকা প্রতি সমভাব হয় । দক্ষিণ বলিঞা সেই নায়কেতে কয় ॥

নায়িকাস্বপ্যনেকাসু ...[উ ১৩৪]

অথ শঠঃ—

সাক্ষাতে প্রিয়বাক্য পরোক্ষে নিন্দা কয় । শঠ নায়ক বলি তাহার সংজ্ঞা হয় ॥

প্রিয়ং বক্তি পুরোহিত্যত্র.....[উ ১৩৭]

অথ ধুষ্টঃ—

অগ্রানারী-সজোগচ্ছি অঙ্গে ব্যক্ত রয় । মিথ্যা চাতুরী কথা, অন্তর নির্ভয় ॥

নায়িকা-নিকটে কহে ছলে নানা কথা । ধুষ্ট নায়ক হয় সেই কহিল সর্বথা ॥

অভিব্যক্তান্তরূপী.....[১৪০]

এইত কহিল নায়ক-লক্ষণ সংক্ষেপে । ছিয়ানব্বই প্রকার হয় শুন যোবারূপে ॥

ধীরোদাত্ত-ধীরললিত-ধীরপ্রশান্ত-ধীরোদ্ধতাস্ত ইতি চতুর্বিধাঃ ।

পুনস্তেষাং চতুর্ভেদাঃ—অমুকুল-দক্ষিণ-শঠ-ধুষ্ট-শেচতি ছয়োরাধোচ্যস্তে
প্রত্যেকং চধারো ভেদা যুক্তিভিন্নমী বৃত্ত্যা ধীরোদাত্তামুকুল-ধীর-
ললিতামুকুল-ধীরপ্রশান্তামুকুল-ধীরোদ্ধতামুকুল-শান্ত । এতেন দ্বাদশ,
তত্র পতিরূপপতিশেচতি ভেদদ্বয়েন ছয়োশ্চতুর্বিংশতিঃ । ততঃ
পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিবিধভেদেন স্রবতিপ্রকারাঃ নায়িকা
ভবন্তি । যথোক্ত্যে (১৪২-৪৩) উদাত্তাত্তোঃ...স্রবতিধোদিতঃ ॥

অথ তস্ত সহায়াস্ত পঞ্চবিধাঃ—তে যথা—চেট-বিট-বিদূষক-পীঠমদ-
প্রিয়নমসখাদয়শ্চ ।

অথ তত্র চেটঃ—

সন্ধানকারী সূচকুর প্রগল্ভবুদ্ধি যার । গূঢ়কর্ম-প্রবর্তক চেট নাম তার ॥
ভঙ্গুর, ভঙ্গার আদি গোপের নন্দন । বিট সখার গুণ কহি করহ শ্রবণ ॥

অথ বিটঃ—

বেশভূষা-উপচার করণে নিপুণ । ধূর্তগোষ্ঠী কামশাস্ত্র জানে বহুগুণ ॥
কড়ার, ভারতীবদ্ধ, গন্ধবেদ করি । ইহা আদি হয় নামে বিট অধিকারী ॥

তত্র বিদূষকঃ—

কৃষ্ণানন্দে করে নানা ছলে পরিহাস । ভোজনাদিকালে করে কন্দল-প্রকাশ ॥
অগ্র মুক্তি ধরিঞা বিকৃত শব্দ করে । গোপীগণসহ কৃষ্ণ ভয় পায় অন্তরে ॥
তারপর জ্ঞাত হৈঞা হাস্ত মহারস । বিদূষক সখা কৃষ্ণ এইরূপ বশ ॥

তে যথা—মধুমঙ্গল-পুষ্পাঙ্গ-হাসাঙ্কাত্তা বিদূষকাঃ ।

অথ পীঠমদঃ—

গুণক্রমে কৃষ্ণতুল্যা, গ্রেমে অমুগত । কৃষ্ণহৃৎ নিজহৃৎ সদানন্দযুত ॥
পরোক্ষে কৃষ্ণের কার্য্য করয়ে সহায় । শ্রীদামাদিগণে পীঠমদ ক্রিয়া পায় ॥

শুণৈন্যায়ককল্লো.....[উ ২১০]

যথা—শ্রীকৃষ্ণস্য পরিবাদং শ্রদ্ধা পবে শ্রীদামগোপালঃ চন্দ্রাবলী-
পতিং গোবর্দ্ধনমন্ত্রং তোষয়তি—কালিন্দীপুলিনে.....বনে
যাস্তীং.....[উ ২১১-২২]

অথ প্রিয়নমসখাঃ—

অত্যন্ত রহস্যবেত্তা সখী-অমুগত । সর্বপ্রিয়মধ্যে হয় প্রিয় অবিরত ॥
স্ববল, অজ্ঞান, আর গন্ধর্ব, বসন্ত । উজ্জল, কোকিল তথা সন্দন, বিদগ্ধ ॥
প্রিয়নমসখা হয় উভয় লীলা গতি । গোপলীলা গোপীলীলার সদা সঙ্গ স্থিতি ॥

যথা—তত্রহস্তান্ত্র নাক্যেব যদমীষামগোচরঃ ॥

চেট বিট প্রভৃতি হয় কিঙ্কর-গণন। পীঠমদ'নমাদি হন সহায়-লক্ষণ ॥
রাধিকার গণে যেন দূতিকা-কথন। যথাযোগ্য সেই সেই দূতিকা ইথি হন ॥

স্বয়ংদূতী তথা বংশী আণ্ডদূতী তথৈব চ।

বীরাবুন্দা চাপুদূতী.....[উ ২।২০]

বংশী যথা—হ্রিয়মবগৃহ.....[উ ২।১২]

[ইত্যাদি নায়কসহায়-প্রকরণম্]

অথ শ্রীকৃষ্ণবল্লভাঃ—

স্বকীয়া পরকীয়া চ দ্বিবিধা কৃষ্ণবল্লভা

তত্র স্বকীয়া—

পাণিগ্রহণ-বিধিক্রমে বিবাহকরণ। স্বামির আদেশকারী পতিভক্তা হন ॥
পাতিব্রতধর্মপরা যেই সব নারী। স্বকীয়া বলিঞ হয় শাস্ত্রে নাম তারি ॥

করণগ্রহবিধি প্রাপ্তাঃ.....[উ ৩।৪]

স্বকীয়া কৃষ্ণের প্রিয়া ষোড়শ হাজার। অষ্টোত্তর *তাধিক, দ্বারকা-বিহার ॥
তাহে অষ্ট মহিষী হন মুখ্য সর্বাধিকা। প্রধান প্রকৃতি অষ্ট স্বকীয়া নারিকা ॥
রুক্মিণী, সত্যভামা দেবী, সূর্য্যের নন্দিনী। নগ্নজিতা, মিত্রবুন্দা, জাম্ববতী রাণী ॥
সুনন্দা আর সুলক্ষণা অষ্ট মহিষী। সর্বগণমধ্যে অষ্ট হয়েন বরীয়সী ॥

তাহাতে প্রধানা দুই রুক্মিণী সত্যভামা।

ঐশ্বর্য্য-সৌভাগ্যে কেহো নহে দুই সমা ॥

তত্রাপি রুক্মিণীসত্যে.....[উ ৩।১০]

ব্রজে তু যাসাং কৃষ্ণে পতিবুদ্ধির্গাঢ়ব্রবিবাহেন বিবাহিতাস্তাঃ
স্বকীয়াঃ। কিন্তু তাসাং বিবাহস্তাব্যাক্তত্বাৎ পরকীয়া ইব।

অথ পরকীয়াঃ—

রাগে কৃষ্ণাপিত-তনু লোকধর্ম ছাড়ি। কৃষ্ণ ভজে প্রেমে সদা পতিগণ এড়ি ॥

কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য, বার কৃষ্ণসুখে রতি। পরকীয়া নাম হয় তাহাসভার প্রতি ॥

রাগেণৈবাপিতাস্তানঃ.....[উ ৩।১৭]

তাহে পরকীয়া ব্রজে ছইরূপ হন। কল্লকা আর পরোচা—এই বিবরণ ॥
পিতৃগৃহে পালিতা কল্ল বিবাহ নাহি হয়। অনুচা কল্লকা সেই ধন্য আদি কর ॥

অনুচাঃ কল্লকাঃ প্রোক্তাঃ.....[উ ৩।৩৪-৩৫]

অথ পরোচাঃ—

অন্ত গোপে বিবাহিতা বাহারী সে হয়। কৃষ্ণে সন্তোষ বাঞ্ছা, পতিসঙ্গে নয় ॥
অপ্রসূতা ব্রজনারী শ্রীকৃষ্ণবল্লভা। পরোচা নারিকা সেই নাট্যশাস্ত্রে কথা ॥

গোপৈর্ব্যুচা অপি.....[উ ৩।৩৭]

তাঃ পরোচাস্ত্রিধাঃ সাধনপরা দেব্যাস্তথা নিত্যপ্রিয়াশ্চ।

তত্র সাধনপরাঃ—দ্বিধাঃ মুনিপূর্বাঃ শ্রুতিপূর্বাশ্চ।

তত্র মুনয়ঃ—

দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ মহাকৃষ্ণ ভক্ত। গোপাল-মন্ত্র উপাসক বৈষ্ণব নিতান্ত ॥
সেইকালে রামচন্দ্রের পাইল দরশন। রূপ-মাধুর্য্য দেখি লোভিত হৈল মন ॥
সাধনের ক্রমে তারা গোপীদেহ হৈল। ব্রজাঞ্চলে জন্মি রাসকালে কৃষ্ণ পাইল ॥

যথা পাদ্মে...পুরা মহর্ষয়ঃ.....[ভ ১।২।৩০১]

উপনিষদ্ যথা—

পূর্বে অপ্রকট কালে নিত্য গোপীসনে। রাসলীলা করে কৃষ্ণ নিত্য ব্রন্দাবনে ॥
তাহা দেখি শ্রুতিগণের হৈল উল্লাস। সাধ হৈল ঐছে মোরা করি অভিলাষ ॥
বর মাগে শ্রুতিগণ নতি স্তুতি করি। বাঞ্ছা সিদ্ধি কর প্রভু হইব কিঙ্করী ॥

গোপী লৈঞা যৈছে প্রভু কৈলে তুমি রাস।

আমা সভার মনে হয় তৈছে অভিলাষ ॥

হর্লভ হৃষট কম'সে দেহে না পাইলা। তাহা সভে ভগবান্ অমূল হৈলা ॥

রাগান্বিকার আত্মগতো সাধন করিঞ।

ব্রজে রাস কালে পাইল গোপীদেহ হৈঞা ॥

সাধনগরা এই গোপিকা কহিল। ব্রজে পাণ্ডা আশ্রয়িতা তাহারা করিল ॥

বয়সপি তে সমাঃ.....[ভা ১০।৮৭।২৩]

অথ দেবীগণঃ—

কৃষ্ণের আঞ্জায় দেবপত্নী অংশক্রমে। দেবগণ-সহায়রূপে জন্মিলা আপনে ॥

নিত্যপ্রিয়ার অংশরূপা সেই সব গণ। ‘সম্ভবস্তুমবজ্রিয়ঃ’—ভাগবতে কন ॥

দেবেষণশেন.....[উ ৩।৫২]

অথ নিত্যপ্রিয়াঃ—

নিত্যপ্রিয়া মুখ্য দুই রাধা, চন্দ্রাবলী। অল্পগত শত শত কৃষ্ণপ্রিয়াবলী ॥

সকল-প্রকৃতি-শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী। তার অল্পগত শত শত যুথ জানি ॥

ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শ্রামা।

শৈব্যা, ভদ্রা, তথা তারা যুথেশ্বরী নামা ॥

যথা গণোদ্দেশে—আভীরসুভ্রবাং শ্রেষ্ঠা.....[রা-কৃ-গ-প ১৩৫]

চন্দ্রাবলী তথা পদ্মা.....[রা-কৃ-গ-প ১৩৬]

মঙ্গলা বিমলা লীলা.....[উ ৩।৫৮]

এতা গোপ্যো যুথেশ্বর্যঃ—তাসু পঞ্চবিধা মুখ্যঃ—

রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্রামলা পালিকাদয়ঃ [রা-কৃ-গ-প ১৪১]

পঞ্চগণমধ্যে দুই তাহে অগ্রগণি। শ্রীমতী রাধিকা, চন্দ্রাবলী ঠাকুরাণী ॥

শ্রীমতী রাধিকা সর্বশক্তির প্রধান। রূপগুণ মাধুর্যোতে শ্রীকৃষ্ণের সমা ॥

সর্বগোপী-বরেণ্যা বুধভানুসুতা। সর্বপ্রকৃতিগণ তাঁর অল্পগত ॥

চন্দ্রাবলী হৈতে রাধা কৃষ্ণপ্রিয়া অতি। মহাভাবস্বরূপা রাধিকা গুণবতী ॥

তয়োঁরপুণ্যভয়োঁর্মধ্যে.....[উ ৪।৩]

সর্বগোপী হৈতে প্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা।

পাদদ্বীয় প্রমাণ তায় গোঁসাক্ষের কারিকা ॥

অতন্তনীয়মাহাভ্যাং.....বল্লভা ॥ [উ ৪।৪-৫]

শ্রীমতী রাধিকার কহি শুন নিত্যগুণ। উজ্জলনীরলমণিগ্রহে তাহা বিবরণ ॥

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ.....হরৈরিব [উ ৪।১১-১৫]

নিত্য এই মহাগুণ শ্রীমতীর হয়। কাহার আছরে শক্তি সমাগু গণয় ॥

পঞ্চবিধা সখী হয় শ্রীমতীর গণ। তাহা কহি বিবরণে যুথ-নিরূপণ ॥

তাশ্চ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ.....[উ ৪।৫০]

সখী, নিত্যসখী আর প্রাণসখী নাম। প্রিয়নমসখী পরমপ্রেষ্ঠাভিধান ॥

তত্র সখীরূপা যথা—

বৃন্দা, কুন্দলতা, ধনিষ্ঠা, গুণমালা। লবঙ্গমঞ্জরী সখী আর সে কামিলা ॥

রাগমঞ্জরী, শ্রীকৃষ্ণমিকা, ধনিষ্ঠিকা। বিক্র্যা আদি করি হয় সখীগণে লেখা ॥

নিত্যসখী কস্তুরিকা শ্রীমণিমঞ্জরী। মনোজ্ঞা, কোমলী তথা মদিরা আদি করি ॥

প্রাণসখী শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা। কাদম্বরী, প্রিয়ম্বদা, আর চন্দ্রলেখা ॥

মহোদদা, মধুমতী তথা রত্নাবতী। কলভাষিণী, কপূরলতিকা, মানমতী ॥

প্রিয়সখীর গণ কহি কুরঙ্গাক্ষী আদি। শ্রীমণিকুণ্ডলা আর মালতী মাধবী ॥

চম্পলতা, মদালসা, মঞ্জুমেধা তথা। শশিকলা, স্তম্ভা, কমলা, কামলতা ॥

মধুরেক্ষণা, গুণচূড়া, বরাসুন্দা করি। প্রিয়সখীর গণমধ্যে শ্রীপ্রেমমঞ্জরী ॥

পরমপ্রেষ্ঠা সখী ললিতা বিশাখা। সুচিত্রা চম্পকলতা শ্রেষ্ঠগণে লেখা ॥

তুঙ্গবিজা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী নাম। সুদেবী প্রভৃতি অষ্ট শ্রেষ্ঠ অভিধান ॥

সর্বসখীগণমধ্যে ললিতাদি প্রধান। সংক্ষেপে কহিল পঞ্চগণের আখ্যান ॥

স্বকীয়া, পরোঢ়া দুই আগে যে কহিল। তিন তিন তায় ভেদ একেকে বলিল ॥

মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা—তিন তার নাম। প্রথমতঃ কহি আগে মুগ্ধার আখ্যান ॥

নববয়া, নবকামা, রতিবামা নারী। সখীবংশা অতিব্রীড়া, রোষে মৌনধারী ॥

কান্তাপরাধে অশ্রুমুখী আকুল-লোচন ॥ মানে বিমুখী, অক্ষমা ইত্যাদি দর্শন ॥

এইত কহিল হৃদ মুগ্ধার লক্ষণ। তারপর কহি শুন মুগ্ধা-বিবরণ ॥

নবোঢ়ার প্রায়রীত রস নাহি বুঝে। সখীবশে কমল করে, থাকে সখীমাঝে ॥

পতির নিকটে যাইতে চিত্তে ভয় মানে । কান্তপাশ লঞা যায় ধরি সখীগণে ॥
অথ মধ্যা—

সম-লজ্জাযিতা নবমদন-মোদিতা । প্রগল্ভবাক্য কভু, কখন ধৈর্য্যতা ॥
কখন কোমল বাক্য প্রিয়কথা শুনি । কর্কশ বাক্য কভু মানে হৈঞা মানী ॥

মধ্যা স্ম্যং কোমলা.....[উ ৫১২৭]

সেই মধ্যা ত্রিধা হয় করহ শ্রবণ । ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরা কন ॥

তত্র ধীরমধ্যা—

ধীরমধ্যার ভাব বুঝনে না যায় । অন্তরে করয়ে কোপ বাহে নাহি ভায় ॥

কৃষ্ণ-পরিচর্যা করে মৌনরূপে রন । হর্ষ-বিবাদরূপে নায়কের হন ॥

অঙ্গ পরশিতে হস্ত করয়ে বারণ । বিমুখ হইয়া থাকে ধীরমধ্যাগণ ॥

অথ অধীরমধ্যা—

ক্রোধান্বিতা অতিশয় আরক্ত লোচন । অলঙ্কার ত্যাগ করি ভূমিতে শয়ন ॥

কান্ত আসি বহুবিধ যদি স্তুতি করে । তথাপি বিমুখ হৈয়া রোদনাদি করে

অথ ধীরাধীরমধ্যা—ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা.....(উ ৫১৩৯)

নানাবিধ ধীরাধীরা নায়িকা সে হন । কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কভু প্রিয় কন ॥

কভু মানে কান্তকে সে করয়ে ভৎসন । কখন অন্তরে মান করে সম্বরণ ॥

মানে কোমল কভু, কখন কর্কশ । মধ্যা নায়িকার এই কহিলাম রস ॥

অথ প্রগল্ভা—

সপ্তবিধা প্রগল্ভা হয়ে ত লক্ষণা । পূর্ণ যৌবন কাল, সুরতি-উপমা ॥

প্রগল্ভা পূর্ণ-তারুণ্যা মদানুরূপা দেখি । রতি-উৎসুকা ভূরিভাবোদগমা লেখি ॥

রসে প্রিয়াক্রান্তচিত্তা প্রৌঢ় চেষ্টা হয় । মানে কর্কশচিত্ত প্রগল্ভা নাম কয় ॥

কান্ত-নিকটে করে নানাবিধ ছল । নব যৌবন দশা, মদন—প্রবল ॥

উচ্চকূট-সন্দর্শন, বক্ষ প্রসারিত । চতুর্দিক নেহারই, নহে স্থির চিত্ত ॥

মদমত্ত মদনে হয়, পুলকিত অঙ্গ । নির্ভয়ে করয়ে কান্ত সহিত আলিঙ্গ ॥

সরল বচনে প্রিয় নানা কথা কয় । বাঞ্ছা করে প্রিয়ের নিকটে সদা রয় ॥

সুদৃঢ় শৃঙ্গার হেতু বাঞ্ছা অতিশয় । আহলাদিত হৈঞা করে কান্তের প্রণয় ॥

যাহাতে কৃষ্ণের প্রীত তাহাই আচরে । নিজ অঙ্গ বেশ করি কৃষ্ণ মন হরে ॥

কভু সলজ্জিতা নারী অন্তরে উল্লাস । বাহে আপনার করে সৌন্দর্য্য-প্রকাশ ॥

কখন প্রচণ্ড ভাবে করে অহঙ্কার । নানারূপা রতি লীলা সৌভাগ্য বিস্তার ॥

অতনারী-সন্তোগচিহ্ন কৃষ্ণ-অঙ্গে দেখে । তিরস্কার করয়ে তখন অতি রোখে ॥

ভাবাক্রান্ত হঞা করে আপন-গরিমা । সপল্লীক-ভাবে কর আপন মহিমা ॥

পুন ভেদ তাথে কহি কর অবধান । ধীরপ্রগল্ভা আর অধীরপ্রগল্ভা নাম ॥

ধীরাধীর-প্রগল্ভারূপে তিনভেদ হন । ধীরপ্রগল্ভ-মান করহ শ্রবণ ॥

উদাস্তে সুরতে.....[উ ৫১৫৩]

অন্তরে অভিমান, বাহে প্রগল্ভতা । স্বামি-দরশনে হয় ভাবের সমতা ॥

কান্তের আদর করে আসন-প্রদান । আলিঙ্গনে আলিঙ্গন, চুষনে চুষদান ॥

অন্তরে ক্রোধ হয়ে বাহে মিথ্যা হাস । তাহাতে নায়কের চিত্ত না হয় উল্লাস ॥

জিজ্ঞাসিলে নাহি কয়, তভু ব্যক্ত হয় । নানা বাক্য কহি আত্মমানকে পোষয় ॥

তত্র পদ—

শুন শুন বন্ধু মোর তুমি গুণমণি । কার ঘরে তুমি ছিলে সকল রজনী ॥

আসন হাতাড়ি' তোমা দেখা নাহি পাঞ । বঞ্চিল রজনী সব কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

অথ অধীরপ্রগল্ভা—

অধীরপ্রগল্ভা হয় মুখরা অতিশয় । কান্তকে ভৎসন করি পরুষ বাক্য কয় ॥

নানারূপে ভৎসন করয়ে তিরস্কার । বিদগ্ধ নায়কের তায় আনন্দ অপর ॥

গোপীর ভৎসনে কৃষ্ণের প্রেম বাড়ে অতি ।

তত প্রিয় নহে বেদ পড়ি কৈলে স্তুতি ॥

অধীর হৈঞা যখন করয়ে ভৎসন । আভরণ দূরে করি ভূমিতে শয়ন ॥

কৃষ্ণের প্রণয়বাক্যে যদি ঘৃণে মান । তথাপিহ বাক্যে করে বহু অপমান ॥

অথ ধীরাধীরপ্রগল্ভা—

ধীর অধীরগুণে উপেত ঘেবা রামা । সেই গণ হয় প্রগল্ভা ধীরাধীরনামা ॥

এই নায়িকার রীত বুঝা নাহি যায়। কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কখন কথায়।
কখন কান্তের হৃৎথে হৃৎথে নাহি যানে। কখন কেমনতর কহে নানাবিধ ক্রমে।

তত্র পদং—

শুন শুন অহে কানাক্ষি বস্ত্র অত্যাশ্রিত। মোর অঙ্গ ছুঁঞ কিবা মিছা কর কেনে।
ধিক সে নারীকে যে তোমার কথা শুনে। চঞ্চল তোমার রীত শয়নে সপনে।
হাস্তা হাস্তা কয় কথা, অঙ্গ মোর জলে। যেখানে নিলজ্জ নারী যাও সেই স্থলে।
পুনপুন মোরে কেনে কর কদর্থন। যেখানে তোমার স্থখ করহ গমন।
এইরূপ কয় নানা ছলক্রমে কথা। কৃষ্ণকে নিরস্ত করি মনে পায় বাধা।
সেই নায়িকার অষ্ট দশাভেদ শুন। অভিসারিকাদি শাস্ত্রে নিরূপণ।

অথাবস্থাপটকং.....স্বাধীনভর্তৃকা (উ ৫১৬৯-৭০)

অভিসারিকা আর বাসকসজ্জা নাম। উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলঙ্কা আখ্যান।
কলহান্তরিতা তথা প্রোষিত-প্রেয়সী। স্বাধীন-ভর্তৃকা—এই অষ্ট পরকাশি।

অথ অভিসারিকা—

শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে গতি যে করে আপনে। কন্দর্প-পীড়িত হৈঞা সঙ্কেত-ভবনে।
আপনে গমন করে আননিত হিয়া। অভিসারিকা-নামা সেই সে নায়িকা।
জ্যোৎস্নাভিসার, তামসী অভিসার হন। গুরুপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ-ভেদে নাম কন।
গুরুপক্ষে যোগ্যবেশ চন্দনলিপ্তাঙ্গ। গুরুপক্ষ-পরিধান সখীগণসঙ্গ।
কৃষ্ণপক্ষে রক্তবস্ত্র কুঙ্কম-লেপন। সময়ানুসারে বেশভূষাদিকরণ।

যাভিসারয়তে.....[উ ৫১৭১]

তত্র অভিসার-স্থানানি—

কুঞ্জবন, উপবন, নিজান পরিখা। যমুনার নির্জল কূল, উচ্চ অট্টালিকা।
গোবর্দ্ধন-গহ্বরমধ্যে, কভু প্রপাশালা। কখন সঙ্কেতবাটী, কদম্বের তলা।
কেশর-কুঞ্জবাটিকা, পরিসর ঘর। ইত্যাদি সঙ্কেতস্থল আছেয়ে বিস্তর।

অথ বাসকসজ্জা—স্ববাসকবশাৎ.....[উ ৫১৭৬]

কান্তের সঙ্কেত হয় কুঞ্জ-মিলনে। নিশ্চয় জানিঞা করে বেশ-বিভূষণে।

কুঞ্জের শোভা শয্যা-সংস্কার চিত্রপটে। তাহুল বাসিত সজ্জা স্তম্ভল ঘটে।
সখীমেলি বেশভূষা মদন-উল্লাস। এইত কহিল বাসকসজ্জিকা প্রকাশ।
স্বরলীলা সদাচেষ্টা পথ-নিরীক্ষণ। দূতীমুখ-নিরীক্ষণ বিনোদ-কথন।

অথ উৎকণ্ঠিতা—অনাগসি প্রিয়তমে.....[উ ৫১৭৯]

সেই কান্ত ক্রত তার না করে গমন। বিলম্ব দেখিঞা নারী সচিন্তিত হন।
বিরহ বাঢ়য়ে অতি কান্তের কারণে। উৎকণ্ঠিতা নায়িকার কহিল লক্ষণে।
এই নায়িকার চেষ্টা হৃদয়ে বাঢ়ে তাপ। বিলম্ব-হেতু চিন্তা, অঙ্গ হইয় কাপ।
অশ্রুপাত, স্বাবস্থা সখীকে কথন। উৎকণ্ঠিত নায়িকার ইত্যাদি চেষ্টন।

অথ বিপ্রলঙ্কা—

দূতীমুখে হয় যার নিতান্ত কথন। ঐছন সময়ে হব সঙ্কেতে মিলন।
সময় অতীত হয়, কান্ত নাহি আসে। চিন্তায় আকুল নারী অশেষ বিশেষে।
বিলম্ব দেখিঞা চিত্তে করয়ে ভাবনা। বিপ্রলঙ্কা নায়িকার এই ত লক্ষণ।

যথা—যস্তা দূতীং স্বয়ং প্রেষ্য সময়ে নাগতঃ প্রিয়ঃ।

শোচন্তী তং বিনা হৃৎস্থ্য বিপ্রলঙ্কা তু সা স্মৃতা।

[অত্র উদ্বিগ্ন ঘনম্বাস আভরণ-পরিচয় ভূমিশয়ন নির্বেদ খেদ চিন্তা মুর্ছাপন্নাদি]

অথ খণ্ডিতা—উল্লঙ্ঘ্য সময়ং.....[উ ৫১৮৩]

সময় বহিঞা যায় নিশি-অবসানে। তবে কান্ত আসে যদি নায়িকা-ভবনে।
নায়কের দেহে অত্যাশ্রিতগচিহ্ন দেখি। রোষে রুদ্ররূপ হয়, ক্রোধে তাম্রমুখী।
ইথি চেষ্টা রোষ ঘনম্বাস মৌনাদিধারণ। এইত কহিল নাম খণ্ডিতা-লক্ষণ।

তত্র পদং—

ঐছন সময়ে, মদন মনমোহন। আয়ল গোঁকুলচন্দ।
রতিরসচতুর, চাতুরি করি ভাষা, কহত বিবিধ করি ছন্দ।

এ ধনি! রমণী শিরোমণি রাধে কাছে, জানি ঐছন বেশবনান।
তুয়ামুখ নিরখি, বিবশ মোর লোচন, ব্যাকুল হৈছে পরাণ।

শুন অহে মাধব, চঞ্চলবর কান, এমতি কহো কোন লাজে।
যাঁহা নিশি বঞ্চিলে, কিশলয় শেজে, তার কাছে হেন কথা সাজে।

পুন পুন শপথি, করত কাহে মাধব ! বেকত সব তুয়া অঙ্গে ।
করনথ চিহ্ন, থিন্ন ভেল চন্দন, গণ্ডে সীমন্তিনী-রঙ্গে ।
ঘৃণিত নয়ন, বদন রস শোষত, জন্তা উঠত শতবার ।
হে খলচরিত, ভরিত জানি শয়ন, বাহি বিলম্ব কাহে আর ।
আজু সে সম্ভবল, তুহুঁ কি পিরীতি রীতি, কহত নয়নানন্দ দাস ।
ঐছন বচনে, রসিক নারী নাগরে, বল বহুত উপগাস ।

অথ কলহাস্তরিতা—

কাস্তকে নিরাস করি হয়েত মানিনী । কাস্তের বিনয়বাক্য তখন না শুনি ।
কাস্ত গেলে অনুতাপ তাহার উদ্দেশে । কলহাস্তরিতা সেই নায়িকা প্রকাশে ।
যথা—নিরস্তো-মনুনা কাস্তো নমন্নপি যয়া পূবঃ ।

সানুতাপযুতা দৌনা কলহাস্তরিতা ভবেৎ ॥

সখীসঙ্গে অনুতাপ, পূর্বোক্তি-কথন । প্রলাপ, সন্তাপ, প্রাণি ইত্যাদি লক্ষণ ।

পদং— এ সখি ! কি মোরে হইল বিধি বাম ।

মানে মানিনী হৈঞ হারাইলু শ্রাম ॥

কত জানি মিনতি করিল পিয়া মোর । সজল নয়ন হৈঞ ব্যাকুলে ভোর ।
না শুনিল বিনয় বচন অভিমানে । কান্দি কান্দি পিয়া গেল সজলনয়নে ।
না কহিল প্রিয় কথা না পেখিলু হেরি । নিরাশ হইঞা গেলা রসের মুয়ারি ।
সখী কহে—শুন ধনি বিনোদিনী রাই । সহজেই খলচিত কঠিন মাধাই ।
কাহে করল ধনি ! বচন নিরাস । সো এবে সোঙরত এ নয়ন দাস ॥

অথ প্রোষিতভর্তৃকা—দূরদেশং গতে.....[উ ৫৮৯]

প্রোষিতভর্তৃকা হয় ত্রিবিধ লক্ষণ । ভাবী, ভরন, ভূত—এ তিন নিরূপণ ।

তত্র ভাবী বিরহঃ—

কৃষ্ণ দূরদেশে যাবেন শুনি গোপীগণ । সহচরীসঙ্গে সবে সচিস্তিত হন ।
অকুরের আগমন শুনি ব্রজবালা । নানা হেতু করে চিন্তা সকল অবলা ॥

কুংসিং সপন আজি দেখাছি শয়নে । প্রাণনাথ যাছে কতি অকুরের সনে ।
সেই হইতে কাদে চিত, দেখি অমঙ্গল । নয়নে পড়িছে অশ্র, পরাণ চঞ্চল ॥

অথ প্রবাসঃ—

দূর প্রবাস আর নিকটে বিচ্ছেদ । মথুরাগমন কৃষ্ণের দূর বলি ভেদ ॥

তত্র ভবন্ বিরহঃ—

অকুরের সনে হরি সাজিলা মথুরা । 'গোকুলে আকুল হৈল কৃষ্ণ হৈঞ হারা ॥
ব্রজের রমণীগণ উর্দ্ধমুখে ধায় । হা হা কৃষ্ণ প্রাণ বলি' অবনি লোটায় ॥
খসিল মাথার কেশ বসন ভূষণ । কৃষ্ণ না দেখিঞা চায় তাজিতে জীবন ॥
মুগ পশু তরুলতা পক্ষিসারিগণ । সকলে আকুল চিত স্থির নাহি হন ॥
ভবন্ বিরহ দুঃখ না যায় বর্ণন । শিলা ড্রম শুদ্ধ কাষ্ঠ সে বিদীর্ণ হন ॥

অথ ভূতমাথুর-বিরহঃ—

মাথুর বিরহ হয় অনেক প্রকার । নিজ-উক্তি সখী-উক্তি দূতিকা-বিচার ॥
চিন্তা আদি অনুভাব বহুবিধ দেখি । সংক্ষেপ করিঞা তাহা দশাবস্থা লিখি ॥
চিন্তা, উদ্বেগ তথা জাগরণ, জড়িমা । ক্ষৌণাদ, মূর্ছা আর উন্মাদ, মলিমা ।
মোহ, মৃত্যু—দশা দশ মাথুর-বিরহে । এইত নায়কার নাম বিরহিণী কহে ॥
অথ স্বাধীনভর্তৃকা—যস্তাঃ প্রেম গুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি ।

বিচিত্রবিভ্রমাসক্তা সা স্ত্রাং স্বাধীনভর্তৃকা ॥

কাস্তার প্রেমগুণে কাস্ত বশ হন । এক ক্ষণ কাস্তাছাড়া না করে গমন ॥
নায়িকার আদেশে কর্ম নায়ক আচরে । প্রেমের অধীন হৈঞা তার সেবা করে ॥
অত্র পদং—রাধে ! তোহারি পিরিতি পরতন্ত্র ।

তুয়া বিনি এক ক্রটি, মানি কত যুগ কোটি, না জানি কি জান মণিমন্ত্র ॥

এত কহি নাগর, ধরি প্রিয়া-আচর, বৈঠল নাগরী-পাশ ।

কত রতিরভঙ্গ, পরম প্রেম সরবস, জগমনমোহন হাস ॥

নিজ পীতবসনে, রাই মুখ মাজই, হেরই পুন পুন অঙ্গ ।

অলক তিলক ভালে, নিজ মালা দেই গলে, নব মদ-মদন-তরঙ্গ ॥

কুচযুগে চিত্র, তিলক হরি রচই, কবরী বান্ধই নানা ফুলে ॥
 বেণী বনায়ত, রচয়তি মালা, স্তবক পরায়ে শ্রুতিমূলে ॥
 কহ ধনী বিনোদিনী, শুন বর কান, চূড়া বান্ধিঞা দেহ মোর ॥
 এ দাস নয়ন করে, পুন পুন নিবেদন, অধীন নাগর ভেল ভোর ॥
 এইরূপ নায়িকাভেদ অষ্ট পরকার। ইহাতে বাহুল্যে হয় অনেক বিচার ॥
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সুন্দর গোপাল। এ-দাস নয়নানন্দে হইবে দয়াল ॥

ইতি ভক্তিরসকদম্বে বোড়শ-প্রকরণম্ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ প্রকরণ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি! যাহার স্মরণে হয় মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি ॥
 অথ শ্রীমত্যাঃ স্বগণ-কথনম্—
 বৃকভানুপুরে বাস বৃকভানু-সুতা। রত্নগর্ভা কীৰ্ত্তিদা শ্রীমতীর মাতা ॥
 আভীর গোপজাতি অগ্রজ শ্রীদাম। অনঙ্গমঞ্জরী দেবী কনিষ্ঠা আখ্যান ॥
 অভিমন্যু গোপ হন রাধিকার পতি। কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ উপপতি ॥
 শান্তভী জটীলা-নামা রায়ান বিখ্যাত। ননন্দা কুটীলা নামা, দেবর হৃমদা ॥
 সংক্ষেপে কহিল এই শ্রীমতীর গণ। তারপর কহিয়ে মধুরে উদ্দীপন ॥
 যাহার স্মরণ স্থতি আর দরশনে। রাধাকৃষ্ণ-স্মৃতি হয় সেই উদ্দীপনে ॥
 শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া প্রিয়গণ যত। তাঁহা সভার নামগুণ বিহার চরিত্র ॥
 বেশ ভূষা মণ্ডনাদি মধুরে উদ্দীপন। তাহে রাধাকৃষ্ণের গুণ করহ শ্রবণ ॥
 গুণ হয় ত্রিবিধ, সংক্ষেপে তাহা লিখি। কায়িক, বাচিক, মানস গুণত্রয় দেখি ॥

গুণাত্রিধা.....[উ ১০।৩]

কায়িকে বয়োবিচার চতুর্বিধা হয়। বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়ঃ, ব্যক্ত, পূর্ণ কয় ॥

বয়ঃসন্ধিস্থতা.....[উ ১০।৮]

বালা-যৌবন-সন্ধি বয়ঃসন্ধি কহি। কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়াগণের সন্ধি জান এহি ॥

অথ নব্যং—

অন্ন লোমাবলি বক্ষে নবীন যৌবন। কেশ বেশ অঙ্গশোভা নব্য বলি কন ॥

অথ ব্যক্তং—

ত্রিবিধ-দর্শন পার্শ্বে সুপ্রশস্ত বক্ষ। মধ্য, ক্ষীণ, বাহ, উরু কথক হয়ে পুষ্ট ॥

অঙ্গসৌন্দর্য্য অতিব্যক্ত যৌবন। তারপর কহি শুন পূর্ণ-লক্ষণ ॥

অথ পূর্ণং—

লোমাবলি বক্ষঃস্থলে বাহু স্রবলন। নিতম্ব বিপুল, তনু মধ্যক্ষীণ হন ॥

কম্বুগ্রীবা সুপ্রসন্ন বক্ষস্থল তুঙ্গ। পূর্ণ যৌবনে হয় সুশোভিত অঙ্গ ॥

অথ তয়ো রূপং—

স্বর্ণরূপ্য অলঙ্কার বেশ বিভূষণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়াগণের 'রূপ' বলি কন ॥

দৌহে লাভ্যা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অনুরূপম।

অঙ্গ সুকোমলতা আদি রূপ নিরূপণ ॥

তন্মামশ্রবণ আর চরিত্র-শ্রবণ। সেইত চরিত্র পুন দ্বিবিধ লক্ষণ ॥

অনুভাব চরিত্র আর লীলা চরিত্র। তাহে কহি সংক্ষেপে লীলাকথাসূত্র ॥

তাণ্ডব নর্ত্তন ক্রীড়া বেণু-বিনোদন। গোদোহন, জলক্রীড়া, শৈলাদি-ধারণ ॥

অথ মণ্ডনং—

বস্ত্র, ভূষা, অলঙ্কার, চন্দন, লেপন। অঙ্গের বিচিত্র বেশে কহিয়ে মণ্ডন ॥

চতুর্ধা মণ্ডনং.....[উ ১০।৫৪]

তৎসম্বন্ধীয় গান নৃত্য শিক্ষা বেণুরব। অঙ্গসৌরভ আদি যোবা অমুভব ॥

নৃপূরের ধ্বনি, পথে পদাঙ্কদর্শন। মীনচিহ্ন ধ্বজবজ্র অঙ্কুশ লক্ষণ ॥

পুন উদ্দীপন কহি সন্নিহিতক্রমে। কৃষ্ণনির্মাল্য বর্ষা গুঞ্জাদি পাঁচনে ॥

বনধাতু, বনমালা, বমুনা গোবর্দ্ধন। রাসস্থলী, কুঞ্জবাটী, প্রিয়ভক্তগণ ॥

তটস্থ চন্দ্রিকা, মেঘ, বিছাৎ, পূর্ণচন্দ্র। নবীন কোকিল ধ্বনি পবন সৌগন্ধ ॥

বিভাবে কহিল এই উদ্দীপন-সুত্র । তৎপরে মধুরে কহি অনুভাব-সুত্র ॥

অথ অনুভাবাঃ—

অনুভাব-লক্ষণ পূর্বে হৈঞাছে বর্ণন । মধুরে অনুভাব-সুত্র করহ শ্রবণ ॥

সেই অনুভাব হয়ে ত্রিবিধ প্রকার । অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর, বাচিক রূপ আর ॥

তত্র অলঙ্কারা যথা—[অলঙ্কারাস্ত্র বিংশতিঃ । তত্র ভাব হাব হেলা ইতি ত্রয়ঃ অঙ্গজাঃ । শোভা-কান্তি-দীপ্তি-মাধুর্য্য-প্রগলভা-গুদার্য্য-ধৈর্য্যাণি ইতি সপ্ত আত্মজাঃ । লীলা-বিলাস-বিচ্ছিত্তি-বিশ্রম-কিলকিঞ্চিত-মোটায়িত-কুটুমিত বিকোচ ললিত-বিকৃতানি চ দশ স্বভাবজাঃ]

তত্র ভাবঃ—নির্বিকারায়কে চিত্তে দেহে প্রথমবিক্রিয়া-দর্শনং ভাবঃ ।

গ্রীবাভ্রনৈত্রাদিবিকারকৃতভাবাদীষৎপ্রকাশঃ স হাবঃ । তত্র হাবো যদা ব্যক্ত-শৃঙ্গারহচকস্তদা হেলা—ইতি অঙ্গজাঃ ।

অথ অবত্ৰজাঃ—তত্র শোভা রূপভোগাত্মৈর্ঘ্যংস্বাদস্ববিভূষণম্ (উ ১১।১৩) ইত্যাদি অথ স্বভাবজাঃ—

তত্র লীলা—রম্যবেশাদিক্রিয়াভিঃ কৃষ্ণানুকরণং লীলা । যথা—

একদিন সুন্দরী রাধা কৃষ্ণবেশ ধরে । অঙ্গে মৃগমদ দেয় পীতধড়া পরে ॥

মাথায় শিখগুচুড়া পরে বিনোদিনী । রাধা রাধা বলিঞা করয়ে বেগুধরনী ॥

ইত্যাদি লীলাস্বভাব গ্রন্থে বিবরণ । স্বভাবজ বিচ্ছিত্ত্যাদি দশ নিরূপণ ॥

অলঙ্কার বিংশতি এই সংক্ষেপ কথন । উদ্ভাস্বর ছয় পুন করহ শ্রবণ ॥

অথ উদ্ভাস্বরঃ—[নীবিস্রংসনম্, উত্তরীয়স্রংসনম্, ধম্মিল্ল-স্রংসনং, গাত্রমোটনং জুতা, ঝাণকুলস্রং, নিঃস্রাস্তাশ্চ তে মতাঃ]

অথ বাচিকাঃ— আলাপশ্চ.....মনীষিভিঃ [উ ১১।৭৮-৭৯]

চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপঃ (১), বিলাপো হৃৎখজং বচঃ (২) ।

উক্তিপ্রত্যাুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ (৩) ইহ কথ্যতে ॥

ব্যর্থীলাপঃ প্রলাপঃ (৪) স্রাৎ অনুলাপো (৫) মুহূর্বচঃ ।

অপলাপস্ত (৬) পূর্বোক্তস্তানুযা যোজনং ভবেৎ ॥

সন্দেশস্ত (৭) প্রোথিতস্ত স্বভাবার্থাপ্রবেশং ভবেৎ ।

সোহতিদেশ (৮) স্তুতুস্তানি মতুস্তানীতি যদ্বচঃ ॥

অন্ত্যর্থকরণং যস্ত সোহপদেশ (৯) ইতীর্ঘ্যতে ।

যত্তু শিক্ষার্থবচনং উপদেশঃ (১০) স উচ্যতে ॥

নির্দেশস্ত (১১) ভবেৎ সোহয়মহমিত্যাদি-ভাষণম্ ।

ব্যাজেনাভিলাষোক্তির্য্যপদেশ (১২) ইতীর্ঘ্যতে ॥ [উ ১১। ৮০-১০৩]

ইতি অনুভাবে বাচিকাঃ ।

অথ মধুরে সাত্ত্বিকাঃ—

স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ আর । বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয় বিকার ॥

হর্ষ, ভয়, অমর্ষ, বিষাদামর্ষ হইতে । সত্ত্বভাবে স্তম্ভ হয় দেহে আচম্বিতে ॥

স্তম্ভের লক্ষণ হয় বাক্যাদি-রহিত । নিশ্চলান্স আদি করি তাহাতে বিদিত ॥

অথ শ্বেদঃ—

হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-জন্ম শ্বেদ দেহে হয় । দেহের রূদ ঘর্মরূপ তারে শ্বেদ কর ॥

অথ রোমাঞ্চঃ—

আশ্চর্য্যদর্শন, হর্ষ, ত্রাস, উৎসাহেতে । সত্ত্বভাবে রোমাঞ্চ উপজে দেহেতে ॥

অথ স্বরভেদঃ—

বিষাদ, বিষ্ময়, রোষ, হর্ষ, ভয়ে জানি । দেহে গদগদিকাদিকৃৎ স্বরভেদ গণি ॥

অথ বেপথুঃ—বিত্রাসামর্ষহর্ষজন্মগাত্রলোলতাকৃৎ বেপথুঃ ।

অথ বৈবর্ণ্যম্—বিষাদরোষভয়াদিনা মলিনাঙ্গকৃশতাদিকৃৎ বৈবর্ণ্যম্ ।

অথাক্রঃ—হর্ষরোষবিষাদাদিনা নেত্রে জলোদগমঃ অশ্রু ।

অথ প্রলয়ঃ—স্বপ্নঃখাদিভ্যঃ চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ প্রলয়ঃ । অত্র ভূমিপতনাদয়ঃ ।

অথ ব্যভিচারিণঃ—

নিবেদাদি তেত্রিশ ব্যভিচারিভাব হন । ওগ্র্য আলস্ত নয় মধুরে দর্শন ॥

ওগ্রালস্তে বিনা .. [উ ১৩।১]

অথ মধুরে স্থায়ী—

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার পরম্পরা রতি । সন্তোগের আদি কারণ মধুর খেয়াতি ॥

মিথো হরমূর্গাক্ষাশ্চ.....[ভ ২।৫।৩৬]

শান্তাদি রসের গুণ মধুরে অলুগত । পঞ্চগুণে মধুর রস আশ্রয় অমৃত ॥
শান্তের নিষ্ঠা আর দান্তের সেবন । সখ্যের হয় অসঙ্কোচ প্রেম-আচরণ ॥
বাংসল্যের মমতাদিক লালন সেবন । কান্তভাবে নিজদেহ কৃষ্ণে সমর্পণ ॥
সেই ত মধুর রতি ধরে তিন নাম । সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থ-আখ্যান ॥
কুজাদিতে সাধারণী রতি-দরশন । মহিবীগণে সমঞ্জসা কহিলা লক্ষণ ॥
সমর্থ রতি দেখি ব্রজদেবীগণে । রতিভেদ কহিলাম—এই তিন স্থানে ॥
সাধারণী রতি হয় ক্ষটিকমণি-সম । সেই ত ছল্ভ নয়, অল্প যত্নে হন ॥
কুজাদিতে দেখি নিজ স্ত্রের তাৎপর্য । সাধারণী সেই রতি প্রেমসুখবর্ষা ॥
চিন্তামণিসমা দেখি সমঞ্জসা রতি । অতএব লেখিলেন মহিবীগণ প্রতি ॥
উভয়ানন্ড স্ত্র-ইতি সমঞ্জসা কয় । তারপর কহি শুন স্ত্রল্ভ হয় ॥
কৌস্তভমণিতুল্য সমর্থ রতি হয়ে । কৃষ্ণ-স্ত্র তাৎপর্য্য সে, আশ্রয় নহে ॥
ব্রজদেবীগণে সমর্থ নামে রতি । সংক্ষেপে কহিল এই ত্রিবিধ প্রস্তুতি ॥

সাধারণী নিগদিতা.....[উ ১৪।৪৩]

সেই রতি পাজভেদে বাড়ি ক্রমে ক্রমে । উত্তরোত্তর স্বাচ্ছন্দ্য প্রেমআশ্বাদনে
রতি, প্রেম, মেহ, মান, প্রণয়াদি করি । রাগ আর অহুরাগ, ভাব অধিকারী ॥

সাদৃঢ়্যেয়ং রতিঃ.....[উ ১৪।৫৯]

ইহাতে উপমা দেন রসের বিচারে । বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড তার পরে ॥
শর্করা তৎপরে সিঁতা, সিঁতোংপলা পুন । উত্তরোত্তর স্বাচ্ছন্দ্য রসশাস্ত্রে কন ॥
তত্র প্রেমা—সবধা ধ্বংস-রাহিতঃ.....[উ ১৪।৬৩]

অথ স্নেহঃ—আকৃষ্ণ পরমাং কাষ্ঠাঃ.....[উ ১৪।৭৯]

[চিত্তস্ত দ্বাবাভাবঃ স্নেহঃ, স স্নেহো দ্বিধা—দ্ব্যতবৎ, মধুবচ্চা

আত্মান্তিকাদরময়ঃ স্নেহঃ দ্ব্যতবৎ চন্দ্রাবল্যাদৌ তদীয়ত্বভাবেন আদর-
ময়ভাবান্তরমিশ্রঃ সুরসৌ দ্ব্যতমিব । মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো
মধুবৎ সুরসঃ । স তু শ্রীমতীরাধিকাদৌ, আদরশূন্যত্বাৎ সত এব সুরসঃ ॥

অথ মানঃ—স্নেহাধিক্যেন মাধুর্যং মানয়ন নবং যো ধারয়তি, স মানঃ ।

অথ প্রণয়ঃ—মানানন্তরং প্রিয়বাক্যভাবনাময়-বিশ্রবস্ত প্রণয়ঃ ।

অথ রাগঃ—দুঃখমপ্যধিকং চিন্তে.....[উ ১৪।১২৬]

স রাগো দ্বিধা—নীলিমা রক্তিমা চ । চন্দ্রাবল্যাদৌ ন লিমা । রক্তিমা—
দ্বিধা কুসুমভাগো মঞ্জিষ্ঠারাগশ্চ ; শ্রামলাদৌ কুসুমভাগঃ, স্ত্রধসাধায়াং
শ্রীমত্যাদৌ মঞ্জিষ্ঠারাগঃ ; অত্মাপেক্ষাশূন্যত্বাৎ ।

অথ অনুরাগঃ—সদানুভূতমপি যঃ.....[উ ১৪।১৪৬]

অথ রাগঃ—অনুরাগঃ স্বসংবেত্ত.....[উ ১৪।১৫৪]

অনুরাগ বাড়ি কৃষ্ণে সদর্পিত মন । কৃষ্ণানন্দ-পরিপূর্ণ ভাবরূপ হন ॥

নিজ স্ত্র ছুৎখ নাই কৃষ্ণানন্দময় । সংযোগ-বিরোগহীন মহাত্মবোধন ॥

মহাভাব-স্বরূপা শ্রীকৃষ্ণভাব-সুতা । কৃষ্ণ-প্রিয়াবলী-মুখ্যা গ্রহে সুবিদিতা ॥

রসের নাগর কৃষ্ণ রসশিরোমণি । সর্ব রসের আধার শ্রীরাধাঠাকুরাণী ॥

সে রস আশ্বাদন কৈল রূপসনাতন । জীব নিস্তারিতে কৈল গ্রন্থ-বিবরণ ॥

অগাধ সমুদ্র গ্রন্থ কে বা হবে পার । ছই চারি শ্লোক শুনি সাধুগুণে তার ॥

তাহা আশ্বাদিতে মোর ক্ষোভ হয় মন । আশ্রয়-পবিত্রতা লাগি করিল লিখন ॥

তত্র সাধারণী রতিতে সাত্ত্বিক ধূমায়িতা । কুজা প্রভৃতির প্রেম জানিহ সর্বধা ॥

পটমহিবীগণে হয় সমঞ্জসা রতি । অনুরাগ পর্য্যন্ত জলিতা সাত্ত্বিক তথি ॥

ব্রজরমণীগণে সমর্থ রতি কয় । ভাব পর্য্যন্ত তার রতিবুদ্ধি হয় ॥

হৃদীপ্তা সাত্ত্বিক তায় কহে নিরূপণ । নর্ম্মবয়স্গণে অনুরাগান্ত হন ॥

স্বল উজ্জল নর্ম্মবয়স্গে প্রধান । ভাবপর্য্যন্ত বুদ্ধি রসের সন্ধান ॥

আত্মা প্রেমাস্থিমাং তত্র..... গচ্ছতি [উ ১৪।২৩২-২৩৩]

এইত কহিল স্থায়ী উজ্জল বর্ণন। উজ্জলে শৃঙ্গার-ভেদ করহ শ্রবণ ॥
উজ্জলে বিপ্রলস্ত, সন্তোষ এই দেখি। বিপ্রলস্ত চতুর্বিধ সংক্ষেপেতে লেখি ॥
অযোগে বিপ্রলস্ত, সন্তোষ যোগে হন। বিপ্রলস্ত-সূত্র আগে করহ শ্রবণ ॥
তত্র **বিপ্রলস্তঃ**—

বিপ্রলস্ত বিনা সন্তোষ পুষ্ট নাহি হয়। তাহে বিপ্রলস্ত পুন চতুর্বিধ হয় ॥
পূর্বরাগ, তথা মান, প্রেমবৈচিত্র্য। প্রবাসাদি চতুর্বিধ কহিলা বিদিত ॥

পূর্বরাগস্তথা মানঃ [উ ১৫১৪]

মিলনের পূর্বে কৃষ্ণদর্শন-শ্রবণ। তাহে প্রেমভূষণরূপ পূর্বরাগ হন ॥
তাহে দর্শন হয়ে ত্রিবিধ লক্ষণ। শাক্ষাতে, চিত্রপটে, তথা স্বপ্নে দর্শন ॥
তত্র শাক্ষাৎ—
কি পেখিছ নয়নে আপনে শুন সজনি! অপকূপ রূপ জগত-মনমোহনী ॥
জলধর-বরণ মদন জিতি বেশ। পীতবসন ধটি, কুঙ্কিত তার কেশ ॥
মণিময় হার তার উরসি বনমাল। ইন্দ্রীবর নয়ন বদন শশিজাল ॥
কেবা বটে সে পুরুষ জগত-মোহন। উলসিত করাইছে জগতের মন ॥

[এবং চিত্রপটে, স্বপ্নাদৌ চ।]

অথ **শ্রবণঃ**—

বন্দিসুখে, দূতীমুখে, সখীমুখে শুনি। গায়কের গান—এই চতুর্বিধ জানি ॥

বন্দি-দূতীসখী..... [উ ১৫১০]

তত্র পূর্বরাগে কহি ব্যভিচারী যত। ব্যাধি, শঙ্কা, অহুয়া, শ্রমাদি বিখ্যাত ॥

ক্রম, নিবেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্ত, চিন্তা জানি।

নিজা, প্রবোধ, বিষাদ, জড়তা তত্র গণি ॥

উদ্গাদ, মোহ, মৃত্যু, ব্যভিচারিণ। তাহে ভেদ হয় পুন ত্রিবিধ লক্ষণ ॥
প্রৌঢ়, সমঞ্জস তথা সাধারণ নাম। তায় প্রৌঢ়ে দশ দশা পৃথক্ আখ্যান ॥
লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তহু ক্লীণ। জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উদ্গাদ, মূর্চ্ছন ॥

মৃত্যু—এই দশ দশা প্রৌঢ় ভাবে কয়। বিবরি বর্ণনা তাহা কৈল মহাশয় ॥

লালসোদ্বেগ..... [উ ১৫২১]

অথ **সমঞ্জসঃ**—তত্রাপি দশাবস্থাঃ, [যথা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণসংকীর্ণন, উদ্বেগ, বিলাপ, উদ্গাদ, ব্যাধি, জড়তা, মৃতি ইতি—দশ দশা]

অথ **সাধারণঃ**—তত্র বিলাপান্তা যড়দশা ইতি— **সংক্ষেপ-পূর্বরাগঃ**।

অথ **মানঃ**—

মানে ব্যভিচারী হয় নিবেদাদি করি। শঙ্কা, অমর্ষ, গর্ব, অহুয়া, চাতুরী ॥
অবহিতা, মানি, চিন্তা ইত্যাদি বর্ণন। সেই মান—তাহে দেখি ছইরূপ হন ॥
সহেতু আর নিহেতু হয়ে তার মান। সংক্ষেপতঃ কহি তার সহেতুক নাম ॥
অল্যানিকার সনে কৃষ্ণ প্রেম শুনে। সখীমুখে, কিম্বা চিহ্ন দেখয়ে আপনে ॥
সহেতুক মান উভয়নিষ্ঠ হন। অকারণে প্রণয় সেই নিহেতুক কন ॥
সহেতুকমানস্ত শান্তির্যথাযোগ্য-বিধানৈঃ, যথা—

হেতুযুক্ত শমং যাতি..... [উ ১৫১১২]

নিহেতুকঃ স্বয়ং শাম্যেৎ..... [উ ১৫১১০]

অথ **প্রেমবৈচিত্র্যঃ**—

মানানন্তর পুন কান্ত-সন্নিকটে। বিলাপ করিতে তার অহুয়াগ উঠে ॥
নিকটে থাকিঞা দূরপ্রায় বিলপন। নব নব অহুয়াগ নায়ক-দর্শন ॥

প্রিয়স্ত সন্নিকর্ষেহপি [উ ১৫১৪৭]

অথ **প্রবাসঃ**—

পূর্বসঙ্গতের যদি সঙ্গতাগ হয়। দূর গমন হৈলে প্রবাস তারে কয় ॥
দূরগমন কিম্বা নিকটে কাছ গতি। তাহে বিপ্রলস্ত যে প্রবাস বলি খ্যাতি ॥
তাহে ব্যভিচারী শৃঙ্গারযোগ্য যত। হর্ষ, গর্ব, মদ, ব্রীড়া—এ চারি রহিত ॥
দূর প্রবাস তথা নিকট গমন। প্রবাসে ত এইরূপ ছই ভেদ হন ॥

কিঞ্চিদ্রুে স্পদুে চ..... [উ ১৫১৫৬]

গোচারণাদিকালে বিগিনে গমন। নিকট প্রবাস সেই অদর্শনে কন ॥

অথ দূরপ্রবাসঃ—

ভাবী, ভবন, ভূত—ত্রিবিধ প্রকার। মথুরা-গমন কৃষ্ণের দূর প্রচার ॥

তত্র ভাবী—

কংসপ্রেরিত অক্রুর আইলা গোকুলে। কৃষ্ণ মধুপুরে যাব কহিলা সকলে ॥

এই ধ্বনি হইল নগরে প্রতিঘরে। তাহা শুনি সচিস্তিত গোপিকা অন্তরে ॥

পদং যথা রাগঃ—

কি শুনি আচম্বিতে, অক্রুর আস্তাছে নিতে, হরি নাকি যাব মধুপুরে।

এইত দারুণ কথা, শুনিতে অন্তরে ব্যথা, গোপীগণ প্রতি ঘরে ঘরে ॥

নন্দঘোষ যশোমতী, তার দিল অনুমতি, প্রাণনাথ যাইবে মথুরা।

প্রাণনাথ পরিহরি, কেমনে পরাণ ধরি, নিশ্চয়ে সে মরিব আমরা ॥

হরিবিনা জীবন, কি ছার ধন জন, যৌবন সম্পদ আমার।

যাহা বিনে এক ক্রটি, মানি কত যুগ কোটি, কেমনে বিচ্ছেদ সৈব আর ॥

করহ উপায় তায়, অক্রুর ফিরিঞা যায়, প্রাণনাথ রাখি লুকাইঞা।

কিবা আর লাজ ভয়, প্রাণ যদি নাহি রয়, হরি লৈঞা যাব পলাইঞা ॥

কেহো বলে নিশা তুমি, প্রভাতে না হইয় জানি, প্রভাতে হইব পরমাদ।

কহয়ে নয়নানন্দ, কিবা জানি কর্ম মন্দ, কে আনিল বিষম সন্বাদ ॥

অথ ভবন—

প্রভাতে ঘোষণা হইল গোকুল নগরে। রামকৃষ্ণ যাব আজি মথুরা-নগরে ॥

যাত্রামঙ্গল পড়ে নান্দীলোক যত। পূর্ণঘট রস্তান্তস্ত মঙ্গল্য দধি ঘৃত ॥

তাহা শুনি গোপীগণ বিষয় অন্তর। সর্বাস্থ অবশ হৈল কাঁপে ধরহর ॥

অধোমুখে নখে করে ভূমিতে লিখন। কি হৈল কি হৈল পুন কি হবে এখন ॥

বহকালের আশা মোর কে করে ছেদনে। ইত্যাদি বিবিধ কথা আছয়ে ভবনে ॥

ভূত বিরহ কৃষ্ণের মধুপুরী গেলে। চিন্তাদি সঞ্চারিভাব বিরহেতে বলে ॥

চিন্তা, জাগরণ তথা উদ্বেগ, তনুতা। মলিনাঙ্গ, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহতা ॥

মৃত্যু—এই দশ দশা কহিল বিরহে। শ্রীমুখের বর্ণনা উজ্জলগ্রন্থে কহে ॥

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগো.....[উ ১৫১৬৭]

প্রকট লীলা-অনুসারে বিরহ-লিখন। নতুবা বিরহ গোপীর নাহিক কখন ॥

এই কথা পূর্বে জানি হৈঞাছে সমাধা। কৃষ্ণছাড়া একক্ষণ কহু নহে রাধা ॥

হরেলীলাবিশেষস্ত.....[উ ১৫১৮৫—৬]

অথ সন্তোগঃ—

দৌহার সংযোগভাব দর্শনালিঙ্গন। নিরবধি উল্লাস-চিত্ত সন্তোগ বলি কন ॥

দর্শনালিঙ্গনাদীনাং....[উ ১৫১৮৮]

সেই সন্তোগ হয় দ্বিবিধ প্রকার। মুখ্য সন্তোগ তথা গৌণরূপ আর ॥

মুখ্য হয় জাগ্রত অবস্থার কালে। চতুর্বিধ সেই মুখ্য সংক্ষিপ্তাদি বলে ॥

সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, সমুদ্ধিমান। পূর্বরাগ, মান, প্রবাস-দুইতে বিধান ॥

তত্র সংক্ষিপ্তঃ—

দৌহে সঙ্কোচিত যায় সাধবস-লজ্জাযুত। উপচারে করে সেবা সংক্ষিপ্ত বিখ্যাত ॥

অত্র নায়ক ধৃষ্ট, নায়িকা খণ্ডিতা। রোজ রস, ক্রোধ ভাব—ইহাতে বিদিতা ॥

নবোঢ়া মানিনী দান ঢামালিরূপ গোষ্ঠ। নৌকাকেলি আদি হয় সংক্ষিপ্তে স্পষ্ট ॥

নায়িকা যথা—চুষে পটংরতমুখী... [উ ১৫১৯৯]

অথ সঙ্কীর্ণঃ—

ধীরশান্ত নায়ক, নায়িকা বাসকসজ্জা। ভাব ভয়ানক, বিশ্বয় রস ইত্যাদি ॥

ইথে মানভঙ্গ, স্বয়ংদুতী, হিন্দোলা। ভাবোন্মাদ শব্দ বাচিকাদি কহিলা ॥

উভয়ান্তিক শব্দ বাচিক, বয়ঃসন্ধি তথা। সঙ্কীর্ণ সন্তোগে এই কহিল সর্বথা ॥

অথ সম্পন্নঃ—

প্রবাসের পর কৃষ্ণসহিত মিলন। সম্পন্ন সন্তোগ নাম তাহাকারে কন ॥

[তত্র প্রবাসাং সন্ধতিঃ দ্বিপ্রকারা—তত্র আগতিঃ, প্রোদ্রুতবিশ্চ। নৌকিক-

ব্যবহারাদাগমনমাগতিঃ, অকস্মাদাবির্ভবনং প্রোদ্রুতবিশ্চ।]

অত্র নায়ক দক্ষিণ, নায়িকাভিসারিকা। হস্ত রস, হস্ত ভাব, প্রসন্ন নায়িকা।
রসোদগার, রূপোল্লাস, উত্তর গোষ্ঠ আর। ফাণ্ডা, সঙ্কেত-মিলন, বেশাভিসার।

অথ সমুদ্রস্নান—

সমুদ্রস্নানে ত ধীরললিত নায়ক। অলুকল তাহে কান্ত সন্তোষকারক।
স্বাধীনভক্ত কা হয় নায়িকা তাহাতে। শৃঙ্গাররস-পূর্ণ শান্ত ভাব তাথে।
তত্র গান, পাশাকৌড়া, নর্তন, রসালস। রসোল্লাস, পত্রাস্কুর-লিখন, শ্রিয়াবশ।
জলকেলি আদি ক্রিয়া সমুদ্র দেখি। গৌণ সন্তোষ গুন সংক্ষেপেত লিখি।

অথ গৌণসন্তোষঃ—

স্বপ্নে নিদ্রাগত হৈলে কৃষ্ণসঙ্গে রতি। গৌণসন্তোষ সেই চতুর্বিধ তথি।
সংক্ষিপ্তাদি চতুর্বিধ গৌণরূপে হন। উজ্জল গ্রন্থে তাহার বিশেষ বর্ণন।
সংক্ষেপে কহিল পঞ্চরসের বর্ণন। যাদুক মতি মোর করিল নিবেদন।
অথ গৌণরসঃ সপ্ত—

হাসো বিস্ময় উৎসাহ.....[ভ ২।৫।৪০]

অনিয়তধার সপ্ত আগন্তক হয়। অতএব গৌণরতি বলি এই সপ্তে কয়।
পঞ্চরসের ভক্ত ইহার আলম্বন। কোন ভক্তে ছই চারি কখন দর্শন।

ভক্তানাং পঞ্চধোক্তানাং...[ভ ৪।১।৫]

এই সপ্ত গৌণরস সংক্ষেপে কথন। পঞ্চ স্থায়ী সহ দ্বাদশ রস হন।
পঞ্চরসের মৈত্রী বৈরী তটস্থ-লক্ষণ। সংক্ষেপে তাহা কহি—করহ শ্রবণ।
শান্ত দান্ত পরস্পর উভয়মিত্র হন। সখ্য বাৎসল্য দুই তটস্থ লক্ষণ।
বাৎসল্যের বৈরী উজ্জলরস কয়। সখ্যে উজ্জল মৈত্রী নিরবধি হয়।
উজ্জলের বৈরী শান্ত, বাৎসল্য রস দেখি। শান্ত বাৎসল্য রস সখ্যে তটস্থ লেখি।
এই ত সংক্ষেপে দ্বাদশ রস নিরূপণ। অখিল রসের তনু শ্রীনন্দনন্দন।
নন্দনুত ভজ সদা ব্রজাঙ্গু হৈঞ। নিজাভাষ্ট প্রেষ্ঠজনের অঙ্গুতি লঞ।
রাগাঙ্গিকার অঙ্গুততে সেব নন্দনুত। অস্ত্র মমতা ছাড়ি করিঞ প্রেমরীত।
দাস, সখা, গুরুবর্গ আর শ্রিয়াগণ। ব্রজ-সাধনের এই আশ্রয়রূপ হন।

যাঁর যেবা অঙ্গুত, তাঁর ভাব লঞ। ভজ নন্দনুত সদা ব্রজাশ্রিত হৈঞ।
ব্রজের কোন ভাবে যেবা ভজে হরি। নিষ্ঠা হৈলে হয় ইষ্টপ্রাপ্তি তারি।
দান্তভক্ত দাসগণের অঙ্গুত লঞ। নিরবধি সেবা কর ব্রজেতে বসিঞ।
সখ্যভক্ত ব্রজসখার হৈঞ অঙ্গুত। ভজ কৃষ্ণ নিরবধি প্রেম-অভিমত।
বাৎসল্য রসের ভক্ত গুরুগণ-সনে। অঙ্গুত হৈঞ ভজ সদা বৃন্দাবনে।
মধুরাশ্রিত ভক্তগণ গোপীর ভাব লঞ। ভজ রাধাকৃষ্ণ সদা অঙ্গুত হৈঞ।
অন্তত্র শাস্তাদি পঞ্চ রসের ভক্তগণ। তত্র স্থলে তদনুসারে করিবে সাধন।
নিজ নিজ ভাবে নিষ্ঠা হৈঞ ভজে হরি। ভাবনিষ্ঠা হৈলে গোবিন্দ-প্রাপ্তি তারি।
সকলের উপাশ্র কৃষ্ণ, আশ্রয়ভেদ তার। বিনাশ্রয়ে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ব্রজে নাহি পায়।
ব্রজের ভাব লৈঞ যেবা জনা ভজে। তত্তদযোগ্য দেহ হৈঞ কৃষ্ণ পার ব্রজে।
সর্বোত্তম-স্তানে নিজ ভাবকে জানিবে। নিষ্ঠা হৈলে কৃষ্ণ ব্রজলোকে পাবে।
অতএব নারদ মুনিকে কৃষ্ণ কয়। নারদীয়তন্ত্রে তাহার প্রমাণ নিশ্চয়।

ব্রজানুসারেণ চ মাং ভাবেন যেন কেন চ।

ভজিত্বা মদগতিং প্রাপ্য ক্রীড়েয়ুস্তে ময়া সহ।

পঞ্চরসতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন হৈল। গৌণসপ্তসহ রস দ্বাদশ কহিল।
রসামৃতসিদ্ধ গ্রন্থের অনুসার লৈঞ। তথা উজ্জলগ্রন্থের আভাস পাঞ।
কিছু ভাষা বর্ণিলাম মনের সাহসে। না লইবে সাধুজনা তায় লিপি-দোষে।
রসের বিগ্রহ কৃষ্ণ, রসময় তনু। রসতত্ত্ব কেবা জানে অঙ্গুত বিহু।
বিস্তার করিঞ গ্রন্থ গোষাধী বর্ণিলা। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ নামে প্রচারিলা।
ভক্তিরস-অমৃতনাগর নিরমিল। যাহার দর্শনে জীব কৃতার্থ হইল।
সেইত সিদ্ধুর বিন্দু বায়ুপথে পাঞ। আশ্বাদন করিলাম পবিত্র লাগিয়া।
আত্ম আত্মীয়গণ শোধনের লাগি। অস্ত্র কিছু নাহি বাঞ্ছা, প্রতিভা না মাগি।
ঐচ্ছৈতত্ত্বনিতানন্দ গোপাল মহান্ত। শ্রীগুরুগোবিন্দ চিত্তে ভাবিঞ নিতান্ত।
কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব শ্রবণ-উল্লাস। কাতরে বর্ণিলা এ নয়নানন্দ দাস।

ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব সপ্তদশঃ প্রকরণম্ ॥ ১৭ ॥

উপসংহার

এইত কহিল মাত্র দিগ্ দরশন । আশ্রয় বৈষ্ণবগণের সন্তোষ-কারণ ॥
মুক মুখ'মৈছে চাহে বেদ বাখানিতে । পঙ্কর উৎসাহ যেন স্নমের লক্ষিতে ॥
পিপীলিকা শোষিতে চায় সমুদ্রের জল । গিরি উৎপাটিতে যেন থাটোতের বল ॥
তেমত আমার চিত্তে উৎসাহ হইল । সাহসে লিখিতে গ্রন্থ প্রবৃত্ত হইল ॥
যেহা লিখি তার মর্ম সম্যক নাহি জানি । কৃপাবলে শ্লোকার্থ-আভাস বাখানি ॥
গুরুকৃষ্ণ-বৈষ্ণব করুণা অবলোকে । যদি বা করুণা হয় কৃপা করি মোহে ॥
পতিত-পাবন কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে শুনি । পতিত আমাকে দেখি যে কর আপনি ॥
পতিত-ভারণ প্রভুর নহেত বিমম । তবে কর্মদোষে আমি পাইছি কদম্বন ॥
গুরু কৃপা করিলে কৃষ্ণ করেন করুণা । শ্রীগুরু পতিত দেখি না করিহ যুগা ॥
শ্রীগুরু দয়াল হন অধম-ভারণ । আমি তাহে ভাগ্যহীন অতি অকিঞ্চন ॥

বৈষ্ণবে হইলে ভক্তি, গুরু কৃপা করে ।

হেদেহে বৈষ্ণব গোলাঞি না ছাড়িহ মোরে ॥

কৃষ্ণভক্তগণ-পাদপদ্মে করি নতি । শত শত বিনয়, সহস্র করি স্তুতি ॥
যত করি ভক্তিগ্রন্থ করিল লিখন । কৃপা করি লিপিক্রটি করিবে শোধন ॥
এবে কহি গ্রন্থের **অষ্টক্রম সূত্র** । যেহা যেই প্রকরণে হৈয়াছেন উক্ত ॥
প্রথম প্রকরণে হৈলো মঙ্গলাচরণ । গুরুকৃষ্ণ-বৈষ্ণব-বন্দনারূপ হন ॥
সর্ব-আরাধনা পূর কৃষ্ণের অর্চন ॥ মন সম্বোধিঞা প্রসন্ন প্রথম প্রকরণ ॥
কৃষ্ণ-সেবায় হয় জগতের প্রীতি । ভক্ত-বস্ত্র ভগবান, অভক্তকিন্দা তপি ॥
কৃষ্ণাঙ্গর বিনা ভবসিদ্ধ নহে পার । দ্বিতীয় প্রকরণে হৈল তাহার বিচার ॥
বালাবধি কৃষ্ণসেবা বিদগ্ধাবেশ-ত্যাগ । অনাশ্রিত পশুতুল্য ইত্যাদি বিভাগ ॥
ইন্দ্রিয় থাকিতে যে ইন্দ্রিয়হীন জন । ভক্তিশেষে তৃতীয়ে হইল নিরূপণ ॥

অকামা সকামা ভক্তি কৃষ্ণভক্তিকল । অবিনাশী কৃষ্ণদাস তৃতীয়ে লবল ॥
চতুর্থে সাধনভক্তি বৈদীর কথন । উত্তম-মধ্যম-ভক্ত-তটস্থ লক্ষণ ॥
পঞ্চমে চতুর্থেই ভক্ত্যঙ্গ-লক্ষণা । **ষষ্ঠে** সেবা-নামাদি-অপরাধ-বর্ণনা ॥
সপ্তমে রাগভক্তি প্রকটাপ্রকট লীলা । **অষ্টমে** ভাবভক্তি বর্ণন হইলো ॥
নবমে বিভাবহৃত্য পূর্ণতর-তম । দীরোদাতাদি তথা সাধক-কথন ॥
মিতাসিকাদি ভক্ত লক্ষণা নবমে । **দশমে** অহুতাব তথা সাধিক কথনে ॥
ব্যক্তিচারী কহিলাম প্রকরণ একাদশে । স্বাধীন্য কথন হৈয়াছেন দ্বাদশে ॥
ত্রয়োদশে সূখভক্তি রস-নিরূপণ । শান্ত দান্ত পর্যন্ত তাহাতে লিখন ॥
চতুর্দশে সখ্যভক্তি রসের বিচার । পঞ্চদশ প্রকরণে বাৎসল্যরস সার ॥
ষোড়শে সন্তুদশে উজ্জল-বর্ণন । এইত কহিল শাস্ত্রে ইপি অহুতম ॥
বহুবলে এই গ্রন্থ করিল বর্ণন । কৃপা করি চৈতন্যভক্ত করিবে গ্রন্থন ॥
শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণদাসে করি স্তুতি । সন্তান প্রকরণে গ্রন্থে হৈল ইপি ।
অহে প্রভু নন্দহৃত অগতির গতি । অনাথ জনের প্রভু তুমি হও পতি ॥
অনাথের নিবেদন তুয়া পদে আশ । জন্মে জন্মে কর প্রভু তব দাসের দাস ॥
কোন কুলে হোক জন্ম নীচানীচ জাতি । নর বা বানর পশুপক্ষি-পণ্ডে তপি ॥
কোন কুলে হোক জন্ম তাহে নাহি ভয় । তোমার দাসের দাস-সঙ্গ যেন হয় ॥
ও রাঙ্গাচরণযুগ না হৈয়ে বিশ্বাসি । অনাথ জনার প্রভু এইত মিনতি ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ স্তাবক তোমার । ভব সমকাদি দেব ভাবক ধাঁহার ॥
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর সেবক-গণনা । অনন্ত না পার যার গাঞি গুণ-সীমা ॥
সনকাদি সাম-গামে না পাইল অস্ত । নারদাদি ঋষিগণ না জানে মিতান্ত ॥
আমি তাহে জীব জার অতি মূঢ়মতি । কি বর্ণিব তব তত্ত্ব, কি আছে শক্তি ॥
নাহি জানি তপ জপ অর্চন সমাধি । ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি যোগবাগবিধি ॥
সত্তে মাত্র গুরুমুখে শুনি এই নাম । শ্রীগোপাল শ্রীগোবিন্দ কৃষ্ণ বলরাম ॥
রামকৃষ্ণ নমিমাত্র করিয়ে স্মরণ । নাহি জানি পূজা বিধি অজ আচরণ ॥
সেই রামকৃষ্ণ এবে মিতাই চৈতন্য । কলিযুগে অবতরি সৎসার কৈল বজ ॥

জীব উদ্ধারিতে হৈলা ভক্ত অবতার । আপনি আচরিঞ শিক্ষা করাইল সংসার ॥
 পূর্ব পার্শ্ব তথা পূর্ব ভক্তগণ । সঙ্গে লৈঞা করিলেন প্রেমবিতরণ ॥
 গোপাল মহাস্ত সঙ্গে ব্রজ-অভিলাষ । নিতাই চৈতন্যরূপে কলিতে প্রকাশ ॥
 ত্রীযুত সন্দরসহ নিতাই চৈতন্য । ভজ মন নিরবধি ছাড়ি কম' অগ্র ॥
 ঠাকুর সন্দর পূর্বে স্বদাম গোপাল । রামকৃষ্ণ-প্রিয়সখা রঙ্গিয়া রাখাল ॥
 এবহু শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্যপ্রিয় অতি । কলিযুগে তার নাম সন্দর থেয়াতি ॥
 তাঁর প্রিয়পাত্র পণিগোপাল মহাশয় । জগতে তাঁহার কীর্তি ব্যাপ্ত শিষ্য হয় ॥
 যবনের অন্ন ঘিঁহো পুষ্পজাতি কৈল । যাকে স্পর্শি চোরগণ পরে অন্ধ হৈল ॥
 পণ বেচি কৃষ্ণসেবা করিখা নিতি নিতি । শিরঃস্পর্শ নয় বোঝা চলে উদ্ধগতি ॥
 কৃষ্ণবলরাম বার বশ প্রেমগুণে । তাঁহার মহিমা গুণ কে বর্ণিতে জানে ॥
 কি কহিব মহিমা তাঁর গুণের গরিমা । সন্দরের প্রিয়পাত্র তাঁহার করুণা ॥
 তাঁহার আশ্রিত কানীনাথ মহাশয় । কানীনাথ ঠাকুরের হৈল পঞ্চ তনয় ॥
 পঞ্চ পুত্র সহ তাঁরে প্রভু রূপা কৈল । শক্তি সঞ্চারিঞা পুন সেবা ধর্ম দিল ॥
 পঞ্চ সহোদর প্রভুর করিল সেবন । ত্রীঅনন্ত, ত্রীকিশোর, ত্রীহরিচরণ ॥
 এই তিন জ্যেষ্ঠ হৈল প্রভুতে আশ্রিত । কনিষ্ঠ ত্রীকামুরাম ঠাকুর বিখ্যাত ॥
 তাঁর রূপাপাত্র ত্রীগোপালচরণ প্রভু । সেই প্রভু নিস্তার করিলা জীব বহু ॥
 শান্ত দান্ত ধীরমতি শুদ্ধান্তঃকরণ । কৃষ্ণভক্ত-জনপ্রিয় ভক্তি-আচরণ ॥
 রামকৃষ্ণ বিনা কভু অগ্র নাহি স্থতি । কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবা করিঞা পিরীতি ॥
 তাঁর সর্বশেষ দাস অতি অকিঞ্চন । এ দাস নয়নানন্দ করে নিবেদন ॥
 সেই প্রভুর আজ্ঞা হৈল গ্রন্থ বর্ণিবারে । মূর্থ হৈঞা লিখিলাম আজ্ঞা-অনুসারে ॥
 ত্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত গোস্বামী । গোপাল মহাস্তসহ চরণ বন্দি আমি ॥
 সাভিরাম সন্দরানন্দ ত্রীপণিগোপাল । বৈষ্ণব ঠাকুর যোর পরম দয়াল ॥
 এই সভার চরণ-পদ্ম করিঞা স্মরণ । কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব করিল বর্ণন ॥
 যুগ্ম-বাণ-ঋতু-চন্দ্রশকে পরিগণি । রঘুরাশিগত ভানু মাস তাহে জানি ॥
 ভূমিপুত্র বারে তথা কুহু তিথি শেষে । হইলেন গ্রন্থ সাক্ষ পঞ্চম দিবসে ॥

সেনভূমি-মধ্যে মঙ্গলডিহি গ্রাম । ত্রীপণিগোপালের সে বাহাতে বিশ্রাম ॥
 ঠাকুর পাছঞা বন্দো ত্রীশ্রামসন্দর । বলরামচন্দ্র প্রভু রসিক নাগর ॥
 সে মূর্তি দেখিতে ভক্তের বাঢ়ে প্রেমরস । সেই স্থানে রহি এই গ্রন্থ হৈল সাক্ষ ॥
 কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব শ্রবণ-উল্লাস । কাতরে বর্ণিল এ নয়নানন্দ দাস ॥

॥ সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥

শকাব্দা—১৩৫২ ॥০॥